আ বা স ভূ মি

মঞ্জু সরকার

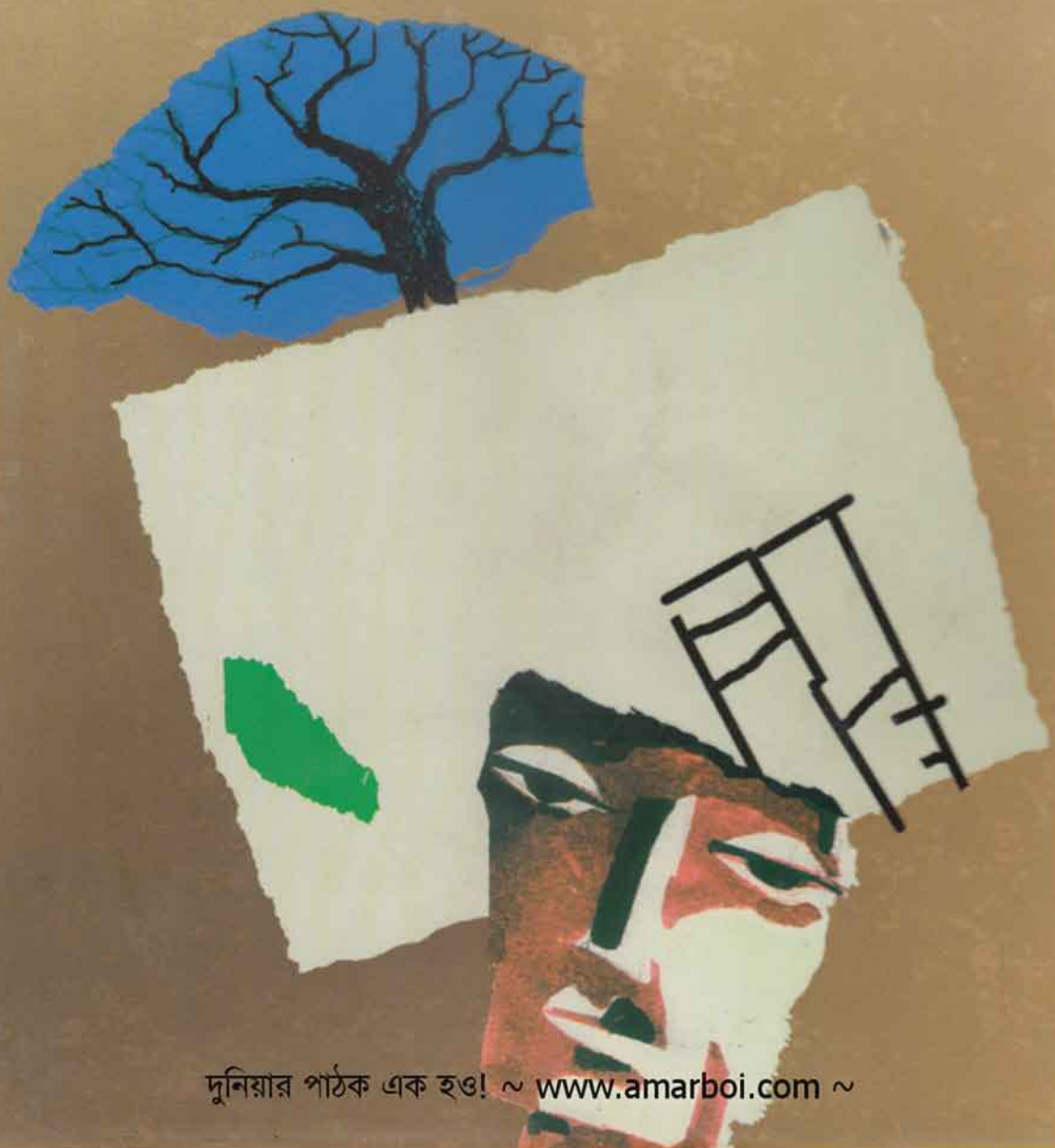

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবাসভূমি মূলত লেখকের ব্যক্তিগত জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। আবাসভূমির কালাম আর কেউ নন, লেখক মঞ্জু সরকার নিজেই। কালাম যেন ঢাকা নগরীর নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবার প্রধানের মডেল। ঢাকা শহরে নিশ্চিত আশ্রয়ের যে সীমাহীন সংগ্রাম, সে সংগ্রামের বাস্তবচিত্র আবাসভূমিতে চিত্রিত হয়েছে।

www.panjeree.com

আবাসভূমি
মঞ্জু সরকার
প্রচ্ছদ : সমর মজুমদার
মূল্য : ২৬০.০০ টাকা

পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবাসভূমি | মঞ্জু সরকার

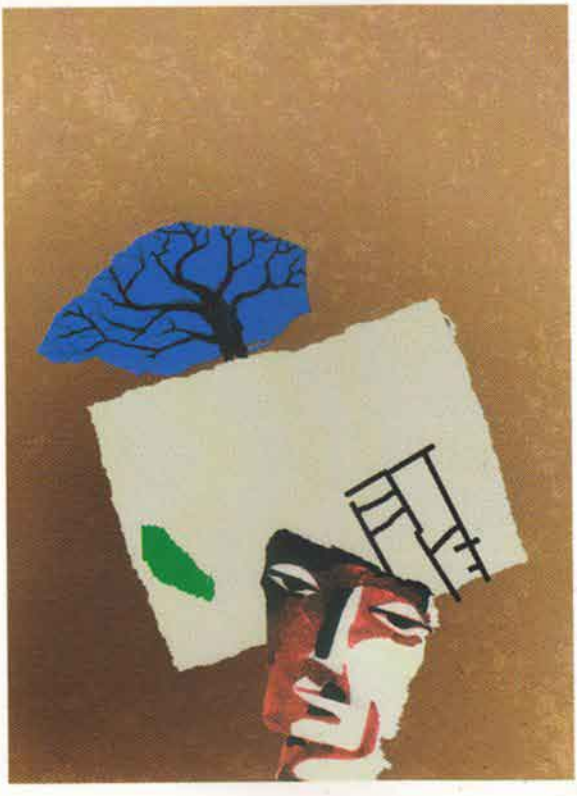

দ্রুত স্ফীতমান নগর শুধু পরিধির দরিদ্রজনের ধানী জমিই গিলে ফেলছে না, তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আগুনে দগ্ধ হচ্ছে নিম্নবিত্ত জীবনের স্বপ্ন-সাধ ভালোবাসা। ঢাকার উপকণ্ঠে নতুন আবাসভূমি গড়ে ওঠার পটভূমিকায় এ উপন্যাসের নির্বিবাদী নায়ক আবুল কালাম নিজেকে হঠাৎ আবিষ্কার করে সকল লোভ-লালসা, শঠতা-নিষ্ঠুরতার মুখোমুখি। বিশাল ক্যানভাসে অজস্র চরিত্রের মানবিক আবেগ-অনুভূতির দ্বন্দ্ব-মুখরতার ভেতর দিয়ে আমরা পেয়ে যাই সমকালীন বাস্তবতার অনুপম প্রতিচ্ছবি। ঔপন্যাসিক মঞ্জু সরকার তাঁর তীক্ষ্ণ জীবনদৃষ্টি, দরদি অথচ নির্মোহ মন ও গভীর শিল্পবোধের আরেক পরিচয় মেলে ধরেছেন 'আবাসভূমি' উপন্যাসে, যোগ করেছেন তাঁর সৃজনশীলতায় নতুন মাত্রা।

নিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে মঞ্জু সরকারের অবদান স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। ১৯৮২-তে 'অবিনাশী আয়োজন' গল্প সংকলন প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে অভিষেক ঘটে তাঁর। নিরন্তর লেখালেখির ফসল তাঁর সৃষ্টির ভুবনকে বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ করে চলেছে এখনও। এ যাবৎ ছোটগল্প, উপন্যাস ও শিশুতোষ গ্রন্থ মিলিয়ে প্রকাশিত বই প্রায় পঞ্চাশটি। কথাসাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পেয়েছেন বাংলা একাডেমী পুরস্কার। 'অবিনাশী আয়োজন' গল্পগ্রন্থের জন্যে ব্যাংক সাহিত্য পুরস্কার, 'আবাসভূমি' উপন্যাসের জন্যে ফিলিপস ও 'প্রতিমা উপাখ্যান' উপন্যাসের জন্যে পেয়েছেন আলাওল সাহিত্য পুরস্কার। এ ছাড়া শিশুসাহিত্যে 'ছোট্ট এক বীরপুরুষ' ও 'নান্টুর মেলা দেখা' উপন্যাসের জন্যে পেয়েছেন অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার। ২০০৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রাম ফেলোশিপ' প্রাপ্তি উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের খরচে তিন মাস আমেরিকা ভ্রমণ করেছেন। বর্তমানে 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে কর্মরত। মঞ্জু সরকারের জন্ম ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৫৩, রংপুরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আ বা স ভূ মি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবাসভূমি

মঞ্জু সরকার

পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

ভাষা আন্দোলনের কীর্তিমান পুরুষ
আব্দুল মতিন
আহমদ রফিক
শ্রদ্ধাভাজনেষু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবাসভূমি ১১৫ পৃষ্ঠার উপন্যাস হিসেবে প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৯৪ সালে। বইটি সেই সময়ের সেরা কথাসাহিত্য হিসেবে ফিলিপস পুরস্কার লাভ করে। পরবর্তীতে উপন্যাসটির দ্বিতীয় খণ্ড রচনা করেছি এবং প্লাবন নামে তা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান পরিবর্তিত আবাসভূমি উভয় খণ্ডের একত্রিত ও পরিমার্জিত রূপ। আশা করি নতুন রূপে অখণ্ড আবাসভূমি ভালো লাগবে পাঠকদের।

মঞ্জু সরকার
২৩.০১.২০১০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১.

ঠেলাগাড়ি থেকে ট্রাকে উত্তরণ

আবুল কালামের পুরো সংসার এখন ট্রাকের ওপর উঠছে। আগে একটা ঠেলাগাড়ি যথেষ্ট ছিল। অমুক মহল্লা থেকে তমুক মহল্লায়, এ গলি ছেড়ে সে গলি–দশ বছরের সংসার-জীবনে মোট ছয় বার বাসা বদলের ধাক্কা এক ঠেলাতেই কেটেছে। সংসারের এসব ঠেলাগাড়ি ভ্রমণ ছিল সংক্ষিপ্ত। তবে বড় বিরক্তিকর। ঝক্কি-ঝামেলাও কম ছিল না। সাজানো সংসার ভাঙো, মাল-ছামানা বাঁধো, ঠেলাগাড়িতে গাদাগাদি ওঠাও, তারপর ঠেলাঅলাদের পিছে পিছে হাঁটো। আবুল কালামও হেঁটেছে। অবশ্য নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে। ঠেলাচালকদের সঙ্গে তো নয়ই, ঠেলার মালপত্রের সঙ্গে তার মালিকানা পথচারীরা টের পেত না। তবু লজ্জা পেত কালাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠেলায় আচ্ছাসে কষে বাঁধার পরও ফুটে বেরুত কেরানির সংসারের করুণ ছিরি। রংচটা আলমারি, ঘুণে ধরা খাটের পায়া, দাঁত দেখানোর ঢঙে তুলো বেরুনো বালিশ, পেসাবের দাগঅলা তোশক, একটা বাঁশের শেলফ, কিছু বই-পত্র, কলস, ঝাঁটা, শিলপাটা ইত্যাদি কত যে দামি ও তুচ্ছ টুকিটাকি! ঘরে যা ছিল গোপন, রাজপথে তা বেশরম ন্যাংটো। ভদ্রলোক পথচারীরা এমনভাবে তাকাত, যেন বাসা বদলের চলমান সাইনবোর্ড পড়ছে। আবুল কালামের নিজেকে ছোট মনে হতো। কিরকম যেন বিপন্ন ভাব জাগত। রাস্তার দু পাশে কত বিল্ডিং, ভাড়াখেকো চার-পাঁচতলা ফ্ল্যাটবাড়ি; আর সে কিনা মুখে খড়কুটো নিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে দাঁড়কাকের মতো উড়ছে। কিন্তু এই শহরে নীড় বাঁধার মতো উপযুক্ত আশ্রয়ের বড় অভাব। মাসিক ২৫০ টাকা ভাড়ায় শুরু করেছিল, তা দশ বছরে ১৫০০ টাকায় উঠেছে। তার পরেও শহরে মনের মতো একটিও বাসা পায় নি। শেষবার শাজাহানপুরে এই আস্তানায় ওঠার সময়, ঠেলাগাড়ির সাথে দ্রুত পাল্লা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আবুল কালামের উদাস মন রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভর করেছিল। সেই স্মৃতি স্ত্রীকে সেদিন বলেছে সে। বাসা বদলের ধাক্কায় ক্লান্ত হৃদয়কে যে কবিতাটি সেদিন স্বস্তি করেছিল, স্ত্রীকেও তা আবৃত্তি করে শুনিয়েছে।

ধন নয়, মান নয়,
এতটুকু বাসা করেছিনু আশা.....

আবুল কালামের সেদিনের দিবাস্বপ্ন, সংসার-জীবনে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ এবং প্রধান আশাটি, অবশেষে আজ পূর্ণ হতে চলেছে। সপ্তম বারে তার শেষ বাসা বদল। ঝক্কিঝামেলা আগের থেকেও বেশি। কিন্তু আজ কালামের বিরক্তি নেই, ক্লান্তি নেই। নিজের বাড়িতে উঠে যাচ্ছে। আজ তার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর, ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধার বেশে অস্ত্রহাতে স্বাধীন দেশে ফিরতে যেমন লেগেছিল, আজকের খুশি খুশি ভাবটাও সেরকম কি? হবেও-বা। গত একটি বছর জমি খোঁজা থেকে শুরু করে বাড়ি নির্মাণ পর্যন্ত, টেনশন ও শ্রমে মাথার ঘাম পায়ে কম তো ঝরায় নি। অবশেষে আজ গৃহ-প্রবেশের শুভদিন। ট্রাক প্রস্তুত।

রাজধানী শহর তথা পৌর এলাকার সীমানা পেরিয়ে, পাকা রাস্তা ছেড়ে আধা পাকা, তারপরেও বেশ খানিকটা কাঁচা পথ পেরোলে গন্তব্যস্থান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গাটা শহরতলির অখ্যাত মামুলি এক গ্রাম। তবে নামটা সুন্দর। নিচিন্তাপুর। দূরত্বের কারণে এবং দ্রুত নিজবাড়িতে ঢুকতে পারার আনন্দেই ট্রাক ভাড়া করা। নইলে এমন নয় যে, ঠেলাগাড়ি ছেড়ে ট্রাকে উত্তরণ ঘটার মতো সমৃদ্ধি কিংবা স্বাচ্ছন্দ্যময় গতি এসেছে সংসারে। ঠেলায় অভ্যস্ত মালপত্রগুলো আরও পুরনো হয়েছে বরং। তবে ট্রাকে চড়ার আনন্দে সেগুলোও যেন ডিগবাজি খাচ্ছে। তদুপরি যাচ্ছে নিজ বাড়িতে। আলমারি, টেবিল, শেলফ গর্বিত ভঙ্গিতে খাড়া, কেউ-বা শুয়ে-বসে। বৃষ্টি এলে ভিজবে। বর্ষাকাল। আকাশে মেঘ। সকালে এক প্রস্থ বৃষ্টি হওয়ায় পিচের সড়ক এখনও ভেজা। যাত্রার আয়োজনের মাঝে আবুল কালামের মনে দুঃসাহসী অভিযানে বেরুনোর উত্তেজনাও। বর্ষাকালে বাসা বদলের ঝামেলা। তার ওপর নতুন পরিবেশে নতুন জীবন শুরু হতে যাচ্ছে। ভালোমন্দ কত কী যে ঘটতে পারে! তবে ভাড়া বাসার অভ্যস্ততা, নাগরিক জীবনের সুখ-সুবিধা বিসর্জন দেয়ায় কালামের মনে অণুমাত্র দুঃখবোধ নেই। পিছুটানের তো প্রশ্নই আসে না আর।

বাড়িঅলা ও ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীদের কাছে বিদায় নিতে গিয়ে কালামের স্ত্রী নার্গিস সকলের কাছে দোয়া চায়।

বাড়িঅলি হয়ে ভুলে যাবেন না, আবার আসবেন। হ্যাঁ, আমরাও যাব একদিন বেড়াতে।

অহেতুক ভদ্রতা কালামকে বিরক্ত করে। সে জানে, অর্থপিশাচ বাড়িঅলা বা পরিচিত সহভাড়াটেদের বাসায় কোনো দিনও বেড়াতে আসবে না সে। তারাও যাবে না। সবচেয়ে নিকট প্রতিবেশী রুমার মা নার্গিসের সঙ্গে গিয়েছিল একদিন দেখতে। ফিরে এসে অন্য পড়শিদের কাছে অনেক বদনাম করেছে।

'ওই রকম জায়গায় বাড়ি বানিয়ে ছেলেপেলে নিয়ে বসবাসের বদলে চৌদ্দপুরুষ ভাড়াটে হয়ে থাকব – সেও ভালো।'

মুখে এরকম, আর তলে তলে নিজস্ব জমি-বাড়ির স্বপ্নে পাগল হবার উপক্রম। এই বয়সে টাকা রোজগারের জন্য স্বামীকে বিদেশে পাঠানোর চেষ্টা করছে। আবুল কালামের স্বপ্ন-সাধের বাড়ি অন্যান্য ভাড়াটের মনেও শুভ প্রতিক্রিয়া আনে নি। দেখা হলে যারা দেঁতো হাসি দিয়ে সৌজন্য দেখায়, সালাম জানায়, আড়ালে তারাও গাল দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বেটা করে কেরানির চাকরি। ঘুষ-দুর্নীতি না করলে এই বয়সে বাড়ি বানানো।'.... 'আরে ভাই ওরকম ঘুষ খেলে ঢাকা শহরে দু-একটা বাড়ি এতদিনে আমারও হতো।'.... 'করাপশনের টাকায় বাড়ি-গাড়ি যতই করুক, সুখ-শান্তি হবে না রে ভাই, ওপরে আছে একজন।'....

অফিস ও আবাসস্থলের পড়শি ভদ্রলোকদের স্বার্থান্ধ ও পরশ্রীকাতর স্বভাব-চরিত্তির এত দেখা যে, এদের সংস্পর্শ থেকে কালাম তফাতে থাকতে ভালোবাসে। এই সব হিংসুটে শিক্ষিত ভদ্রলোকদের শহুরে পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারাটাও অচেনা এক গাঁয়ে বসবাসের সাহস যোগায়। এ ব্যাপারে স্ত্রী নার্গিসও তার সমমনা, এই অভিযানের নির্ভরযোগ্য সাথী। কিন্তু বিদায়কালে তার চোখ ছলছল কেন? রুমার মা সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'নিজের বাড়িতে যাচ্ছেন – এর চেয়ে সুখ আর কী? কিন্তু ওই জায়গায় গিয়ে বনবাসী হয়ে যাবেন না আপা। মাঝে-মধ্যে আসবেন।'

বাড়িঅলা আজ প্রকাশ্যে রুমার মায়ের সমালোচনা করে, 'আরে ভাই, বনজঙ্গল বলছেন কেন? আমি যখন বাড়ি বানাই, এ জায়গাতেও জঙ্গল-ধানখেত ছিল, রাতে শেয়াল ডাকত। বললে আজ বিশ্বাস করবেন? কালাম সাহেব বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন।'

'হ্যাঁ, ঢাকা শহর যেভাবে বাড়ছে, ওসব জায়গা ডেভেলপ হতে আর ক-দিন লাগবে।'

চেনাজানা সবার কাছে শেষ বিদায় নিয়ে কালাম স্ত্রী ও মেয়ে দুটিকে স্কুটার ভাড়া করে তুলে দেয়। নার্গিসের হাতে একটি লেদার স্যুটকেস, মেয়েদের কাঁধেও তাদের স্কুল ব্যাগ। রাস্তা খারাপ বলে ট্যাক্সি ভাড়া বেশি পড়ছে। রিকশা-বাসে গেলে অনেক টাকা বাঁচত। কিন্তু আজ আনন্দের দিনে হিসাবি স্ত্রীও বাসের বদলে স্কুটারে আপত্তি করে না। তা ছাড়া ট্রাকের আগেই তার পৌঁছানো দরকার। ট্রাকের মাল-ছামানা বাঁধাছাঁদার পর কালাম নিজে উঠে বসে ড্রাইভারের পাশে। কোলের ওপর টেলিভিশন।

ট্রাক গর্জন কম্পন দিয়ে চলতে শুরু করলে কালামের অন্তর থেকে সহসা গভীর আবেগ নীরবে উচ্চারিত হয় – বিসমিল্লাহ। কট্টর নাস্তিক না হলেও, সে ধার্মিক নয়। নামাজ-রোজা করে না। কিন্তু এই স্মরণীয় যাত্রা আল্লাহ ছাড়া আর কার নামেই-বা উৎসর্গ করতে পারে সে? সিটের সামনে চোখ বরাবর, ট্রাকের বডিতে খোদিত আল্লার বাণী চোখে পড়ে। ছোট ছোট বাংলা অক্ষরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখা 'লায়লাহা ইল্লাআন্তা ছোবহানাকা ইন্নি কুন্তুম মিনাজ্জোয়ালেমিন।' শৈশব থেকে জানে সে, এটা খুব মাহাত্ম্যপূর্ণ দোয়া। অনেক বাস-ট্রাকে লেখা থাকে। হয়তো-বা দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলার একটি বড় দাওয়াই। কিংবা দুর্ঘটনায় পড়ে গেলে দোয়াটা যাতে ঠিকঠাক স্মরণ থাকে – সে কারণে। কিন্তু তার পরেও তো খবরের কাগজে প্রতিদিনই অ্যাকসিডেন্টের ছড়াছড়ি। এরকম এক খবরের বিষয় হয়ে আজ যদি আবুল কালাম, বয়স ৩৫, পল্লী উন্নয়ন অধিদফতরের উচ্চমান সহকারী, মালামাল নিয়ে নিজের নতুন বাড়িতে প্রবেশের দিন ট্রাক-দুর্ঘটনায় নিহত এবং ট্রাক ড্রাইভার পলাতক হয়?

একা থাকলে কালাম হয়তো বুকে থু ছিটাত, ছোটবেলায় অবাঞ্ছিত ভয়ে বুক কাঁপলে যেমন করত। ড্রাইভারের দিকে আড়চোখে তাকায় সে। এমন আনন্দের দিনে অলক্ষুনে ভাবনাটা মাথায় এল কেন? অনেকদিন আগে একটি গল্প পড়েছিল সে। এক ভদ্রলোক চাকরি থেকে রিটায়ার করে সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে বাড়ি বানাল একটা। স্বপ্ন যখন সত্য এবং আয়োজন যেদিন সাঙ্গ হলো, গৃহ-প্রবেশের আনন্দের দিনে তার গন্তব্য হলো কবর কিংবা শ্মশান। গল্পটা এর বেশি মনে নেই। কিন্তু পড়ার সময় ভদ্রলোকের জন্য মনে দুঃখবোধ জেগেছিল, তা এত বছর পর আজ আবার মনে পড়ছে কেন?

আসলে এ হলো আবুল কালামের স্বভাব-দোষ। শুভ কিছুর মধ্যে অশুভ, ভালোর মাঝে খারাপ দিকটাও খুঁজে দেখা। আনন্দ কিংবা বেদনার ঘটনা অতিক্রম করে মন যেন বাস্তবতার অন্যদিকটাও দেখতে পায়। এই শহরে যখন সে বেকার এবং আশ্রয়হীন, স্টেশনের প্লাটফরমে ঘুমানো দুঃসময়ে মন বলেছিল, ঢাকায় একদিন তার নিজের বাড়ি হবে। আজ গৃহ-প্রবেশের শুভদিনে মনে আবার কেন অশুভ ঘটনার বীজ ছায়া ফেলছে? স্ত্রী-সন্তানদের কথা স্মরণ হয়। এতক্ষণে তাদের পৌঁছে যাবার কথা। কিন্তু আবুল কালাম গিয়ে দেখবে হয়তো ওরা নেই, ওরা কোনোদিনই তার কাছে আর পৌঁছবে না। এবার বুকখানা সত্যই ছ্যাঁৎ করে ওঠে, দুর্ঘটনায় নিজে মরে গিয়েও এতটা ওঠে নি।

ভাঙা সংসার নিয়ে নতুন বাড়ির দুঃসহ শূন্যতায় একাকিত্বের জ্বালা কীভাবে সহ্য করবে সে? তাকে রক্ষা করতেই যেন, ঝিলের ময়লা জলে হঠাৎ একটি লাল পদ্মের মতো সুশ্রী নারীমুখ ভেসে ওঠে। নতুন বসত-গ্রামে মেয়েটি তার নিকট প্রতিবেশিনী হবে। গ্রামটার প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখে ধরার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো নয়। ডোবা-নালা থাকলেও তাতে পদ্ম আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ফুলের চেয়েও আকর্ষণীয় সুষমা নিয়ে মেয়েটি কার জন্যে ফুটে আছে কে জানে? পরিচয়ের পর বার কয়েক দেখা। প্রতিবারই আন্তরিক আপ্যায়নকালে চোখে রহস্যময় আমন্ত্রণ, যা মিষ্টি হেসে একবার উচ্চারণও করেছে, 'আপনার মতো লোক পাশে থাকলে আমাগো আর একা লাগব না।' এই আমন্ত্রণে মন সময়ে-অসময়ে, এমনকি গভীর রাতেও কতবার যে সাড়া দিয়েছে, সে খবর কেবল কালামের মনই জানে। তবে বিষয়টা নিয়ে স্ত্রীর মনে এখনও তিলেক সন্দেহ জাগে নি। কিন্তু আজ দুর্ঘটনায় স্ত্রীকে হারিয়ে, শোকের বদলে মেয়েটিকে নিয়ে মন ব্যস্ত হয়ে পড়ায় কালাম নিজের কাছে লজ্জিত হয়ে ওঠে। সুখের সময়, সুখটা হঠাৎ হারিয়ে ফেলার ভয়ে পোড়া মন এরকম আজেবাজে কল্পনা করে বোধহয়। দ্বিতীয় সন্তান টুম্পা যখন পৃথিবীতে আসি আসি করছে, কালাম সেই সময়েও নার্গিসের মৃত্যু কল্পনা করেছিল। শুধু তাই নয়, নার্গিসের গর্ভস্থ সন্তানকে ততটা গুরুত্ব না দিয়ে, স্বার্থপরের মতো দ্বিতীয় বিয়ে কীভাবে হবে, কাকে করবে, কিংবা আদৌ করবে না – এসব পর্যন্ত ভেবেছে। কালামের এই মানসিকতা, পুরুষ জাতটা স্বার্থপর – স্ত্রীর এই অপবাদ সত্য প্রমাণ করার জন্যে, নাকি বাড়ি বানাবার মতো বিশ্রী ব্যস্ততার চাপেও তার রোমান্টিক কবি মনটি মরে নি এখনও?

ট্রাকের সামনের কাচটায় ড্রাইভারের দৃষ্টিপথকে স্বচ্ছ রাখতে ওয়াইপার নড়তে শুরু করলে কালাম টের পায়, বাইরে ঝিরঝির বৃষ্টি। বৃষ্টির ভয়টা সত্যি হলো। দুর্ভোগ আরও বাড়বে। আবহাওয়াটা গৃহ প্রবেশের আনন্দের উপযোগী নয় মোটেও। কিন্তু অপেক্ষা করারও উপায় ছিল না। বাড়িঅলা মুখে যত খাতির দেখাক, মাগনা একটা দিনও থাকতে দিত? নোটিস পাওয়ামাত্র নতুন ভাড়াটে ঠিক করেছে। যাক, পথে নেমে পেছনের কথা ভেবে আর লাভ নেই। নার্গিস মেয়ে দুটিকে নিয়ে নিরাপদে পৌঁছলে হয়। আবুল কালামের ট্রাক ইটবিছানো রাস্তা ছেড়ে এখন গাঁয়ের কাঁচা কর্দমাক্ত পথে উঠেছে। আর মাত্র মাইল খানেক পথ বাকি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিচিন্তাপুরে স্বাগতম

ট্রাকখানা হেলে-দুলে, কাদা-পানি ছিটিয়ে পথের যেখানটায় আটকে গেল, তার পাশে বিদ্যুতের খুঁটিতে ঝোলানো একটি সাইনবোর্ড। তাতে লেখা আল্লাহু আকবর, নিচিন্তাপুর যুব ক্লাব, গ্রাম নিচিন্তাপুর, ৫ নম্বর কুতুবপুর ইউনিয়ন। সাইনবোর্ডের জিনিসটা খুঁটির পেছনের টিনের চালায় এখন বন্ধ। রাস্তার দু পাশে বাড়ি। মাটির দেয়াল ও বাঁশের বেড়াযুক্ত টিনের ঘর। সামনে গাঁয়ের শোভা তিনতলা বিল্ডিং। এরা সবাই নিচিন্তাপুরের অধিবাসী। আবুল কালামের বাসাটি আরও প্রায় আধা মাইল দূরে। কিন্তু ট্রাক যেন আর এক ইঞ্চিও এগোতে নারাজ। বৃষ্টির পানি জমে এখানটায় এত কাদাপ্যাক জমবে, কালাম জানত না। ড্রাইভার ইঞ্জিনে শক্তিগুর্তি বাড়ায়, কিন্তু গর্জনই সার। চাকা কাদা চটকিয়ে একই স্থানে চড়চড়ে ঘোরে, প্রচুর ধোঁয়া বেরোয়, কিন্তু ট্রাক আর এগোয় না।

'কোন বেআক্কল রে? কোন হালা অ্যাই মেঘের মইধ্যে রাস্তায় টেরাক নামাইছে?'

ছাতা মাথায় ঢ্যাঙা একটি লোক হৈ হৈ রবে এগিয়ে আসে। যেন তার খেতের ফসলে মুখ লাগিয়েছে কোনো জানোয়ার। লোকটির চেঁচামেচিতে ট্রাকের গর্জন থামে। ইঞ্জিন অচল করে নিচে নামে ড্রাইভার। টিভি সিটে বসিয়ে রেখে কালামও নিচে নামে।

'কার টেরাক? কই যাইব? হ্যাঁ?'

লোকটাকে কালাম চেনে না। বদরাগী চাষা গোছের একজন। তবু তাকে সহানুভূতিশীল পড়শি হিসেবে পাওয়ার আশায় সে নিজের পরিচয় দেয়। কিন্তু লোকটা আরও খেঁকিয়ে ওঠে, স্বগ্রামে নতুন আগন্তুককে বরণ করার বদলে যেন তাড়াতে চায়।

'যত বিদেশিরা আইয়া এহানে বাড়িঘর করব, আর টেরাক নামাইয়া রাস্তার অবস্থা কেরচিন কইরা দিছে। না, না। এই রাস্তায় আর টেরাক লইয়েন না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ি তৈরির কাজে ইট-বালু নিয়ে কালামের ট্রাক এই রাস্তায় আগেও চলেছে। তখন অবশ্য বর্ষা ছিল না। রাস্তা সংস্কারের নামে যুব ক্লাবের ছেলেরা দু শ টাকা চাঁদা নিয়েছে। রাস্তা উন্নয়নের বদলে টাকাটা কয়েকজন বখাটে ছেলের ভোগে লাগবে বুঝেও কালাম আপত্তি করে নি। এই লোকটারও কি চাঁদা আদায়ের মতলব? ড্রাইভারও সুযোগ পেয়ে তার লেবারদের হুকুম দেয়, 'এই হালার পো, মালপত্র জলদি এহানে নামায় দে। গাড়ি আর যাইব না।'

'ভাই, আর সামান্য একটু পথ। আগেই তো বলে নিয়েছি খানিকটা রাস্তা খারাপ হবে।'

'আমি তো পারলাম না। এহন কি ঠেইলা নিতে পারবেন? লাগান দেহি ঠেলা।'

কালামের গৃহ-প্রবেশের আনন্দ মাটি করতে সবাই যেন তৎপর। আকাশের মেঘ মুখেও ঘনায়। ট্রাকে বসে নিজেকে যে ট্র্যাজেডির নায়ক কল্পনা করেছিল, সে কল্পনা কি সত্যি হতে যাচ্ছে? স্ত্রী-কন্যাদের জন্যে সে অস্থির বোধ করে। ট্রাকের মালপত্র নামাতে শুরু করে লেবাররা। ওঠানোর সময় যেমন যত্নে রেখেছিল, নামানোর সময় তার উল্টোটা। রাস্তার দু'পাশে কাদায় ভেজা ঘাসের ওপর কালামের সংসার তার নতুন বসতগ্রামের মাঝখানে করুণভাবে শোভা পায়। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভেজে। কাণ্ড দেখার জন্য আশপাশ বাড়ির মহিলা, ছেলেমেয়ে অনেকেই ছুটে আসে। টিভি এবং তোশক-বালিশ কয়েকটি ছেলের বুদ্ধিতে ক্লাবঘরে ঢোকানো হয়।

ট্রাক ড্রাইভার ভাড়ার নির্ধারিত টাকা গুনে নেয়ার পরও নিষ্ঠুর ও নির্লজ্জ হাসি দিয়ে বকশিশ চায়। বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারলে কালাম খুশি মনে দিত। কিন্তু এখন লোকটার প্রতি তাকাতেও ঘৃণা হয়। ওদিকে ঢ্যাঙা মতো লোকটি 'দ্যাশ কই, কোন হানে বাড়ি করছেন, কার কাছে জমি কিনছেন, কোন অফিসে কাম করেন, বেতন কত' ইত্যাদি প্রশ্ন করেই চলেছে। তার শেষ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কালাম বিরক্ত হয়ে শুধায়, 'জামালকে একটু খবর দিতে পারেন? জামাল আমার বন্ধু।'

'কোন জামাল, বিদেশে আছিল যে? তারে তো দেখলাম তখন ঢাকা গেল।'

কালাম খানিকটা বিস্মিত এবং হতাশও। অনেক স্বপ্ন-সাধের বাড়িতে ওঠার দিন এরকম তো হবার কথা নয়। এই লোকগুলির জিম্মায় মালপত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেখে সে কি বাড়িতে দৌড়ে গিয়ে দেখে আসবে, স্ত্রী-কন্যারা পৌঁছেছে কি না? সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে কালাম পরিচিত মানুষ দেখে ভরসা পায়। ছাতার বদলে মাথায় গামছা, লুঙ্গি হাঁটুর ওপরে। কাদায় পা টিপে টিপে লোকটা এদিকে আসছে, মুখে প্রসারিত হাসি।

'স্যার, আইয়া পড়ছেন? মাল ঠেলায় না টেরাকে আনছেন?'

পুরো নাম সালাউদ্দিন, লোকে বলে সালু। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে এ লোকটাই কালামের সবচেয়ে নিকটতম পড়শি। মাঝবয়সী লোকটা বাড়ি বানাবার কাজে রাজমিস্ত্রির সাথে যোগাইলার কাজ করেছে। অলস হলেও লোকটা বোকাটে, সরল প্রকৃতির।

'সালু ভাই, আমার ওয়াইফ মেয়ে দুটিকে নিয়ে এতক্ষণে পৌঁছানোর কথা। বাড়িতে গিয়ে একটু দেখে আসেন তো কী অবস্থা? আর এইসব নেয়ার একটা ব্যবস্থা করেন।'

কালামের স্ত্রী-সন্তানের খোঁজ নেয়ার চেয়ে মালপত্রের ব্যাপারে সালুর আগ্রহটা বেশি।

'হ, হ, আমি দেখছি। একটা মায়ালোক ছুটকেস হাতে দুইডা ছেড়িরে লইয়া আইছে। ছোট ছেড়িটা প্যাকের মইদ্যে আছাড় পইড়া কোমর ভাইঙা গেছে মনে হয়।'

কালামের সন্তানের কাদায় আছাড় খাওয়ার দৃশ্য স্মরণ করে খবরদাতা বালকটিকে হাসতে দেখেও কালামের রাগ হয় না। বরং ছেলেটি এবং সালুর প্রতি সে কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে।

'ও মাতবর, এট্টু ধর না – আলমারিটা দুইজনে দিয়া আহি।'

'আমি তোর মতো কামলাখাটা না। সারাদিন রাজমিস্ত্রি আর বিদেইশ্যা গো হোগার পাছে ঘুইরা বেড়াই না।'

মাতবর যে সালুর মতো তুচ্ছ ব্যক্তি নয়, সেটা বোঝানোর জন্যে যথেষ্ট অহংকারবোধ নিয়ে কালামের দিকে আড়চোখে তাকায়।

'হ। তুমি তোমার গাই-বলদের পিছে ঘুরতে থাক। কিন্তুক আর কয়দিন? বিদেইশ্যা মানুষ আইয়া এ জায়গারে টাউন বানায় ফেলব।'

'হ্যার লাইগা তো গেরামের বেবাকটি দালালি শুরু করছস!'

সালু আর ঝগড়াটা বাড়তে দেয় না। রাস্তায় নতুন দৃশ্য দেখতে আসা এক যুবককে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে যায়। দু জন গামছা গদি বানিয়ে মাথায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসায়। আলমারি তাদের মাথায় তুলে দেয়ার জন্য মাতবরও ছাতা রেখে সাহায্য করতে এলে কালাম কিছুটা অভিমানে খানিকটা ভয়ে বলে, 'থাক ভাই, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। মাতবর মানুষ আপনি।'

কিন্তু লোকটাকে কালাম যত খারাপ ভেবেছিল, ততটা খারাপ সে নয়। উপস্থিত পোলাপানদের নির্দেশ দেয় সে, 'তোরা ছোটখাটো জিনিসগুলো লইয়া দিয়া আয়। যা যা, লজেন খাওয়ার পয়সা দিব নে সাহেবে।' নেতৃত্ব দিয়ে ক্ষান্ত হয় না, নিজে অবশিষ্ট মালপত্র পাহারা দেয়ার দায়িত্ব নিয়ে কালামকে বলে, 'আপনিও এগো লগে যান। হারাইব না কিছু। আমি আছি।'

গাঁয়ের পুরানো বাড়ি-ভিটা যেখানে শেষ, সেখান থেকে এক বিশাল ধু-ধু প্রান্তরের শুরু। প্রান্তর মানে আইলঘেরা অসংখ্য ফসলের মাঠ। সব মাঠ এখন রোপা ইরি ধান আর বর্ষার পানিতে একাকার। প্রান্তরে নতুন অঙ্কুরোদগমের মতো বিক্ষিপ্ত বাড়িঘর নিয়ে একটি নতুন বসতির চিহ্ন। অধিকাংশই বাঁশের বেড়ায় ঘেরা টিনের চালা, সম্পন্ন টিনের ঘর কিংবা টিনশেড ছোট ছোট বিল্ডিং। ভিটায় লাগানো নতুন গাছ কিংবা চালের ওপর লাউ, শিম বা কুমড়ার লতা। চারদিকে খেতের মাঝে গজিয়ে ওঠা বিক্ষিপ্ত বাড়ি-ঘরগুলির চেহারা দেখেও বোঝা যায়, বাসিন্দারা স্বল্পবিত্ত এবং যথেষ্ট অসুবিধাভোগী। যোগাযোগের ভালো রাস্তা নেই, বিদ্যুৎ নেই। গ্যাস নেই, আবার গ্রামসুলভ সমাজবদ্ধতাও যেন নেই। এত সব না থাকার মাঝেও প্রান্তরে আবুল কালামের বাড়িটি আছে। বিশাল প্রান্তরে তিন কাঠা জমির মালিকানা পাকাপোক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে। চকচকে টিনের ছাদ এবং বাইরে আস্তর না করা নতুন ইটের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে ছোটমোট বাড়িটি একমাত্র তারই অপেক্ষায় স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

বড় রাস্তাটা ছেড়ে গলির চেয়েও চিকন এক আলপথ পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকতেই চম্পা-টুম্পাকে দেখতে পায়। ইতোমধ্যে জামা-কাপড় পাল্টেছে। ঘরের সামনে উঠানের এক কোণে ১০ বাই ২০ ফুট আয়তনের একটা গভীর গর্ত। গর্তের মাটি ফেলে ঘরের ভিটি উঁচু করতে হয়েছে। উঠানে নতুন মাটি বসে নি এখনও। বৃষ্টির পানি পেয়ে থকথকে কাদা হয়েছে ঘরের সামনেই। একদিকে সঞ্চিত ইটের খোয়া, অল্পকিছু বালুর ঢিবি। কালাম মেয়ে দুটির হাতে গুটির মতো ইটের টুকরা দেখতে পায়। ওদের পায়ে কাদা। আর বৃষ্টির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পানি জমে যে গর্তটা প্রায় উপচে উঠেছে সেই গর্তের পাড় ঘেঁষে বসে আছে দু জন। কালাম আর একটি দুর্ঘটনার ছবি দেখতে পায়। পা ফস্কে গর্তে পড়লে টুম্পা ডুববে। সাঁতার জানে না। গৃহ প্রবেশের আনন্দ আবার তছনছ হবার আশঙ্কা হতেই কালাম ধমকে ওঠে।

'চম্পা-টুম্পা! কী করছ তোমরা ওখানে? ঘরে এসো।'

'আব্বু, আমাদের পুকুরে অনেক মাছ আছে।'

'ব্যাঙও আছে। এই দেখো দেখো।'

'মাছ-ব্যাঙ মারতে হবে না। ঘরে এসো। ঠাণ্ডা লাগবে।'

আলমারি রেখে সালু ঘর থেকে বেরিয়ে পরামর্শ দেয়, 'স্যার, তেলাপিয়া মাছ ছাইড়া দিয়েন। খাইতে পারবেন।' স্বেচ্ছা শ্রমদাতা বালক তিনটি হাতের মালপত্র ঘরে নামিয়ে রেখে গর্তের কাছে ছুটে যায়। ইটের টুকরা ছুড়ে ব্যাঙ বা মাছকে মারে।

নার্গিস ঘরে ঢুকেই ঘরনির বেশ ধারণ করেছে। মহাব্যস্ত এখন। নিজের পুরনো পেটিকোটকে ন্যাকড়া বানিয়ে পাকা মেঝে মুছে দিচ্ছে।

'এই দেখ তো, আলমারিটা এখানে রাখলাম। খাট কোথায় ফেলব? আহা, ওগুলো বারান্দায় রাখছ কেন? ওগুলো রাখো।'

পরবর্তী ঘণ্টা তিনেক এরকম চলতে থাকে। দু ঘরে খাট দুটি পাতা হলে শূন্য বাড়ি মোটামুটি সাজানো সংসারের চেহারা পায়। মালপত্র সব আনা হলে কালাম সালুকে দোকানে পাঠায়।

'উদ্বোধনী দিনে নতুন স্টোভ জ্বালিয়ে খিচুড়ি করো। লোক দুটাকেও খেতে বলি। এত খাটল।'

নার্গিস রান্নাঘর গোছানোর কাজে ব্যস্ত। বিরক্ত হয়ে প্রতিবাদ করে।

'তোমার সবটাতে বাড়াবাড়ি। মাগনা নাকি, পয়সা নেবে না ওরা? যেদিন মিলাদ দেব সেদিন ডেকো সবাইকে।'

'ঠিক আছে। অন্তত চা-টা একটু দাও।'

সালু দোকান থেকে ফিরে এল। সঙ্গে ঢ্যাঙা মাতবর, তার হাতে একটা পিঁড়ি।

'এইটা ফেলায় আইছিলেন। লইয়া আইলাম।'

কালাম বারান্দায় লোহার ফ্রেমে প্লাস্টিক গাঁথা চেয়ার পেতে নতুন গ্রামবাসীদের সমাদর করে বসায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এই যে, আপনে নোয়াখালি বরিশাইল্যা হইলে আমি এ বাড়িতে আইতাম না।'

অফিসে যে সহকর্মীর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা, সে লোক নোয়াখালির। এখানে নিকটবর্তী যে বিল্ডিংটির নতুন বাড়িঅলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা, সে ভদ্রলোক বরিশালের। এ বাস্তব কারণ ছাড়াও গেঁয়ো লোকটার সংকীর্ণতা ও আঞ্চলিকতা তার খারাপ লাগে। লোকটার সঙ্গে খাতির জমানোর স্বার্থে মুখে তবু প্রশ্রয়ের হাসি।

'কেন, বলেন তো ভাই। নোয়াখালি-বরিশাল কী দোষ করল?'

'ঐ হালারা মানুষ নয়। এই গেরামে তো ম্যাকসিমাম নোয়াখালি-বরিশালের মানুষ আইয়া বসত করতাছে। আস্তে আস্তে আপনিও টের পাইবেন।'

'ভালোমন্দ সব জায়গাতেই আছে। ঢাকায় কি খারাপ মানুষ নাই?'

'হ স্যার, ঠিক কইছেন। এই যে মাতবর, আমাগো এই দ্যাশের মানুষ কি কম খারাপ?'

'হইব না? অহন যে ঘরে ঘরে দালাল, আমি আর আমার বাপরেও বিশ্বাস করি না।'

এই ধরনের অবিশ্বাস, ঈর্ষা ও ঘৃণার মূলে কত যে তিক্ত অভিজ্ঞতা জমে উঠছে লোকগুলোর মনে কে জানে। আবুল কালামের পুঁজিতেও কম নয়। এই তো সেদিন, বাড়ি নির্মাণে প্রথম যে রাজমিস্ত্রি লাগিয়েছিল, সে ছেলে স্থানীয়। তার সঙ্গী যোগাইলা দু জনের মধ্যে সালুও ছিল। স্থির হয়েছিল রাজমিস্ত্রির রোজ ১২০ আর হেলপার দু জন পাবে ৬০ টাকা করে। এই হিসাবে রাজমিস্ত্রিকে সে পাওনা পরিশোধ করত। কিন্তু পরে জানা গেল, রাজ বেটা তার যোগাইলাদের ৫০ টাকা করে দিয়েছে। এ নিয়ে সালু ও রাজমিস্ত্রির সঙ্গে তুমুল ঝগড়া। সেই ঝগড়া থেকে মালিককে ঠকানোর ব্যাপারে রাজমিস্ত্রির অনেক গোপন কায়দা-কৌশল সম্পর্কে জানতে পেরেছিল কালাম। সহানুভূতি জেগেছিল সালুর প্রতি। রাজমিস্ত্রিটি সালুকে বাদ দিয়েছে আর রাজমিস্ত্রিকে তাড়ানোর জন্যে কিছু দিন কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছিল কালামকে। পরে অন্য মিস্ত্রিকে দিয়ে কাজ শুরু করালে গায়ে পড়ে ছেলেটা ঝগড়া করতে এসেছিল। কিন্তু তার চেয়েও গাঁয়ে বেশি প্রভাবশালী যুবক জামাল পাশে থাকায় সুবিধা করতে পারে নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকগুলোকে কালাম নিজ হাতে চা-মুড়ি এনে দেয়। নতুন বাড়িতে প্রথম মেহমানদের মিষ্টিমুখ করানো গেল না। অনুতাপটি ভুলতে নিজের সিগ্রেটের প্যাকেট এগিয়ে দেয় মাতবরের দিকে। সালু লুঙ্গির প্যাঁচ থেকে বিড়ি বের করেছিল, তাকেও বলে, 'নেন, নেন, এইখান থেকে নেন।'

সালু ও তার সহকর্মী যুবক কৃতার্থ হয়ে সিগ্রেট নিলে কালাম বেশ বিনয়ের সঙ্গে নগদ লেনদেনের প্রসঙ্গটি তোলে।

'তারপর, আপনাদের কত দেব বলেন তো।'

সালু ততোধিক বিনয়ে গলে যায়। টাকার প্রসঙ্গে লজ্জাও পায় যেন। হেসে বলে, 'দ্যান স্যার, ইনসাফ কইরা।'

মাতবর মধ্যস্থতা করে, 'ম্যাঘের মধ্যে প্যাক খইচা এতগুলা মাল টানল। দ্যান, দুই শ টাকা দিয়া দ্যান।'

কালাম মনে মনে চমকে ওঠে। এতক্ষণ ধরে আন্তরিক সৌজন্য দেখিয়ে খেটে-খাওয়া লোক দুটিকে সে ঠকাতে চায় নি। কিন্তু এরা তাকে ঠকাতে চাইবে তাও আশা করে নি। সে কিছু বলার আগেই নার্গিস দরজায় বেরিয়ে আসে।

'বলেন কি! অতদূর থেকে ট্রাকে আনলাম মাত্র তিন শ টাকায়। আর এখানে থেকে এইখানে, দু জনে আধাবেলা ৫০ টাকার কাজও করেন নি।'

সালু সিগ্রেট ঠোঁটের কাছে নিয়েও টানতে যেন লজ্জা পায়। তার কম কথা বলা সঙ্গীটি বাঁকা চোখে নার্গিসকে জরিপ করে বলে, 'না দিয়া খুশি থাকলে নাই দিলেন', কণ্ঠে বিনয় নেই, ঔদ্ধত্য।

'আপনি দ্যান স্যার, ইনসাফ কইরা। টাকাটাই বড় কথা নয়। আপনি অহন আমার পাড়াপড়শি।'

ঢ্যাঙা মাতবর এবার ক্ষেপে যায়।

'ভদ্রলোকের সাথে ভদ্দরলোকি চোদাস! আমারে লইয়া আইলি ক্যান?'

কালাম তাড়াহুড়া করে মানিব্যাগ থেকে ১০০ টাকা বের করে দেয়, 'চলবে? এখন এর বেশি দিতে পারব না।'

খুশি না বেজার বোঝা গেল না। লোকগুলো চলে গেলে নার্গিস মুখের ঝাল স্বামীর ওপর ঝাড়ে।

'ছোট লোকদের সাথে অমন মিনমিনে ভদ্রতা কর! সাধে কি আর লোকজন তোমাকে ঠকায়? এই মিনমিনে স্বভাব নিয়ে এখানে টিকতে পারবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, বুঝলে। এটা শহর নয়, গ্রাম। হুট করে একশটা টাকা দিয়ে দিলে। আবার খিচুড়ি খাওয়ানোর শখ!'

স্বভাবের বৈপরীত্য সময়তে স্ত্রীর প্রতি আবুল কালামের বিশেষ আকর্ষণ বাড়ায়। নার্গিসের হিসাবি বৈষয়িক মন, স্পষ্টবাদী ঝগড়াটে স্বভাব সংসারের জন্য উপকারীও বটে। কিন্তু এ মুহূর্তে কালাম বিরক্তবোধ করে। কেনাকাটায় সঙ্গী হলে নার্গিসের হাজারটা দোকান ঘোরা আর ক্লান্তিহীন দরকষাকষি দেখে যেমন হয়, সেরকম। কেননা নিছক ভদ্রতা বা কবিত্ব দেখাতে লোকগুলোকে সে খাতির দেখায় নি। নতুন জায়গায় স্থায়ী মানুষদের সঙ্গে শুরুতে বিরোধের সম্পর্ক ঠিক নয়। এটুকু দূরদর্শিতাও স্বার্থান্ধ নার্গিসের নেই। তা ছাড়া সমাজের ভদ্রলোক শ্রেণির চেয়েও যে খেটেখাওয়া চাষি-মজুরদের প্রতি তার আন্তরিক পক্ষপাত এবং রাজনীতি না করলেও যে তার এককালের রাজনৈতিক বিশ্বাস মনে মনে এখনও কাজ করে, এসব সূক্ষ্ম হিসাব অবশ্য নার্গিসের বোঝার কথাও নয়।

'এই যে সাহেব, একটা জরুরি কথা কইতে আইলাম। হুইনা যান।'

মাতবর আবার বাইরে থেকে ডাকে। একা ফিরে এসেছে। কালাম মন শক্ত করে বেরয়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। এ সময় লোকটার জরুরি কথা আরও আতঙ্কজনক।

'নতুন আইছেন। ফাঁকা জায়গায় বাড়ি, তা বাদে কারেন্ট নাই। দিনকাল তো ভালা না। হেই দিন রসুলের হেইমুড়া ডাকাইত পইড়া ঘরের টিন পর্যন্ত খুইলা নিয়া গেছে। একটু সাবধানে থাইকেন।'

কালাম লোকটাকে দাপট দেখাবে ভেবেও এখন লা-জবাব। মানুষটার চলে যাওয়া তাকিয়ে দেখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢোঁড়া সাপের মণি

ডাকাতের খবরটা কালাম চেপে রাখে। স্ত্রী ও সন্তানদের মনে অহেতুক আতঙ্ক ছড়াতে চায় না সে। কিন্তু খবরটা চেপে রাখার ফলে ডালপালা ছড়িয়ে তা নিজের মনে অশুভ ভয়-ভাবনা বাড়াতে থাকে। এমন তো হতে পারে, কালামকে সতর্ক রাখার মূলে রয়েছে কালামকে আক্রমণেরও নিশ্চিত একটা পরিকল্পনা। মাতবর, সালু ও তার সন্দেহজনক যুবক সঙ্গী, কাজ-ছাড়ানো বেকার রাজমিস্ত্রিটি – এদের কতটুকুই-বা চেনে কালাম। তবে একটা বিষয়ে নিশ্চিত সে, স্থানীয় লোকজন তাদের গ্রামে বসতি গড়তে আসা বহিরাগতদের ভালো চোখে দেখে না। এটা হয়তো স্বাভাবিকও। তার নিজের জন্মভূমি গ্রামেও আছে উত্তরা ও ভাটিয়াদের বিরোধ। অনেকদিন আগে দেখা একটা ইংরেজি সিনেমার দৃশ্য মনে পড়ে কালামের। সাদা চামড়ার সভ্য জগতের একটি পরিবার নতুন স্থানে বসত করতে গেলে স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ানরা তাকে আক্রমণের জন্য তীর-ধনুক বল্লম হাতে তৈরি হচ্ছে। কালাম ছবিটির মতো সেভাবে হয়তো আক্রান্ত হবে না। কিন্তু তাকে বিপন্ন করে তোলার একটা চক্রান্ত কোথাও যদি নাই থাকবে, ট্রাকে ওঠার পর থেকে তার মনে এতসব অশুভ ছায়া পড়ে কেন?

'আমরা এসেছি জেনেও জামালরা খোঁজ নিতে এল না। যাব নাকি একবার ওদের বাড়িতে?'

'সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। তুমি কল থেকে এক বালতি পানি এনে বাথরুমে রাখো, রাতে যাতে আর বাইরে বেরুতে না হয়।'

নার্গিসও কি তবে বিপদের গন্ধ পেয়েছে? কালাম টিউবওয়েলে পানি ভরতে গিয়ে বাড়ির চারপাশটা ভালো করে দেখে নেয়। উঠানে দাঁড়ালে চোখে পড়ে কড়ই গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জামালের বাড়ির উঠানে বিজলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাতির আভা। ডানে ও বাঁ দিকেও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কয়েকটা নতুন বাড়িঘর। পেছন দিকটায় প্রান্তরের ধু-ধু শূন্যতা। বিপদে পড়ে কালাম যদি সাহায্যের আশায় গলা ছেড়ে চিৎকার দেয়, সে চিৎকার কি জামালের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছবে না? রাতের শব্দ বহুদূর ছড়ায় এবং গাঁয়ের লোকজন তাতে দ্রুত সাড়াও দেয়। কিন্তু সাড়াজাগানো কোনো ঘটনার জন্ম দিতে কালাম গলা ছেড়ে চেঁচাতে পারবে কি? অভ্যাস নেই যে। এর আগে ভাড়া বাসায় একবার চোর এসেছিল। অচেনা মেহমানের খটখট শুনে ভদ্রলোকেরা যেভাবে 'কে' বলে, তার চেয়ে নিচু ও কম্পিত স্বরে কালামকে বলেছিল। স্ত্রীর কানেও যায় নি সেই চিৎকার। অবশ্য কাজ হয়েছিল তাতেই।

সন্ধ্যাতেই দরজার ছিটকিনি খিল লাগিয়ে দেয়া হয়। মেয়েরা খাটে বসে জানালা খুলে প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে ছিল। কালাম জানালা বন্ধ করে দেয়।

'আব্বু, এখানে কি ভূত আছে? আপা বলল।'

'ধ্যাৎ! নতুন বাড়িতে কখনও ভূত আসে না।'

'আজ টিভিতে ধারাবাহিক নাটক ছিল। ইস! দেখতে পাব না।'

'কিছু দিনের মধ্যে আমরাও কারেন্ট নেব। তখন দেখবে।'

'জান আব্বু, চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকলে মনে হয় আমরা এখনও ঢাকার বাসায় আছি।'

'হ্যাঁ, প্রথম কদিন খারাপ লাগবে মা। তারপর দেখবে নিজের বাড়িতেও কত মজা।'

'কিন্তু রাস্তায় যে কাদা! ঐ রাস্তা দিয়ে আমি স্কুলে যেতে পারব না।'

'ঠিক আছে, কটা দিন বাড়িতে বসেই পড়ো।'

সন্ধ্যার পর রাতের খাবার হয়ে যায়। টিনের চালে বৃষ্টি, নিজের ঘরে বসে পরিবারের সবাইকে নিয়ে গরম খিচুড়ির স্বাদ আজ অপূর্ব লাগে। খিচুড়ির সঙ্গে কালাম টাটকা কই মাছেরও স্বপ্ন দেখায়। বাড়ির পেছনে ঝিল আছে। ঝিলের মাছ বর্ষার জলে চারপাশের ধানখেতে উঠে আসছে। সেই মাছ ধরার জন্যে কালাম শীঘ্রই একখানা কইজাল কিনবে। বাড়ির কাছেই পেতে রাখবে। মেয়েরা পিতার মাছ ধরার স্বপ্ন দেখে খুশি। নার্গিসও স্বামীর স্বপ্নকে মদদ যোগায়, 'গ্রামে বাড়ি করেও মাছ-মুরগি কিনব কেন? তুমি কালকেই কয়েকটা মুরগি কিনে এনো। আর বৃষ্টিটা কমলে সামনের খালি জায়গাটায় ঢেঁড়স পুঁইশাক লাগাব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতসব স্বপ্ন সুবিধার মাঝেও নতুন বাড়ির রহস্যময় ভয়টা তবু কাটে না। মেয়েরা মশারির নিচে ঢুকেও ভয় পায়, 'ও মা, তুমি আজ আমাদের সঙ্গে শোও। ভয় লাগে।'

'কিসের ভয়! আমি পরে শোব, তোরা ঘুমা।'

মাঝের দরজা খোলা রেখে কালাম পাশের ঘরের খাটে। বাড়িতে উঠে মিলাদ দেয়া হয় নি বলে নার্গিসের খুঁতখুঁতানি রয়ে গেছে। অতৃপ্তিটা কমাতে, কিংবা মনের অশুভ ভয়টা কাটাতে, সে এখন আল্লাকে ডাকবে। স্ত্রীর নামাজ-রোজায় কালাম বাধা দেয় না। বিছানায় একা শুয়ে শুয়ে সিগ্রেট টানে। ডাকাত এলে দরজা কীভাবে ভাঙবে, আগাম বোঝার জন্যে নিজেই ডাকাত সেজে কল্পনায় দরজা ভাঙার কৌশল খোঁজে, সেইসঙ্গে প্রতিরোধের উপায়ও।

টিনের চালে ছিপছিপে বৃষ্টি পতনের শব্দ ছাপিয়ে হঠাৎ বাইরে জানালায় করাঘাত শুনে কালামের গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়, তীব্র চমক নিজেরই টুঁটি চেপে ধরে। স্পষ্ট ঠকঠক শব্দ।

শব্দটা মিলিয়ে যাবার পর, কালাম সাড়া দেয়ার মতো সংবিৎ ফিরে পায়। কিন্তু বাইরে এখন ভয়ংকর নিস্তব্ধতা। নার্গিস মাথায় নামাজি ঘোমটা নিয়ে ছুটে আসে। ভয়ে কণ্ঠস্বর চাপা ও বিকৃত।

'এই, কে ডাকল অমন করে? বাইরে কে যেন এসেছে।'

'মনে হয় তখনকার ঐ লোকটা।'

'খবরদার, দরজা খুলবে না। তিন ডাক দিলেও না।'

'এত ভয়ের কী আছে?'

'লোকটা ওভাবে ভয় দেখাচ্ছে কেন? ঐ লোকটা না অন্য কেউ?'

কালাম নিশ্চিত হতে পারে না।

'শোনো, কালকেই বাবার কাছে চিঠি দিয়ে কেরামতি মওলানার কাছে তাবিজ নিয়ে পাঠাতে বলব। বাড়ির চাককোনায় পুঁতে বাড়িটা বন্ধ করে নিলে বিপদ-আপদের ভয় থাকবে না।'

'তোমার নামাজ হয়ে গেছে? শোও।'

'আমি কোরান শরিফটা একটুখানি পড়ে আসি।'

নার্গিস আবার পাশের ঘরে জায়নামাজে বসে গুনগুনিয়ে কোরান শরিফ পড়তে থাকে! ভূত কিংবা ডাকাত যাই হোক, এই পবিত্র শব্দ শুনলে ঘরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢুকতে সাহস পাবে? কিন্তু তারপর? চারপাশে আরও বাড়িঘর না ওঠা পর্যন্ত, ইলেকট্রিসিটি না আসা পর্যন্ত, এই প্রাচীন অন্ধকারময় অচিন প্রান্তরে ভয়ের সঙ্গে এরকম যুদ্ধ করেই থাকতে হবে নাকি? সব জেনেশুনেই তো কালাম ঝুঁকি নিয়েছে। শহর থেকে দূরত্ব এবং গ্রামের নাম শুনে শুভাকাঙ্ক্ষী অনেকেই নিষেধ করেছিল, 'আরও দু-চার বছর যাক, জায়গাটা ডেভেলপ হোক, কারেন্ট-গ্যাস যাক, তারপর বাড়ি করার চিন্তা করবেন। ছেলেমেয়ে নিয়ে ঐ পরিবেশে এখন থাকতে পারবেন না।' কালাম এসব উপদেশ শুনে ভয় পায় নি। কারণ যারা এরকম বলত, তারা শুধু মাসিক বেতনের ওপর নির্ভরশীল এক কেরানির ঢাকা শহরে সংসার চালানোর দুঃসহ টানাপোড়েন তেমন উপলব্ধি করত না। তা ছাড়া অফিস থেকে হাউজ বিল্ডিং এবং প্রভিডেন্ড ফান্ডের লোন নেয়ার পর ঢাকা শহরে থাকারও কোনো উপায় ছিল না। লোন শোধ করবে, না বাসাভাড়া দেবে? শহরের ঘিঞ্জি গলির সংকীর্ণ ঘরে বসবাসের চেয়ে গাঁয়ের খোলা মাঠ, মুক্ত আকাশের আকর্ষণ তার কাছে অনেক বেশি। আর গ্রামের ছেলে হয়েও কালাম গ্রামকে ভয় পাবে কেন? যে লোকটা তাকে ভয় দেখাল, চোর কিংবা ডাকাত – যাই হোক, সে তো নিজে নির্জন অন্ধকারেও জলা মাঠে কত নিশ্চিন্তে তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছুদিন যাক, অভ্যস্ত হয়ে গেলে কালাম, নার্গিস, এমনকি মেয়েদেরও আর কোনো ভয় থাকবে না।

এসব ভেবে কালাম নিজেকে যখন সাহস দিচ্ছে ,পাশের ঘর থেকে ভেসে আসে নার্গিসের তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার– উহ্হুহ্ আল্লাহ! ডাকাত মারার জন্য উপযুক্ত অস্ত্রের অভাবে কালাম খাটের মশারি-স্ট্যান্ডের কাঠটা হাতের কাছে রেখেছিল। লাঠিটা হাতে নিয়ে এক ছুটে ঘরে গিয়ে দেখে ভয়ংকর দৃশ্য। মেঝেতে হারিকেনের কাছে কোরান খোলা ফেলে রেখে নার্গিস মেয়েদের বিছানায় বসে কাঁপছে। হাত তুলে আরও এক তীব্রতর চিৎকার দিয়ে নার্গিস কালামকে থামিয়ে দেয়। স্ত্রীর অঙ্গুলি নির্দেশমতো দৃষ্টি ফেরাতেই শত্রুকে দেখতে পায় কালাম। দরজার নিচে ইঞ্চিখানেক ফাঁক, সেই ফাঁক দিয়ে সাপটি ঘরে ঢুকে লণ্ঠনের দিকে না নার্গিসের দিকে যাবে – দিশেহারা হয়ে মাথা ঘোরাচ্ছে। লেজের কিছু অংশ তখনও দরজার বাইরে।

শানের ওপর লাঠির উপর্যুপরি আঘাতে ঢনঢন শব্দ ওঠে, কালামের আঙুল থেঁতলে যায়, তবু শত্রু বিনাশী রোখ থামে না। যেন এতক্ষণ পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আতঙ্ক ছড়ানো যমকে হাতের মুঠোয় পেয়েছে সে। হলদে রঙের পেট উল্টে নিস্পন্দ হলে কালাম সাপটিকে হারিকেনের আলোয় উল্টেপাল্টে দেখে।

'এ তো ঢোঁড়া! একে এত ভয় পাওয়ার কী আছে!'

'আমার দিকে যেভাবে মোশন নিয়ে আসছিল না – উহ! তুমি যদি দেখতে। আল্লাহ!'

'হয়েছে, চেঁচিয়ে মেয়েদের আর জাগিও না।'

কালাম জানালা খুলে সাপটিকে লাঠির মাথায় নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দেয়। মরা সাপটা দেখে মেয়েরা কাল পিতার বীরত্ব বুঝতে পারবে। দরজার নিচের ফাঁকগুলো পুরনো কাপড় দিয়ে বন্ধ করার পরও কালাম লণ্ঠন হাতে খাটের তলা পরীক্ষা করে ঘুমন্ত মেয়েদের খাটের মশারি ভালো করে গুঁজে দেয়। তারপর বিজয়ী বীরের ভঙ্গিতে স্ত্রীকে নিয়ে বিছানায় যায়।

'প্রথম রাতেই ঘরে এমন জিনিস ঢুকল! জানি না কপালে কী আছে।'

'চারদিকে পানি। বর্ষাকালে এরকম ঢোঁড়া সাপ দেখা যায়।'

'মোটেও ঢোঁড়া নয়। ঢোঁড়া আমি চিনি। দেখলে না মাথায় কীরকম যেন দাগ।'

'ঢোঁড়া হোক আর দাঁড়াশ হোক, খতম তো করেছি।'

'আমার এখনও বুক কাঁপছে। এমনিতেই বাইরে কার আওয়াজ শুনলাম। তারপর প্রথম রাতেই ঘরে এই জিনিস। এসব লক্ষণ কি ভালো? জানি না।'

স্ত্রীর দীর্ঘশ্বাস, রাতে সাপকে জিনিস বলার কুসংস্কার কালামের একটুও সহানুভূতি জাগায় না। ট্রাকে ওঠার পর থেকে সাপটা মারার পূর্ব পর্যন্ত তার মনেও যে নানান অলক্ষুনে ভয়-ভাবনা ছিল, সাপটার সঙ্গে সঙ্গে সেসব নিশ্চিহ্ন হয়েছে যেন। অদ্ভুত এক প্রশান্তি অনুভব করে সে। জীবনে প্রথম সাপ মারার অনুভূতি এরকম হয় নাকি? বৈরী সমাজে নানারকম শত্রুর ভয়, শত্রুবিনাশী প্রতিহিংসা ক্ষোভ-ঘৃণা বুকের ভেতরে শুধু জমা হয়। আজ হঠাৎ একটি সাপ, হোক ঢোঁড়া, তবু তা হিংস্র প্রাণীর প্রজাতি। সাপটাকে সাহসের সঙ্গে খতম করে স্ত্রী-সন্তানকে বিপদমুক্ত করার সাফল্যে কালামের অন্তর্গত ভয় যেন অনেকটা কেটে যায়। সাহস ফিরে পায় সে।

'জান, ওটা যখন ঘরে ঢুকছিল, মাথাটা কীরকম চকচক করছিল।'

'সাপের মণি দেখেছ নাকি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি ঠাট্টা করছ? সত্যি বলছি।'

'তা হলে তো খুবই ভালো লক্ষণ। মণিঅলা সাপ ঘরে আসা মানে মণি পাওয়া।'

'পরে তো আর দেখলাম না। আর তুমি তো মেরেই ফেললে।'

'সাপ স্বপ্নে মারলেও শত্রুনাশ হয়। আর আমি তো বাস্তবে মারলাম। তা ছাড়া মণিঅলা সাপ মারতে হয়, নইলে ঘরে মণি থাকে না'

'তোমার সবটাতেই ঠাট্টা। আমার বুক কিন্তু এখনও ধুকধুক করছে।'

কালাম স্ত্রীর বুকে হাত দেয়। মুখে সান্ত্বনা বাণী।

'ঠাট্টা নয় গো। কত কষ্টে গড়া আমাদের এই বাড়ি। কত রকম ভয় আর অনিশ্চয়তা নিয়ে নিচিন্তাপুরে আমাদের আজ গৃহ প্রবেশ হলো। দেখে নিও, ভবিষ্যতে আমাদের সুখ হবে, জায়গাটার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িরও উন্নতি হবে।'

'আমি তো আল্লার কাছে এই মুনাজাত করলাম।'

দু জনের মানসিক একাত্মতা ক্রমে শরীরেও সাড়া জাগায়। হারিকেনের হলুদ আলো আর ঘরের সদ্য চুনকাম-সিমেন্ট-কাঠের গন্ধে ভরা নতুন পরিবেশে, নিজের বাড়িতে থাকার সুখ কড়ায়গণ্ডায় আদায় করতে দু জনই আজ দু জনকে ভালোবাসা দিতে বড় বেশি তৎপর। স্তনে হাতের ব্যবহার করতে গিয়ে মুঠো শক্ত করতে না পেরে কালাম আঙুলে সাপ মারার ব্যথা অনুভব করে, কিন্তু স্ত্রীকে বুঝতে দেয় না। চুম্বনে জিভের ব্যবহার করতে গিয়ে নার্গিস চকিতে সাপের জিভটা দেখে শিউরে ওঠে, কিন্তু স্বামীকে জানতে দেয় না। আর আনন্দ-বিহ্বলতা ভুলে দরজা-জানালায় আবারও ভয়ংকর করাঘাত শোনার জন্যে দু জনেরই শ্রবণেন্দ্রিয় হঠাৎ সতর্ক হয়ে ওঠে, কিন্তু কেউ সে বিষয়ে আর কথা বলে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালুর কইয়া জাল

শেষ রাতে মাছের খলাৎখল শব্দ শুনে সালুর ঘুম ভেঙে যায়। মন চলে যায় জলমগ্ন নির্জন প্রান্তরে। সন্ধ্যায় বিলের ধারে কইয়া জাল পেতে এসেছে। বিলের কই-মাগুর-শিং বৃষ্টিতে বেড়ানোর আনন্দে কচুরিপানার তল থেকে যে পথ দিয়ে অল্প পানির ধানখেতে উজাবে, গতকাল এমন চমৎকার জায়গা বেছে নিয়ে জাল পেতেছে সালু। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বর্ষার অল্প পানিতে জলকেলি করতে, কিংবা মেঘবৃষ্টির গান শুনতে আসা মাছেরা যদি আবার বেশি পানিতে ফিরতে চায়, তাহলেও সালুর জালে ফাঁসতে হবে। ট্যাংরা-পুঁটিও রেহাই পাবে না। কারেন্টের জাল। একটি পুরনো, অন্যটি একদম নতুন। অত দূরে সাধারণত কেউ জাল পাতে না। চুরির ভয়, রাত-বিরাতে বিরান প্রান্তরে যাওয়ারও ভয়। সালু যদি বিলের ধারে পাতা জালের কথা ভুলে আবারও ঘুমিয়ে পড়ে এবং ঘুম ভাঙতে দেরি হয়, সকালে গিয়ে দেখবে হয়তো মাছসুদ্ধ জাল উধাও। গেলবারও একখানা জাল চুরি হয়েছে তার। গ্রামটিতে নানা কিসিমের মানুষজন এসে ভিড়ছে, চোর-বাটপাড়দের সংখ্যাও বাড়ছে। চোরের ভয়ে সালু বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিলের জাল পাহারা দেয়। জেগে জেগে জালের ভেতরে মাছের ঘর-সংসার দেখে।

রাত আর কতটা বাকি বোঝার উপায় নেই। টিনের চাল নিঃশব্দ। বৃষ্টি থেমে গেলেও আকাশের মেঘ ভোর ঠেকিয়ে রেখেছে কি না কে জানে। বাঁশের বেড়ার সূক্ষ্ম ফাঁক-ফোকরে ভোরের আলো ফোটে নি। ঘরে এখনও ঘুটঘুটে অন্ধকার। অথচ সালু স্পষ্ট দেখতে পায়, তার কইয়া জালের ফাঁসে গেঁথে আছে অসংখ্য কই-মাগুর। মাছের ভারে জাল পানিতে তলিয়ে গেছে।

ঠিক এরকম সৌভাগ্য তার জীবনে একবারই ঘটেছিল। অনেক বছর আগের কথা, গ্রামে তখনও শহরের হাওয়া ঢোকে নি। এত বাড়িঘর দূরের কথা, একটিও পাকা দালান ছিল না। একদিকে মানুষজন কম, অন্যদিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিলে-ঝিলে ছিল কত যে মাছ! সন্ধ্যায় জাল পেতে, একদিন সকালে সালু জাল তুলতে গিয়ে দেখে, জাল নেই। পানির তলায় হাতড়ে জালের সুতো খুঁজে পায়। তারপর আস্তে আস্তে জাল টেনে তোলার আনন্দ ও বিস্ময়। জাল তো নয়, কেবলই কই-শিং-মাগুর মাছ দিয়ে গাঁথা লম্বা এক শাড়ি যেন। মাছের প্রসঙ্গ উঠলে বর্তমান আকাল কিংবা অতীতের সুদিন বোঝাতে সালু এই স্মৃতি নিয়ে বহু গল্প করেছে। তার পরেও সে স্মৃতি একটুও পুরনো হয় না।

কিন্তু আজ মধ্য কিংবা শেষ রাতে ঘুমছুট চেতনায় সেই স্মৃতি ও সম্ভাবনা এত তড়পাচ্ছে কেন? মাছের প্রলোভন দেখিয়ে 'তেনারা' মাঝরাতে সালুকে ফাঁকা প্রান্তরে ডেকে নিয়ে যাওয়ার মতলব এঁটেছে না কি? কিন্তু অত বোকা নয় সালু। মোরগের ডাক কিংবা ফজরের আজান না শোনা পর্যন্ত বিছানা ছেড়ে উঠবে না সে। কোনো পরিচিত কণ্ঠ তার নাম ধরে ডাকলেও সাড়া দেবে না।

এমনিতে পুরনো বাড়ি ছেড়েই প্রান্তরের ধার ঘেঁষে বাড়ি করার পর থেকে তার কপালে শনি লেগেছে। পৈতৃক ভিটায় শত্রু ছিল আপন জ্ঞাতিগোষ্ঠী। তাদের সঙ্গে ঝগড়া করা যেত। বাড়ি ভাগার আগে খুনোখুনি পর্যায়ের ঝগড়াও হয়েছে। কিন্তু এখানে বাড়ি করার পর পুরো গ্রামটা যেন শত্রু হয়েছে তার। এ ছাড়া আছে তেপান্তরের মাঠে বিলের অদৃশ্য 'তেনারা'। নতুন বাড়িতে এসে ছোট মেয়েটা সেই যে ভয় পেল এখন পর্যন্ত তার ভয় কাটে নি। গলায় ও বাহুতে তিনটা তাবিজ। তবু হাত-পা চিকন। ঘুমের ঘোরেও মাঝেমধ্যে চিক্কর পাড়ে, আর বিছানা ভাসায়। সালুর বউও অবশ্য এক রাতে ফাঁকা প্রান্তর থেকে বাড়ির দিকে আগুনের গোলা ছুটে আসতে দেখেছিল। পরদিন সালু মসজিদের ইমাম হুজুরের কাছ থেকে একটি তাবিজ এনে বাড়ির কোণে পুঁতে রেখেছে। এরপর বাড়িতে আর কোনো অপশক্তির আক্রমণ ঘটে নি। চোর-ডাকাতও আসে নি। চোর এসে নেবেইবা কী? একটা গরু কিংবা বকরিও নেই তার। আর এখন তো চোর বা ভূতের ভয়ের প্রশ্ন ওঠে না। গত দু-তিন বছরে ফাঁকা প্রান্তরে অনেক বাড়ি হয়েছে। এ বছর তার নিকটে যে বাড়ি তৈরি হলো, সেখানে লোক উঠেছে গতকাল। যারা বাড়িঘর করেছে, সবাই অচেনা বিদেশি লোক। প্রতিদিন ঢাকা শহরে তাদের যাতায়াত। কেউ চাকরি করে, কেউ-বা ব্যবসা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালুকে গ্রমাবাসী অনেকে ভয় দেখায়। খালেক মাতবর গতকালও বলেছে, 'এত বিদেইশ্যা গো মাঝে তুই টিকতে পারবি না রে!'

'ক্যান? দেশি ভাইগো মাঝে কি শান্তিতে আছিলাম? আমি না খাইয়া রইলে কুনো হালা একটা টাকা দিব আমারে?'

'আরে ভ্যাদাইমা! বিদেইশ্যা মানুষ যে হারে জায়গাজমি কিইনা বাড়িঘর করতাছে, এ জায়গা টাউন হইতে আর কয়দিন? টাউন হইলে তোর আমার মতো মানুষ এহানে টিকতে পারব মনে করস?'

'ক্যান বিদেইশ্যারা আমাগো খেদায় দিব? অত সহজ না।'

'সহজ না কঠিন দিনে দিনে টের পাবি, কইয়া রাখলাম কথাটা।'

দূর ভবিষ্যতের কথা ভেবে সালু ভয় পায় না। বর্তমানের দৈনন্দিন বাঁচার ধান্ধাটা যার কাছে প্রধান, ভবিষ্যৎ নিয়ে তার ভাবনাচিন্তা করার ফুরসত কোথায়? টাউন হইলে জায়গাটা গেরামের বেবাক গরিবগো গিল্যা খাইব। মাতবরের মতো সালু এরকম ভয় করে না। শহর হলে মাতবরের হাল-গেরস্তি অচল হবে। মাঠ-ঘাস না থাকলে গরু-ছাগলও থাকবে না। তাতে সালুর কিছুই যায় আসে না। হাল-গেরস্তি করার আশা ছেড়েছে অনেক দিন আগেই। কেননা নিজের জমি বলতে বাড়িভিটের এক কাঠা আর বউ যদি বাপের সম্পত্তির ভাগ পায়, যোগ হবে জোর ও কাঠা তিনেক। শহর গ্রামটা গিলে খেলেই বরং তার চার কাঠার দাম লাখেরও বেশি হবে। তখন রুজি-রোজগারের নানারকম পথও খুঁজে পাবে সালু। কারণ শহর মানেই তো টাকার খেলা। আগে গাঁয়ের খালে-বিলে যেমন প্রচুর মাছ ঘুরে বেড়াত, শহরের পথে পথে তেমনি টাকা উড়ে বেড়াবে। মাছ ধরার জন্য সালু কইয়া জাল, বড়শি, ট্যাটা, বাঁশের পলো, চাহি– কত রকম ফাঁদ আর কৌশল ব্যবহার করে। শহরের উড়ন্ত টাকা ধরার জন্যে তেমনি একটা ফাঁদও কি খুঁজে পাবে না?

আজ প্রায় দু সপ্তাহ ধরে তার কোনো কাজ নেই। গতকাল শহর থেকে সাহেবটি মাল-ছামানা নিয়ে গাঁয়ে আসল বলেই না সালু হঠাৎ করে এক শ টাকা আয়ের সুযোগ পেল। নতুন বাড়িঘর হচ্ছে বলেই না সালু মাটি কাটার, কখনওবা রাজের যোগাইলার কাম পায়।

ফজরের আজান হাঁকার আগে মুয়াজ্জিন মাইকে ফুঁ দেয়। সেই ফুঁয়ের শব্দে সালুর জাগ্রত স্বপ্নভাবনা মুছে যায়। বিছানা থেকে ধড়ফড়িয়ে উঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়ায় সে। দিনের প্রথম বিড়িটা ধরাবার জন্যে ম্যাচ জ্বালে এবং জ্বলন্ত কাঠির আলোয় বেড়ায় গুঁজে রাখা কোচখানা হাতে নেয়। ঘর থেকে বেরিয়ে আযানের আল্লাহু আকবর পেছনে রেখে, সালু প্রান্তরের দিকে দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকে। আকাশে ছেঁড়াফাড়া মেঘ, রাস্তায় কাদা, কোথাওবা পানি জমে আছে। রাস্তার দু পাশের সব জমিতে ইরি ধানখেতের বিস্তার। ফিকে অন্ধকারে ডুবে আছে সবকিছু। নতুন অনেক ঘরবাড়ি ওঠার পরেও প্রান্তর এখনও আগের মতোই ধু-ধু। ছোটবেলায় এই বিশাল নির্জনতায় দিনের বেলায় আসতেও সালুরা ভয় পেত। এখনও বয়স্করা রাত-বিরাতে এই বনদে আসতে ভয় পায়। অবশ্য রাতে এদিকে আসার দরকারও হয় না। কিন্তু মাছের যোগ্য বসতবাড়ি খুঁজতে সন্ধ্যায় ও ভোরে কইয়া জাল নিয়ে সালুকে ঘুরতে হয়। মাঝেমধ্যে, বিশেষ করে এরকম ভোরে বনদে একা এলে গা ছমছম করে তার। মাছশিকারের জন্যে নয়, ভয় তাড়াবার জন্যে ট্যাটাখানা হাতে রাখে সে। যদিও এ শূন্য চরাচরে তেনাদের উৎপাত আগের মতো নেই আর। তার পরও অঘটন কত ঘটে। বনদের মাঝামাঝি গেলে চোখে পড়ে অনেক উঁচু এক টাওয়ারে আলো জ্বলছে। কেউ বলে ওটা টিভি সেন্টার, কেউ বলে অয়ারলেস, জায়গাটা আসলে কোথায়, কত দূরে, সালু জানে না। মাইলখানেক দূরে প্রান্তর চিরে ছুটে যাওয়া বিশ্বরোড। বাস-ট্রাকের হেডলাইটের ছুটন্ত আলো হঠাৎ হঠাৎ ভূতের আগুনের মতো চোখে পড়ে। নির্জন বিশ্বরোডে ডাকাতি-ছিনতাইয়ের ঘটনা প্রায়ই ঘটে। ধরা পড়ার ভয়ে চোর-ডাকাতরা অনেক সময় এ নির্জন বনদে পালিয়ে আসে। কখনওবা ডাকাতির মালামাল এখানে এনে নিশ্চিন্ত মনে ভাগাভাগি করে নেয়। মানুষকে খুন করে গুম করে রাখার জন্যেও জায়গাটা বেশ উপযুক্ত। এ ধরনের ভয়ংকর ঘটনাও অনেক ঘটেছে। কিছুদিন আগেও বিশ্বরোডের কাছাকাছি এক সুন্দরী মহিলার লাশ পড়ে ছিল। সালু শুনেছে, সেই মহিলার ছবি ও খবর পেপারেও না কি বেরিয়েছিল। কিন্তু ফাঁকা বনদের যে ঘটনা পেপারে বেরোয় নি, অথচ যার বীভৎস ছবি সালুর মনে মুদ্রিত হয়ে আছে, একা মাছ ধরতে এলে তার মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে সালুর গা কাঁটা দেয়। ভাইয়ের হাতে খুন হওয়ার পর বনদে বিলের পানার তলায় অনেকদিন গুপ্ত হয়েছিল আইনুদ্দির লাশ। ১৫/২০ বছর আগের ঘটনা। সেই লাশ দেখার জন্য গাঁয়ের সবাই ভেঙে পড়েছিল। আইনুদ্দির পচাগলা দুর্গন্ধ লাশ কবরে চাপা দেয়ার পরও আইনুদ্দি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন এই প্রান্তরের রাজা। তার দাপটে বিলে একা মাছ ধরতে আসার সাহস পায় না কেউ। সাহাবুদ্দি এক সন্ধ্যায় গাড়া বড়শি ফেলতে বিলের ধারে এসেছিল একা। আইনুদ্দির তাড়া খেয়ে এক দৌড়ে বাড়ি ফেরে সেই যে বিছানা নিয়েছিল, আর উঠে দাঁড়ায় নি। মরার আগেও বিড়বিড় করে বলেছিল, আইনুদ্দি আইনুদ্দি।

রাস্তার ওপর হঠাৎ একটি শেয়াল দেখে সালু থমকে দাঁড়ায়। শেয়ালটাও ঘাড় উঁচিয়ে সালুকে দেখছিল। চারদিকে পানি, শেয়াল এল কোত্থেকে? কিন্তু বনদে শেয়ালের অস্তিত্ব মিথ্যে নয়। ঘরে শুয়েও বহু রাতে এদের সম্মিলিত ডাক শুনেছে সালু। হাতের ট্যাটা উঁচিয়ে সালু শেয়ালটাকে ভয় দেখায়, 'আর কয়দিন থাকবি হউরের পো? এই বনদকেও টাউন গিইলা খাইব, তহন কই থাকবি?' জবাব না দিয়ে শেয়ালটা পালিয়ে যায়।

পরনের লুঙ্গিটা ন্যাংটি বানিয়ে সালু রাস্তা ছেড়ে খেতের আইলে নামে। হাঁটুপানিতে সতর্ক পা ফেলে বিলের দিকে এগোয়। পায়ের নিচে ঘাস, শামুক, কখনও-বা পায়ের পাতা ডোবানো নরম কাদার স্পর্শ।

অনেকগুলো খেত-আল পেরিয়ে সালু প্রায় কোমর-সমান পানিতে এসে নামে। পানি বেশি থাকার কারণে এ জমিতে কেউ ধান লাগায় নি। কিন্তু তা বলে জমি শূন্য পড়ে নেই। কলমি দল বিস্তার করে আছে। পানির ওপর কলমির ডগমগ সবুজ পাতা। কচুরিপানাও আছে। পানা ও কলমির মধ্যে জমি দখল নিয়ে নীরব যুদ্ধ চলছে যেন। অদূরে ঘন কচুরিপানায় ছাওয়া বিল। সালু এই জমির মাথায় চারটি বাঁশের কাঠি পুঁতে জাল পেতেছে। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে কাঠিগুলো খুঁজে না পেয়ে একইসঙ্গে হারাবার ভয় ও প্রাপ্তির আশা সালুর বুক কাঁপায়। মাছের ভারে জাল কি তলিয়ে গেছে? কিন্তু কাঠিগুলো তো খাড়া থাকবার কথা। ট্যাটাখানা পানিতে খাড়া গেঁথে রেখে সালু হাত-পা দিয়ে জাল খোঁজে। জাল বসানোর জন্যে গত সন্ধ্যায় পানা ও দল সরানোর চিহ্ন বোঝা যায়, কিন্তু জালের হদিস কোথাও পায় না সে। সালু এদিক-ওদিক দেখে। ভোরের ধূসর আলোয় রাতের ময়লা অনেকটা কেটে গেছে। চারদিকে কোথাও কোনো জনপ্রাণীর গন্ধ নেই। চোর কি রাতে এসে জাল সরিয়েছে? কিন্তু নির্জন সন্ধ্যায় সালু এমন গোপনে জাল পেতেছে, চোর জানল কী করে? হঠাৎ রাস্তায় দেখা শেয়ালটির কথা মনে পড়ে। ট্যাটাখানা শক্ত মুঠোয় চেপে সালু পানি খলবলিয়ে হাঁটতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেতের ভেতর দিয়ে পানি ভেঙে রাস্তার কাছাকাছি এসে সালুর পায়ে জাল বাঁধে। না, এ জাল তার নয়। গত বছর বাড়ি করেছে যে নোয়াখাইল্যা, তাকে এ জাল বসাতে দেখেছে সালু। তবে কি নোয়াখাইল্যা লোকটাই তার জাল চুরি করেছে? এত বড় সাহস বিদেইশ্যা মানুষের? সালু কেনোদিক না তাকিয়ে জালখানা গোটাতে থাকে।

জাল হাতে সালু বাড়ি ফিরে এলে প্রতিদিন জালের মাছ খোলার জন্যে তার স্ত্রী ছেলেমেয়ে তৈরি হয়ে থাকে। নতুন করে উঠানে সবাই মিলে মাছ ধরার আনন্দোৎসব শুরু হয় যেন। জালের ফাঁস থেকে জ্যান্ত মাছ খোলা মানে নগদ টাকা মুঠোয় পাওয়া। বর্ষাকালে গতর খাটানো কাজ তেমন মেলে না বলে সালুর সংসার এখন প্রধানত কইয়া জালের ওপর নির্ভরশীল। আজ জালে কীরকম মাছ ফেঁদেছে, কত টাকা বিক্রি হবে – এই হিসাবনিকাশে শরিক হতে সালুর পরিজনদের তাই এত আগ্রহ।

জালের দিকে তাকিয়ে বউটি হতাশ হওয়ার আগে সালু তাকে দুঃসংবাদটি জানায়।

'সব্বোনাশ হইছে আইজ। দুইখান জালই চুরি গেছে।'

'তয় এখান কার জাল?'

সালু জবাব দেয় না। চুরির বদলা নিতে সে যে অন্যের জাল চুরি করেছে – স্ত্রীকে না জানানোই ভালো। ছেঁড়াফাড়া জাল, অল্প কয়টি মাছ পড়েছে মাত্র। জাল ছড়িয়ে সালু মাছগুলো খুলতে থাকে। মুরগিগুলো ছুটে আসে ঠোকড় মারার সুযোগ নিতে।

'রাইত থাকতে উইঠা গেলেন। কোন চোরে জাল নিল?'

'আইনুদ্দির মড়ার বিলের কাছে জাল পাতলাম। কত মাছ ফাঁদনের কথা। ফাঁদছিল ঠিকই। কোন হালায় এমুন সাহস করল! আহা রে! নতুন জালডা হেইদিনই কিনলাম।'

'মাথাডা ঠিক আছে নি? কালি হাইনজা বেলা হ্যায় জাল লইয়া গেছিল আইনুদ্দি মড়ার বিলে! হায় হায় রে!'

'বাবা, আমারে যারা ডর দেহাইছিলো হ্যারাই মনে হয় তোমার জাল নিছে।'

'হ্যারা মানে কারা?' সালু জানতে চায় না। হঠাৎ শেয়াল দেখার ভয় মনে জাগে। আসলে কি ওটা শেয়াল ছিল? বউকে বললে হয়তো স্বামীকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারানোর আশঙ্কায় আরও উতলা হয়ে উঠবে। মেয়েটাও ভয় পাবে। এমনিতে তার ওপর শনির আছর লেগে আছে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে সালু ভয় আড়াল করার জন্যে হেসে ওঠে।

'আরে হ্যাইসব কিছু না। চোরেই নিছে। কোন চোরে আমার জাল লইছে বিছড়ায় বাইর করুম। আগে মাছ কয়টা বেইচা আহি।'

মাছ দেখে বউটি নাক সিটকায়।

'বিশ টাকাও তো হইব না। মাছ বেইচা আর খাওন লাগব না। কাম বিছড়ান।'

'হ, ঐ নতুন সাহেবের বাসায় গিয়া দেহি – মাছটা লইয়া যদি কোনো কামে লাগায়।'

একটা অ্যালুমিনিয়ামের গামলায় জ্যাতা-মরা মিলে ১০টি কই, ২টি শিঙ ও ১টি তেলাপিয়া। মাছের ওপর বিশ, পঁচিশ কখনও-বা ত্রিশ টাকার ছবি দেখতে দেখতে সালু নতুন প্রতিবেশীর উঠানে গিয়ে দাঁড়ায়। বউটি বারান্দায়, সদ্য গোসল করেছে। খোঁপায় ঘোমটার বদলে গামছা প্যাঁচানো, হাতে নিঙড়ানো ভেজা শাড়ি-পেটিকোট ইত্যাদি। স্ত্রীর ভেজা কাপড় শুকানোর ব্যবস্থা করতে স্বামীটি বারান্দা থেকে উঠান পর্যন্ত নাইলনের নীল দড়ি টাঙানোর কাজে ব্যস্ত। সাহেবের আগে বউটি সালুকে প্রথম দেখে এবং একটুখানি চমকেও ওঠে। সালু হাসে।

'কয়টা মাছ লইয়া আসছি। রাইখ্যা দ্যান।'

কালামের ছোট মেয়ে টুম্পা ছুটে এসে, 'দেখি দেখি' বলে গামলাটা হাতে নেয়।

'ও বাবা দেখো, কালকের কুলিটা আমাদের জন্যে কত মাছ নিয়ে এসেছে।'

কালাম উঠানে বাঁশের বেড়ার খুঁটিতে দড়ি বাঁধার কাজ শেষ করে বারান্দায় আসে এবং মাছ দেখার আগে মেয়েকে ধমকায়।

'ছি টুম্পা। এনাকে চাচা বলবে, আমাদের প্রতিবেশী।'

'হ্যাঁ। এখানকার মধ্যে আপনার বাড়িটা ভাই সুন্দর। অনেক গাছপালা।'

'পুরান বাড়ি ভাইঙা এই বনদে আমি পয়লা বাড়ি করি। আগে কত ডরের মইধ্যে আছিলাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমরাও তো ভাই ভয়ে রাতে ভালো ঘুমাতে পারি নাই।'

'চোরে তো আইজ রাইতে আমার সর্বনাশ কইরা গেছে।'

'বলেন কি! আপনার বাড়িতে চোর এসেছিল?'

'বাড়িতে না। বনদে দুইখান জাল পাতছিলাম, নতুন জাল। ফজরের ওক্তে গিয়া দেখি জাল নাই। এই যে স্যার, চোর আশপাশেই আছে। আমি ঠিকই বিছড়ায় বাইর করুম।'

'জালও চুরি হয়! আমি আরও ভাবলাম একটা জাল কিনব।'

'কিইনেন না, স্যার। আমি বনদের পুরানা মানুষ। আমারই কতবার জাল চুরি গেল – আপনি দুইদিনও রাখতে পারবেন না।'

'আরে ভাই রাখেন এর কথা। ও ধরবে মাছ? তা হলেই হয়েছে।'

আড়চোখে স্বামীর মাছ ধরার ক্ষমতাকে সহাস্য বিদ্রূপ হেনে, মাছের গামলা নিয়ে ভেতরে চলে যাওয়ার আগে নার্গিস আবার সালুর দিকে তাকায়।

'আপনি বসেন ভাই ভেতরে। সাতসকালে মাছ নিয়ে এসেছেন। আমি চা-নাস্তা বানাচ্ছি। খেয়ে যাবেন।'

কালাম কিছুটা অবাক। গতকাল গৃহ-প্রবেশে সাহায্য করায় সালুদের খিচুড়ি খাওয়ানোর প্রস্তাব দিলে নার্গিস মুখ ঝামটা দিয়েছে। আজ মাছ উপঢৌকন পেয়ে, না কি সারারাত চোরের ভয়ে প্রতিবেশীদের গুরুত্ব উপলব্ধি করায় তার আচরণে এমন পরিবর্তন?

'স্যার কি আইজ অফিসে যাইবেন না?'

'না। কিন্তু আপনি এখনও আমাকে স্যার স্যার বলেন কেন, সালু ভাই? আমরা এখন একই গ্রামবাসী, আপনি আমার নিকট পড়শি। আমাকে কালাম সাব বা কালাম ভাই বলবেন।'

সালু নতুন পড়শির এতটা ঘনিষ্ঠ হতে পারায় কৃতার্থবোধ করে, আবার যেন লজ্জাও পায়, হাসিটা এরকম।

'আপনি বসেন। আমি হাতমুখটা ধুয়ে আসি।'

সালু ভেতরে বসে চা-নাস্তা খাক বা না খাক, এরপর সে মাছের দাম চাইবে কী করে? এমনিতে সচ্ছল চাষি বংশের সন্তান হয়ে জেলেদের মতো মাছ বেচতে সংকোচ হয়। বাজারে গিয়ে সরাসরি মাছ বেচেও না সে। তার আপন ছোট ভাই জমির দালালি ব্যবসা করে এই সাহেবের মতো পাকা ঘর তুলেছে। গাঁয়ের এসব পরিচিত মানুষের সালুর মতো কামলা খেটে চলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা, জমির দালালি কিংবা নানারকম ধান্ধাবাজি করে তারা অনেকেই ভদ্রলোকদের মতো চলে, বাজারে গিয়ে টাকার গরম দেখায়। এসব পরিচিত মানুষের সামনে বাজারে মাছের ভাগা সাজিয়ে আপন দুর্ভাগ্য দেখানোর মতো লজ্জা সহজে মেনে নিতে পারে না সালু। ঢাকা শহরের সঙ্গে সম্পর্কিত লোকজন যারা এ গাঁয়ে নতুন বসতি গড়ছে, মাছ বেচার জন্যে সালু সাধারণত তাদের বাড়ি বাড়ি যায়। সবাই তাকে পাঁচ-দশ টাকা ঠকিয়ে জেতার চেষ্টা করে। আর ঠকা না মেনে সালুর উপায় থাকে না। কিন্তু এই সাহেবটি যেন অন্যদের মতো নয়। অশিক্ষিত কামলা কিংবা মাছ-বেচা ছোটলোক ভেবে তাকে শুধু ঠকানোর চিন্তা নেই। বরং সাহেব নিজে যেমন তিন কাঠার মালিক হয়েছে, সালুকেও তিন কাঠার মালিক ভেবে সমান মর্যাদা দিয়ে ঘনিষ্ঠ হতে চায়। এই খাতির-সম্মানকে সালু তুচ্ছ ভাবতে পারে না। সহোদর ভাইয়ের থেকেও এই বিদেশি মানুষই হয়তো বেশি আপন হয়ে উঠবে। সামান্য মাছের দাম না দিক, নিজের অফিসে সালুর ছেলেকে পিয়ন-দারোয়ানের একটা চাকরি দিতে পারবে না?

ফিরে এসে সালুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কালাম অবাক হয়ে বলে, 'আরে সালু ভাই, এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে বসুন।'

'না বসুম না। পায়ে প্যাক।'

'কল তলায় গিয়ে ধুয়ে আসেন।'

'না থাউক, এক কাম করেন, বাজারের কাছে এক বাড়িতে নানা জাতের গাছের চারা বেচে। আমারি লগে চলেন কিইনা আইনা লাগায় দেই। আর চারমুড়া বেড়াগাছ লাগায় দিমু নে, এই যে, বাঁশের বেড়া আর লাগব না।'

'এ মাসে বাড়ির পিছে আর এক টাকাও খরচ করতে পারব না রে ভাই।'

বাড়ির পিছে যার এক টাকা খরচ করার সামর্থ্য নেই, বেকার সালুর জন্যে সে আর কী করবে? সালু তার হতাশা ও অসহায় বেকারত্ব আড়াল করার জন্যে বলে, 'যাই গা তা হইলে। কাম আছে।'

'আরে নাশতা খেয়ে যান।'

'না। আমি পান্তা খাইছি। গামলাটা মকবুলের মায় আইসা লইয়া যাইব।'

মাছের উচিত মূল্য না পাওয়ার হতাশা আবারো মনে জাগায় জাল হারানো দুঃখ। সেইসঙ্গে নিজের জালে গাঁথা মাছগুলো বেহাত হওয়ার খেদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্দেহ নেই রাতে প্রচুর মাছ পড়েছিল সালুর জালে। খালই ভরা মাছ পেলে বিদেশি লোকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মাছ বেচতে হতো না সালুকে। হারাধন জালুয়ার কাছে পৌঁছে দিয়ে, বাজারে কিছুক্ষণ বাবুর মতো ঘোরাফেরা করলে হারাধন মাছ বেচে নগদ টাকা দিয়ে দিত। এখন জাল, মাছ, মাছের দাম এবং কাজ না পাওয়ার বঞ্চনা ভেতরে ক্ষুব্ধ জ্বালা চাগিয়ে তুলছে, তা চোর না ধরা পর্যন্ত কার ওপরই-বা ঝেড়ে ফেলে সালু? নোয়াখাইল্যা ইসমাইলের কথা মনে হয়। ভদ্রলোকের মতো অফিসে চাকরি করলে হবে কী, লোকটার নজর বড় খারাপ। সালু যেখানে জাল পেতেছিল, সেখান থেকে একবার লোকটাকে শাপলা তুলে আনতেও দেখেছে। হাঁস-মুরগি ছাড়াও বাড়িতে একটা বকরি পালে। মাতবর একদিন ঢিল দিয়ে বকরির ঠ্যাং খোঁড়া করে দিয়েছিল।

রাস্তা ছাড়া খেতের আলের ওপর দিয়ে যেতে হয় ইসমাইলের বাড়ি। টিনশেড বিল্ডিং। চারদিকে কলাগাছ। সালু সাড়াশব্দ না দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢোকে, যদি উঠানে হঠাৎ জাল কিংবা মাছ চোখে পড়ে।

'এই যে সালু মিয়া, আমার চোখের সামনে আমার জালখান তুই লই গেলা। ভালো চাও তো জাল ফেরত দিয়া যাও।'

চোর ধরতে এসে নিজে চোর হওয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিল না সালু। কী জবাব দেবে ভেবে পায় না। কিন্তু ভেতরের রাগ-ক্ষোভ চেপে রাখতেও পারে না। চিৎকার করে বলে শুধু, কী-ই-ই!

'তুমি জাল লই বাড়িতে ঢুকলা আর আমি গিয়া দেখি আমার জাল নাই। তুমি না তো ভূতে লই গেছে আমার জাল?'

'কী-ই-ই-! আমারে কয় চোর?'

'চিল্লাইও না মিয়া। আমার জাল ফেরত না দিলে ভালা হইব না।'

'আমার জাল চুরি কইরা আমারে কয় চোর! বিদেইশ্যা হালার এত বড় সাহস! খাড়া। উচিত শিক্ষা দিমু তোরে।'

সালু যেন অস্ত্র এনে এক্ষুনি খুন করবে ইসমাইলকে। তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে হনহন করে হাঁটতে থাকে। নোয়াখাইল্যা লোকটার ওপর খালি হাতে একা লাফিয়ে পড়লে বুকের আক্রোশ কিছু কমত। কিন্তু শত্রু-বিনাশী সাহস বা আত্মবিশ্বাসের অভাব, অভ্যাস কিংবা দক্ষতার অভাব– যে কারণেই হোক, কাজটি করতে না পেরে সালু তার জোয়ান ছেলের কথা ভাবে। মকবুলও এখন বাড়িতে নেই। খালেক মাতবরের কথা মনে পড়ে। এইসব অমানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদেশিদের উচিত শিক্ষা দিতে পারে একমাত্র খালেক মাতবর। গতকালও ঐ নতুন বিদেশি বাড়িতে চা-নাস্তা খেয়ে বলেছে মাতবর, 'হালারা ডরের চোটে ভালা ব্যবহার করতাছে রে। কিন্তু আমিও বিদেইশ্যা গো এমুন এক শিক্ষা দিমু, যাতে আর কুনো বিদেইশ্যা মানুষ গেরামে বাড়ি বানাইতে সাহস না করে।'

সালু খালেক মাতবরের বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে।

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল

গাঁয়ের লোক মাতবর বলে ঠাট্টা করে; বংশগত নয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠার কারণেও নয়, বলা চলে স্বভাব-দোষে মাতবর উপাধিটা এখন তার নামের অঙ্গ। কেউ মাতবর ডাকলে খালেক তবু সম্মানিত বোধ করে। নিজেকে বিশিষ্ট ব্যক্তি মনে হয় এবং আপন বিশিষ্টতা প্রকাশের প্রেরণাও পায়।

সবাই জানে লোকটা আসলে মামুলি গেরস্ত। হাড়ে-মজ্জায় চাষা। এখন পর্যন্ত এ গাঁয়ের সর্বশেষ হাল-বলদ একমাত্র খালেকই আঁকড়ে রেখেছে। অন্যেরা যখন প্রান্তরের জমি চাষের জন্যে পাওয়ার টিলার ভাড়া নেয়, বিদেশি কামলা খাটায়, খালেক তখন পুরনো লাঙলের মুঠো ধরে বলদের পেছনে হাঁটে। কলের লাঙলের ধকধক আওয়াজের পাশে গরুর সঙ্গে মেজাজি গলায় তার হুটহাট কথা বলা অনেকেই শুনতে পায়। বিঘা দেড়েক মাত্র আবাদি জমি। অন্যের জমি বর্গা পায় সামান্য। কারণ প্রান্তরের অধিকাংশ জমির মালিক এখন শহরবাসী ভদ্রলোক। তাদের সঙ্গে আবার স্থানীয় দালালদের সুসম্পর্ক। ফসলের ভাগ তেমন দিতে হয় না বলে দালালরাই এইসব জমি চাষাবাদ করে। লাভের জন্যে এটাও ব্যবসাবিশেষ। নিজেকে খাটতে হয় না। চাষ দেয়ার জন্যে ভাড়া খাটে একাধিক পাওয়ার টিলার। ধান লাগানো ও ধান কাটা-মাড়াইয়ের কাজে আছে বিদেশি কামলারা – বিদেশি পাখির ঝাঁকের মতো ফি মওসুমে ময়মনসিংহ জামালপুর থেকে দলে দলে আসে তারা। এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়া টাকা ছড়ালেই বীজ-সার-ওষুধ-সেচ সবই মেলে। এরকম শৌখিন চাষি ব্যবসায়ীর পাশে খালেক মাতবরের অবস্থা বেশ খারাপ। তবু গেরস্তি কাজ ছাড়া খালেক অন্য কিছু করে না। করতে পারেও না। কাজ না থাকলে খালেক গ্রামে ঘুরে নানা বিষয়ে মাতবরি করতে ভালোবাসে। কোথাও ঝগড়া-বিবাদ লাগলে খালেক মাতবরের চড়া কণ্ঠ সবার আগে শোনা যায়। রগচটা স্বভাবের কারণে লোকজন তাকে ভয়ও পায় কিছুটা। আর খালেক মাতবরও কাউকে ছেড়ে কথা বলার মানুষ নয়।

সালুর পুরনো পৈতৃক ভিটা ও আপন ভাইয়ের বাড়ির পাশে খালেক মাতবরের বাড়ি। ভাইয়ের সঙ্গে তো সালুর কথাবার্তা বন্ধ, তার বাড়িতেও যায় না। কিন্তু খালেকের সঙ্গে মাখামাখি সম্পর্কটা আগের মতোই আছে। কাম-কাজ না থাকলে গল্পগুজব করার জন্যে খালেকের বাড়িতে রোজই আসে সালু। পুরনো দিনের হুঁকোয় তামাক পানের সুযোগ একমাত্র মাতবরের বাড়িতে বজায় আছে এখনও। আর বিদ্যুৎ যাওয়ার পরও গেরস্তবাড়ির বৈশিষ্ট্যগুলো টিকে আছে পুরো মাত্রায়। আশপাশে কতজনে বাড়িতে বিল্ডিং তুলল, আর সব বিল্ডিং কিংবা টিনের বাড়িতে বাঁশের লগিতে বাঁধা টিভি অ্যান্টেনা, কিন্তু মাতবরের বাড়িতে আগের মতো মাটির দেয়াল। ওপরে টিন। পাশে গোয়াল ও রান্নাঘর। মাটির দেয়ালে গোবরের ঘুঁটে শুকাতে দেয় মাতবরের বউ জ্বালানির জন্যে। অন্যদের দেখাদেখি কারেন্টের চুলায় রান্নার চেষ্টা করেছিল। একদিন কী কারণে যেন জ্বলতে দেরি করায় হাতের চামচ দিয়ে মরার হিটারে বাড়ি দিয়েছিল। তখন মাতবরের বউ শরীরে যে প্রকার ছ্যাঁকা খেয়েছে, জীবনভর না কি ভুলতে পারবে না সে আঘাত। অবশ্য লাভও হয়েছে একটা। মাতবরের স্ত্রীর শরীরে বাতের ব্যামো ছিল। রক্তের মধ্যে কারেন্ট ঢুকে একটি পায়ের বাতকেও না কি গিলে খেয়েছে। ইলেকট্রিক শকের এমন উপকারিতার প্রচার শুনেও মাতবরের বউকে অনুসরণ করার সাহস করে নি গাঁয়ের আর কোনো বেতো রোগী। কারণ সেই দুর্ঘটনায় মাতবরের বউয়ের দাঁত-কপাটি দৃশ্য দেখার জন্য ভেঙে পড়েছিল গাঁয়ের লোক। আর খালেক মাতবর প্রথমেই হিটারের তার-চুলা পগারে নিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিল। তার পরও বিদ্যুতের ওপর রাগ কমে নি মাতবরের। পরের মাসে ডিপার্টমেন্টের লোক বিল নিয়ে এলে মাতবর ঝগড়া বাঁধিয়েছিল তার সঙ্গে। লোকজন ভিড় করেছিল সে ঝগড়া দেখার জন্যে। খালেক মাতবর সবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে বিল ছিঁড়ে ফেলে ঘোষণা করেছে, 'তোমার কারেন্টের মায়েরে চুদি আমি। এক টাকা ঘুষ দিমু না। আর ব্যাংকে গিয়া বিলও দিমু না। তোমার লাইন তুমি কাইটা দাও।' রেগে গেলে কাউকেই ভয় পায় না খালেক মাতবর। আর কে না জানে গাঁয়ের মধ্যে বহিরাগত লোকজনের ওপরই খালেকের রাগটা সবচেয়ে বেশি।

সালু মাতবরের বাড়ি গিয়ে দেখে, নিমগাছতলায় মাতবরের বউ হাঁটু মুড়ে বসে গাই দোয়াচ্ছে। আর মাতবর গাইয়ের মুখের কাছে বাছুর ধরে দাঁড়িয়ে আছে। গাইটা গা চাটছে বাছুরের। আর মাতবর গাইটির গলকম্বলে হাত বুলিয়ে আদর করছে। ভাণ্ডে শব্দ করে জমা হচ্ছে দুধের চিকন ধারা।

'সালু রে, তোর বাড়ির লগে যে নতুন বিদেইশ্যা সাহেবটা আইল, হ্যায় দুধ রাখব নাকি? জিগায় দেখিস তো।'

'বিদেইশ্যাগো তুমি দুধ খাওয়াইবা! হালাগো বিষ খিলাইয়া মারা উচিত।'

'ক্যান কী হইল আবার? কাইলকাই না কইলি ঐ সাহেবটা ভালা মানুষ।'

'কোনো হালাই ভালা না। আইজ এতগুলি মাছ দিলাম, একটা টাকাও দিল না। না দেউক, হেইডা আমি ধরি না। কিন্তু ঐ নোয়াখাইল্যা পিশাচটা? খানকির পুতের এত বড় সাহস! আমার জাল চুরি কইরা আমারে কয় চোর! তুমি বিচার করো মাতবর। খালি বিচার না, উচিত শিক্ষা দিতে হইব হারামজাদারে।'

'দিমু রে দিমু। এমন শিক্ষাই দিমু, য্যান আর কুনো বিদেশি মানুষ এ গেরামের বনদে আইসা বাড়িঘর করার সাহস না পায়। তার আগে জমির দালালি কইরা যারা বিদেইশ্যাগো এ গেরামে আনতাছে, তাগো একটা শিক্ষা দেওন দরকার।'

'হ্যারা কি আর এক আধজন? অহন ঘরে ঘরে দালাল। জামাল এত লেখাপড়া শিইখা চাকরি লইয়া বিদেশ গ্যাল, দ্যাশে আইসা হ্যাও তো দালালি আরম্ভ করছে।'

'আমি শিক্ষা দিমু সবচাইতে বড়টারে। পালের গোদাটারে। রাজাকারের বাচ্চা খালেক মাতবরের হোগার পিছে লাগছস! এর পেরতিফল এবার পাইবি হারামজাদা।'

সালু এবার অস্বস্তিবোধ করে। জবাব দেয় না। পালের গোদা রাজাকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরমান দালাল দূর সম্পর্কে সালুর ভাগ্নে। তার চেয়েও বড় কথা আরমান তো শুধু জমির দালালই নয়, বলা চলে গাঁয়ের নতুন জমিদার। বাঘ মজিবর পর্যন্ত তাকে সমঝে চলে। গত ভোটের সময় চেয়ারম্যান পদে দাঁড়িয়েছিল আরমান। সে সময়েও ভোটের ডামাডোলের মাঝে আরমানের বিরুদ্ধে খালেক মাতবরের মাতবরি চোপা অনেকের কাছে ছিল উপভোগ্য। কিন্তু এখন আরমানের মতো মানুষকে শিক্ষা দেয়ার স্পর্ধা খুবই অসংগত নয়? কারেন্টের বিরুদ্ধে মাতবরের যুদ্ধ ঘোষণার চেয়েও এরকম চাপাবাজি হাস্যকর মনে হয়। সালুর আগে মাতবরের স্ত্রী প্রতিবাদ করে।

'সব সময় আরমানরে খোঁটা মাইরা কথা কন। মানষে কি হ্যার কানে কথা লাগায় না?'

'হারামজাদা আমার বিষয়-সম্পত্তির ওপর নজর দিছে – আর আমি চুপ কইরা থাকুম? গেরামে আইলে গাড়ি থাইকা নামাইয়া এক চড়ে ঐ রাজাকারের বত্রিশটা দাঁত খুইলা দিমু আমি। মুক্তিযুদ্ধের টাইমে পলায় বাঁইচা গেছস। অহন বাঁচবি না।'

মাতবরের লড়াকু মেজাজ বিদেশিদের বদলে দ্যাশের মাথা আরমানের বিরুদ্ধে মারমুখো হয়ে উঠছে কেন? মাতবরের বিষয়-সম্পত্তির ওপর নজর দিয়েছে তো তার আপন মেয়ে-জামাই। শ্বশুর জীবিত থাকতেই স্ত্রীর হক বুঝে নিতে চায় জামাই। অথবা নগদ টাকা। এই দাবি আদায়ের জন্যে বাপের বাড়ি চলে এসেছে মেয়ে। দাবি পূরণ না হলে স্বামীর সংসারে আর ফিরে যেতে পারবে না। এই পারিবারিক সমস্যার সঙ্গে মাতবর আরমানকে জড়িত করতে চায় কেন? সালু ঠিক বুঝতে পারে না।

দুধের ভাণ্ড হাতে উঠে দাঁড়িয়ে মাতবরের বউও ঝগড়াটে গলায় কথা বলে, 'মানুষরে দোষ দিয়া কী! এত টাকা খরচা কইরা মাইয়ারে বিয়া দিলাম। জামাইর খাচলত ভালা হইলে এমন ব্যাভারটা করে?'

মাতবরের মেয়ে খালেদা স্বামীর পক্ষে ওকালতি করতে আসে।

'মানুষে বুদ্ধি না দিলে আপনাগো জামাই কুনোদিনও এইরকম ব্যাভার করতা না, বাজান।'

মাতবর গাইয়ের দড়ি হাতে মেয়ের ওপর খেঁকিয়ে ওঠে, 'চোপ। শিক্ষিত মানুষ হইয়া হালার পো মানুষের বুদ্ধি ধরে ক্যা? হউরের অবস্থা হ্যায় জানে না? জমি বেইচা টাকা চায়! ঐ জামাইর ঘরে তোরে আর পাঠামু না আমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে সালু মাতবরকে সমর্থন করে।

'শিক্ষিত মানুষরাই অহন বেশি পাজি। হউরের সম্পত্তির ভাগ তো আমিও পামু। কই, এই নিয়া তো শালা-সম্বন্ধীর লগে ঝগড়া করতে যাই না। দিলে দিব, না দিলে নাই।'

'দালালরা চায় কী জানস? জায়গাজমি বেইচা গেরস্তি তুইলা আমরা দ্যাশ ছাইড়া পালাই। আর হ্যারা বিল্ডিং বানাইয়া দ্যাশে জমিদারের মতো থাকব। যত বিদেইশ্যা মানুষ আইনা গেরামটারে টাউন বানাইব। কিন্তু অত সস্তা না।'

'তুমি অহনই চলো তো মাতবর। ঐ নোয়াখাইল্যা ছাগলটার ঠ্যাংখান ভাইঙা দিয়া আসি। তা হইলে হালার পোরা শিক্ষা পাইব।'

'অত বেসবুর হইস না। দেখ আমি কী করি।'

সালু অগত্যা জাল-হারানো ক্ষোভ ও বেপরোয়া প্রতিশোধ-স্পৃহার রাশ টেনে ধরে মাতবরের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাতবর তার গরু পরিচর্যায় ব্যস্ত। গাইকে ভুসি-পানি খাওয়ানোর জন্যে চালার কাছে নিয়ে যায়। ছোট্ট এক খড়ের গাদার দু পাশে বাঁধা বলদ দুটিকে দড়ি খুলে পানি খাওয়াতে আনে। এরপর গরুকে ঘাস খাওয়ানোর জন্যে মাতবর হয়তো এখন বনদের দিকে যাবে। এবারে মাতবর ঘরে ধান তুলেছে কয়েক মণ মাত্র। ফলে খড়ের গাদাও ছোট। বেকার বলদ দুটির দিনভর খড়-ঘাস খাওয়া আর হাগা এখন একমাত্র কাজ। বলদ বেচে মাতবর না কি আরও দুটি গাই কিনবে। তারপর শুধু দুধ বেচেই কি চলবে সংসার? মাতবরের তবু যা হোক গাই দিয়ে চলবে। কিন্তু কাজ না পেলে সালুর চলবে কী করে?

বিদেইশ্যা জালচোরের ওপর প্রতিশোধ পরিকল্পনা স্থগিত রেখে সালু দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'যাই গা মাতবর। আমারও কাম আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালু ও তার ছেলের বেকারত্ব

কাজ না থাকলে সালু বাড়িতে বেকার বসে থাকে না, ঘুরে বেড়ায়– ফেরিঅলা যেমন মাথায় পসরা নিয়ে, সালুও তেমনি খালি হাত দুটি নিয়ে। শরীরে ও উদ্দেশ্যহীন হাঁটাচলার ভঙ্গিতে বেকারত্ব প্রদর্শন করে ঘুরে বেড়ায়। তবে ফেরিঅলাদের মতো নিজের দৈহিক শ্রম বেচার জন্য হাঁকডাক নেই। ব্যস্ততাও নেই। যেন ঘুরে বেড়ানোটাও তার প্রায় দিনের জরুরি কাজ। কাজের সন্ধানে সে নিচিন্তাপুরের চৌহদ্দির বাইরে যায় না কখনও।

রোজ সকালে গাঁয়ের সৌভাগ্যবান পুরুষরা শহরে যায়। কারও অফিসের চাকরি, অধিকাংশ যায় কিছু বেচাকেনা কিংবা রুজি-রোজগারের ধান্ধায়। কলে-কারখানায় বাঁধা ডিউটি করতেও যায় বেশ কয়েকজন। গামছায় গরম ভাতের বাটি বেঁধে নিয়ে হনহনিয়ে ছুটে যায় তারা। একসময় মিলে কাজ করার সুযোগ সালুর জীবনেও এসেছিল। হেলায় হারিয়েছে সেই সুযোগ। ভেবেছিল নিচিন্তাপুরে স্বাধীন গেরস্তালি কাজ আর মাছ ধরে কেটে যাবে জীবনটা। কে জানত এমন বদলে যাবে গ্রামখানা! চাষাবাদের জমি দ্রুত চলে যাচ্ছে শহরবাসীদের মালিকানায়। সালুর চেয়েও বেশি সচ্ছল কত গেরস্ত হালবলদ হারিয়েছে। একসময় ফসল ফলানোর স্বপ্ন ও আয়োজনের সঙ্গে বাঁচার সম্পর্ক ছিল গ্রামবাসী সকলেরই। আর এখন সবার ধান্ধা শুধু নগদ টাকা। মণে মণে ধানচালের মতো শয়ে শয়ে হাজার হাজার টাকা।

দৈহিক শ্রমটুকু যাদের একমাত্র পুঁজি, টাকা ধরার জন্যে তারা অনেকেই এখন রিকশা চালায়। কেউ ঢাকা শহরে গিয়ে, কেউবা মান-সম্মান বোধ পায়ে দলে নিচিন্তাপুর বাজার থেকেও রিকশার প্যাডেল ঘোরায়। সালুর কাজটা পছন্দ নয়। তা ছাড়া রিকশাচালক হবার মতো নিজেকে এতটা তুচ্ছ ভাবতেও পারে না। আত্মসম্মানে বাজে। বেকার ছেলেও বাধা দেয়। কাজ না থাকলে গাঁয়ে বেকার ঘুরে বেড়ানোটা তাই সালুর কাজ। বাজারে গিয়েও অনেকক্ষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় কাটায়। এভাবে সালু কাজ খোঁজে। কাজ না পেলেও নগদ টাকা ধরার নানান উপায় খোঁজে।

নিচিন্তাপুর যে দ্রুত বদলে যাচ্ছে, বদলে টাউন হয়ে উঠছে, মোড়ের ছোট বাজারটায় এলে সেটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। আগে এখানটায় ছিল একটিমাত্র মুদি দোকান। এখন রাস্তায় দু পাশে কতরকম যে দোকানপাট। দুটি টি-স্টল, ওষুধের দোকান – হোমিও, অ্যালোপ্যাথিক মিলে তিনটি। চুলকাটার সেলুন, রড-সিমেন্টের দোকান, দর্জি, রেডিও-টিভি মেরামতের দোকানটার সঙ্গে রঙিন পোস্টারে ছাওয়া ভিডিও ক্যাসেটের দোকান, মণিহারী ও মুদি দোকান বেশ কয়েকটা। এ ছাড়া রোজ সকালে বসে মাছ-মাংস ও কাঁচা তরকারির দোকান। মাছ ধরার জন্যে সালু যেমন বিলে জাল পেতে রাখে, তেমনি টাকা ধরার জন্যে কত রকম ব্যবসাপাতির জাল ছড়ানো হচ্ছে জায়গাটায়। ফলে দিনে দিনে জমজমাট হয়ে উঠছে বাজারটা।

দু মাইল দূরের বাস চলাচলের প্রশস্ত পাকা রাস্তা থেকে দশ ফুট চওড়া ইট বিছানো রাস্তা নিচিন্তাপুর বাজার পর্যন্ত এসে থেকেছে। বছর না ঘুরতেই রিকশা হয়েছে অন্তত বিশখানা। ইউনিয়ন পরিষদের দেয়া নম্বর ও চাকতিসাঁটা রিকশাগুলো বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত খেপ মারে। দু জন গেলে শেয়ারে ভাড়া লাগে চার টাকা, এক জন গেলে রিকশাঅলা চেঁচিয়ে আরেক জনকে খোঁজে, এক জন, এক জন করে ডাক দেয়। গাঁয়ের যেসব টাকাঅলা মানুষ নানান কাজে ঢাকা যায়, তারা শেয়ারের অপেক্ষা এবং দরদাম না করেই পরিচিত রিকশায় লাফিয়ে ওঠে। আবার শহর থেকে যারা নিচিন্তাপুরে জমি দেখতে বা কিনতে আসে, জমির দালালরা তাদের সরাসরি শহর থেকে ধরে নিয়ে আসে, কেউবা ঠিকানা দিয়ে বাজারে বসে অপেক্ষা করে অতিথিদের স্বাগত জানাতে। চায়ের দোকানে ঢুকিয়ে প্রথমে চা-টা খাওয়ায়। অতিথি পার্টি আসুক বা না আসুক, স্থানীয় দালালশ্রেণির মানুষগুলো চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয় সারা দিন।

কাজের সন্ধানে বাজারে এসে সালু এইসব দৃশ্য দেখে প্রতিদিন। নিজের বেকারত্ব বাজারে ঘুরে ঘুরে প্রদর্শন করতে থাকে খামোখা। কোনো কাজে কারও কামলা বা কুলি দরকার হলে সালুর ডাক পড়ে। সেরকম একটি ডাক শোনার অপেক্ষায় সালু রোজ বাজারে ঘোরাফেরা করে অনেকক্ষণ। লুঙ্গির প্যাঁচে বিড়ির সঙ্গে দু-চার টাকা থাকলে সালু চায়ের দোকানেও ঢোকে। গরম ডালপুরি ও চা খেতে তারও খুব সাধ হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ চায়ের দোকানে ঢুকে সালু লজ্জা পায়। এমনিতে খালি গায়ে গামছা কাঁধে চেনা-অচেনা ভদ্রলোকদের পাশে বসে শব্দ করে চা খেতে একটুও সংকোচ হয় না তার। কিন্তু আজ কোণের টেবিলে ভদ্রলোকের মতো প্যান্ট-শার্ট পরা যে ছেলেটি একইসঙ্গে চা খাচ্ছে ও সিগ্রেট ফুঁকছে, সে সালুর বড় ছেলে মকবুল। বয়স এখনও বিশ হয় নি। রোজগার করে বাবার হাতে বিশটা টাকা তুলে দিতে অক্ষম। কিন্তু লায়েক হয়েছে কীরকম দেখো। সালু টি-স্টল থেকে দ্রুত বেরিয়ে যায়। বাজার ছেড়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে।

ছেলের সঙ্গে সালুর দেখা ও কথাবার্তা হয় কদাচিৎ। দিনমান বাইরে থাকে মকবুল। অনেকদিন রাতেও বাড়িতে যায় না। সালুর ছোট শালা বালু সাপ্লায়ের দালালি ব্যবসা করে। মকবুলকে বিনা বেতনে চাকরের মতো খাটায় সে। ফটকাবাজ মামার পিছে ঘুরে মকবুল পকেট-খরচা কত পায়, না পেলে চা-সিগ্রেট কেমনে খায়–এসব হিসাব বাড়িতে কখনও জানায় না। স্ত্রী ও তার ভাইদের বুদ্ধিতে ছেলেকে হাইস্কুল পর্যন্ত পড়তে দিয়ে মস্ত ভুল করেছে সালু। ম্যাট্রিক ফেল পর্যন্ত লেখাপড়া শিখেও মকবুল মানুষ হতে পারল না। এখন না পায় কোনো সরকারি চাকরি, না পারে বাপের মতো কামলা খাটতে। বাপ বাজারে মাছ বেচলে কিংবা রিকশা চালালেও ছেলের ইজ্জত যায়। এদিকে নিজের বেকারত্ব সহ্য হয়, কিন্তু জোয়ান ছেলের বেকারত্ব আর বাবুগিরি সহ্য হয় না সালুর। এ নিয়ে বাড়িতে কথা উঠলে ছেলের এক জবাব, 'দেখি, মামায় কী করে।'

সালুর বাটপাড় শালা আশ্বাস দিয়েছে, ব্যবসায় বড় একটা দাঁও মারতে পারলেই ভাগ্নেকে বিদেশ পাঠানোর টাকা দেবে। এই প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করে সালুর ছেলে ও ছেলের মা দিনরাত স্বপ্নে বিভোর। মকবুল বিদেশ গেলে কমসে কম আট-দশ হাজার টাকা বেতনের চাকরি পাবে। মাসে মাসে পাঁচ হাজার টাকাও যদি বাড়িতে পাঠায় মকবুল, তখন সালু কি আর এই সালু থাকবে? মাঝে-মধ্যে স্ত্রী-পুত্রের স্বপ্নটি মনে ঠাঁই দিতে সালুর ভালোই লাগে। বুকে বল পায়। কেননা মকবুলের মতো ম্যাট্রিক পাস-না-করা ছেলেরাও যে বিদেশ গিয়ে হাজার হাজার টাকা কামাচ্ছে, গ্রামেই তার জলজ্যান্ত প্রমাণ আছে। কিন্তু সালুর শালারা কি ভাগ্নেকে বিদেশে পাঠানোর মতো হাজার হাজার টাকা দেবে কখনও?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েজামাইয়ের উদ্দেশে মাতবরের গালমন্দ মনে পড়ে। আদরের বড় মেয়েকেও সম্পত্তির অংশ দিতে মাতবরের কত কোতন-পাদন। রাগে-দুঃখে মাথা খারাপ হবার দশা। সম্পত্তির লোভ মাতবরের চাইতে সালুর শালাদেরও কম নয়। বোনের প্রাপ্য অংশ না দেয়ার জন্যেই হয়তো ভাগ্নেকে বিদেশ পাঠানোর মেওয়া ঝুলিয়েছে। এই করে বোকাচোদা বোনটাকে ভুলিয়ে কোনদিন যে রেজিস্ট্রি অফিসে নিয়ে গিয়ে টিপসই একখান নিয়ে নেবে, হায়, সালু টেরটিও পাবে না। ভাবতেই পায়ের নিচ থেকে যেন পৃথিবী সরে যেতে থাকে সালুর। বড় অস্থির বোধ করে সে। হাঁটার গতিও বেড়ে যায়।

কাঁচা রাস্তায় হঠাৎ পেছনে গাড়ির শব্দ শুনে সালু ঘাড় ফেরায়। লাল রঙের ছোট গাড়িটা দেখেই বুঝতে পারে আরমান আসছে। নতুন গাড়ি কিনেছে আরমান। শহরের বাসা থেকে গাড়িতে চড়ে এখন গ্রামে আসে। গাড়ির ভেতরে আরও দুটি অচেনা লোক। আরমানের পার্টি কিংবা চেলা। গাঁয়ে কখনও একা চলাফেরা করে না আরমান। মাতবরের মতো ছোটখাটো শত্রু ছাড়াও তার কত শত্রু! খালেক মাতবরের কত তেজ, আরমানের গাড়ির সামনে এসে একবার দাঁড়াক দেখি। কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটে না। মাতবর কি বাড়িতে নেই? নাকি গাড়ির আওয়াজ শুইনাই তার মাতবরি চোপা ভয়ে খামুশ মাইরা গেছে? সম্পত্তির ভাগ নেয়ার জন্যে মাতবরের মেয়ে-জামাইয়ের পেছনে যদি আরমানের মতো মানুষ আছে, তা হলে মাতবরের আর রক্ষা নেই। মেয়েকে জামাইয়ের ঘরে পাঠাতে হলে জমির অংশ দিতেই হবে। কিংবা পঞ্চাশ হাজার টাকা।

আরমানের সাহায্য পেলে সালুও শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তির ভাগ সহজে আদায় করে নিতে পারে। বিষয়-সম্পত্তির প্যাঁচ খুলতে আরমানের বুদ্ধির জুড়ি নেই। স্ত্রীর প্রাপ্য অংশ আরমানের কাছে সরাসরি বেচার প্রস্তাব দিলে রাজি হতেও পারে লোকটা। এরপর শালাদের সঙ্গে আরমানের কোর্ট-কাছারি যাই ঘটুক, সালুর কিছু যায় আসে না। এভাবে সাহায্য না করলেও আরমান মকবুলকে অনায়াসে একটা চাকরি অন্তত দিতে পারে। জমিজমা ছাড়াও এখন তার কতরকম ব্যবসা। তা ছাড়া ঢাকা শহরে কত বড় বড় পার্টির সাথে চেনাজানা। আরমানের কাছে সুযোগ-সুবিধা নেয়ার জন্যে গাঁয়ের কত মানুষ তার পিছে ঘুরঘুর করে। সালু কখনও যায় নি। লতায়-পাতায় জড়িয়ে আরমান তার ভাগ্নে। অথচ সম্পর্কটা কোনো কাজেই লাগে নি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজও। আজ সেই সম্পর্কের জোরে সালু আরমানের তিনতলা বিল্ডিং-বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে প্যান্ট-শার্ট পরা ড্রাইভারটি একা সিগ্রেট টানছে। সালু তাকে যেচে জানায়, 'সাহেবে আমার ভাইগ্না লাগে। যাই, একটু দেখা কইরা আসি।'

নিচতলায় আরমানের বুড়ি মা ও এক ভাই পরিবার নিয়ে থাকে। দোতলা ও তিনতলার রুমটি আরমান না থাকলে তালাবদ্ধ থাকে। এ বাড়িতে অনেকবার এলেও ওপরে কখনও ওঠে নি সালু। আরমানের মা দেখা হলে তাকে এটা-সেটা কাজের ফরমাশ করে। সারা দিন খাটিয়ে নিয়েও এক কামলার মজুরি দিতে চায় না। পোলার এত টাকা, কিন্তু বুড়ির স্বভাব-চরিত্র আগের মতোই আছে। কিপটের হদ্দ। বুড়িকে এড়িয়ে সালু সিঁড়ির দিকে এগোতেই বুড়ির কণ্ঠস্বর থামিয়ে দেয়।

'কেডা রে ওইডা? ও সালু! তুই এহানে ক্যা?'

'এই আইলাম বুবু! আরমান মামুর লগে একটা জরুরি কথা আছে। মামায় বাড়িতে আইল দেখলাম।'

'হ। তা তোর আবার কীয়ের জরুরি কথা?'

'না, মানে অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ নাই। ভাবলাম একটু দেখা কইরা যাই।'

'হ, সামনাসামনি আমার পোলারে বেবাকই হুজুর হুজুর করে। আর আউডালে কত বদনাম, এই পরিবারের মানুষ এমুন খবিজ হইয়া গেছে!'

'আমি মাতবরের মতো মানুষ না, বুবু। আপনা মানুষের গিবত গামু ক্যা?'

'খালেকে যে কত কি আরমানের নামে কইতাছে! তুই হুনছস নাকি কিছু?'

'হ্যার কথা ছাইড়া দাও, বুবু। হ্যার মাতবরি চোপার এক পয়সা দাম দিই না আমি।'

'হ্যার মাইয়ার সংসার হয় না, দোষ দেয় আমার আরমানরে। আমার পোলার খাইয়া কাম নাই মাতবরের মাইয়ার সংসার ভাঙব? কথা হুনলেই গা জ্বইলা যায়।'

বুড়ি সারা দিন এ-বাড়ি সে-বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে গুজগুজ করে। তার ছেলের নামে কে কোথায় মন্দ বলে শুনে বেড়ায়। নিজে একচোট প্রতিবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার পর হয়তো ছেলের কানেও লাগায়। মাতবরের সঙ্গে সালুর মাখামাখি সম্পর্ক নিয়েও বুড়ি পাছে খোঁটা দেয়, এই ভয়ে সে দ্রুত সিঁড়িতে উঠে বলে, 'যাই, মামুর লগে একটু দেখা কইরা যাই।'

দোতলার বড় ঘরে গদিঅলা নরম চেয়ারে বসে আরমান গাড়িতে আসা লোক দুটির সঙ্গে কথা বলছে। শ্বশুরের সম্পত্তির ভাগ আদায়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ গোপন বিষয় বুড়িকে যেমন বলা যায় না, তেমনি অচেনা ভদ্রলোকদের সামনে কথাটা বলা উচিত হবে? সালু দ্বিধায় পড়ে।

'কী খবর?'

'এই আইলাম মামু আপনারে একটু দেখতে। গেরামে তো আইজকাল বেশি আহেনই না।'

'হ্যাঁ। আমি এনাদের লগে আলাপ করতাছি। তুমি অহন যাও।'

দ্বিধা-সংকোচজড়িত জরুরি বক্তব্য নিয়ে সালু তবু দাঁড়িয়ে থাকে।

'কিছু কইবা মনে হইতাছে। ঠিক আছে, কইয়া ফেল।'

'আমার পোলাটা মামু, সারা দিন বেকার ঘুইরা বেড়ায়। ওরে একটা চাকরি-বাকরি লইয়া দেন।'

'তোমার পোলা না স্কুলে পড়ত?'

'হ্যাঁ, গেলবার ম্যাট্রিক দিছিল। করম ফিলাপ বাবদেই প্রায় দুই হাজার টাকা দিছিলাম। তা ১৯ নম্বরের লাইগা ফেল করছে।'

'ঠিক আছে। তোমার পোলারে আমার লগে দেখা করতে কইও।'

'আচ্ছা, আমি যাইগা মামু অহন। বুবুর লগে কথা কইয়া যাই।'

'আর হুনো, তোমার বাড়ির বগলে যে নতুন বাড়িটা হইল – ঐ বাড়ির মানুষ আইছে?'

'হ, পরিবার লইয়া আইয়া পড়ছে। কালাম সাব নাম।'

'ঐ কালাম না কালা সাহেবরে আমার লগে একটু দেখা করতে কইও তো।'

'আচ্ছা। অহনই কমু নে।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সালু আরমানের দ্বিতীয় নির্দেশ ভুলে যায়। কারণ তার বেকার ছেলে এত সহজে চাকরি পাবে, বলামাত্র আরমান রাজি হবে, ভাবতেও বুকে অবিশ্বাস্য খুশি উথলে ওঠে। অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনাটুকু মনেপ্রাণে আঁকড়ে ধরাটাই তার জরুরি কর্তব্য মনে হয়। বেকার ছেলেকে খবর দেয়ার জন্যে সালু আবারও বাজারের দিকে দ্রুত হাঁটতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালামের প্রথম দালাল আবিষ্কার

গ্রামের ছোট বাজার। শুধু সকালে বসে। কালাম ভেবেছিল, শহরের তুলনায় টাটকা তরকারি-মাছ-মাংস বেশ সস্তা হবে। কিন্তু বাজারে গিয়ে দেখল ব্যাপারটা উল্টো। কারণ বুঝতেও দেরি হলো না তার। একে তো শহরতলির এসব গ্রামের মানুষ প্রধানত কৃষিজীবী নয়। বিক্রির জন্যে শাক-সবজি বা গাইয়ের দুধ যেটুকু হয়, বেশিরভাগ চলে যায় শহরে। অ্যালুমিনিয়ামের কলসভরা দুধ নিয়ে দুজন মহিলা ও এক বুড়োকে কালাম আজ খুব সকালে শহরের দিকে যেতে দেখেছে। গাইঅলা বাড়ি বাড়ি ঘুরে সস্তা দামে দুধ কিনে শহরে বেশি দামে বেচে। হয়তো এটাই তাদের জীবিকা। নিচিন্তাপুর বাজারে কাঁচা তরকারির দোকান দুটি। অন্যান্য স্থায়ী দোকানের মালপত্রের মতো ওরা কাঁচামালও শহরের আড়ত থেকে কিনে আনে। ইলিশ মাছ ও কাটা গরুর রানও আসে একইভাবে।

বাজারে মুরগি খুঁজে না পেয়ে কালাম কসাইয়ের দোকানে যায়। জামান ও তার স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করেছে। মাংস না হলেই নয়। কসাইয়ের ছোট চালাটি ঘিরে তিনজন খদ্দের। একজনের খালি গা, মুখে টুথপেস্টের ফেনা ও টুথ ব্রাশ, এক হাতে স্ফীত মানিব্যাগ। পরনের ধবধবে সাদা লুঙ্গি কোমরে এমনভাবে গিঁট দেয়া, কুমড়ো মার্কা ভুঁড়ি বেশ নজর কাড়ে। পেস্টের ফেনাযুক্ত থু ফেলার জন্যে ঘাড় ফেরাতে গিয়ে লোকটা কালামকেও একনজর দেখে। থু ফেলে ঘাড় যথাস্থানে আনতে গিয়ে আবারও কালামকে দেখে। কিন্তু ধমক দেয় কসাইকে।

'হউরের পো, তোরে না কইছিলাম সিনাহ লইয়া আইবি। আইজো বুড়ি গাইয়ের ঠ্যাং আনচস।'

'বুড়ি মাগি না, এক্কেরে বোম্বের হিরুইনের রান। কী জানি নাম, আপনার ভিসিআর-এ দেখলাম হেইদিন। তা পুরোটাই বানায় দিমু?'

'হান্নান ভাইরে সব দিবি! আমরা লমু না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'লও না তোরা। এই, আমারে ৫ সের দে আইজ। ফ্রিজটা আবার ডিস্টার্ব দিতাছে হালায়।'

বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতা প্রায় সকলেই স্থানীয়, সবাই সবার মুখচেনা। খালি গায়ের হান্নান ভাইয়ের বাড়ি বাজারের আশেপাশেই হবে। এবং সম্ভবত লোকটা জমির দালাল। অন্য মাংস ক্রেতা দুজনও যে তা নয়, কে বলবে? বাড়ি করার আগে, জমি কেনার সময় কালামকে একবার বাজারে চায়ের দোকানে বসিয়েছিল জামাল। টি-স্টলে ঢোকার আগে কালামকে সতর্ক করে বলেছিল, বাজারে জায়গা-জমি কেনার বিষয়ে কোনো কথা বলবেন না। দালালরা জোঁকের মতো ছেঁকে ধরবে। কালামের ভাগ্য ভালো, সেরকম কোনো খারাপ দালালের খপ্পরে পড়ে নি। জামালের মতো দালাল-বিরোধী একজন স্থানীয় শিক্ষিত ছেলেকে বন্ধু হিসেবে পেয়েছিল বলেই মোটামুটি সস্তায় নির্ভেজাল জমি কিনতে পেরেছে। অচেনা গাঁয়ে বাড়ি করে বসবাসের সাহসও যুগিয়েছে জামাল ও তার স্ত্রীর আন্তরিক প্ররোচনা। কিন্তু এই একটি পরিবার ছাড়া নিচিন্তাপুর গাঁয়ের সব মানুষ কালামের কাছে অচেনা এখনও। মেলামেশা করে গাঁয়ের লোকজনের সঙ্গে চটজলদি পরিচয় বা একাত্মতা বাড়াবে, এতটা সামাজিক নয় সে। বাজারে এসে কালাম তাই স্থানীয় লোকের ভিড়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজনের মতো অসহায় বোধ করে। মাংসের দোকানের ক্রেতাদের দালাল কিংবা গাঁয়ের সবলোক সন্দেহ করে একটু ভয়ও পায়।

'কত করে ভাই সের?'

'ষাইট টাকা।'

'বলেন কি! টাউনের বাজারে তো পঞ্চাশ টাকা।'

হউরের পো বলতে না পারলেও, ঠাট্টা-মস্করা করার ভঙ্গিতে কালাম সহাস্য প্রতিবাদ করে। অন্য ক্রেতারা ফিরে তাকায়। টুথ-ব্রাশ কথা বলে।

'আগে তো দেহি নাই। বনদে নতুন বাড়ি করছেন?'

'জি।'

'কয় কাঠা কিনছেন?'

'অল্প, মাত্র তিন কাঠা।'

'দুই-তিন কাঠার বিদেইশ্যা গো কাছে আমি মাংস বেচি না। আপনে টাউনের বাজার থেকে হস্তায় কিইনা আইনেন।'

অভদ্র কসাইয়ের কথায় কালাম বেশ অপমানিত বোধ করে। কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারে না। আবার চুপচাপ চলে যেতেও দ্বিধা, তাতে হয়তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভীরুতা প্রকাশ পাবে। কালামের অপমানবোধ টের পেয়েই হয়তো একজন তার পক্ষ নেয়।

'বিদেশিগো হেলা করস! হুনতাছি সরকার ফাঁকা বনদের এক হাজার একর জমি একোয়ার করব। তিন-পাঁচ কাঠার প্লট বানায় বেইচা দিব। তখন তো নানান দেশের বিদেশিরাই এই দেশের আসল বাসিন্দা হইব রে।'

'সরকার জমি নিলে তোমাগো ব্যবসা বন্ধ হইব। আমার কী?'

'আমাগো ব্যবসা বন্ধ হইলে মাংস বেচবি কার কাছে? দে বেটা, সাহেবরে মাংস দে, কয় সের লইবেন?'

'এক সের।'

পরিচিত বড় খদ্দেরদের বিদায় করে কসাই কালামের জন্যে ইচ্ছেমতো মাংস বানায়। অন্তত আধা সের আন্দাজ অখাদ্য হাড় মেশাতে দেখেও কালাম প্রতিবাদ করে না। মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়, বেঁচে থাকতে এই কসাইয়ের মাংস খাওয়া আর নয়। এরপর অফিস থেকে ফেরার সময় কালাম শহর থেকে বাজার করে আনবে।

বাজারে ঘুরে স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে একমাত্র পরিচিত পড়শি সালুকে দেখতে পায় কালাম। রাস্তাসংলগ্ন খালের ধারে বাঁশের দোকান। আস্ত মুলি বাঁশ, বড় বাঁশ ছাড়াও বাঁশের চাটাই ও বেড়া বেচে। মহাজনের গদিটি সুন্দর। খালের ওপর বাঁশের ছাপরা, বাঁশের মাচান। সেখানে বসে সালু কী যেন ভাবছিল।

'কী সালু ভাই, বাড়ি যাবেন না?'

'আপনে যান। আমার কাম আছে।'

ফেরার পথে আরমান দালালের সুদৃশ্য তিনতলা বিল্ডিং-এর কাছে এসে জয়নালের সঙ্গে দেখা। কালামের হাতে বাজারের ব্যাগ দেখেও জানতে চায়, 'কি ও ভাই, বাজারে গেছিলেন?' জবাবে শুধু মাথা দোলানো হাসি দিয়ে গাঁয়ের একমাত্র পরিচিত ক্ষুদ্র দালাল যুবকটিকে পাশ কাটতে গিয়েও কালামকে থামতে হয়।

'ভাই আপনার লগে আরজেন কথা ছিল একটা।'

'বলেন।'

'কথাটা খুব সেরকেট। আপনি বিদেশি হইলেও অহন আমাগো মহল্লার মানুষ। কথাটা আপনারে জানান দরকার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী কথা?'

'কিন্তু একটা শর্ত ভাই। আমি যে কইছি – এই কথাটা জীবনেও কাউরে লিক আউট করতে পারবেন না।'

'বেশ তো। বলেই ফেলেন না।'

'রাস্তায় কওন যাইব না। আইজ তো অফিস বন্ধ। বাড়িতে আছেন না? থাইকেন, আমি এট্টু বাজার থাইকা ঘুইরা আসি। আপনার বাড়িতে গিয়া কমু নে।'

কালাম খুব বিরক্ত হয়। ভনিতা জিনিসটা একদম পছন্দ নয় তার। কিন্তু জয়নাল চলে যাওয়ার পর আরমান দালালের বাড়ির দিকে তাকিয়ে, কে জানে কেন, কালামের ভেতরের ভয়টা বুকে ডুগডুগি বাজায়। সামান্য লেখাপড়া জানা গরিবের ছেলে হলেও জয়নাল তো আসলে এ গ্রামের দালাল শ্রেণিরই একজন। কালাম তার প্রথম খদ্দের। যদিও জমি কেনার সময় জয়নালকে ঠিক দালাল মনে হয় নি। সরল প্রকৃতির বেকার যুবক। মুদি দোকান করার জন্য গরিব পিতা তাকে জমি বেচে বিশ হাজার টাকা দিয়েছিল। জয়নাল বেশি লাভের আশায় সেই টাকা দিয়ে জমি বায়না করেছিল। কিন্তু তার মতো ছেলের পক্ষে এমন সচ্ছল পার্টি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর – যারা জয়নালকে বিশ্বাস করে তার বায়নাকৃত জমি কিনবে। পার্টি খুঁজে না পাওয়ায় জয়নালের বায়নার টাকা যখন মার যাওয়ার উপক্রম, জামাল গাঁয়ের বিশিষ্ট সেয়ানা দালালদের এড়িয়ে কালামকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে জয়নালের সঙ্গে।

নিজের পরিচয় দিয়ে জয়নাল বলেছিল, 'আমি স্যার ঠিক বোরোকার না। জমির মালিকরে বাকি টাকা দিয়া নিজের বায়নার টাকাটা তুইলা নিতে পারলেই বাঁচি। জমিনের ব্যবসা করা আমার মতো মুরক্ষ গরিব পোলার কাম না।'

বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছিল জয়নালের কথা। মূল দলিল, ভায়া দলিল, মিউটিশনের কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জামালের ঘরে দরদাম চূড়ান্ত করার সময় জয়নাল বলেছিল, 'আল্লার কসম স্যার, ১৫ হাজার কাঠা বেচলে আমার খুব ম্যাক্সিমাম লাভ হইব।' ম্যাক্সিমাম মানে মিনিমাম – শব্দ দুটি উল্টোপাল্টা ব্যবহার করে জয়নাল। বিশ হাজার টাকা জমিতে চার মাস লগ্নি করে মাত্র দুহাজার টাকা লাভ করেছিল সে । কিন্তু কালাম ও সহক্রেতা অন্য দুই অফিস কলিগ – তিন জন মিলে মাত্র এক হাজার টাকা হাতে গুঁজে দিলে সন্তুষ্টচিত্তে জয়নাল বলেছিল, 'টাকাটাই তো সব নয় স্যার। আপনারা জামাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইয়ের বন্ধু। আপনাগো মতো শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা আমাগো গ্রামে বাড়িঘর করব, এটাই আমার কাছে অনেক ইম্পুটেন্ট মানে বড় কথা।'

এমন সহজ-সরল ছেলেটির মুখে আজ 'আরজেন সেরকেট' কথা শুনে কালামের বুক কাঁপে কেন? গোপনে তার বিরুদ্ধে সত্যই কি কোনো চক্রান্ত চলছে? এমনিতে জমি কেনার সময় শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে জামাল ও জয়নাল তাদের গাঁয়ের খারাপ দিক সম্পর্কে কালামকে যথেষ্ট সতর্ক করেছে। খারাপ দিক মানে খারাপ মানুষ। জমির মূল মালিক আর শহরবাসী খরিদ্দার – উভয়কে ভুলিয়েভালিয়ে নিজের লাভের অঙ্কটা বাড়ানো যাদের পেশা। এক কথায় তাদের বলা হয় দালাল। ইটখোলায় কিংবা ম্যাচ ফ্যাক্টরির লেবার ছিল যে লোক, জমির দালালি ব্যবসা করে এখন তারা গাঁয়ের অন্যতম ধনী ব্যক্তি। কসাইয়ের দোকানে আজ এদের সামান্য পরিচয় পেয়েছে মাত্র। এদের মাঝে বাস করে আরও কত তিক্ত অভিজ্ঞতা হবে কে জানে।

বাড়িতে ঢুকে কালাম দেখে, নার্গিস খোলা জানালার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বাজারের থলে রেখে কালামও জানালার পাশে দাঁড়ায়। বর্ষার পানিভরা ধানখেতের বিস্তীর্ণ প্রান্তর। শীতকালে যখন পানি নেই, ধান নেই, শূন্য প্রান্তর ছিল জীবন্ত ঘাসে ছাওয়া। অসংখ্য আইল, পিলার, কোথাওবা বাউন্ডারি ওয়াল কিংবা লটকানো সাইনবোর্ডে ফুটে উঠেছিল ব্যক্তিগত মালিকানার চিহ্ন। জমি দেখতে এসে শহরের কাছাকাছি অসংখ্য সোনার টুকরার মতো খালি জমি মনে লোভ জাগিয়েছিল। চোখে স্বপ্নের ঘোর নেমেছিল। একা কালাম নয়, শূন্য প্রান্তরে জমি দেখতে আসা কত ভদ্রলোককে স্বপ্নের চাষ করতে দেখেছে সে। আজ নিজের বাড়ি থেকে ধু-ধু নির্জন প্রান্তর মনে ভয় জাগায়। রাতে চোর-ডাকাতের ভয়ে ভালো ঘুম হয় নি। নার্গিস দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে স্বামীর দিকে তাকায়।

'বাইরে তাকালে দিনের বেলাতেই কীরকম ভয় ভয় করে। বিদেশ-বিভুঁই বলে বোধহয় এরকম লাগছে – তাই না গো?'

'বিদেশ-বিভুঁই বলছ কেন? নিচিন্তাপুর গ্রাম বাংলাদেশের বাইরে নয়। বরং রাজধানীর কাছেই। বাজারে শুনে এলাম এইসব ফাঁকা জায়গা একোয়ার করে সরকার উপশহর বানাবে।'

'কবে শহর হবে সেই আশায় বসে না থেকে তুমি কারেন্ট আনার ব্যবস্থা করো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দেখি। আশপাশের নতুন বাড়ির লোকেরা কী বলে। সবাই মিলে চেষ্টা করতে হবে।'

'ঘরে বসে চেষ্টা করলে হবে? এটা শহরের ভাড়া-বাসা পেয়েছ? গ্রামের পাড়াপড়শির সঙ্গে খাতির রেখে চলতে হয়।'

'সেজন্যেই তো জামালকে দাওয়াত করে খাওয়াচ্ছি। সালুর বউ তোমাকে ডেকে গেছে না? তুমি বরং মেয়েদের নিয়ে ওর বাড়ি থেকে ঘুরে আসো।'

'ঠিকই বলেছ। যাওয়া উচিত। গরিব কামলা হলেও পড়শি তো। খাতির না রাখলে বিপদ-আপদে ছুটে আসবে না।'

মেয়ে দুটিকে নিয়ে নার্গিস পাশের বাড়ি বেড়াতে গেলে, খালি বাড়িতে কালাম একা। এখন যদি জামালের স্ত্রী চলে আসে? তেমন সম্ভাবনা খুবই কম, তবু সেই অসম্ভবকে ভাবতে ভালো লাগে কালামের। অচেনা নিচিন্তাপুর গ্রাম মনে যখন হাজারো ভয় ধরায়, নিচিন্তাপুরের একমাত্র চেনা নারী মুখটি হয়ে উঠতে চায় মনের প্রধান আশ্রয়। কেন? শহরের সুবিধা ছেড়ে শহরতলির গ্রামে বাড়ি করে বসবাসের পেছনে যত কারণই থাক, জামালের স্ত্রীও যে কালামের মনকে প্রভাবিত করেছে, এ সত্য শুধু কালামের মনই জানে। মেয়েটি জানে কি? সুযোগমতো জামালের স্ত্রীকে কথাটা একদিন স্পষ্ট করে জানাবে কালাম।

বাইরে জয়নালের ডাক শুনে কালাম তাকে বারান্দায় এনে বসায়। স্ত্রী-কন্যারা ঘরে না থাকায় স্বস্তিবোধ করে সে। জয়নাল যদি কোনো খারাপ কথা শোনায়, স্ত্রীকে জানতে দিয়ে তার মনে আরও ভয় ধরাতে চায় না কালাম। এমনিতে চোর-ডাকাতের ভয়ে বেচারি রাতে ভালো ঘুমাতে পারে না।

'কথা হইল কি ভাই, সত্য কথাটা কোনোদিন চাপা থাকে না। একদিন না একদিন লিক আউট হইবই। না কী কন?'

'আসল কথাটা এবার বলে ফেলেন তো।'

'কথা হইল কি ভাই, আপনাগো কাছে জমি বেইচা আমরা মোট ত্রিশ হাজার টাকা লাভ পাইছিলাম। তার মধ্যে আমি পাইছি মাত্র পাঁচ হাজার, জামাল ভাই লইছে পঁচিশ হাজার।'

'মানে? কী বলছেন এসব!'

'আল্লার কসম লাগে, আমি যে কইছি এইডা জামাল ভাইরে কইয়েন না। জমির মূল মালিকরে জিগাইলেও অহন আসল কথা পাইবেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বেচার সময়েও তো আল্লার কসম খেয়ে বলেছিলেন কোনো লাভ ছাড়াই বেচলেন। আমরা বিশ্বাস করেছিলাম সে কথা।'

কালামের বিশ্বাসভঙ্গের যাতনা ও প্রতারিত হওয়ার জ্বালা ভ্রূক্ষেপ না করে জয়নাল অনুতাপহীন হাসে।

'দালালি করলে পার্টি বুইঝা কিছু মিছা কথা কওন লাগে, ভাই। তা ছাড়া আমি যা করছি জামাল ভাইয়ের কথামতো করছি।'

জামালের হাত ধরে কালাম এই অচেনা জায়গায় এসেছে। এ পর্যন্ত জামালের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক, তাতে জয়নালের কথা বিশ্বাস করা কঠিন। বরং জামালের কথাটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় – এ গেরামের মানুষ সুবিধার না, বেবাকটি দালাল। যে জয়নালকে সহজ-সরল মনে হয়েছিল, এখন তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিতে ইচ্ছে করে।

'এই যে, আমি জামাল ভাইরে কইছিলাম, বন্ধু মানুষ, তার লগে এমন ব্যবহার করবেন? তা জামাল ভাই কী বলছে জানেন? ঐ বিদেশিগো লগে কিয়ের বন্ধুতা! আপনাগো খাতিরযত্ন করতে নাকি তার ছয় হাজার টাকা খরচা করছে। আমি তারে পাঁচ হাজার টাকা কম দিতে চাইছিলাম, মানে নাই কা।'

'তা হলে এই আপনার সিকরেট কথা?'

'ভাই কি রাগ করলেন? এই শ্লেষ্টে ঠইকা গেছেন ভাইবেন না। আর কয় মাস বাদে এই জমি বিশ হাজার টাকা কাঠা বেচতে পারবেন। তা ছাড়া ইচ্ছা করলেই আপনি ত্রিশ হাজার টাকার ডবল ওঠায় নিতে পারেন।'

ছেলেটির সঙ্গে কালামের কথা বলার রুচি হয় না আর। তবু চোখে কৌতূহল ফোটে।

'আমি ফের একটা জমি বায়না করছি ভাই। আপনার অফিসে কি আর জমি কেনার কাস্টমার নাই? এই যে, পার্টি খুঁইজা দিতে পারলে সমান লাভ দিমু। আমার কাছে দুইরকম কথা পাইবেন না।'

হারানো টাকা উদ্ধারের এমন সুযোগও কালামের মনে কোনো সান্ত্বনা আনে না। বরং দালালবিরোধী ঘৃণা প্রবল করে তোলে।

'সবার টাকার লোভ আপনার মতো নয়। তা ছাড়া দালালি করাটাকে আমি ভীষণ অপছন্দ করি, জয়নাল মিয়া। এরকম প্রস্তাব আর আমাকে দেবেন না।'

'ঠিক আছে। এই যে, জামাল ভাইরে আমার কথা কিছু কইয়েন না কিন্তু।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শত্রুমিত্র খেলা

জয়নাল চলে যাওয়ার পর কালাম জামালের কথা ভাবতে থাকে। বন্ধু সেজে জামাল শত্রুর ভূমিকা পালন করেছে – বিশ্বাস হতে চায় না। পরের বদনাম গেয়ে আপন দুর্বলতা আড়ালের চেষ্টা কিংবা পরচর্চায় আনন্দ খোঁজা বাঙালির স্বভাব। জয়নালের ভূমিকা সেরকম নয় তো? ছেলেটাকে আর মোটেও বিশ্বাস করা উচিত নয়। কিন্তু জামাল সম্পর্কে যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কাঁটা কালামের মনে ফুটিয়ে গেল, তা-ও মন থেকে সরাতে পারে না কালাম।

সম্পর্কটা শুরু হয়েছিল সহসাই। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক যুবক একদিন কালামের অফিসে গিয়ে উপস্থিত। মাত্র কয়দিন আগে কাতার থেকে ফিরেছে। কালামের এক সম্বন্ধী থাকে কাতারে, জামাই তার সঙ্গে একই কোম্পানিতে কাজ করত। থাকা-খাওয়াও ছিল একত্রে। কালামের মেয়েদের জন্যে তার সম্বন্ধীর পাঠানো কিছু উপহার ও বোনকে একটা চিঠি এগিয়ে দিয়ে জামাল বলেছিল, 'কি, দুলাভাই ডাকুম আপনারে? আপনি জানেন না, মহসিন ভাইয়ের লগে আমার কী ভীষণ হার্টিমেসি ছিল! আপন ছোট ভাইয়ের মতো দেখত আমাকে। আমাদের সম্পর্ক দেইখা কাতারের অন্য বাঙালিরা হিংসা করত।'

ঢাকায় ছোটবোনের জমি-বাড়ি করার স্বপ্নের কথা মহসিন ভাই জানত। অফিসের হাউজবিল্ডিং লোন ও প্রভিডেন্ড ফান্ডের কল্যাণে কালামের প্রায় এক লাখ টাকার সামর্থ্যবান পুরুষ হওয়ার খবরও নার্গিস বড় ভাইকে লিখেছিল। সেইসঙ্গে বাড়ি করার জন্যে আরও কিছু টাকা ধারের প্রার্থনা। চিঠির জবাবে মহসিন ভাই ঢাকা শহরের উপকণ্ঠের স্থায়ী বাসিন্দা জামালের সাহায্য নেয়ার কথা লিখেছিল। আর জামাল আস্ত এক প্যাকেট বেনসন সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'জমি কেনেন, আর না কেনেন, সেইটা আমার কোনো বিষয় নয়। আপারে লইয়া আমার বাড়িতে কবে যাইবেন, সেইটা আগে বলেন।'

প্রথমে একাই এসেছিল কালাম। নিচিন্তাপুর নামটা যেমন সুন্দর, গ্রামটি তেমন ভালো লাগে নি। তবে বিদেশ থেকে আনা টাকায় তৈরি জামালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন বাড়ি, বাড়ির সঙ্গে নারকেল গাছ, শানবাঁধানো ঘাটের ছোট পুকুর বেশ লেগেছিল। প্রথম দর্শনে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছিল জামালের স্ত্রী পদ্ম। এরকম বা এর চেয়েও বেশি দৃষ্টিকাড়ানীয়া সুন্দর মেয়েকে শহরের রাস্তায় বা মার্কেটে কালাম আগে দেখে নি, তা নয়। তবে পদ্মের মতো কেউ হেসে কালামকে আন্তরিক আপ্যায়ন করে নি কখনও, আহ্বান জানায় নি ঘনিষ্ঠ পড়শি হওয়ার। এমন বউকে একলা ফেলে জামাল কীভাবে একটানা দু'বছর বিদেশে ছিল? কোন পরাণেই-বা আবার বউকে ছেড়ে বিদেশ যাবে? এইসব ভেবে হয়তো-বা সহানুভূতির আতিশয্যে কালাম, জমি দেখার আগেই জামালের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করে বলেছিল, 'জামাল ভাই, আপনার বাড়ির কাছেই সস্তায় একটু জায়গা দিন। যাতে প্রতিবেশী হয়ে আপনার পুকুরে রোজ গোসল করতে পারি।'

জামাল কৃতার্থ হয়ে স্ত্রীকে ডেকে বলেছিল, 'পদ্ম, হুনছো কালাম ভাইয়ে কয় কী?'

'হ্যাঁ ভাই, চইলা আসেন। আপনাদের মতো শিক্ষিত ভদ্রলোক পড়শি হইলে আমিও মেলামেশা করার মানুষ পাব। উনি তো বিদেশে গিয়া পইড়া থাকেন, আমি মেশার মতো তেমন মানুষ পাই না গ্রামে।'

এরপর জমি দেখানোর সময় প্লটটি সম্পর্কে কালামকে ধারণা দিয়েছে জামাল। দালালদের সম্পর্কে সাবধান করেছে। দালালদের প্রতি তার ক্রোধ-ঘৃণার কারণ বোঝাতে গিয়ে জামাল তার প্রতিবেশী আরমান দালালের তিনতলা বিল্ডিংটি দেখিয়ে দিয়েছিল, কী করে এমন বিল্ডিং হলো, কোন প্রক্রিয়ায় আরমান অতি সাধারণ দশা থেকে এখন কোটিপতি, সেই গল্প সবিস্তারে শুনিয়েছিল কালামকে। অবিশ্বাস্য মনে হয় নি। কারণ লুটপাট কিংবা দুর্নীতি না করে যে এ দেশে দ্রুত কোটিপতি হওয়ার পথ নেই, এই মৌলিক জ্ঞানটুকু কালামের ছিল। কাজেই জামালের কাছে আরমানের উত্থানের কাহিনী শুনে বিস্মিত হয় নি। ক্ষুব্ধ জামালকে সান্ত্বনা দিয়েছিল।

'কী করবেন, জামাল ভাই, যে দেশের সরকার সাম্রাজ্যবাদের দালালি করে, মন্ত্রীরা স্বৈরাচারী ক্ষমতার দালালি করে মুখে ফেনা তোলে, আর দুর্নীতি যেখানে বড় নীতি, সে দেশে তো দালালদের জয়জয়কার হবে।'

কালামের রাজনৈতিক জ্ঞানকে আমল না দিয়ে জামাল ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরে থাকব না এসব। হারামির টাকায় বানানো এই বিল্ডিং আরমানের মাথায় একদিন ভাইঙ্গা না পড়লে আল্লার নিয়মই মিছা।'

অসৎ পথে অর্জিত আয় স্থায়ী হয় না, ঘুষ-দুর্নীতির টাকা সংসারে অশান্তি আনে, ছেলেমেয়ে মানুষ হয় না – এরকম মূল্যবোধে আস্থা নেই কালামের। তবু গাঁয়ের সেরা ধনী আরমান দালালের বিরুদ্ধে জামালের ক্ষোভ-ঘৃণার প্রকাশ দেখে ভালো লেগেছিল। সমমনা বন্ধুত্বের বোধ গভীর হয়েছিল। বন্ধু যাতে গাঁয়ের কোনো খারাপ ব্যক্তির খপ্পরে না পড়ে, সে ব্যাপারে সতর্কতার অন্ত ছিল না জামালের। পথে অচেনা একজন কালাম জমি কিনবে কিনা জানতে চাইলে, অস্বীকার করে বলেছিল, 'আমার বন্ধু মানুষ। ঢাকা থাইকা এমনি বেড়াইতে আইছে।'

সাপ্তাহিক ছুটির দিন থাকায় জমি দেখতে কালামের মতো অনেকেই এসেছিল সেইদিন। জমির আড়তসম ধু-ধু প্রান্তরের কাঁচা রাস্তার ওপর শাদা রঙের একটি গাড়িও ছিল। সম্ভবত সেই গাড়ির আরোহী সাহেবের স্ত্রী, এক ভদ্রমহিলাকেও খেতের আলের ওপর হাঁটতে দেখেছে কালাম। চাষিদের রাজ্যপাটের সঙ্গে শহুরে ভদ্রলোকদের সম্পর্ক স্থাপনের হিড়িক দেখে কালাম বুঝেছিল, জায়গাটির ভবিষ্যৎ ভালো। বসবাসের ক্ষেত্রে বর্তমানের যেসব অসুবিধা, তা ভুলিয়ে দিয়েছিল জামাল ও তার স্ত্রীর আন্তরিক আপ্যায়ন।

প্রথম দিনেই আপ্যায়নে মুরগি, পোলাও, আর ইলিশ মাছ ছাড়াও নানারকম নাস্তা ছিল। এরপর স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে নিচিন্তাপুর বেড়াতে এলে জামালের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়েছে। জামাল বউ নিয়ে কালামের ভাড়াটে বাসায় গিয়েছিল একবার। খেয়েদেয়ে ফেরার সময় জামালের স্ত্রী হেসে কালামকে বলেছিল, 'পড়শি হইলে খাতির যেন না কমে।'

অফিসেও অনেকের কাছে কালামের বন্ধু হিসেবে জামাল পরিচিত হয়ে উঠেছিল। জমি দেখা ও চূড়ান্ত কথা বলার জন্যে অফিসের সহকর্মী দুইজনকে নিয়ে কালাম আবারও জামালের বাড়িতে এলে, সকলকে আপ্যায়ন করতে গিয়ে জামাল অন্তত হাজার টাকা খরচ করেছে। জয়নালও অনুগত চাকরের মতো উপস্থিত ছিল জামালের বাড়িতে। দোকান থেকে কোক, ফান্টা, সিগারেট এনে দেয়ার দায়িত্ব পালন করেছে হাসিমুখে।

'আপনারা কালাম ভাইয়ের অফিসকলিগ। জমি লন আর না লন, সেইটা বিষয় নয়। আমার বাড়িতে আইসা না খাইয়া যাইবেন, তা হইতে পারে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৌজন্য ও আপ্যায়নের বহর দেখে কালামের সহকর্মী পারচেজ ক্লার্ক অবশ্য মন্তব্য করেছিল, 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। কাগজপত্র আরও ভালো করে দেখতে হবে।'

কালাম দুর্নীতিপরায়ণ পারচেজ ক্লার্ককে ধিক্কার দিয়েছিল, 'ছি! ছি! কী যে বলেন, জামাল এরকম ছেলেই নয়।'

অন্য পার্টনার কালামের বিভাগের জুনিয়র অফিসার খলিল কালামকে সমর্থন করে বলেছিল, 'আসলে ঢাকাইয়া লোকের মেহেমানদারির তুলনা হয় না।'

কালাম কখনও ভাবতে পারে নি, এখনও ভাবতে কষ্ট হয়, জামালের এত দিনের বন্ধুত্ব ও আন্তরিক আপ্যায়নের মূলে ছিল ত্রিশ হাজার টাকা লাভের গোপন পরিকল্পনা। কথাটা যদি সত্য নয়, তবে মিথ্যে তথ্য দিয়ে জয়নালেরই বা কী লাভ? চুরি করে চোর পালিয়ে যাওয়ার পরও চোর ধরার জন্যে গেরস্তের যেরকম অস্থিরতা ও উত্তেজনা জাগে, কালামের অবস্থা এখন সেরকম।

নার্গিস সালুর বাড়ি থেকে ফিরে আসে। চম্পা ও টুম্পার হাতে পেয়ারা।

'বাবা, ওদের বাড়িতে দুইটা পেয়ারা গাছ। আমাদের উঠানেও পেয়ারা গাছ লাগাব। মজা করে খাব। একটা বড়ই গাছও লাগাতে হবে।'

কালাম মেয়েদের কথার জবাব দেয় না। স্বামীর মানসিক অস্থিরতা ধরতে না পেরে, নার্গিস প্রসঙ্গ বউকে নিয়ে পরচর্চা শুরু করে।

'সালুর বউটা খুব গল্প করে। আশপাশের বাড়ির অনেক হাঁড়ির খবর শুনলাম। জামালের বউ পদ্ম সম্পর্কেও একটা নতুন কথা শুনলাম। এখানকার কোন আরমান দালাল নাকি পদ্মকে বিয়ে করার জন্যে তিনতলা বাড়ি তার নামে লিখে দিতে চেয়েছিল। পদ্মের বাবা তবু রাজি হয় নি।'

'জামাল সম্পর্কে কিছু শুনলে?'

কালামের কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ-উত্তেজনার ছোঁয়া এবার নার্গিসকেও স্পর্শ করে।

'না তো। কেন কী হয়েছে জামালের?'

'কিছু হয় নি। তুমি রান্না বসাও, আমি একটু ঘুরে আসছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরমান দালালের তিনতলা বিল্ডিং সামনে রেখে, ডান দিকের সরু রাস্তা ধরে খানিকটা গেলে জামালের বাড়ি। ছোট একতলা বিল্ডিং। চারদিকে গাছপালা। সামনে পুকুর। লোহার গেটের কড়া নাড়লে জানালায় পদ্মের মুখ ভাসে। পদ্ম নিজে এসে গেট খুলে দেয়।

'একলা ক্যান? আপারে লইয়া আসলেন না?'

'আসবে পরে। জামাল ভাই নাই?'

'আছে। দোকানে গেছে – আইয়া পড়ব অক্ষুনি। আপনি বসেন।'

জামালের ঘরটা শহুরে মধ্যবিত্ত ছোট পরিবারের ঘরের মতো ছিমছাম গোছানো। স্যান্ডেল বাইরে রেখে ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়ে, দেয়ালে স্বামী-স্ত্রীর বাঁধানো ছবি। ছবিটা দেখে কালামের মনে হঠাৎ প্রশ্ন জাগে, জামাল ত্রিশ হাজার টাকা দালালি যদি খেয়েই থাকে, তার স্ত্রীর কি তা অজানা? এই টাকাটা মারার জন্যে জামাল বন্ধুত্ব ভালোবাসার যে ফাঁদ পেতেছিল, সেখানে এই মেয়েটার ভূমিকাও কম ছিল না। এমনকি কালামের অচেনা অফিস কলিগদের সামনেও পদ্মের ভূমিকা ছিল প্রায় মনভোলানো নর্তকীর।

'আপনারে খুব মনমরা দেখা যায়। নিজের বাড়ি কি ভালো লাগতাছে না, ভাই?'

'ভালো লাগবে না কেন?'

'টাউন ছাইড়া গেরামে এসেছেন। নতুন নতুন খারাপ লাগবই। আমার কিন্তু ভাই গেরামের এ বাড়ি ভালো লাগে।'

'হ্যাঁ, আপনাদের বাড়িটা তো আপনার মতোই সুন্দর।'

মনের কথাটা মুখ ফস্কে, কিংবা জামালের অনুপস্থিতির সাহসেই হয়তো কালাম বলে ফেলে। পদ্ম সরাসরি তাকায়। রাগ করে নি। বরং আরও শোনার ইচ্ছে যেন।

'আমি আবার সুন্দর নাকি?'

'ভাবি, আপনার পদ্ম নামটি কে রেখেছে?'

'আমার বাবা। মাস্টারি করতেন আর পদ্য লিখতেন। আদর কইরা ছোট মেয়ের নাম রাখছিলেন পদ্য।'

'ওহ্, আপনি পদ্ম নন! পদ্য? মানে ফুল নয়, কবিতা?'

'রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের বিখ্যাত কবিতা নয়। আমার বাবা আইয়ুব আলী মাস্টার খাতায় পদ্য লিখতেন – সেই কবিতা কোথাও ছাপা হয় নাই। সেইজন্যে বোধহয় মেয়ের নাম রাখছিলেন পদ্য।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী অদ্ভুত মিল! কালাম ভাবে। সে নিজেও একজন ব্যর্থ কবি বটে। প্রথম যৌবনে অনেক কবিতা লিখেছে, ছাপা হয় নি কোথাও। কিন্তু না-ছাপা কবিতার মতো সুন্দর এরকম একটি মেয়ে তার কবিচিত্তকে ভালোবাসায় জাগিয়ে তুলতে পারে এখনও। কালামের মুগ্ধ দৃষ্টি নত হয়। কবি-চিত্তের রোমাঞ্চকর দোলা থামিয়ে দেয় ত্রিশ হাজার টাকা। টাকার লোভেই কি এই সুন্দর তার চোখে ধরা দিয়েছে?

'বসেন ভাই, আমি একটু চা করে আনি।'

'না, চা খাব না। তা জামাল ভাইয়ের বিদেশ যাওয়ার কী হলো? যাবে না আবার?'

'আসার পর থাইকা তো খালি ব্যবসার লাইন খুঁজতাছে। একটাও আর হয় না।'

'দালালি আর চোরাকারবারি ছাড়া এদেশে ব্যবসার কোনো ভালো লাইন নেই, ভাবি।'

'ঠিকই বলছেন। সেজন্যে তো তারে বলতেছি আপনাদের মতো সরকারি চাকরি জোটাইতে না পারে যদি, আবার বিদেশ চইলা যাউক। কিন্তু আপনাদের জামাল ভাইয়ের এক কথা। এতদিন বিদেশ খাইটা সে আর কয় টাকা আনছে? তার চাইতে ব্যবসাপাতি কইরা এ দেশে কতজনে লাখ লাখ টাকা কামাইল!'

'ঠিকই তো। তা জামাল ভাই জমির ব্যবসা করলেও পারে।'

'হঠাৎ এই কথা বলছেন কেন, ভাই?'

'না, মানে, খারাপ কী? পুঁজি খাটিয়ে লাভ করা সব ব্যবসারই ধর্ম। তা ছাড়া দালালি ব্যবসা তো ভালো লোকেরাও করছে।'

'আমার স্বামীরেও মানুষ যদি জমির দালাল কইব, তা হইলে এতদিনে তো নিজেও বাড়ি-গাড়ি-জমির মালিক হইতাম।'

'না, না, আমি জামাল ভাইরে তা বলি নাই।'

'কিন্তু জমি কেনাবেচার ব্যবসা করলে মানুষ তো তারে দালাল কইবই। সত্য তো আর চাপা থাকে না।'

'আপনি আসলে দালালি ব্যবসা একদম পছন্দ করেন না মনে হচ্ছে।'

'এ জায়গার একজন দালাল, নাম বলব না, লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি লেইখা দিতে চাইয়া আমারে বিবাহ করার প্রস্তাব পাঠাইছিল। বাবা তো রাজি হয় নাই, আমিও তারে ঝাড়ুর বাড়ি দিতে চাইছিলাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদ্য কি বোঝাতে চাইছে, বন্ধু সেজে কালামের সঙ্গে স্বামী দালালি ব্যবসা করে নি? নাকি করে থাকলেও তাতে সমর্থন ছিল না তার? স্বামী-সংসারের সচ্ছলতার মাঝে কোথায় যেন তার শূন্যতা, প্রাণবন্ত সামাজিক স্বভাব সত্ত্বেও কোথায় যেন তার একাকিত্ব। পরস্ত্রী পদ্যের হৃদয়ের নিভৃত একাকিত্ব ও শূন্যতার প্রতি সহানুভূতি জানাতে কালাম গভীর দৃষ্টিতে তাকায়। কিন্তু নিভৃত আলাপচারিতায় ছেদ টেনে পদ্য জানালার দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

'মেহেমান লইয়া আইছে। আপনি বসেন।'

জামালের পরনে লুঙ্গি, হাতে গোল্ডলিফ সিগারেটের প্যাকেট, সঙ্গে প্যান্ট-শার্ট পরা দুজন অচেনা ভদ্রলোক।

'আরে কালাম ভাই, আইয়া পড়ছেন? এতক্ষণ আপনার গল্প করতেছিলাম এনাদের সঙ্গে।'

ভদ্রলোক দুজন হাত বাড়িয়ে দেয় কালামের দিকে। নিজেদের নাম-পরিচয় জানায়। দুজনই সোনালী ব্যাংকের চাকরে।

'আপনার মেলামেশা করার মতো শিক্ষিত ভদ্রলোকদের গ্রামে আনতেছি কালাম ভাই, চিন্তা করবেন না। এখন ভাইয়েরা আমাগো নিচিন্তাপুর পছন্দ করলে হয়। জায়গা-জমি কিইনা এনারা যত জলদি বাড়িঘর করব, ততই আমাগো আনন্দ। কী বলেন, কালাম ভাই?'

কালাম ম্লান হেসে সমর্থন দেয়। একদিন অচেনা লোক দুটির মতো অফিস কলিগদের নিয়ে এ ঘরে যখন এসেছিল, কালামের জায়গায় ছিল জামালের সহযোগী জয়নাল। এখন কি কালামকেও জয়নালের ভূমিকা পালন করতে হবে?

'আমি এখন উঠি জামাল ভাই।'

'আরে যাইবেন কি? আমার বাড়ি আর আপনার বাড়ি কি এখন আলাদা? আপা আসে নাই? আসেন, আপনার ভাবি কি করে দেখি।'

কালামের ঘাড়ে হাত রেখে, তাকে প্রায় বগলদাবা করে জামাল রান্নাঘরের কাছে আসে। কথা বলে কানে কানে।

'এরা যদি আপনার জমির দাম জিগায়, কইবেন ১৮ হাজার কাঠা। আমি আপনারে পরে সব ভাইঙা কমু নে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালাম দেখে, রান্নাঘরে কোক-ফান্টার বোতলসহ অনেক নাস্তার আয়োজন। হিটারে বসানো পাতিল। পিঁড়িতে বসে অন্য এক অচেনা মহিলা কিংবা কাজের মেয়ে। পদ্য দাঁড়িয়ে চুপচাপ, স্বামীকে দেখে, ত্রিশ হাজার টাকা হারানোর শোকে, অথবা হতে পারে চোরকে হাতেনাতে ধরার উত্তেজনায় কালামের বুকের ভেতর ধকধক। বিশ্বাসভঙ্গের ঝড় বয়। তীব্র ঘৃণায় এক্ষুনি ফেটে পড়বে যেন। কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটে না। কালাম পদ্যকে এক ঝলক দেখে, জামালকে আশ্বস্ত করে।

'ঠিক আছে, আপনি কিন্তু সন্ধ্যায় ভাবিকে নিয়ে আমার বাড়িতে অবশ্যই যাবেন। আপনার আপা রান্নাবাড়ি করছে।'

বাড়িতে ফিরে কালাম দালাল আবিষ্কারের উত্তেজনা এবং ত্রিশ হাজার টাকা হারানোর বেদনা নিজের ৩৩ ইঞ্চি বুকের খাঁচায় আর ধরে রাখতে পারে না। জয়নাল যেমন নিভৃতে জরুরি কথা বলেছে, তেমনি মেয়েদের আড়াল করে স্ত্রীকে চাপা গলায় সব ভেঙে বলে।

'বলো কী গো! জামাল আমাদের কাছে ত্রিশ হাজার টাকা ঠকিয়ে নিয়েছে? এ কথা তোমার অফিসের পার্টনাররা জানে?'

'না, না। ওদের কখনও বলাও যাবে না। তা হলে ওরা আমাকেও ভুল বুঝবে।'

'ছি ছি! আমি ভাবতেও পারি না। ভাইজান একটা বাটপাড়কে তোমার মতো বোকার কাছে পাঠিয়েছিল কেন? আজই আমি তাকে চিঠি লিখে দেব।'

'ভাইজানের আর দোষ কী? বিদেশে থেকে দেশি মানুষকে আপন তো মনে হবেই। এত দেখেশুনে আমরাও লোক চিনতে পারলাম না।'

'তুমি তো আবার ভণ্ড দালালটাকে দাওয়াত করে এলে।'

'হ্যাঁ। ওরা স্থানীয় লোক। খাতির রেখে না চললে আরও বিপদে ফেলতে পারে। তা ছাড়া বন্ধুর ভান করে প্রতিশোধ আমিও নেব।'

বুকের অসহ্য খচখচানি ভার স্ত্রীর বুকে অর্ধেক সঞ্চারিত করে এবং প্রতিশোধ নেয়ার অঙ্গীকার ঘোষণা করে কালাম সিগ্রেট ধরায়। এতক্ষণে একটু হালকা বোধ করে।

'আচ্ছা, জামালের বউ পদ্যকে তোমার কেমন মনে হয়? সে কি তার স্বামীর চরিত্র মানে আমাদের ঠাকানোর ব্যাপারটা জানে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জানে না আবার! ওর বউটাও এক নম্বর নটী। রূপ-যৌবনের ঢং দেখিয়ে স্বামীর ব্যবসার পার্টিকে ভোলায়। খানকি – আস্ত খানকি। তুমিও তো তার রূপ দেখেই ভুলেছ।'

'আরে আমাকে ভোলানো এত সহজ! ও টাকা আমি একদিন ঠিকই আদায় করব – বুঝলে।'

'কীভাবে?'

'অপেক্ষা করো। দেখতে পাবে।'

নির্জনে কাতরায় একটি লোক

রাস্তার অবস্থা এমন যে, একটি সাইকেলও চলে না। সম্প্রতি যে কজন ভদ্রলোক এ পথের পথিক, তাদের হাঁটাচলাও অনেকটা কামলা-কিষাণের মতো। বিশেষত বৃষ্টি-বাদলার দিনে। পরনের প্যান্ট গুটিয়ে হাফপ্যান্ট বানানো, পায়ের স্যান্ডেল হাতে-বগলে গোটানো, কিংবা মাথায় ছড়ানো ছাতা। পায়ের আঙুলে শুঁয়ের মতো গা ঘিনঘিন করা কাদা কামড়ে হাঁটতে হয়। পানি পেরুতে হয় দু-এক জায়গায়। কোথাও-বা লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে পার হতে হয় বিপজ্জনক স্থান। রাস্তাটা মূলত গাঁয়ের চালু কাঁচা রাস্তাও নয়। প্রান্তরের মাঝ দিয়ে আঁকাবাঁকা উঁচু-নিচু মেঠোপথ। ঢাকা নগরীর সাথে সম্পর্কিত ভদ্রলোকেরা তার বুকে পদধূলি দেবে, এমন সৌভাগ্য পথটার কাছে ছিল যেন স্বপ্নেরও অতীত। বহুকাল ধরে চাষি-মজুর ও তাদের গরু-বাছুরের শক্ত পায়ের খোঁচা আর গু-গোবর খেয়ে অভ্যস্ত সে। দুপাশে তার নানা আকারে আইল-ঘেরা ফসলের জমি আর জমি। জলাশয় এবং খালও আছে একটি। ফসল ফলানোর কাজে কিংবা মাছ ধরার জন্যে গাঁয়ের লোকেরা প্রান্তরের মাঠে-বিলে এলেই কেবল তার নির্জনতা কাটে। তা ছাড়া বাদবাকি সময় জায়গাটা বড় সুনসান পড়ে থাকত একা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন পাঁচজন ভদ্রলোক রোজ সকালে প্রান্তরের মেঠোপথ ধরে অফিসে যায়। অফিস মানে ঢাকা। এরা নিচিন্তাপুরে নবাগত। গাঁয়ের মূল বসতি ঘেঁষে প্রান্তরে নতুন বাড়িঘর করেছে সবাই। নগরীর সঙ্গে এ গ্রামের মূল সংযোগ-পথটি বেশ ঘোরালো। বাজার থেকে রিকশায় শেয়ারে গেলেও খরচা হয় চার টাকা। তার ওপর বাসভাড়া পাঁচ টাকা। সব মিলে সময় যায় কমসে কম দেড় ঘণ্টা। অন্যদিকে প্রান্তরের মাঝ দিয়ে মাইল দুয়েক হেঁটে বিশ্বরোডে বাস ধরলে একই সময়ে ঢাকা পৌঁছা সম্ভব। উপরন্তু রিকশা ভাড়াটা বাঁচে।

অফিস যাওয়ার জন্যে হাঁটা-পথ বেছে নেয়ায় আবুল কালাম আরও অনেক বাড়তি সুবিধা পেয়ে যায়। এমনিতে টানাপোড়েনে বাঁধা জীবনে সকাল-বিকাল ব্যায়াম করার প্রয়োজনকেও মনে হয় বিলাসিতা। চেষ্টাও করে না সে। কিন্তু হেঁটে অফিসে গেলে অফিসও হলো, ব্যায়াম করাটাও হলো সবার অজান্তে। তা ছাড়া গ্রামের স্থানীয় লোকজনকে, দালালশ্রেণিকে এড়িয়ে চলতে চায় কালাম। লোকালয়ের ভেতর দিয়ে হেঁটে বাজার থেকে রিকশায় বাস-সড়কে গেলে ওদের মুখোমুখি হতে হয়। কথা বলতে ভালো লাগে না, না বললেও দোষ হয়। তার চেয়ে নির্জন রাস্তায় একা হাঁটাই ভালো।

কষ্টকর পদযাত্রায় হারানো শৈশব ও জন্মভূমি দেশকে খুঁজে পায় কালাম। পথে কাদা, নগর পত্তনের জন্যে সস্তায় কিনে রাখা জায়গা-জমিতে বর্ষার একাকার জল, ফসলের বিস্তার, বিলের কচুরিপানা, সোঁদা গন্ধ, সাদা বক, রাস্তার ঘাস, ইঁদুরের মাটি, জলের কিনারে শামুক, ডানকানা মাছের ঝাঁক ইত্যাদি বিচিত্র সজীব উপাদানভরা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের সঙ্গে গভীর আত্মীয়তাবোধ করে। কবি-মনে দোলা দেয় কত ভাব, কত স্মৃতি! আর যেকোনো ভাব বা ভাবনায় বিভোর হয়ে হাঁটার মতো এমন উপযুক্ত পথ আর কোথায় আছে? পেছনে সাইকেল-রিকশার ক্রিং ক্রিং নেই, সামনেও থাকে না 'কী খবর, কেমন আছেন' বলার মতো কেউ। নির্জনতার স্বাধীনতা উপভোগের জন্যে একদিন দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করার সময় ছেলেমানুষের মতো নুনু ঘুরিয়ে পেচ্ছাবের ধারাকে রংধনু বানায় কালাম। কোনো কোনো দিন পথসঙ্গী করে নেয় বন্ধুবেশী শত্রু জামালের স্ত্রী পদ্যকে। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের হাঁটাপথে কল্পনায় পরকীয়া প্রেমের কত মজাদার গল্প-উপন্যাস রচনা হয়ে যায়। প্রকাশের বিন্দুমাত্র বাসনা না থাকায় প্রান্তরের শূন্যতায় হারিয়ে যায় সেসব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা শহরে শাহজাহানপুরে ভাড়া বাসায় থাকতে বছর খানেক হেঁটেই অফিস যাতায়াত করেছে কালাম। দু পাশের বিল্ডিং, সাইনবোর্ড, ফুটপাতের ভিড়, রাস্তায় গতিশীল যানবাহনের একঘেয়ে শব্দপ্রপাত কালামের কবিচিত্তে কোনো ভাব-অনুভব জাগাত না। এখনও বাস থেকে গুলিস্তানে নেমে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের সচল ভিড় দেখতে হয়, কিন্তু কোনো মানুষই মনে আত্মীয়তাবোধ জাগায় না। বড়জোর সুন্দর কোনো নারীর মুখ মুহূর্তের জন্যে দৃষ্টি কাড়ে। কিন্তু এই প্রান্তরের ধু-ধু নির্জনতা তার ভালো লাগে কেন? মেঠোপথে প্রতিদিনের হাঁটা যেমন বাধ্যতামূলক ব্যায়ামের কাজ দেয়, তেমনি নির্জন মাঠ আবুল কালামের কবি-স্বভাবে ভাবের নানা রসদ যোগায় বলেই কি? হবে হয়তো।

একদিন হাঁটতে হাঁটতে ফসলের মাঠে সে স্বল্প বেতনের চাকরিজীবীদের জন্যে হলুদ রঙের চারতলা সরকারি কোয়ার্টার, ব্যক্তিমালিকানাধীন নানা আকারের বিল্ডিং-বাড়ি, সুপার-মার্কেট, স্কুল, হাসপাতাল, মসজিদ ইত্যাদি বানাতে থাকে। পায়ের তলার মেঠোপথ মুহূর্তেই পাকা মসৃণ রাস্তা হয়ে যায়। কালামের এসব কল্পনা যে দিবাস্বপ্ন নয়, স্বয়ং নগর উন্নয়নের পরিকল্পনায় আগামী দশ-পনেরো বছরে জায়গাটার ভবিষ্যৎ এরকমই হতে বাধ্য, নগরবাসী অন্ধেরও এ সত্য বুঝতে সময় লাগে না।

এলাকাটি নিয়ে সরকারি কর্তৃপক্ষেরও চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনার কথা মাঝেমধ্যে শোনা যায়। তবে সরকারের নজর পড়ার আগেই শহরবাসী হাজার হাজার মানুষ এখানে জমি কিনে যে স্বপ্নের বীজ পুঁতে রেখেছে, তা ফুটে বেরুলে নির্জন প্রান্তর শহর হতে বাধ্য। কালাম তিন কাঠা কিনে স্বপ্নের বীজ বুনেই ক্ষান্ত হয় নি, আগাম বাড়িও করে ফেলেছে। এখন অফিস যাওয়া-আসার পথে নির্জন প্রান্তর নিয়ে এরকম কাব্য করা ছাড়া তার করারই-বা কী আছে?

রাস্তার ওপর একদিন শেয়ালের পায়খানা দেখে অবাক হয় কালাম। পায়খানার মধ্যে কাঁঠালের অনেকগুলো আস্ত বিচি। ছোটবেলায় নিজের গ্রামে এরকম দৃশ্য অনেক দেখেছে সে। কিন্তু জায়জঙ্গলহীন তেপান্তরে শেয়াল এল কোত্থেকে? কীভাবে কাঁঠাল খেল? ভেবে কূল পায় না সে। আসতে যেতে কাঁঠালের বিচিগুলোর ওপর নজর রাখে। গোবর ও শামুক কুড়াতে দুটি বালক-বালিকাকে মাঝেমধ্যে দেখতে পায়। ওরা কাঁঠালের বিচিগুলোও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুড়িয়ে নেবে না তো? কিন্তু না, শেয়ালের মলের সাথে নির্গত কাঁঠাল বিচি খাওয়ার মতো নিরুপায় খিদে হয়তো ওদের নেই। মলের দাগ মাটিতে মিশে যাওয়ার পরও বিচি কয়টি কিছুদিন আস্তই পড়ে থাকে। উর্বর জায়গা হলে এতদিনে হয়তো কাঁঠাল গাছ গজিয়ে যেত।

কোনো কোনোদিন প্রান্তরে নির্জনতায় হঠাৎ কোনো পথচারী দেখলে সতর্ক হয় কালাম। খুনি বা হাইজ্যাকার নয় তো? অচেনা পথিকও কালামকে হয়তো সেরকম ভাবে। এই পথে অফিস যাতায়াত শুরু করলে প্রতিবেশী সালু ভয় দেখিয়েছে, 'পাতাইলে একলা যাইয়েন না। ফাঁকা বনদে চোর-ডাকাইতের আখড়া কইলাম। এই যে, মাঝেমধ্যেই মানুষের লাশ পইড়া থাকে।'

ভয় পেলে স্থানীয় লোকজন তাকে হয়তো আরও ভয় দেখাবে। কালাম তাই সাহস দেখিয়ে জবাব দিয়েছে, 'চোর-ডাকাইতের ভয় পাইলে কি আর আপনাদের গেরামে এসে বাড়ি করি, সালু ভাই?' মুখে এমন সাহস দেখানোর পর, সেদিনই প্রান্তরে উল্টোদিক থেকে একটি লোক আসতে দেখে বুক ঢিপঢিপ করছিল কালামের। কাছাকাছি হয়ে বুঝেছিল, লোকটা বৃদ্ধ ভিখিরি। বিনীত সালাম দিয়ে কালামের দিকেও সে ভয়ে ভয়ে তাকিয়েছে।

একদিন প্রান্তরের মাঝামাঝি হঠাৎ এক মহিলাকে দেখে চমকে ওঠে কালাম। দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে যায়। মেয়েলোকটির পরনে শাড়ি, কোমর থেকে নিচ পর্যন্ত একদম ভেজা, মাথায় কলমি শাকের বোঝা। নির্জন পথের কল্পনা-সঙ্গিনীর সাথে বাস্তবের এ মহিলার কোনো তুলনাই চলে না। ভেজা শাড়িতেও মধ্যবয়সী নারী-শরীর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ জাগায় না, বরং মাথায় ডগমগ কলমিলতা চোখ কাড়ে।

'তোমার বাড়ি কই গো? এত শাক কই পাইলা? কী করবা? ঘরে কে কে আছে? ডর লাগে না?'

কালাম মহিলার পরিচয় জানতে যেমন আগ্রহ বোধ করে, মহিলাও সমান আগ্রহ নিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে নিজের পরিচয় দেয়। আসল বাড়ি জামালপুর। এখন থাকে বিশ্বরোডের কাছাকাছি, ঐ দেখা যায় ছাপরাঘর। এক পরিচিত সাহেব জমি কিনে, জমি পাহারা দেয়ার জন্যে নিজের খরচায় ঘর তুলে দিয়েছে তাদের থাকার জন্যে। ভাড়া লাগে না। কিন্তু ভয় তো লাগেই। সমাজ ছাড়া শূন্য প্রান্তরে বসবাস। এক সন্ধ্যায় একদল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাকাত এল। তাদের হাতে বড় দা, ছুরি, টর্চবাতি। বন্দুকও ছিল মনে হয়। ঘরে বসে পানি-বিড়ি-সিগ্রেট খাইল। নানারকম প্রশ্ন জিগাইল। নেয়ার মতো তো কিছুই নেই। একটি উঠতি বয়সের মেয়ে আছে, সে থাকে টাউনে সাহেবের বাসায়। বড় ছেলেটি শনির আখড়া বাজারে কাজ করে চায়ের দোকানে। ঘরে আরও তিন ছেলেমেয়ে। স্বামী ব্যারামি মানুষ। শরীরে খাটতে পারে না। বিলে ছিপ ফেলে সারা দিন বসে থাকে। বেচার মতো মাছ কোনোদিন পায়, কোনোদিন পায় না। মহিলা তেপান্তরের মাঠ-বিল ঘুরে কলমি, হেলেঞ্চা শাক তোলে, বিক্রির জন্যে নিজেই শনির আখড়ার বাজারে যায়। আবার ধানের মওসুমে ইঁদুরের গর্ত খুঁড়ে শিষ কুড়ায়। কিছু হাঁস-মুরগি পালে, ঘরের কোণে লাউ-শিম-কুমড়া ফলায়। স্বামী যার ব্যারামি, সংসার চালাবার জন্যে বারো মাস তাকে নানারকম ধান্ধা করতে হয়। চোর-ডাকাতের ভয়ে নির্জন মাঠের আশ্রয় ছেড়ে পালায় যদি, স্বামী-সন্তানদের নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে? ফাঁকা মাঠ জলাশয় ঢুঁড়ে এরকম শাক-সবজি না তোলে যদি, অচল স্বামী আর ছোট ছেলেমেয়েদের সে কী খাওয়াবে?

কালাম মুগ্ধ দৃষ্টিতে মহিলাটিকে দেখে। খেটে-খাওয়া মেয়েমানুষ, যাদের বলা হয় কাজের মেয়ে, মাজারি, কিংবা বুয়া – কালাম অনেক দেখেছে। তাদের কারও অনন্য সংগ্রামী রূপ মনকে এভাবে নাড়া দেয়া দূরে থাক, তিলমাত্র সহানুভূতি জাগায়নি। কিন্তু নির্জন প্রান্তরের পড়শি মহিলাটির জীবন-সংগ্রাম মনে সাহস যোগায়, শ্রদ্ধা জাগায়; কিন্তু শ্রদ্ধা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পায় না সে। বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে মহিলাকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানায় কালাম।

'এ জায়গায় আমরাও তোমার মতো বিদেশি। এই ফাঁকা মাঠের শেষে নিচিন্তাপুরে নতুন বাড়ি করেছি। টিনশেড বিল্ডিং। বেড়াতে যাইও একদিন।'

মেয়েলোকটি হ্যাঁ বা না কিছুই বলে না। চোখে অবিশ্বাস কিংবা সন্দেহ। কালাম একটু করুণার হাসি ছিটিয়ে চলে যায়।

অফিস থেকে ফিরে, রাতে শোবার সময় নার্গিস কালামকে রাস্তার মেয়েলোকটির কথা মনে করিয়ে দেয়। মেয়েরা ঘুমিয়ে যাওয়ার পর, নার্গিস স্বামীর বিছানায় আসার আগে, আরও একবার দরজা-জানালা পরীক্ষা করে। হারিকেন নিয়ে খাটের তলাও। সেই যে গৃহপ্রবেশের দিন স্থানীয় লোকজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোর-ডাকাতের সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে মনে ভয় ঢুকিয়েছে, নার্গিসের সেই ভয় আজও কাটে নি। হারিকেন কমিয়ে দিয়ে স্বামীর পাশে শুয়ে, দাম্পত্য আলাপচারিতার মাঝে চোর-ডাকাতের ভয়টা কোনো-না-কোনোভাবে প্রকাশ পায়। শারীরিক সম্পর্ক হোক বা না হোক, ঘুমানোর আগে স্বামী-স্ত্রীতে রোজ পরচর্চা চলে কিছুক্ষণ। পরচর্চার বিষয় এখন নতুন প্রতিবেশী, তাদের ভালোমন্দ নানা দিক। জামাল ও তার স্ত্রী পদ্যের প্রসঙ্গ ওঠার অবকাশ থাকায় প্রতিবেশীদের নিয়ে পরচর্চায় কালামও বেশ উৎসাহ বোধ করে। কিন্তু আজ মশারির ভেতরে ঢুকে নার্গিস সরাসরি ডাকাতের প্রসঙ্গ ওঠায়।

'এই, জানো গতরাতে পুবের ঐ নোয়াখালির বাড়িতে ডাকাতরা এসে অনেকক্ষণ দরজা ধাক্কা দিয়েছে।'

'অন্যের বাড়িতে ডাকাতের দরজা ধাক্কানোর কথা শুনে এত ভয় পাচ্ছ, আর এক মহিলাকে আজ দেখলাম, আমাদের চেয়েও ধু-ধু ফাঁকা জায়গায় ঘর। চোর-ডাকাতরা এসে মাঝেমধ্যে তাদের ঘরে বসে আড্ডা দেয়, কিন্তু মহিলা একটুও ভয় পায় না। ডাকাতদের সঙ্গে হাসি-মস্করা করে।'

'কার কথা বলছ?'

কালাম রাস্তায় দেখা মহিলার সাহসী জীবন-সংগ্রামের গল্প বলে, একটু বাড়িয়েই বলে, যাতে স্ত্রীর ভীরুতা কাটে।

'এই জায়গায় বাস করতে হলে ঐ মেয়েমানুষটির মতো সাহসী ও সংগ্রামী হতে হবে বুঝলে? এই অচিন প্রান্তরে এসে স্বামী-সন্তানদের বাঁচানোর জন্যে কী কঠোর সংগ্রাম করছে বেচারি।'

'ঐ মাতারি নিশ্চয়ই চোরের বউ। ডাকাত দলের ইনফর্মার।'

'আমি বললাম কী, আর উনি বুঝল কী!'

'আমাকে আর বোঝাতে হবে না। ঐসব ছোটলোক মাতারিদের আমার চেয়ে বেশি চেন তুমি? ঢাকায় থাকতে পাশের বাড়িতে দিনদুপুরে চোর ঢুকেছিল, কার জন্যে?'

'আরে এই মহিলা সেইরকম কাজের মেয়ে নয়।'

'সালুর বউ আমাকে বলেছে, অনেকে জমি কিনে ছাপরা তুলে যেসব বিদেশি লোকজনকে থাকতে দিয়েছে, ওরা সবাই চোর। সালুর কইজালও ওরা চুরি করেছে।'

'আরে ধ্যাত!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ধ্যাত কী? চোর-ডাকাত দলের একজন না হলে রাতে ডাকাতরা তার ঘরে বসে আড্ডা দেয়? মাগি বেশ্যাগিরিও করে মনে হয়।'

'আমি বাড়ির ঠিকানা দিয়ে একদিন ডেকেছি। আসলে দেখতে পাবে – বেশ্যা না ভালো।'

'সর্বনাশ! ঐ ডাকাত দলের ইনফরমারকে তুমি বাড়িও চিনিয়ে দিয়েছ?'

'না চিনে না দেখে মহিলাকে খারাপ ভাবছ কেন?'

'তোমার তো আবার না ঠকলে মানুষ চেনা হয় না। সেইদিন জামালকে ভালো মানুষ ভেবে বিশ্বাস করেছিলে বলেই তো সে ত্রিশ হাজার টাকা মেরেছে। তবু তোমার শিক্ষা হয় না। আশ্চর্য!'

'আহা, ঐ মেয়েলোকটি তো দালাল বা ভদ্রলোকশ্রেণির কেউ নয়। তোমার মতো সন্দেহগ্রস্ত ভীতুর ডিমও নয়।'

'আমি ছাড়া জগতের আর সব মেয়েই তো তোমার কাছে ভালো। ঐ মাতারি তার ডাকাত লাঙদের খবর দিক, তারপর ডাকাতরা এসে ঘরের দরজা ভাঙুক– তা না হলে শিক্ষা হবে না তোমার।'

'সব সময় খারাপ চিন্তা করো না তো। ঘুমাও।'

কালাম পাশ ফিরে শোয়। স্ত্রীকে পিঠ দেখালেও তার কথাগুলো এ কান দিয়ে ঢুকে ও কান দিয়ে বেরিয়ে যায় না। মনে ভয় ধরায়। এমনিতে নিরাপত্তার অভাবকে সঙ্গী করে শহর থেকে দূরে, ফাঁকা জায়গায় বসত গড়েছে। বিদ্যুৎ নেই, গ্রামসমাজের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধতা নেই, বিপদের আশঙ্কা যেন চারদিকে ওঁৎ পেতে আছে। তা ছাড়া চোর-ডাকাতের ভয়টা স্ত্রীর মনগড়া কল্পনা নয় মোটেও। শাক-কুড়ানি বউটাও তো বলেছে, হ্যাঁ, এই জায়গায় ডাকাত আছে।

দিনে নির্জন মাঠে যার সঙ্গ সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছে, রাতে সেই আবার মনে সন্দেহ জাগায়। সত্যই কি চোর-ডাকাতদের সাথে যোগসাজশ আছে মহিলার? থাকতেও পারে। কালাম তার নারী-শরীরে শ্রমের দাগ ছাড়া অন্য কিছু খোঁজার চেষ্টা করে নি, কিন্তু রাত-বিরাতে ডাকাতরা ঘরে ঢুকে তার শরীরে অন্য কিছু খুঁজে পায় কি না কে বলবে? নার্গিসের এ কথা মিথ্যে নয়। মানুষকে বোকার মতো বিশ্বাস করে সে যে কতবার ঠকেছে! বিশ্বাস উৎপাদন করা প্রতারকদের কাজ। কারণ সমাজটা চলছে এখন প্রচণ্ড অবিশ্বাসের ভেতর দিয়ে। তার পরও মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করতে চায় কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এই, ঘুমালে?'

'না।'

'শোনো, কাল থেকে ঐ ফাঁকা মাঠ দিয়ে একা অফিসে যেও না। পয়সা গেলে যাক, ঘোরাপথে রিকশা নিয়ে যেও।'

কালামের মনে পড়ে, শহরের ভাড়া বাসাতেও ফিরতে দৈবাৎ দেরি হলে দুর্ঘটনায় স্বামী হারাবার ভয়ে নার্গিস কেঁপে উঠত।

'এত ভয় পাও কেন নার্গিস?'

'কী জানি গো! নিজের বাড়িতে এসেও আমার কেন যে এত ভয় করে।'

'এত ভয় করলে চলে? কপালে যা আছে, তাই হবে।'

কপালে চুমু দিয়ে কালাম স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে। অতঃপর শরীরে উত্তাপ ছড়িয়ে স্ত্রীকে ভয়মুক্ত করার চেষ্টা করে, কিংবা স্ত্রী-শরীরের উত্তাপ নিয়ে নিজেও ভয়-ভাবনা মুছে ফেলতে চায়।

পরদিন সকালে কালাম যখন অফিসে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে, নির্জন পথের সঙ্গী হওয়ার জন্যে প্রতিবেশী ইসমাইল বাড়িতে এসে উপস্থিত। নোয়াখালির লোক বলে স্থানীয় লোকজন তাকে নোয়াখাইল্যা বলে। বিসিক অফিসে চাকরি করে, লোন সেকশনের টাইপিস্ট। পরিচয়ের প্রথম দিনেই লোকটি কালামের উপরি আয়ের খবর জানতে চেয়েছিল। এবং নিজেও যে লোনের ফরম বেচে এবং লোন স্যাংশন করে দেয়ার কন্ট্রাক্ট নিয়ে মাসে অন্তত হাজার তিনেক টাকা বাড়তি আয় করে, সগর্বে বলেছিল সে খবর। কালাম প্রথম ভেবেছিল, লোকটা সরল টাইপের। কিন্তু একসঙ্গে হাঁটতে গিয়ে লোকটার বেশি কথা বলার অভ্যাস বিরক্তির কারণ হয়। বিশেষ করে 'বুঝচেননি কালাম সাব, এর চাইতে ট্রাফিক পুলিশ কিংবা কাস্টম অফিসের পিয়নের চাকরি লইলে অ্যাদ্দিনে গোটা দুই বিল্ডিং বাড়ি হই যাইত। নিচিন্তাপুর গেরামে আসি এত কষ্ট করন লাগত না'– এরকম কথাবার্তা শুনে লোকটাকে লোভী মনে হয় কালামের। ধারণার প্রমাণ মেলে বাসে। কালাম দু জনের ভাড়া দেয়ার ঠিক পর পরই ইসমাইল পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলেছে, 'আমি দেই, আমি দেই।' আপন ভদ্রতার মাসুল হিসেবে ৬ টাকা গচ্চা দিয়ে কিংবা ইসমাইলের ছয় টাকা বাঁচানোর অর্থহীন ভদ্রতা দেখে কালাম এখন এত বিরক্ত যে, লোকটাকে এড়িয়ে তার একা অফিসে যেতেই ভালো লাগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু আজ নির্জন প্রান্তরে কালামের সঙ্গ পাওয়ার জন্যে ইসমাইল বাড়িতে ছুটে আসায় কালাম কৃতজ্ঞবোধ করে। নার্গিসের দেয়া তথ্য অনুয়ায়ী, গত পরশু রাতে ডাকাত কিংবা চোর ইসমাইলের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়েছিল। গতরাতে নিজের বাড়ির দরজায় ধাক্কা শোনার ভয়ে কালামের ভালো ঘুম হয় নি। ভয়ের কারণে ভালো না-লাগা প্রতিবেশীর প্রতি সহমর্মিতা জাগে।

'চলেন ভাই, দুজন মিলে গল্পেসল্পে হাঁটতে ভালই লাগে।'

'আজ খালি দুজন নয়, একটা মিটিং ডাকছি।'

'মিটিং মানে? এখন অফিসে যাব না?'

'হ্যাঁ, অফিসে যাইতে যাইতে মিটিং। মানে মোবাইল মিটিং, বুঝচেন নি? চলেন ওরা মনে হয় বড় রাস্তায় খাড়ায় আছে।'

রাস্তায় নেমে আরও তিনজন লোককে দেখতে পায় কালাম। সহযাত্রী হওয়ার অপেক্ষায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ফুড অফিসের পিয়ন মোশারফ, অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন সংস্থার ড্রাইভার মুস্তফা এবং বরিশালের লিয়াকত, মতিঝিলে একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করে, কী চাকরি কালাম ঠিক জানে না। প্রতিবেশীদের সঙ্গে এখনও অতটা আধামাখি সম্পর্ক হয় নি কালামের। আর একই পথের পথিক হওয়া সত্ত্বেও সবাই মিলে একসঙ্গে হাঁটেও নি কখনও। আজ ইসমাইলের উদ্যোগে নির্জন প্রান্তরে দল বেঁধে হাঁটতে গিয়ে লোকগুলোর সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ ভেতরে জাগে। কারণ নতুন জায়গায় একই রকম সমস্যার ভেতর বাস করছে তারা। জায়গাটা ঘিরে সবার মনে একই রকম স্বপ্ন। অদূর ভবিষ্যতে উন্নয়ন ও নগরায়নের সুখ-সুবিধা ভোগের প্রত্যাশা নিয়ে নিচিন্তাপুরে আগাম ঘর বেঁধেছে সবাই। কিন্তু বর্তমানে প্রান্তরের ধু-ধু শূন্যতায় মিশে থাকা নানা ভয়, বিদ্যুৎ না-জ্বলা অন্ধকারে মিশে থাকা নানা ভয়, বিচ্ছিন্নভাবে সবার মনকে আক্রান্ত করে নিশ্চয়। আর তাই জোট বেঁধে হাঁটতে গিয়ে নববসতির শত্রুকে মোকাবেলা করার সাহস সবার কণ্ঠে, অনেকটা স্লোগানের মতো। কথার পিঠে কথা বলে সবাই।

'শোনেন ভাই, আমরা যারা বিদেশি মানুষ, নিচিন্তাপুরে নতুন বাড়ি করেছি, হেতারা ইউনিটি নিয়া না থাইকলে দেশি শয়তানগুলান আমাদের আরও জ্বালাইব। পরশু আমার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিছে, কাইল হয়তো আপনাদের ঘরেও দিব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চিনতে পারছিলেন দুই-একটারে?'

'ব্যাকগুলানরে চিনছি আমি। ওদের মইদ্যে কালাম সাহেবের বাড়ির কাছের শয়তান সালু আছিল। ঐ হারামজাদা আমার কইজালখানও চুরি কইরছে।'

'সালুরে তো ভালো মানুষই মনে হয়।'

'নতুন আইছেন তো তাই টের পান নাই। এ দ্যাশের মানুষ হারামজাদার লেঙুড়। বিদেশিগো কেউ ভালা চউকে দেখে না।'

'বিদেশিদের কাছে তো সবাই জমি বেইচা খাইছস। দালালি ব্যবসাটা অচল হইলে খাবি কী ব্যাটারা?

'এক্ষুনি তো চুরি-ডাকাতির লাইন ধইরচে।'

'চিন্তা করলাম, শহরে কতরকম গণ্ডগোল। গ্রামে বাড়ি কইরা শান্তিতে থাকব, কিন্তু এ গ্রামে দেখি ঢাকা শহরের চাইতেও বেশি সন্ত্রাস।'

'জায়গাটা থেকে গ্রামের ভালো জিনিসগুলো দ্রুত মুছে যাচ্ছে। আর শহরের খারাপ জিনিসগুলো চলে আসছে।

'আরে ভাই, এত চিন্তা করেন ক্যান? উত্তরের এই ফাঁকা মাঠে সরকার উপশহর বানাবার পেলান করতাছে।'

'সরকারি প্ল্যানের আশায় বসি থাকলে এ জায়গা ডেভেলপ হইতে বহুত দেরি। জায়গার উন্নতির জন্য একতাবদ্ধ হই চেষ্টা করন দরকার। না কী কন, কালাম ভাই?'

'হ্যাঁ, সবাই মিলে চেষ্টা করলে আমরা বিদ্যুৎ আনতে পারি। বিদ্যুৎ অফিসে আমার চেনাজানা এক ইউনিয়ন নেতা আছে।'

'ও ফাইন। এরকম নেতাই আমাদের দরকার।'

'যাই কন, ঘুষ ছাড়া কাম হইব না। কারেন্টের অফিসের লোক কারেন্টের মতো ঘুষ খায়।'

'ঘুষ লাগলে সবাই মিলি দেব। এজন্যে নতুন বাড়ি যারা করছি তাগো ইউনিটি দরকার।'

'আসল কথাটা কইয়া ফেলেন ইসমাইল ভাই, সমিতিটা এবার কইরা ফেলি।'

'আমি গুনে দেখছি মোট আঠারো ঘর লোক আছি আমরা।'

'ভালো প্রস্তাব। মিলেমিশে থাকার জন্যে এবং জায়গার উন্নতির জন্যে একটা সমিতি দরকার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি আজই মিটিংয়ের চিঠি টাইপ করি ফেলব।'

'আরে ভাই, আমরা তো কেবল আঠারো ঘর নয়, অন্তত আঠার শো ঘর হব। দরকার হয় এসব জমি যারা কিনে রেখেছে তাদের কাছেও চাঁদা তুলতে যাব।'

শূন্য প্রান্তরের খণ্ড-বিখণ্ড জমির অনুপস্থিত মালিকরা নগর যাত্রীদলকে সাহস যোগায়। ধু-ধু প্রান্তরের মাঝ দিয়ে একা হাঁটতে কতরকম ভয় হতো। আর আজ পাঁচজন মানুষের সম্মিলিত নগরযাত্রা ও নগরায়নের স্বপ্ন দেখে মেঠোপথ ও পথের ধারের ধানখেতগুলো ভয় পাচ্ছে যেন। বাকি পথটুকু সমিতি নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। ঐক্যের শক্তি সমিতির শৃঙ্খলায় কীভাবে ধরে রাখা যায়, বিদ্যুৎ-গ্যাস আনার চেষ্টা ছাড়াও সমিতির মাধ্যমে কী কী কাজ কাজ করা যায়, এইসব আলোচনা।

নিচিন্তাপুরের ফাঁকা প্রান্তরে গড়ে ওঠা সঙ্ঘবদ্ধতার সাহস যে পাকা বাস-সড়কের কাছে এসে হঠাৎ মুছে যাবে, এমন ঘটনার জন্যে তারা কেউ প্রস্তুত ছিল না। ভ্রাম্যমাণ আলোচনাসভা এখনই ভেঙে যাবে। বিশ্বরোডে ছুটন্ত বাস-ট্রাকের শব্দ কানে আসছে। কথা বলতে বলতে ছুটন্ত বাসগুলো পরীক্ষা করছে তারা। বাসস্টপেজে পৌঁছে ভিড়ের বাসে ওঠার জন্যে যে লড়াই শুরু হবে, তার মানসিক প্রস্তুতি যেন শুরু হয়েছে প্রত্যেকের ভেতরে। কিন্তু রোডে ওঠার আগেই প্রথমে ইসমাইল সহযাত্রীদের দৃষ্টি পাশের ধানখেতে ফেরায়।

'কী ব্যাপার! খেতের ধানগাছগুলি নড়ে ক্যান? বোয়াইল মাছ নাকি?'

'শুকনো ভুঁইয়ের মইদ্যে মাছ আইল কেমনে? শিয়াল কি বেজি হইতে পারে।'

'বড় সাপও হইতে পারে। চলেন তো দেখি।'

সহযাত্রীদের মন্তব্য এবং ধানখেতের মাঝখানে হঠাৎ মৃদু আলোড়ন কালামের বুকে রাতের ডাকাত-ভীতি জাগায়। সেই মহিলাটির কথা মনে পড়ে। দূরের ঐ ফাঁকা ছাপরাঘরটায় হয়তো থাকে সে, যে ঘরে সশস্ত্র ডাকাত দল রাতে বসে মাঝেমধ্যে আড্ডা দেয়। রাস্তা ছেড়ে আইল ধরে খানিকটা এগোতেই দৃশ্যটি চোখে পড়ে সবার। ভালো করে দেখার জন্যে আরও কাছে এগিয়ে যাওয়ার সাহস হয় না কারও।

মাছ-শিয়াল-বেজি-সাপ নয়, ধানখেতের কাদা পানিতে শুয়ে আছে একটি মানুষ। তার হাত ও পা বাঁধা। পরনে শুধু একটি জাঙিয়া। মানুষটার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষীণ কণ্ঠের আর্তনাদ শুনতে পায় তারা, ও ভাই, আমাকে বাঁচান, বাঁধন খুলে দেন, ও ভাই....

ইসমাইল সঙ্গীদের আকস্মিক সন্ত্রস্ত ভাবটা দুহাতে ঝেড়ে ফেলতে চায়, 'আরে এ কিছু নয়, কিছু নয়। তাড়াতাড়ি চলেন।' এর ফলে সবার আতঙ্ক আরও বেড়ে যায়। যেন কিছু দেখে নি, কিছু শোনে নি, এমন ভাব নিয়ে পাকা সড়কে ওঠার জন্যে দ্রুত হাঁটতে থাকে লোকগুলো।

বাস স্টপেজে এসে আরও কজন অপেক্ষমাণ যাত্রীর পাশে পাঁচজনের দলটি দাঁড়ায়। ধানখেতের দৃশ্যটি নিয়ে কারও মুখে কথা নেই, কিন্তু প্রত্যেকের চোখ যেন সে কথাই বলতে চায়। তাদের সবার বুকে একটি বন্দি মুমূর্ষু মানুষের আর্তনাদ বুঝি আতঙ্কের বৃষ্টি ঝরাচ্ছে এখনও। অবশেষে কালাম দলের নেতৃত্ব নিজ হাতে তুলে নেয়ার মতো সাহস দেখিয়ে স্বগত মন্তব্য করে, 'একটা মানুষ মরে যাচ্ছে। দেখেও আমরা সাহায্য করলাম না। কেমন মানুষ আমরা?'

কালামের এ প্রশ্নের জবাব দেয় না কেউ। কারণ ঢাকাগামী লোকাল বাস এসে থামছে। প্রান্তরে গড়ে ওঠা দলের ঐক্য ভেঙে, নগরগামী বাসের ভিড়ের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্যে ঠেলাঠেলির প্রতিযোগিতায় শরিক হয় সবাই।

AMARBOI.COM

প্রেসিডেন্টের উত্থান ও পতন

নিচিন্তাপুর নববসতি জনকল্যাণ সমিতি। মোট সদস্যসংখ্যা মাত্র ১৯ জন। সর্বসম্মতিক্রমে সমিতির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে আবুল কালামের স্বভাব-চরিত্রে যেটুকু পরিবর্তন আসে, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সে। সমিতির প্রেসিডেন্ট হয়ে প্রায়ই দেশের প্রেসিডেন্টের কথা মনে হয় তার। কোথায় একটি দেশের অশেষ ক্ষমতাধর সেনাপ্রধান, রাষ্ট্রপতি; আর কোথায় নিচিন্তাপুর নববসতির নগণ্য সভাপতি! ব্যবধানটা আকাশ-পাতাল। তবু দেশের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে নিজের বেশকিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিল খুঁজে পেয়ে প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার গুরুত্ব নিজের কাছে বেড়ে যায়। দু জনেরই মূল লক্ষ্য তো একটাই। জনকল্যাণ। একজন বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্রতম সমস্যাবহুল দেশের উন্নতির জন্যে কাজ করে যাচ্ছে। আর একজনকে কাজ করতে হবে নিচিন্তাপুর গাঁয়ের নববসতি এলাকা উন্নয়নের জন্যে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে কালামের গুরুদায়িত্ববোধ কখনও এতটা ভারী হয়ে ওঠে যে, যেন সত্যই তাকে একটি দেশ চালাতে হবে। কিন্তু মুশকিল হলো এ বিষয়ে তার কোনো যোগ্যতা নেই। ক্ষমতাও নেই। কোনো সমিতি সংগঠনের প্রেসিডেন্ট হবার খায়েস ছিল না কখনও। এ বিষয়ে অভিজ্ঞতাও নেই। তাই অপ্রত্যাশিত দায়িত্বভার সামাল দিতে কালামকে দেশের প্রেসিডেন্টের কথা ভাবতে হয়। এ যেন দেশ চালনা নিয়ে দুই রাজার মধ্যে শলাপরামর্শ।

আজ সমিতির সভা হবে প্রেসিডেন্টের বাড়িতে, কালাম স্ত্রীকে বলল, 'নার্গিস, মিটিংয়ে চা-নাস্তার ব্যবস্থা রাখা উচিত। কী বলো তুমি?'

'এর আগের মিটিংয়ে ওরা খাইয়েছে? এতগুলো মানুষকে চা-নাস্তা খাওয়ানো কম খরচ?'

'আরে বাবা প্রেসিডেন্টের বাড়িতে মিটিং – একটু চা-টা তো সবাই আশা করবে। তা ছাড়া অত লোক কোথায় ? দশ-বারোজনের বেশি হবে না।'

'প্রেসিডেন্টের বাড়িতে তো চা'টা কাপও নেই।'

'টুম্পাকে ইসমাইল সাহেবের বাড়িতে পাঠিয়ে কয়টা কাপ আনিয়ে রাখো।'

'তোমাকে ওরা প্রেসিডেন্ট বানিয়েছে কেন জান? তোমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া সহজ – সেই জন্যে।'

'নিজে সেই চেষ্টা করো বলে পাবলিকও তাই করবে নাকি? সৎ আর ভালো মানুষকে পাবলিক ঠিকই দাম দেয়।'

'হয়েছে। খুঁটির জোরে প্রেসিডেন্ট।'

'আমার বক্তৃতা তো শোনো নাই। সাহসও দেখ নাই।'

'মিনমিনে গলায় কী বক্তৃতা কর তুমি আজ শুনব।'

'তোমার স্বামীধন যে কী জিনিস চিনলে না এখনও। ভোটের সময় হয়তো দেখবে এ এলাকার লোকজন আমাকে মেম্বার বা কমিশনার করার চেষ্টা করবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'প্রেসিডেন্ট থেকে মেম্বার!'

নার্গিস হাসে।

স্ত্রীকে হাসানোর জন্য কালামের আত্মম্ভরিতা নিছক ঠাট্টা-মশকরা নয়। প্রেসিডেন্ট হয়ে এলাকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আত্মবিশ্বাসও অনেকটা ফিরে পেয়েছে সে। অবশ্য খুঁটির জোরে প্রেসিডেন্ট – যুক্তিটা সে-ই প্রথম স্ত্রীকে শুনিয়েছে। এ সমাজে যার যত খুঁটির জোর, তার তত প্রতিষ্ঠা। প্রেসিডেন্ট হিসেবে কালামের প্রতিষ্ঠার মূলে অবশ্য বড় খুঁটির কাজ করেছে ইলেকট্রিসিটি অফিসের এক চেনাজানা ইউনিয়ন লিডার। তাকে ধরে মাত্র বিশ হাজার টাকা ঘুষ দেয়ার বিনিময়ে বিদ্যুতের লাইন টানার ব্যবস্থা প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে কালাম। অথচ এ কাজের জন্যে এর আগে ইসমাইলদের কাছে ডিপার্টমেন্টের এক লাইন ইনসপেক্টর ঘুষ চেয়েছিল ৫০ হাজার টাকা। কালাম ইচ্ছে করলে পরিচিত ইউনিয়ন লিডারের সঙ্গে যোগসাজশ করে নিজেও কিছু বখরা পেতে পারত। চেষ্টা করলে এখনও তা সম্ভব। কিন্তু এ ধরনের চেষ্টাচরিত্তির যে কালামের মধ্যে বিন্দুমাত্র নেই, সমিতির সদস্যরা নিশ্চয় তা বুঝতে পেরেছে। কালাম অবশ্য প্রথম সভাতেই বক্তৃতা করে তা বোঝানোর চেষ্টাও করেছে।

ছাত্রজীবনে ছাত্র ইউনিয়ন তথা সমাজতন্ত্রের সমর্থক ছিল কালাম। সেই সুবাদে মিটিং-মিছিল অনেক দেখেছে। কিন্তু মিছিলে গলা ছেড়ে স্লোগান তোলা, কোনো মিটিংয়ে মাইকে বা মাইক ছাড়া ভাষণ দেয়ার মতো নেতাসুলভ যোগ্যতা ছিল না তার। প্রত্যক্ষ সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা বলতে প্রথম যৌবনে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে মাখামাখি সম্পর্ক। নিজের সাহিত্যপ্রতিভার বিকাশ ও কবিতা ছাপানোর স্বার্থই ছিল সেই সম্পর্কের প্রধান সেতু। সংগঠনের সাহিত্যপত্রিকায় নিজের কবিতা ছাপা না হলেও কী করে চাঁদা তুলতে হয়, কমিটি গড়তে হয়, রেজুলুশন লিখতে হয় ইত্যাদি সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা কিছুটা হয়েছিল। এইটুকু-বা নিচিন্তাপুর নববসতির কেরানি-পিয়ন-ড্রাইভার-ব্যবসায়ী কার আছে? তা ছাড়া গলাবাজিতে অভ্যস্ত এবং অতটা সামাজিক না হলেও সমাজের ভালো-মন্দ ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান কালামের মতো এখানে আর কেই-বা রাখে? অথচ প্রথম সভাতে কালাম ছাড়া আর সকলেই সমিতির প্রয়োজনীয়তা ও করণীয় সম্পর্কে বেশ সরব হয়ে উঠেছিল। বিদ্যুৎ-গ্যাসের আগে কারও কণ্ঠে রাস্তা বাঁধানোর দাবি, মহল্লায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন মসজিদ গড়ার দাবি, দল বেঁধে রাতে পাহারা বসিয়ে চোর ধরার দাবি, সবাই মিলে স্থানীয় চেয়ারম্যানের কাছে যাওয়ার দাবি এবং জমি কিনে যারা বাড়ি করে নি তাদের অর্থদণ্ড দিয়ে চাঁদা তোলার দাবি। দশজনের কণ্ঠে দশরকম বিশৃঙ্খল দাবি শুনে কালামের মনে হয়েছিল, কাজের কাজ কিছু হবে না। কারণ সকলের আকাঙ্ক্ষাকে সংগঠিত করে এবং সংগঠিত শক্তিকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে সকলের দাবি পূরণের মতো যোগ্য নেতা নেই একজনও। একদিকে উপযুক্ত আস্থাভাজন নেতার অভাব, অন্যদিকে পারস্পরিক অবিশ্বাস, নিজের স্বার্থটাকে বড় ভাবা। কালাম জানে এ ধরনের ভিড়ের সঙ্গে তার একাত্মতা সহজে গড়ে ওঠে না, গড়ে উঠলেও তা দীর্ঘক্ষণ টিকবে না। সভায় বসে কালাম ধানখেতে হাত-পা বাঁধা মুমূর্ষু লোকটির কথা ভাবছিল। মানুষের সাহায্য পাওয়ার জন্যে লোকটার আকুল ফরিয়াদ তারা শুনেও শোনে নি। এর ফলে হয়তো নির্জন প্রান্তরে মারা গেছে লোকটি। অথচ সহযাত্রী দলের ভয় কাটিয়ে একটু সাহস, একটু মানবিক বোধ প্রতিষ্ঠা করতে পারলে মানুষটাকে বাঁচানো যেত। কালাম সেদিন নির্জন প্রান্তরে দরকারি সাহস দেখাতে না পারার অনুতাপ ঘোচাতে সবল সাহস দেখিয়ে সমিতির প্রথম সভায় হঠাৎ আবেগময় বক্তৃতা শুরু করেছিল, 'শোনেন, এবার আমার কথা আপনারা শোনেন।' সভার বিশৃঙ্খলা থেমে গিয়েছিল, সবাই স্তব্ধ হয়ে শুনেছিল কালামে কথা।

কী বলেছিল কালাম? খারাপ কথা একটাও নয়, সব ভালো ভালো কথা, গঠনমূলক কথা। জনগণপ্রেমিক নেতারা যে ভাষায় চিৎকার করে জনগণকে ভালোবাসে, জনগণের শত্রুকে মোকাবেলার জন্য তাদের গর্জনে যে বিপুল বিক্রম ফোটে– আবুল কালামের বক্তৃতার ঢং ছিল অনেকটা সেরকম। এতেই কাজ হয়েছে বেশ। বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে কালাম নববসতিকে বিদ্যুতায়নের গুরুত্ব এবং পরিচিত ইউনিয়ন লিডারের সাথে সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেছিল। এরপর নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে কোনো বিনয় যুক্তি আর টেকে নি। সকলের সম্মিলিত অনুরোধে কালামকে সমিতির প্রেসিডেন্ট হতে হয়েছে। সেক্রেটারি হয়েছে ইসমাইল।

সমিতির প্রথম সাফল্য বিদ্যুৎ। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে নববসতির অন্তত দশটি ঘরে আলো জ্বলবে। এজন্যে প্রেসিডেন্ট হিসেবে কালামের ওপর দিয়ে কম ধকল যায় নি। চাঁদা তোলা, বিদ্যুৎ অফিসে ধরনা দেয়া, ঘুষ দেয়া, মিটিং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজের ভেতর দিয়ে যোগ্য প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে কালাম। নববসতির প্রত্যেকটি লোক তাকে দেখলে সালাম দেয়, বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বাড়িতে ছুটে আসে। স্বভাববিরুদ্ধ এসব সামাজিকতায় বিরক্ত বোধ করে না কালাম। বরং আরও বেশি সামাজিক হওয়ার চেষ্টা করে। নির্জনে একা গল্প-উপন্যাসের চরিত্রদের সঙ্গে মেশার যে আনন্দ, নানারকম বাস্তব সমস্যাকাতর মানুষকে জানা এবং জানার ভেতর দিয়ে মানুষটির সঙ্গে সহানুভূতিময় বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারার আনন্দ তার চেয়ে কম নয়। কালাম লক্ষ করেছে, প্রতিটি মানুষ অন্যের মনোযোগ আর একটু সহানুভূতি পেলে কৃতার্থ হয়ে ওঠে। ছোট-বড় কেরানি-পিয়ন নির্বিশেষে সকলকে কালাম এ জিনিসটি দেয়ার চেষ্টা করে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের ভালো মানুষি দরদি মনটা ক্ষমতার প্রধান উৎস হয়ে উঠতে চায়। এ ছাড়া ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে তার কিই-বা ক্ষমতা আছে?

নববসতির কয়েক ঘর মানুষের শ্রদ্ধা-বিশ্বাস পেয়ে সন্তুষ্ট নয় কালাম। সে চায়, নববসতির প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিচিন্দাপুর গাঁয়ের অন্য লোকেরাও যেন তাকে সম্মান করে। স্থানীয় দালালরাও তাকে দেখে যেন ভয় পায়। বাজারে গেলে কসাই-মাছঅলা তাকে যেন ঠকাবার চেষ্টা না করে। এলাকায় এরকম একজন বিশিষ্ট বিখ্যাত মানুষ হয়ে ওঠার জন্যে কালামের আর কী কী করার আছে? বিকেলে অনুষ্ঠিতব্য সমিতির সাধারণ মিটিং ঘিরে কালাম সকালে যখন এসব ভাবছিল, একটা লম্বা খাতা হাতে সেক্রেটারি ইসমাইল বাড়িতে আসে।

'প্রেসিডেন্ট সাব আছেন নি? ও ভাবি, টুম্পা কাপের লাই যাইয়া কয় মিটিংয়ের মানুষরে চা খাওয়াইব। আমি ভাবলাম আমার প্রেসিডেন্টের বাড়িতে যাই, একটু এডভান্স চা খাই আসি।'

'আসেন, ঘরে আসেন।'

কালাম হেসে ইসমাইলকে স্বাগত জানায়। অতি বৈষয়িক মন, অহেতুক ভদ্রতা ও বেশি কথা বলা দোষের কারণে লোকটাকে আগে খারাপ লাগত কালামের। কিন্তু প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর সেক্রেটারির ব্যক্তিগত এ দোষগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে কালাম। কোনো লোকই কি সবদিক দিয়ে, যাকে বলে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হতে পারে? দোষ-গুণ মিলে যে মানুষ, তাকে ভালোবাসার ঔদার্য থাকা চাই নেতাদের। কালাম ইসমাইলকে নিজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শয়নকক্ষে এনে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে নিজে বিছানায় বসে। নার্গিসকে চা বানাবার আদেশ দেয়। ইসমাইলের স্ত্রী পর্দানশিন। অশিক্ষিত হলেও মহিলার মনটা বেশ কোমল। পড়শিদের মধ্যে তার সঙ্গে নার্গিসের 'আপা-আপা' সম্পর্কটা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

'এ যুগে পাবলিকের ভালা করতে গেলেও নিজের অনেক ক্ষতি প্রেসিডেন্ট সাব। মানুষের ঈমান-আমান চরিত্র ভালা না।'

'অন্যের ভালো করতে চাইলে কিছু তো ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়। আপনি, আমি না খাটলে ইলেকট্রিসিটি সহজে আসত?'

'ইয়ার লাই তো মানুষে অখন নানা কথা কয়। অনেকে সন্দ করে, আপনি, আমি টাকা মাইরছি।'

'এসব কানকথায় কান দেবেন না।'

'কানকথা নয়, কালাম সাব। আইজ মিটিংয়ে হ্যাতারা গণ্ডগোল লাগাইতে পারে। খবরটা এডভান্স জানাইতে আপনার কাছে আইলাম।'

'গণ্ডগোল কিসের? কাদের কথা বলছেন?'

'সমিতির মধ্যে কিছু কালপ্রিট আছে না, যত্তো সব পিয়ন-ড্রাইভার ছোটলোক গো লইয়া আমাদের কারবার। তা ছাড়া ক্যাশিয়ার মনসুরও ভিতরা ভিতরা শয়তানের তাড়ি।'

কালাম এবার বিরক্তবোধ করে। দলের ভেতরেও দলাদলি আর কানকথার পলিটিক্স ভালো লাগে না তার। সর্বজন-সমর্থিত প্রেসিডেন্ট হয়ে গোপন কানকথায় পরচর্চার মেয়েলি রাজনীতি সে করবেই-বা কেন? করা কি উচিত? দলের ঐক্যবিরোধী কানকথার চক্রান্ত অঙ্কুরেই বিনাশ করার জন্যে কালাম বরং উত্তেজিত বোধ করে। ইসমাইলকেও ধমকের সুরে কথা বলে।

'এভাবে কথা বলবেন না ইসমাইল সাহেব। কিসের গণ্ডগোল?'

'আপনি আইজ মিটিংয়ে সালুরে ডাকছেন। সালু তো সমিতির মেম্বার নয়। বিদেশি মানুষও নয়। তারে আপনি কারেন্টের লাইন দেয়ার কথা দিছেন, সমিতির মেম্বারদের মাঝে খুব রিয়াকশন শুরু হইছে, কালাম সাব।'

'আপনার সঙ্গে কথা বলার পরই না সালুকে ডেকেছি। আজকের সভায় নৈশ পাহারা বসানোর ব্যবস্থা হবে। সালু স্থানীয় লোক, সে থাকলেই তো সুবিধা।'

'সেটা তো আমি বুঝি। চোর দিয়ে চোর ধরা সুবিধা। কিন্তু মানুষে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানা কথা কইতেছে। মনে হয় মিটিংয়ে অনেকে আসবে না।'

কালাম চুপ করে ভাবে। মনে হয়, প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু হয়েছে, সেই চক্রান্তে যোগ দিয়েছে ইসমাইল নিজেও। সালুকে সে চোর ভাবে। তবে এ কথা ঠিক, দেশি-বিদেশি লোকের মধ্যে গাঁয়ে একটা চাপা দ্বন্দ্ব আছে। এ কারণেই হয়তো বিদেশি লোকজন সহজে একতাবদ্ধ হতে পেরেছে। যেন স্থানীয় গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যেই বিদেশিদের জোট বাঁধা। নেতা হিসেবে সমিতির মধ্যে এ ধরনের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব কি বাড়তে দেয়া উচিত? তা ছাড়া সালু স্থানীয় হলেও নববসতি এলাকারই একজন। পুরনো বসতির মোড় থেকে যে খুঁটি ও তার বেয়ে বিদ্যুৎ আসছে, তার মালিক সমিতি নয়। টাকার অভাবে বাড়িতে এখন যারা সংযোগ নিতে পারছে না, ভবিষ্যতে তারা এবং নতুন বাড়িঘর যারা করবে, তারাও এই খুঁটি ও তার থেকে বাড়িতে সংযোগ নেবে। এই বিবেচনা থেকে সালুকে লাইন পাওয়ার আশ্বাস দেয়ার মধ্যে কালামের ভুল কোথায়?

নার্গিস নিজেই চা নিয়ে আসে।

'কী এক সমিতি করে এনারে প্রেসিডেন্ট করলেন ভাই! আপনাদের প্রেসিডেন্ট যে খালি দিনরাইত সমিতি নিয়াই ভাবে।'

'ঐসব পিয়ন-ডেরাইভারদের সাথে আমাদের বনবে না, ভাবি। সে কথাই আমি কালাম ভাইরে বুঝাইতেছিলাম।'

নার্গিস চা রেখে চলে যাওয়ার পর ইসমাইল আবারও গোপন কথা বলার ভঙ্গি তৈরি করতে গলা বাড়িয়ে দেয়। কথা বলে নিচু স্বরে।

'বুঝচেন নি কালাম ভাই, আমি এক বুদ্ধি করছি। বদনাম যখন হই গেছে, আমরাও ছাড়ব না। সুযোগ ছাড়া উচিতও নয়।'

'তার মানে?'

'আজ মিটিংয়ে বলি দেব, কারেন্ট নিতে আরও পাঁচ হাজার ঘুষ লাগবে। ইঞ্জিনিয়ার খাবে। না হইলে লাইন পাবেন না। তারপর সেই টাকাটা আমি আপনি ফিফটি ফিফটি। চিন্তা করেন, এত খাটাখাটি করলাম আমরা, পকেটের পয়সা কত খরচা করলাম, আর তোরা খালি বদনামি দিবি, তা হবে না। এবার ঘরে লাইন নেয়ার আগে নগদ টাকা দিতে হবে।'

'ছি! ইসমাইল সাহেব। এমন কথা আর বলবেন না।'

'আরে ভাই, এইটা কোনো অন্যায় হইত না। আমরা তো আপনার বন্ধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউনিয়ন লিডাররে ঘুষ দিয়াই তাড়াতাড়ি লাইনটা পাইলাম। ঘুষ দেওয়া আর খাওয়াটা এই দ্যাশে আর অন্যায় নয়, এইডা সরকারি নিয়ম, মানতে হয়। না মাইনা চলন যায় না।'

ঘুষ-দুর্নীতির পক্ষে ইসমাইলের দ্বিধাহীন ওকালতি শুনে উত্তেজিত কালাম বিছানা ছেড়ে ওঠে দাঁড়ায়।

'আমি যতদিন প্রেসিডেন্ট আছি, এরকম চিন্তা করবেন না, ইসমাইল সাহেব। আমাকে সমিতি থেকে বাদ দিয়ে নেতা হয়ে যা খুশি করবেন।'

'আরে ভাই রাগ হইয়েন না। বুঝি, আপনি একটু আদর্শ লইয়া চলতে চান। কিন্তু দেশের যে অবস্থা! শুধু বেতনের টাকায় ছেলেমেয়ে লইয়া কেমনে চলি কন।'

শুধু বেতনের টাকায় কেরানির সংসারে টানাপোড়েনের রুঢ় বাস্তবতা কালাম ইসমাইলের চেয়ে কম বোঝে না। অন্য সময় হলে লোকটার জন্যে হয়তো কিছু সহানুভূতি জাগত। কিন্তু এখন তাকে সেক্রেটারি পদ থেকে সরানোটা বেশি জরুরি মনে হয়।

'শোনেন, আমি সালুকে ডেকেছি। তাকে আসতে বারণ করে দেব আমি। তবু আমাদের লোকজন যেন সবাই আসে। যা ডিসিশন নেয়ার মিটিংয়ে হবে।'

ইসমাইলকে বিদায় দিয়ে কালাম গেঞ্জি গায়ে সালুর বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে। নিকট পড়শি হিসেবে নয় শুধু, স্থানীয় লোকজনের মধ্যে সালুকে কালামের ভালো লাগে। ঘনিষ্ঠতাও বেশি। এর একটা কারণ হতে পারে, সালু এ গাঁয়ের অধিকাংশ লোকের মতো জমির দালালি কিংবা ঠক-জোচ্চরি করে না। কাজ না পেয়ে প্রায়ই বেকার থাকে লোকটি। বড় ছেলেটিকে যেকোনো একটি চাকরি জুটিয়ে দেয়ার জন্য কালামকে বেশ ধরেছিল, যা কালামের সাধ্যের বাইরে। সালুকে রাতে পাহারা দেয়ার দায়িত্ব দিয়ে সমিতির পক্ষ থেকে তাকে মাসে দু-তিন শ টাকা দেয়ার ব্যবস্থা করবে ভেবেছিল। তাতে সালুরও কিছুটা উপকার হবে, রাতে নববসতির বাসিন্দাদের চোর-ডাকাতের ভয় খানিকটা লাঘব হবে। সালুও প্রস্তাব শুনে বেশ উৎসাহিত হয়ে বলেছিল, 'এই যে, আমাগো দেশি মানুষ বহুত খারাপ। বিদেশিরাই আমার কাছে ভালা, আমারে ভাই পর ভাইবেন না।' এখন কালাম কোন মুখে তাকে আজ বাড়িতে আসতে নিষেধ করবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালু বাড়িতেই ছিল। উঠানের সামনে এক খণ্ড খালি জায়গায় কোদাল চালাচ্ছে। কোনো তরকারি লাগাবে হয়তো। কালামকে দেখে কোদাল হাতে কোমর সোজা করে দাঁড়ায়, 'ডারার বিচি ছিটামু ভাই, এই যে, ভালা জাতের ডারা। আপনার আঙিনায় খানিকটা কোপায় দিয়া ছিটায় দিমু নে।'

সালুর বউ ঘর থেকে একটা বড় পিঁড়ি বের করে আনে।

'আমাগো ঘরে তো চেয়ার নাই। সাহেব মানুষরে কই বইতে দেই?'

'না, না ভাবি, আমি বসব না। সালু ভাইরে একটা কথা বলতে আইলাম।'

কথাটা শোনার জন্যে সালু ও তার স্ত্রী উৎকর্ণ তাকিয়ে থাকে। কালাম কথাটা কীভাবে বলবে, কয়েক মুহূর্ত ভাবে।

'ইয়ে, সালু ভাই, ভেবে দেখলাম বিকেলে আমার বাড়ির মিটিংয়ে আপনার না যাওয়াই ভালো।'

'আমিও তো হ্যারে এই কথাই কই। আপনার লগে খাতির হইছে। কিন্তু বেবাক বিদেইশ্যা মানুষ তো হমান না। হ্যার কইয়া জাল দুইখান কে নিছে? তা বাদে আমরা হইলাম দেশি মানুষ। দেশি মানুষের একটা সমাজ আছে না? পাঞ্চাইত আছে না? আমরা বিদেশিগো সুমতিতে গ্যালে হ্যারা কী কইব? আপনিই কন, ভাই?'

কালাম কিছু বলার আগে সালু খারাপ গাল দেয়।

'সমাজের মায়রে চুদি আমি। গেরামে পাঞ্চাইতের জোর আগের মতো আছে? কিয়ের বালের ভয় দেখাইস আমারে?'

সালুর সমাজবিরোধী ক্রোধ ও তার স্ত্রীর সমাজভীতি কোনোটাই সমর্থন করতে পারে না কালাম। অস্বস্তি হয়।

'আসলে দেশি-বিদেশির ব্যাপার নয়, সালু ভাই। কেন আপনারে যাইতে না করলাম আমি পরে বুঝায় বলুম নে। এখন চলি।'

কালাম হাঁটা শুরু করলে পেছন থেকে সালুর স্ত্রী ডাক দেয়।

'ও ভাই, আপনাগো ঘরে টিপি দেখলাম। ওইটা নষ্ট নাকি?'

'না। কারেন্ট আসলেই চলবে।'

'হ্যার লাইগা পোলাপানরা কইতাছে, কারেন্ট আইলে টিপি দেখতে আর পুরান বাড়ি যাইব না। আপনার বাড়িতে দেখব।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় দেখবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকেলে সমিতির সাধারণ সভাকে সফল করে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে কালামের সারা দিনের প্রস্তুতি বস্তুত কোনো কাজে আসে না। সব মিলিয়ে লোক আসে মাত্র নয়জন। এরা সবাই বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ নেয়ার জন্যে পুরো টাকা জমা দিয়েছে। কিন্তু যারা দেয় নি, তারা কেউ আসে নি। সভার জন্যে কালাম চেয়ার-টেবিল সরিয়ে বারান্দাজুড়ে মাদুর-চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। সভায় অনুপস্থিত সদস্যদের বিরুদ্ধে সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল ঐক্যভঙ্গের অভিযোগ তুললে, প্রেসিডেন্ট আর আনুষ্ঠানিকভাবে সভা শুরু করার অবকাশ পায় না। নানা কণ্ঠে ঐক্যবিনাশী কারণ ব্যাখ্যা এবং সমিতির দুশমনদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও হতাশার বৃষ্টি শুরু হয় যেন।

'সবাই নিজের নিজের স্বার্থটা বড় কইরা দেখলে সমিতি কেমনে টিকব?'

'স্বার্থ দেখুক, কিন্তু মিছা বদনাম রটায় কেন? কয় যে প্রেসিডেন্ট ঘুষ দেয়ার নাম কইরা অনেক টাকা মারছে, বিদ্যুৎ অফিসে লাইন কইরা দালালি করতেছে।'

'আরে ভাই, যারা কয় তারা জীবনেও বাড়িতে কারেন্ট নিতে পারব না।'

'নিব কেমনে? নেওয়ার মতো ক্ষমতা আছে? স্থানীয় লোকদের চেয়েও এরা ড্যাঞ্জারাস।'

'সেইরকম উপযুক্ত ভদ্রলোকেরা তো কেউ বাড়ি করে নাই। সেইরকম লোক থাকলে সমিতির ঘুষ লাগত না। মন্ত্রী-মিনিস্টারকে ধইরা একলাই কারেন্ট-গ্যাস আইনা ফেলত।'

'ভদ্রলোকেরা সুবিধাবাদী। এ জায়গা ডেভেলপ না হইলে তারা কেউই বাড়িঘর করতে আইব না।'

'আরে ভাই এসব কী বলেন! এত টাকা খরচা কইরা বাড়ি বানাইছে, সমিতির চাঁদা লাইন নেওয়ার মতো টাকা তাদের হয় না – এইটা বিশ্বাস করি না। আসল কথা, এরা টাউনে বাস করার মানুষ নয়।'

'আহম্মক এইটা বোঝে না, ঘুষ দিয়া যেমন কারেন্ট লমু, তেমনি সরকারি কারেন্ট চুরি কইরা হিটার জ্বালায় ঘুষের টাকা উশুল করমু। তোমাগো লাকড়ি-কেরাসিন কেনার টাকা হয়, কারেন্ট নেয়ার টাকা হয় না?'

'আসলে আমাদের প্রতি বিশ্বাস নাই।'

'যাই বলেন, কারেন্ট না আসা পর্যন্ত সবার মনে সন্দেহ থাকবই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এখন কথা হইল, হ্যাতারা চকরান্ত করি সমিতি ভাঙি ফেলাইতে চায়। কিন্তু আমরা কি সমিতি রাখব না?'

'অবশ্যই রাখব।'

'আমার কথা হইল, আপনারা কেউ না থাইকলেও প্রেসিডেন্ট আর আমি সমিতি চালায় যাইব। কী বলেন, প্রেসিডেন্ট সাব?'

কালাম আজকের সভায় জোরাল বক্তব্য রাখবে ভেবেছিল। কিন্তু এখন আর মনে জোর খুঁজে পায় না। নানা স্বার্থের নানা মতের লোককে বক্তৃতার জোরে একতাবদ্ধ করা এবং দলে নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা কি তার মতো নেতার কাজ? যে জনগণ প্রমাণ ছাড়া তাদের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকেও দুর্নীতিবাজ ভাবে, প্রকাশ্যে দালাল বলে, তাদের ক্ষমা করে ভালোবাসার ঔদার্য কোথায় পাবে কালাম? তার খুব অভিমান জাগে। মনে হয়, এ ধরনের জনগণের সাহচর্যে তাদের আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টার বদলে নির্জনে একা একা নিজের মতো থাকাটাই অনেক বেশি আনন্দের।

কালাম বক্তব্য রাখার জন্যে যত জোরে গলা খাঁকারি দেয়, কথা বলে তার চেয়ে নিচু স্বরে, বিষাদময় কথা।

'আমি সৎ নাকি দুর্নীতিবাজ, বক্তৃতা করে সেটা প্রমাণ দিতে চাই না। সমিতি থাকুক না থাকুক, বিদ্যুৎ শীঘ্রই পাবেন। তারপর নিচিন্তাপুর নববসতি জনকল্যাণ সমিতি কী করবে না করবে আপনারই সিদ্ধান্ত নেবেন। কষ্ট করে আমার বাড়িতে এসেছেন, একটু চা-টা খেয়ে যান। বসুন আপনারা।'

কালাম সভাস্থল থেকে উঠে ঘরে ঢোকে। ঘরের ভেতরে দরজার আড়ালে কান পেতে ছিল নার্গিস। হয়তো স্বামীর ভাষণ শোনার জন্যে। রান্নাঘরে এসে নার্গিস চাপাগলায় নিজেই যেন জোরাল বক্তৃতা শুরু করে দেয়।

'লোকগুলো তোমাকে টাকা মারার কথা বলল, দালালি করার কথা বলল। আর তুমি চুপ করে থাকলে! দাঁতভাঙা জবাব দিতে পারলে না?'

'আহা চুপ করে তো। আগে জলদি চা-টা দাও, সমিতি-টমিতি জাহান্নামে যাক। লোকগুলো বিদায় হলেই বাঁচি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদ্য পুনরুদ্ধার, নাকি পরকীয়া

বাড়িতে বিদ্যুৎ জ্বলার শুভদিনে, টিভি চলার খুশির সময়ে, বন্ধুবেশী শত্রুর উপস্থিতি ঘোষণা কালাম ও তার স্ত্রীকে স্পষ্টতই বিরক্ত করে।

'বিদেইশ্যাগো প্রেসিডেন্টের বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইট দেইখা ডাকাইত আইছে। দরজাটা খোলেন। কাণ্ড দেখ! সন্ধ্যাবেলা দরজা বন্ধ কইরা দিছে।'

অনেকগুলো ছেলেমেয়ের মাঝে বিছানায় বসে টিভি দেখছিল কালাম ও তার স্ত্রী। নিজের মেয়েরা ছাড়াও সালুর ছোট তিন ছেলেমেয়ে, ইসমাইলের বড় ছেলেটাও এসেছে। খবরের আগে বিজ্ঞাপন প্রচার হচ্ছে। অপলক চোখে দেখছিল বাচ্চাগুলো। দরজায় মেহমানের করাঘাত শুনেও তাদের তন্ময়তা কাটে না। শুধু স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

'জামাল বোধ হয়।'

'শয়তানটা আসে কেন?'

'আমি কিন্তু চা-টা করে দিতে পারব না। তাড়াতাড়ি বিদায় করো।'

কালাম দরজা খুলে চমকে ওঠে। একা জামাল নয়, সঙ্গে তার স্ত্রী পদ্য। মুখের বিরক্তির দাগ বিদ্যুৎ বেগে উধাও হয়।

'আরে-এ-এ, ভাবিও যে! আসেন, আসেন। এই নার্গিস, দেখো কে এসেছে।'

'হ্যাঁ, আপারে নিয়া আর তো গেলেন না। আমিই আবার বেড়াইতে আসলাম। এ গ্রামে বেড়াতে যাওয়ার আর বাড়ি কই?'

'খুব ভালো করেছেন। ভেতরে আসেন।'

ভিতরে ঢোকার জন্যে পদ্য বারান্দায় স্যান্ডেল খুলে পায়ের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'হায়! পায়ে প্যাক লাগছে। ময়লা পায়ে ঘরে ঢুকলে গা ঘিনঘিন করব। আমি কলতলায় পা-টা ধুয়ে আসি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনি দাঁড়ান। এই টুম্পা, খালার জন্যে পানি নিয়া আসো তো।'

'না, না, আমি কলতলায় যাইতেছি।'

কালামের বাড়িতে আগেও একবার এসেছে পদ্য। ঘরে না ঢুকে কলতলার দিকে যায়। বারান্দার পাশে রান্নাঘরের সামনে টিউবওয়েল। উপরে ষাট পাওয়ারের একটি বাল্ব ঝুলিয়েছে কালাম। সুইসটা টিপে দেওয়ার জন্যে রান্নাঘরে ছুটে যায়। রান্নাঘরের দরজা খুলে দেখে, পদ্য এক হাতে কলের হাতল চাপতে চাপতে, অন্য হাতে শাড়ি আগলে ফর্সা পায়ের গোছ পানির ধারায় মেলে দিয়েছে। কালাম কল চাপার জন্যে পা বাড়িয়েও স্ত্রীর সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় থেমে যায়। কিন্তু অতিথি সেবার অদম্য আগ্রহ চেপে রাখতে পারে না।

'নার্গিস, কলটা ঠেসে দাও না, ভাবি পা ধুক।'

'আপার চাইয়া কি আমার শরীরে শক্তি কম? বাড়িতে আমরাও টিউবওয়েল চাইপা পানি বের করি।'

নার্গিস কালামের ভদ্রতা ও পদ্যের রসিকতা কোনো দিকেই নেই যেন। জামাল কালামের কন্যাদের সঙ্গে কথা বলে আদর-স্নেহ বর্ষণ করছে, হয়তো এ স্নেহটুকু নিঃস্বার্থ এবং নির্ভেজাল। কিন্তু চম্পা-টুম্পার চোখ টিভির দিকে। দায়সারা গোছের জবাব কিংবা জবাব না দেয়ার মধ্যে মেহমানদের প্রতি তাদের অবজ্ঞা স্পষ্ট। কালাম পাশের ঘরে অতিথিদের বসার জন্যে চেয়ার পেতে দেয়।

জামাল ঘরের চারদিকে তাকিয়ে মন্তব্য করে, 'এদ্দিনে মনে হইতেছে টাউনের বাসাবাড়ি। কালাম ভাই, হিটারের লাইন ডাইরেক্ট করে নিছেন তো? ও আপা, আসেন আপনারে বুদ্ধি দেই।'

হিটার জ্বালানো আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু চোরাই বিদ্যুতে হিটার জ্বালানোর অপরাধ কি জামালের মতো শত্রুর কাছে কবুল করা ঠিক হবে? নিজেকে যাতে চোর চোর মনে না হয়, কালাম সেজন্যে আপত্তি করেছিল। কিন্তু নার্গিস আপত্তি শোনে নি। ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে বাড়তি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ডাইরেক্ট লাইন করে নিয়েছে। গাঁয়ের আর সবাই যেভাবে হিটারে রাঁধে, তারাও সেভাবে রাঁধবে। জামাল তাকে বুদ্ধি দেয়।

'বিল দিতে আইলে মিটার রিডাররে মাসে পঞ্চাশ টাকা ঘুষ দিয়েন। না হইলে কিন্তু উল্টাপাল্টা বিল দিব। হঠাৎ চেকিংও হইতে পারে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কারে কোন বুদ্ধি দিচ্ছেন, জামাল ভাই! এ লোকের ঘুষ নেওয়া-দেওয়ার অভ্যাস থাকলে কি আর আপনাদের এ গ্রামে মরতে আসি।'

'এই গ্রাম আর গ্রাম থাকছে না আপা। বাড়ি করতে না করতে কারেন্ট পাইলেন, গ্যাসও আইব। কালাম ভাই গ্রামে আইসাই সমিতি করল। প্রেসিডেন্ট হইল। নিচিন্তাপুরে আপনাদের আর একটা বাড়ি হইতে বেশিদিন লাগব না কইয়া রাখলাম।'

'আমাদের সমিতির খবরও তা হলে আপনার কানে যায়?'

'আরে কন কি! গ্রামে কারও হাঁড়ির খবর কারও জানতে বাকি থাকে না। তা ছাড়া আমার বদনাম করার যেমন লোক আছে, আপনারও তেমনি কত বদনাম হইব। কারেন্টের মিস্ত্রি ফজলারে আপনার নামে যা তা কওয়ায় এমন এক ধমক দিছি না!'

'এইজন্যে গ্রামটা আমার ভালো লাগে না, ভাই। একজনের পিছে আরেকজন লাইগা থাকব। আমি এনারে কইয়া দিছি, গ্রামে থাইকা দালালি ব্যবসা করলে আমারে বাসা ভাড়া করে টাইনা রাখবা। গ্যাঞ্জাম আমার একদম ভালো লাগে না, আপা।'

পদ্য কথা শুরু করে কালামের দিকে তাকিয়ে, শেষ করে নার্গিসের ওপর চোখ রেখে। কলতলায় পদ্যের পা দেখে যেমন, তেমনি পদ্যের চোখ-মুখে দালাল স্বামী ও গাঁয়ের গ্যাঞ্জাম ভালো-না-লাগা অভিব্যক্তি দেখে ভালো লাগার মুগ্ধ আবেগ কালামের ভেতর চলকে ওঠে।

'আমরা শহর ছেড়ে আসলাম আপনাদের সাহসে, আর আপনি চলে যেতে চান আমাদের ছেড়ে! তা হলে আমরা কী করে থাকব, ভাবি?'

কথাটাকে ঠাট্টা না ধরে, নার্গিস আবার স্বামীর মনের কথা ভেবে না বসে। কালাম স্ত্রীর দিকে তাকায়। ত্রিশ হাজার টাকা হারানোর শোক-স্মৃতির দাগ তার মুখে জ্বলজ্বল করছে যেন।

'আমি আরমান দালালের মতো মানুষের মাথায় বাড়ি দিয়া টাকা কামাই নাই যে, বাপ-দাদার ভিটা ছাইড়া ভয়ে পরিবার লইয়া টাউনে পলায় থাকব। সলিড ব্যবসা করব, একলা না, কালাম ভাইও থাকব সাথে। আরমানের চাইয়া ভদ্রলোকদের সঙ্গে জানাশোনার চ্যানেল কি আমাদের কম? নাকি আমরা কম শিক্ষিত? ভালো ভালো লোকদের কাছে জমি বেইচা নিচিন্তাপুরকে ডেভেলপ করব। আর ইনশাল্লাহ দুই বছরের মধ্যে আমরা আরমানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাইয়াও সুন্দর তিনতলা বিল্ডিং-বাড়ি বানাব।'

ব্যাখ্যা করার আগে জামালের আগমনের উদ্দেশ্য মনে মনে টের পেয়েছে কালাম। কদিন ধরে পার্টির খোঁজে কালামের অফিসেও ঘোরাঘুরি করছে সে। কালামকে পার্টি-ধরা পার্টনার হিসেবে নিয়ে জামাল ত্রিশ হাজার টাকা পরিশোধ করতে চায়? নাকি এ তার প্রতারণার নতুন কৌশল? এখনও সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারে নি কালাম। তবে এটুকু বুঝেছে, কালামের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলে পদ্যকে দেখার সুযোগও আর মিলবে না।

'কি-ও কালাম ভাই, বিশ্বাস হইল না আমার কথা?'

'বিশ্বাস হবে না কেন? আপনাদের ওপর বিশ্বাস করেই তো এ জায়গায় এসেছি।'

'হ্যাঁ, বিশ্বাসটা ঠিক রাইখেন। ঠগবেন না।'

নার্গিস অবিশ্বাস চেপে রাখতে না পারার কারণেই হয়তো উঠে যাচ্ছিল, কিন্তু জামালের গায়েপড়া আন্তরিকতা আর সহ্য হলো না।

'আপা, মুরগি কাটেন। না খেয়ে আইজ উঠবেন না।'

'আপনারা আমার পার্টি না। আর আমি ভাই দালালিও করি না। ঘরে যা আছে তাই খেয়ে যাবেন।'

কালামের ভয় হয়, এই বুঝি নার্গিস ত্রিশ হাজার টাকার প্রসঙ্গ ওঠায়। এই বুঝি সম্পর্কটা কাচের পাত্রের মতো ঝনঝন করে ভেঙে পড়ে। কিন্তু জামাল না বুঝে, কিংবা বুঝেও অপমান গায়ে মাখে না।

'এই তো বইনের মতো কথা বলছেন।'

নার্গিসের খোঁচা যে পদ্যকেও বিঁধেছে, তা বোঝা যায় স্বামীর প্রতি তার ভর্ৎসনা-মাখা দৃষ্টি দেখে।

'তুমি এরকম করতাছ কেন? বাসায় খেয়ে আস নাই?'

'খাইছি তো কী হইছে? বইনের বাসায় আইসা খাইতে চামু না?'

'আরে নিশ্চয় খাবেন। কতদিন পর ভাবিকেও নিয়ে এসেছেন।'

'আমি আনি নাই। আপনাদের বাসায় আসছি হুইনা সেই পিছে পিছে আইয়া পড়ছে।'

পদ্য কালামের বাসায় আসার আগ্রহ প্রকাশ পাওয়ায় কি লজ্জা পাচ্ছে?

'আমি আইছি একটা জিনিস নেওয়ার জন্যে।'

পদ্য উঠে দাঁড়ায়। ঘরের কোণে বাঁশের তৈরি বুকশেল্ফ। তিন তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাজানো কিছু বই। পদ্য দাঁড়িয়ে তার নেওয়ার জিনিস বই দেখতে থাকে। কালামের মনে হয়, যে সুন্দর নির্জন মেঠোপথে, কখনওবা অন্ধকার শয্যায় কল্পনায় তাকে সঙ্গ দেয়, সে আজ তার ঘরে জলজ্যান্ত বাস্তব নয় শুধু, যেন বই দেখার নামে কালামের নিভৃত হৃদয় নেড়েচেড়ে দেখছে এখন।

'আরমান শয়তানের নতুন চক্রান্তের একটা খবর শুনেছেন কিছু?'

'না তো। কী খবর?'

কালাম খুব উৎসাহী শ্রোতা হয়ে উঠতে চায়।

'আপনার বাড়ির পাশে শকুনের চোখ পড়ছে। সালুরে নানান লোভ দেখায় হ্যার বাড়িভিটাও নাকি বায়না কইরা নিছে।'

'তাই নাকি?'

'গ্রামে থাইকাও আশপাশের খবর কিছু রাখেন না দেখছি। ছেলেকে বিদেশ পাঠানোর জন্যে সালুর বাড়িভিটা বন্ধক রাখার কথা জামাল বেশ আগেই শুনেছে। তবু সালু সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার কথা জামালকে শোনাতে ইচ্ছে করে না। জামালের কথা শুনতেও ভালো লাগে না। দৃষ্টি মন শুধু পদ্যের প্রতি একাগ্র হতে চায়। নিচের তাকের বই দেখার জন্যে কোমর হেলানোর ফলে পদ্য এখন যে অ্যাঙ্গেলে দাঁড়ানো, তাতে শাড়ির দেয়াল ঘুচে যাওয়ায় ব্লাউজ ও বুকের রং স্পষ্ট। একা ব্লাউজ যেন ধরে রাখতে পারছে না পদ্যের পুরুষ্ট স্তনের ভার। এ ছাড়া পদ্যের মেদহীন পেট, মাথার সিঁথি, হাত ইত্যাদি দৃশ্যমান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে সৌন্দর্য ফুটেছে, কালাম যদি অপলক তাকিয়ে দেখতে পেত! কিন্তু ভালো করে পদ্যের সৌন্দর্য দেখার কিংবা না দেখার জন্যে তার স্বামীর কথা মন দিয়ে শুনতে হয় কালামকে।

'খালি সালু নয়, আরমান যে আরও কত মানুষরে ধোঁকা দিয়া বিষয়-সম্পত্তি করছে। কিন্তু হারামজাদা একদিন আমার হাতে ধরা খাইবই। গ্রামের অশিক্ষিত দালালদের ভিতরে আরমান একটু লেখাপড়া জানে ঠিকই, কিন্তু আমাদের পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা আছে তার? আমাদের মতো চ্যানেল করতে পারবে সে? শোনেন কালাম ভাই, আমি ঠিক করছি সালুর বাড়িভিটা ঐ শয়তানরে কিনতে দিমু না।'

'তা হলে তো ভালোই হয়। বেচারা গরিব মানুষ।'

'সালু যদি সত্যই বাড়িভিটা বেচতে চায় – তয় ঐ সম্পত্তি আপনি কিইনা নেবেন। সালু আপনাকে বিশ্বাস করব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী যে বলেন! আমি কিনব কোত্থেকে?'

'আপনি সালুর লগে কথা বলেন গা – টাকা যা লাগে আমি দেব। আর কইবেন যে ওর পোলারে আরমানের চাইয়াও কম টাকায় বিদেশ পাঠানোর ব্যবস্থা করব আমি।'

কালামের বুঝতে দেরি হয় না যে, এ প্রস্তাব তাকে ঠকানো টাকা ফেরত দেয়ার জন্যে নয়। বরং নতুন করে কালামকে ঠকানোর ফন্দি। কালামকে সরাসরি না হলেও, কালামের মাধ্যমে সালুকে তো অবশ্যই। কেনাবেচার ব্যবসায় যে যত লাভ খোঁজে, তাকে তত বেশি ঠকাতে হয়। ঠকাঠকির ব্যবসায় জামাল হয়তো আরমানের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু কালামকে কি সত্যই প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে জামালের দালালি ব্যবসার সহযোগী হতে হবে? কী প্রতিশোধ নেবে সে? কালাম আড়চোখে পদ্যের দিকে তাকায়।

'কী চিন্তা করছেন, কালাম ভাই?'

'ভাই আসলে ভাবুক মানুষ। বেশি বইপত্র পড়ে তো। ঘরে কত বই!'

'আমি আসলে কবিতা খুব ভালোবাসি, ভাবি।'

কিছু না ভেবেই কথাটা বলে ফেলে কালামের অস্বস্তি হয়। পদ্যের মুখেও কি লজ্জার রং? শেলফে সাজানো বইগুলোর উদ্দেশে বলা কথাটি কি পদ্য নিজে গ্রহণ করল? জামালই বা কী ভাবছে? ভালোবাসার গোপন লজ্জা-ভয় থেকে পদ্যই হেসে রক্ষা করে তাকে।

'আমার বাবাও কবিতা খুব ভালোবাসত। বিয়ের আগে স্কুলের পড়া থুইয়া বাবার কত গল্পের বই চুরি কইরা পড়তাম। আপনার কাছে শরৎচন্দ্রের কোনো বই নাই, ভাই?'

'নেই বোধহয়। তবে টিভিতে যার ধারাবাহিক নাটক হচ্ছে, সেই হুমায়ূন আহমেদের একটা উপন্যাস আছে। পড়বেন?'

কালাম উঠে গিয়ে বইটা বের করে দেয়। জামাল তার বিরক্তি চেপে রাখতে পারে না।

'কালাম ভাই, বসেন তো। বই পড়া হইল যত সব আইলসা লোকের কাম। আমার শ্বশুর বই পইড়া জীবনে কিছু করতে পারে নাই। আর এ যুগে টিভি-ভিসিআর থাকতে নাটক-নভেল পড়ার দরকার হয়? আপনারে ভিসিপিটা একদিন দিয়া যামুনে। এই যে, নিচিন্তাপুর বাজারেই ভালো ভালো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দি বইয়ের ক্যাসেট আছে। ঐ দোকান দিছে আমার মামাতো ভাই। এই পদ্য, তুমি দেখো আপায় রান্নাঘরে কী করতাছে। আমি কালাম ভাইয়ের লগে আমাগো ব্যবসার জরুরি কথা কই।'

'হ দেখি, দালালি ব্যবসা কইরা আপনারা কত টাকা করতে পারেন।'

পদ্য বই হাতে পাশের ঘরে অদৃশ্য হওয়ার পর জামালের ব্যবসায়িক পরিকল্পনার ফাঁদে পড়ে কালামের নিজেকে অসহায় মনে হতে থাকে। জামাল তার স্ত্রী পদ্যের সৌন্দর্যের চেয়েও যেন টাকা-পয়সায় গড়া বাস্তবকে বেশি ভালোবাসে। জামালের চিন্তায় টাকা, জামালের স্বপ্নেও টাকা। জামাল নিচিন্তাপুরের আবাদি জমির ওপর নগরায়নের লাখ লাখ টাকা ওড়ার দৃশ্য কালামকেও দেখায় এবং সেই উড়ন্ত টাকা ধরার নানান পরিকল্পনা শোনায়। পদ্যকে অসম্ভব ভালোলাগা আর তার স্বামীকে ভীষণ ঘৃণা – দু'রকম অনুভব আড়াল করার জন্যে কালাম শুধু 'হ্যাঁ, হুঁ, ঠিক আছে, আচ্ছা দেখব' ইত্যাদি বলে জামালের কথায় দ্রুত সমর্থন যুগিয়ে চলে। তারপর অতিথি আপ্যায়নে স্ত্রীকে সহযোগিতা করার জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে সে।

শুধু চা-সেমাই খেয়ে, ভাত খাওয়ার অনুরোধটুকু আরেকদিনের জন্যে পাওনা রইল জানিয়ে, রাত নয়টার মধ্যে অতিথিরা চলে যেতে-না-যেতেই কালামের সংসারে অশান্তির ঝড় আসে। যে ক্ষোভ-ঘৃণা জামালের জন্য সঞ্চিত ছিল, নার্গিস তা স্বামীর ওপর বর্ষণ শুরু করে দেয়।

'তোমার মতলবটা কী শুনি? ঐ শয়তানটার সাথে এখনও এত মাখামাখি কিসের?'

'মাখামাখির কী দেখলে? লোকজন বাড়িতে এলে একটু ভদ্রতা করতে হয় না? তা ছাড়া স্থানীয় লোক, শত্রুতা সৃষ্টি করে লাভ কী?'

'জামালের বউ বলল, এর মধ্যে নিজেও কয়েকদিন একা একা গেছ ওদের বাড়ি।'

'কয়েকদিন কোথায়? জামাল সেদিন ডাকল তাই গেলাম।'

মিথ্যে অজুহাতটি দেখিয়ে কালামের ভয় হয়, পদ্যের প্রতি গোপন অনুরাগের রঙিন ছবিগুলো নার্গিস হয়তো দেখে ফেলেছে, কিংবা ধরে ফেলবে এক্ষুনি।

'প্রশ্রয় না পেলে জামাল তোমাকে দালালির পার্টনার ভাবে? শেষ পর্যন্ত জমির দালালি ব্যবসাই শুরু করলে তা হলে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী করি বলো তো। জামাল তো সরাসরি বলে ফেলল, অফিসের বা বাইরের পার্টি খুঁজে দিতে পারলে ভালো টাকা দেবে। এদিকে সংসারের যা অবস্থা। বাড়ি করতে গিয়ে তোমার বড় ভাইয়ের কাছে হাত পাততে হয়েছে। আবার কারেন্ট আনার জন্যে তুমি বাড়ি থেকে পাঁচ হাজার টাকা আনলে। এসব শোধ করতে হবে না?'

'বেতনের টাকায় যেহেতু জীবনেও ধার শোধ করার মুরদ হবে না, সেজন্যে দালালি ব্যবসা করে শ্বশুরবাড়ির ঋণ শোধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ– তাই না? ভালো, খুব ভালো।'

'এভাবে খোঁচা দিয়ে কথা বলছ কেন?'

'দালালকে মানুষ খোঁচা দেবে না তো, হুজুর হুজুর করে কথা বলবে? সমিতি করে টাকা না মেরেও বদনাম হলো। এরপর প্রেসিডেন্টগিরি করার শখ মিটেছে। তোমাকেও ভুল বুঝতে পারে ভয়ে জামালের ত্রিশ হাজার টাকা মারার কথাটা হাবিব খলিলকে বল নি এখনও। কিন্তু চেনাজানা লোকজনের কাছে জমি বেচে দালালি খেলে সত্য কি চাপা থাকবে? মিথ্যে কথা বলে মানুষকে ঠকালে মানুষ ছেড়ে কথা কইবে?'

কালামের মনে হয়, নার্গিস আসলে যোগ্য স্ত্রীর ভূমিকা পালন করছে। স্ত্রীর দালাল-বিরোধী ঘৃণার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে সে।

'ঠিকই বলেছ গো। আসলে দালালি ব্যবসা-ট্যবসা আমার দ্বারা হবে না। টাকার লোভে চোখে-মুখে মিথ্যে কথা বলতে হয়। এ আমি জীবনেও পারব না।'

'তা পারবে কেন? সাধু পুরুষ! ঘুষ খেতে পারে না। মানুষ ঠকাতে পারে না। এদিকে বউ-বাচ্চাদের কষ্ট দিতেও তো বিবেকে বাধে না।'

'ওহ! আমি দালালি-দুর্নীতি করে বেশি টাকা রোজগার করি, তুমি তা হলে সেটাই চাও?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ চাই। তা না পার যদি, ভণ্ডামি করবে না। টাকা রুজি করার বেলায় আদর্শ বেরয়। আর অন্য সময় চরিত্র কোথায় থাকে? ভণ্ড কাপুরুষ কোথাকার।'

'ভণ্ডামির কী দেখলে?'

'অত বড় দাগা খাওয়ার পরও জামালের সাথে কেন এত খাতির, বাসায় কী মধুর লোভে ঘুরঘুর কর – বুঝি না আমি? আজ পারলে মাগির পাখানাও কুকুরের মতো চেটে ধুয়েমুছে দিতে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতের শয্যায় এরকম কলহ বাঁধলে কালাম স্ত্রীর এ ধরনের খোঁচা হয়তো ঠাট্টা ভেবে উড়িয়ে দিত। কিন্তু ঘরে এখন শ্বশুরবাড়ি থেকে ঋণ করা টাকায় বিজলি বাতি জ্বলছে। টিভি ও মেহেমানদের উৎপাত বন্ধ হওয়ার পর মেয়েরা সবে বই নিয়ে বসেছে। আর নার্গিসের রাগ এখন অকৃত্রিম। মেজাজ বিগড়ালে তাকে আদিম, বড় হিংস্র দেখায়। স্ত্রীর এই রূপ একটুও ভালো লাগে না কালামের।

'ছি! তোমার মনটা এত নীচ!'

'মেয়েমানুষ দেখলে ছোঁক ছোঁক করে নিজের বউকে যে অপমান করে, তার মন খুব উদার না?'

কালামের মেয়েরা প্রতিবাদ করে। বড়টির কণ্ঠও মায়ের মতো ঝগড়াটে।

'চুপ করো তো বাবা। আমরা পড়ছি আর ওনারা ঝগড়া শুরু করল!'

ছোটটি মাকে পরামর্শ দেয়, 'আমরা ঘুমাবো এখন সেদিনের মতো আবার বিছানায় গিয়ে ঝগড়া কোরো মা।'

কালাম নিজের ঘরের আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। সিগারেট জ্বালে। নার্গিস এখন মেয়েদের উদ্দেশে গজরাচ্ছে।

'থাক, লেখাপড়া আর করতে হবে না। তোদের মানুষ করার জন্যে কি আর শহর ছেড়ে এমন জায়গায় বাড়ি করেছে? কিসের জন্যে এই জায়গার গুণ উথলে উঠেছিল বুঝতে বাকি নেই আমার।'

জামাল ও তার স্ত্রীকে দেখে নার্গিসের মেজাজ এতটা বিগড়ে যাবে, কালাম ভাবতে পারে নি। এমন ঘটবে জানলে পদ্যের ব্যাপারে আরও নির্বিকার থাকার চেষ্টা করত সে। পদ্য কি তার আড়ালে কালাম সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছু লাগিয়েছে? নাকি বাড়ির পেছনে বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনা এবং সেই টাকা পরিশোধে স্বামীর অক্ষমতা দেখে সন্ধ্যা থেকে গাজ্বালা শুরু হয়েছে নার্গিসের? যে-কোনো কারণেই হোক, স্ত্রীর গালমন্দ খেয়ে কালামের বুক খুব ভারী হয়ে ওঠে। সিগ্রেটের ধোঁয়া ক্রমে সেই ভার আরও বাড়িয়ে তোলে। ঢাকা শহরে বাড়ি করার যোগ্যতা কালামের নেই। নার্গিস বাড়ি বাড়ি করে তার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এই জায়গায় বাড়ি করার পেছনেও নার্গিসের স্বপ্ন-সমর্থন ও প্রেরণা জ্বালানির কাজ করেছে। কিন্তু বাড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বানাবার মতো মহা বিরক্তিকর কাজে বছর খানেক ধরে জ্বলতে হয়েছে তো কালামকেই। তার পরও যদি স্বামীর স্বল্প আয় ও নির্বাসনের বাড়ি নিয়ে নার্গিস খোঁটা দেয়, তো কেমন লাগে? অভিমানে একাকিত্বে নির্মম সত্য অনুভব করে কালাম। নিজেকে শোনায় সেই সত্য, আসলে নার্গিসের সঙ্গে তার মন-মানসিকতার কোনো মিল নেই। জামালের মতো অর্থলোভী কোনো ছেলেকে স্বামী হিসেবে পেলে বেশি সুখী হতো সে। আর কালাম যদি পদ্যের মতো একটি সুন্দরী মেয়েকে বউ হিসেবে পেত, স্বামীর টাকার লোভ অগ্রাহ্য করে যে বই ভালোবাসে এবং এক পদ্যকারের ঘরে জন্ম হওয়ায় কবিদের প্রতি যার আকর্ষণ প্রায় জন্মগত, এমন একটি সমমনা মেয়েকে জীবন-সাথী হিসেবে পেলেও কি কালামের ভেতরে পরনারীর সৌন্দর্যভোগের তৃষ্ণা দাউদাউ করে জ্বলে উঠত?

বিয়ের বছর দুয়েক পরে স্ত্রীর এক খালাতো বোনকে ঘিরেও এরকম হয়েছিল। শ্যালিকার সঙ্গে মধুর সম্পর্কটা গোপনে বহুদূর পর্যন্ত গড়াবার অবকাশ ছিল। কিন্তু মাত্র চুম্বন পর্যন্ত গড়াতে নার্গিস প্রায় হাতেনাতে ধরে ফেলে। ঠাট্টা-ইয়ার্কির মতো সামান্য একটা চুমুকে নিয়ে কম কেলেঙ্কারি করে নি নার্গিস। এইটুকু দোষের জন্যে কালামের সকল গুণাবলি সেই যে খারিজ করে দিয়েছে নার্গিস, তার পর থেকে সন্দেহ তো করেই, স্বামীকে ভাবে চরিত্রহীন ভণ্ড। অথচ প্রায় এক যুগ ধরে সংসারে বন্দি হয়ে আছে কালাম। নার্গিস ছাড়া অন্য কোনো নারীর সাথে সম্পর্কের স্বাদ কেমন জিনিস কালাম জানেও না। তার পরেও স্ত্রীর কাছে এমন ব্যবহারটা পেলে কার না মন খারাপ হয়?

যে পদ্যকে শুধু কয়েক পলকমাত্র মুগ্ধ নজর উপহার দেয়ায় ঘরে আজ এমন অশান্তি, স্ত্রীর ওপর প্রতিশোধ নিতে যেনবা, কালাম পদ্যের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ তুলে দেয়। ঘুরেফিরে নানা ভঙ্গিতে শুধু পদ্যকে দেখে, ভাবনা-কল্পনা শুধু পদ্যকে ঘিরেই আবর্তিত হতে থাকে। কালামের মনে হয়, পদ্য স্বামীর সংসারে তার মতো একা এবং অসুখী। সমাজ পরিবেশের বৈরী বাস্তবতায় বন্দি কালামের মন যেমন মুক্তি খোঁজে, পালাতে চায়, পদ্যের মনও ঠিক তেমনি। দু জনের মধ্যে এত মিল থাকার কারণেই হয়তো গভীর রাত অবধি তারা একই বিছানায় জেগে থাকে। পাশের ঘরে নার্গিস মেয়েদের সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু কালাম পদ্যকে নিয়ে জেগে থাকে। চরাচরে গভীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতের নিস্তব্ধতা, কিন্তু বিছানায় পদ্যকে নিয়ে কালামের ভাবনা-কল্পনা ক্রমে মুখর হয়ে ওঠে।

একসময় ক্লান্ত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কালাম। কী লাভ এভাবে দেহ-মনকে কষ্ট দিয়ে? মাঝরাতে পদ্যের জন্যে আকাশকুসুম যতই চয়ন করুক, দিনের মধ্যে নিচিন্তাপুরের পদ্যকে পাওয়ার জন্য পৃথিবীতে একটি পথও খোলা থাকবে না কালামের জন্যে। কালাম পেচ্ছাব করার জন্য বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

বাথরুম সেরে ফিরে পাশের ঘরের আলো জ্বালে। মেয়ে দুটি ঘুমিয়ে কাদা। তাদের পাশে নার্গিসও। অন্ধকারে হঠাৎ আলোর লাফ দেখেও ঘুম ভাঙে না নার্গিসের। পরনের শাড়ি পায়ের ওপর ওঠে এসেছে অনেকখানি। সেই পায়ের দিকে তাকিয়ে কলতলায় দেখা পদ্যের ফর্সা পায়ের গোছ মনে পড়ে। নার্গিসের কণ্ঠে পদ্যের সুন্দর পাখানা কুকুরের মতো চেটে দেয়ার খোঁচাটিও মনে পড়ে। তারপর সেই পায়ের আকর্ষণেই কি না কে জানে, লাইট নিভিয়ে দিয়ে কালাম চোরের মতো চুপিচুপি স্ত্রীর বিছানার দিকে এগোয়।

AMARBOI.COM

স্বপ্নের বাগানে কালবোশেখি

ঘরের সামনে কাঠা দেড়েক খালি জায়গা। তার মধ্যে আবার মাঝারি সাইজের চৌকো একটি গর্ত। কালামের মেয়েরা বলে 'আমাদের পুকুর'। কিছু তেলাপিয়া মাছ ছাড়া হয়েছে। এ ছাড়া কালাম বাজার থেকে কই-শিং ধরনের জিয়ল মাছ আনলে, তার মেয়েরা চিলের মতো ছোঁ মেরে পুকুরে ছেড়ে দিয়ে দু-চারটিকে প্রাণে বাঁচিয়েছে। ছোট্ট পুকুরের জল বাড়ির মানুষ কেউ ব্যবহার করে না। তবে ব্যাঙেরা দিনমান লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে স্নান করে।

ছোট্ট পুকুর ছাড়াও কালামের উঠানের শোভা বাড়িয়েছে এখন ছোট্ট এক সবজিবাগান, আর একটি লাউ-মাচা। এ ছাড়া উঠান ঘিরে আছে নারকেল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়ারা ও পেঁপে গাছের চারা। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে বাড়ির উন্নতি ও ভবিষ্যতের কথা ভাবলে, কিংবা অবসরে উঠানে বসলে, নিজের হাতে লাগানো গাছের পাতা বাতাসে স্বপ্নে দোল খায়, রাতের জ্যোৎস্না নারকেল গাছের চিরল পাতার ফাঁক দিয়ে উঠানে গলে গলে পড়ে। পেয়ারা গাছে ডাঁসা পেয়ারা, পেঁপে গাছে একগুচ্ছ সবুজ পেঁপে ঝুলতে দেখে তারা। এইসব স্বপ্ন মনে বল আনে। কিন্তু স্বপ্ন সত্যি হয়ে ওঠার আনন্দ আরও অনেক বেশি। চারাগাছগুলোর আগে কালামের নিজ হাতে করা সবজিবাগান ও লাউয়ের জাঙলা স্বামী-স্ত্রীকে স্বপ্ন সফল হওয়ার আনন্দ উপহার দেয়।

ছুটির দিন নার্গিস লাউগাছের গোড়ায় পানি দিতে গিয়ে স্বামীকে ডাকে, 'কই গো, এদিকে এসো।'

কালাম জাঙলার নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। লাউয়ের বাড়ন্ত ডালগুলোকে ছোট জাঙলাখানা আর ধরে রাখতে পারছে না। সাদা ফুল ছেড়েছে অনেকগুলি। এর মধ্যে যে কয়েক ইঞ্চি লম্বা লাউবাচ্চাও হয়েছে, নার্গিস স্বামীকে দেখিয়ে দেয়। মুখে বড় তৃপ্তির হাসি। নিজের বাড়িতে নিজ হাতে লাগানো লাউয়ের প্রথম ফল। কালাম আঙুল তুলে অন্য একটি লাউবাচ্চা দেখাতে গেলে নার্গিস তার আঙুল মটকে দেয়।

'খবরদার। আঙুল দিয়ে দেখাবে না। তা হলে পচে যাবে।'

'ওহ! সরি।'

'জান, তুমি যখন অফিসে, মেয়েরা স্কুলে, একা একা বাড়িতে ভালো না লাগলে লাউ গাছটা দেখলে মনটা ভালো হয়ে যায়।'

স্ত্রীর ভালোলাগা কালামের মধ্যে সহজে সংক্রমিত হয়। লাউয়ের ডগমগ ডালগুলো দেখতে তারও বেশ ভালো লাগে। পাশে কয়েকটি টমেটো ও বেগুন গাছ। মাসখানেকের মধ্যে টমেটো গাছেও ফুল-ফল আসবে। কালাম বাঁশের কাঠি গেড়ে একটা টমেটো গাছকে খাড়া করে দেয়ার সময় গাছের ঝাঁজালো গন্ধ পায়।

'জামালের প্রস্তাবে রাজি হয়ে জমির দালালি ব্যবসা যদি করতাম!'

'থাক, জমির দালালির নামে মানুষ ঠকানো টাকা আমাদের দরকার নেই।'

'আরমান দালালের মতো বাড়ি না হোক, আর কয়েক কাঠা বেশি জমি থাকলে একটা ছোট পুকুর আর তরকারির বাগান করতে পারতাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আল্লা যা দিয়েছে তাতে হাজার শোকর।'

'কেরানির চাকরির চেয়ে কৃষিকাজে আমি বেশি আনন্দ পাই জান? অথচ আল্লা আমাকে জমি দেয় নি।'

'সেদিন কোদাল দিয়ে এইটুকু জমি কোপাতে গিয়ে হাতে ফোস্কা পড়েছিল। ঘেমেটেমে হ্যাকর হ্যাকর উঠে গিয়েছিল, আবার ওনার কৃষিকাজ করার শখ!'

সবজিবাগানে স্বামী-স্ত্রীর মধুর বাক্যালাপ হঠাৎ থেমে যায়। বাইরে অচেনা ভদ্রলোকের উপস্থিতি। নার্গিস মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে নিচু কণ্ঠে বলে, 'তোমার জামালের কোনো পার্টি মনে হচ্ছে। জামাটা গায়ে দিয়ে যাও।'

বাঁশের বেড়ার গেটের কাছে দাঁড়িয়ে অচেনা আগন্তুক। পরনে নীল রঙের সাফারি। চোখে সরু রিমের সানগ্লাস। হাতে ৫৫৫ সিগারেটের প্যাকেট। বয়সটা কালামের থেকে সামান্য বেশি কিংবা কম। ভদ্রলোকের দু পাশে লুঙ্গি পরা, গাঁয়ের স্থানীয় যুবক দুটি মুখচেনা। কী এক ফাংশনের চাঁদা তোলার জন্যে কালামের বাড়িতে আগেও এসেছিল।

কালামের বিনীত সালামের জবাবে সাফারি পরা ভদ্রলোক কালামকে আপাদমস্তক জরিপ করে।

'আপনি এই বাড়ির মালিক। মানে নতুন বসতির প্রেসিডেন্ট সাব?'

'জি। আপনাকে ঠিক চিনলাম না।'

'আরে মিয়া নিচিন্তপুরে আইয়া বাড়ি করছেন, আর আরমান ভাইরে চেনেন না এখনও!'

কালামের ভেতরে বিস্ময়ের সঙ্গে ভয়ও উথলে ওঠে, ভদ্রতার হাসি দিয়ে তা আড়াল করতে পারে না। আরমানের মতো বিপজ্জনক মানুষ তার বাড়িতে কেন?

'আপনে প্রেসিডেন্ট মানুষ। আমার লগে দেখা করনের হয়তো টাইম পান না, তাই নিজেই চইলা আসলাম।'

'আপনার কথা অনেক শুনেছি, আরমান ভাই।'

'হ, হুনবেনই তো। আমি জমির দালালি কইরা মানুষের মাথায় বাড়ি দিয়া লাখ লাখ টাকা কামাইছি, মেলা সম্পত্তি করছি। একাত্তরে রাজাকার আছিলাম। জামাল ছাড়াও আমার নামে এইসব কথা অনেকের কাছেই হুনতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারবেন। কিন্তু আপনি যে ভেজাল সম্পত্তি কিইনা বাড়ি করলেন, এই সম্পত্তি কিনলে আমার লগে আপনাকে ফাইট করতে হইব – এই খবরটা আপনারে কেউ হোনায় নাই?'

'নাহ! মানে?'

লোকটা কি ঠাট্টা করছে, নাকি গায়ে পড়ে ঝগড়া বাঁধানোর ফন্দি? কালাম মনে মনে সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করে।

'জামাল আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। হুনি ওয়াইফ লইয়া প্রায় আসে আপনার বাড়িতে। আপনিও যান। তা ছাড়া দুই বন্ধু মিইলা জমি কেনাবেচার ব্যবসাও আরম্ভ করছেন। বন্ধু হইয়া জামাল বন্ধুর এমন সর্বনাশের খবরটা শোনায় কেমনে?'

'আপনি কী বলতে চাচ্ছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'পারবেন। এ দ্যাশের সব মানুষই বুঝতে পারব। তা এক কাম করেন, প্রেসিডেন্ট সাব। আপনি আপনার সুমিতির মানুষজনরে ডাক দেন, আমি জামালরে ডাইকা পাঠাই। ঝগড়াটা সবার সামনেই মানে সাক্ষী-সাবুদ রাইখা স্টার্টকরণ ভালা।'

আরমান এবার সঙ্গী দুজনকে নিয়ে কিছুটা তফাতে যায়, ওদের কানে কানে কী যেন বলে। ছেলে দুটি সালুর বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকলে, আরমান পেছন থেকে আবার চেঁচিয়ে ডাকে, 'ওই হুন। সালুরে কবি আমার কথা য্যান না কয়। তা হইলে কিন্তু অইব না।'

কালামের কাছে এসে আরমান সিগ্রেট জ্বালে।

'আপনি আপনার সুমিতির দুই-চাইর জনরে ডাকতে পারেন।'

'আমার কোনো লোক লাগবে না, ভাই। যা বলার সোজা-সাপ্টা আমাকে বলতে পারেন।'

'দেখি আপনার বন্ধু জামালরে খবর দিলাম। তার সামনে বললেই ব্যাপারটা আরও ক্লিয়ার হবে।'

কালামের দিকে ধোঁয়া ছেড়ে আরমান এবার নানান প্রশ্ন করতে থাকে – দ্যাশ কই, কোন অফিসে চাকরি, সঙ্গে যারা এ জমি কিনেছে তাদের পরিচয় কী, কাঠা কত কইরা দাম দিছেন ইত্যাদি। আরমানের টুকটাক প্রশ্নের জবাবে কালামের আত্মপরিচয় যেটুকু বিস্তৃত হয়, তার চেয়ে ভেতরে ভেতরে আগন্তুকের ক্রমবর্ধমান হিংস্র অস্তিত্বের বিস্তার অনুভব করে সে অনেক বেশি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যুৎ আসার আগে যে ভয়ঙ্করকে মোকাবেলার জন্যে প্রায়ই রাতভর ভয় নিয়ে জেগে থাকত, আজ সে দিবালোকে চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যেন। প্রকাশ্য দিবালোকে কালামের বিরুদ্ধে কী এক চক্রান্তের জাল ছড়াচ্ছে আরমান। অথচ কালাম এখনও ধরতে পারছে না। বুক ধুকধুক করছে কেবল। আরমান সম্পর্কে শোনা কত কথা মনে পড়ে কালামের।

আরমানের বাবা ছিল এ গাঁয়ের সামান্য এক গেরস্ত। এখন যেখানে সুদৃশ্য তিনতলা বিল্ডিং, বিশ বছর আগেও সেখানে ছিল একটিমাত্র মাটির ঘর। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গাঁয়ের বেকার যুবক আরমান রাজাকার হয়। সেই সময়ে হিন্দুদের ধনসম্পত্তি লুট করে অনেক টাকার মালিক হয় আরমান। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় পালিয়ে থেকেছে অনেক দিন। তারপর শহর থেকে পার্টি ধরে এনে গাঁয়ের জমি কেনাবেচার ব্যবসা সেই প্রথম শুরু করে। দালাল শিরোমণি আরমানই নাকি জমির কাগজপত্র বোঝে উকিলের মতো। ভেজাল সম্পত্তি জলের দরে কিনে তাতে নির্ভেজাল অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তার মাথায় আছে আইনের হাজারো মারপ্যাঁচ। এ ছাড়া ক্ষমতা, অনুগত মস্তানবাহিনী এবং অগাধ অর্থ। নিচিন্তাপুরে সে যে ধনেমানে সেরা লোক, এটা দেখানোর জন্যেই নাকি সে ১৮ লাখ টাকা খরচ করে গাঁয়ে জমি সুন্দর বিল্ডিং করেছে। গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছিল আরমান। ঘোষণা দিয়েছিল, তার স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ৫ লাখ খরচ করলে সে করবে ১০ লাখ। গাঁয়ের মোড়ল-মুরব্বিদের চাপে, নগদ ১ লাখ টাকা আর আগামীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যান প্রার্থী পদে গ্রামবাসীদের আগাম সমর্থন আদায় করে, স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর সমর্থনে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছিল আরমান। চেয়ারম্যান হতে না পারলেও, চেয়ারম্যান নাকি তার হাতের পুতুল। মাত্র দু-তিন দিন আগেও সালুর কাছে শোনা গেছে, আরমান এ জায়গায় একটি সিনেমা হলও দেবে। সেখানে চাকরি পাবে সালু।

আরমান সম্পর্কে শোনা নানারকম তথ্য মনে পড়ে আর অন্তর্গত ভয়টা বাড়তে থাকে কালামের। গাঁয়ের ছোটখাটো দালালদের এড়িয়ে চলতে ভালোবাসে যে কালাম, সেখানে দালাল-সম্রাট আরমান গায়ে পড়ে তার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসে কেন? এখন পর্যন্ত আরমানের সঙ্গে দেখা করে কালাম তাকে যথাযথ সম্মান দেখায় নি, জামালের সঙ্গে তার ওঠাবসা, সালুর জমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিনতে চাওয়া, সমিতির প্রেসিডেন্ট হওয়া – কোন অপরাধে নিরীহ কালাম আরমানের মতো ভয়ংকর মানুষের শত্রু হয়ে উঠল?

'জামালের সঙ্গে বন্ধুত্ব হইল কেমনে?'

প্রশ্নটির জবাব দিতে দিতে, সানগ্লাসের আড়ালে আরমানের রহস্যময় চোখ দেখে চকিতে মনে পড়ে, সুন্দরী পদ্যের প্রতি এই চোখে কামনার আগুন জ্বলেছিল। পদ্যের প্রতি গোপন দুর্বলতা আছে কালামের। আরমান কি তাও জেনে ফেলেছে? অপরাধ যাই হোক, এমন ঘৃণিত ক্ষমতাবান মানুষের খপ্পরে পড়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না কালাম। গৃহ-প্রবেশের রাতে ঘরের মধ্যে সাপ দেখামাত্র যেভাবে মেরেছিল, সাপের চেয়েও ভয়ংকর প্রাণীটিকে মারা দূরে থাক, প্রতিরোধের কোনো পথ খুঁজে পায় না সে। অগত্যা আরমানকে বাড়ির ভেতরে ডাকতে হয়।

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন, আসুন না আরমান ভাই, ভেতরে এসে বসুন।'

বারান্দায় চেয়ার পেতে অতিথিকে বসতে দিয়ে কালাম ঘরে ঢোকে। স্বামীর বোবা ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে স্ত্রীর উদ্বেগ বাড়ে।

'লোকটা কে? কী চায়?'

'আরমান দালাল। ব্যাপারটা বুঝতেছি না। বলল যে জমিতে নাকি ভেজাল, আরও লোকজনকে ডাকতে বলল, জামালকে ডাকতে লোক পাঠিয়েছে নিজেই।'

'বললেই হলো! কাগজপত্র দেখে নিয়েছি না আমরা? তুমি শয়তান দালালকে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দিলে কেন?'

নার্গিস পারলে যেন এখনই ঝাড়ু হাতে লোকটাকে মারতে যায়। কালাম নিঃশব্দে, ভঙ্গি দিয়ে যতটা সম্ভব, তীব্র ধমক দিয়ে স্ত্রীকে নিরস্ত্র করে। বিরক্ত ও অনুতপ্ত হয় নার্গিসকে কথাটা বলে ফেলার জন্যে। এভাবে ঝগড়া প্রতিবাদ করে কি আরমানের মতো মানুষকে প্রতিরোধ করা সম্ভব? কীভাবে যে সম্ভব তা নার্গিসের পরামর্শ ছাড়া কালামকে একা দেখতে হবে। ধমকের স্বরে চায়ের আদেশ দিয়ে সে আবার শত্রুর মুখোমুখি বসে।

আরমান কি নার্গিসের কথা শুনতে পেয়েছে? ঠোঁটের কোণে প্রচ্ছন্ন হাসিটার সঙ্গে শয়তানি সম্পর্ক, না কি নিছক মজা পাওয়ার আনন্দ? কালাম সহজ হওয়ার চেষ্টা করে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনার বাড়িটা কিন্তু খুব সুন্দর, আরমান ভাই। আপনার মতো লোকজন আছে বলে জায়গাটা দ্রুত উন্নত হবে আশা করছি।'

'আপনাদের জেলার সোলেমান সাবরে চেনেন? মিরপুরে দুইটা গার্মেন্টস, স্টেডিয়ামে একটা ইলেকট্রনিকস দোকান আছে। সোলেমান সাবরে এই বনদে দশ বিঘা জমি কিইনা দিছি। এইখানেও তার ইন্ডাস্ট্রি করার পেলান আছে। আহসান সাব হেইদিন বউ পোলাপান লইয়া জমি দেখতে আইছিল। সারা দিন আমার বাড়িতে থাইকা পিকনিক কইরা গ্যাছে। বন্ধু মানুষ।'

কালাম তার স্ব-জেলার কোটিপতির নামও শোনে নি। তবু বেশ উৎসাহী হয়ে হয়ে ওঠে।

'তাই নাকি? আপনার মতো লোকজন আছে বলে ওনার মতো ধনী মানুষ এখানে জমি কিনে ইন্ডাস্ট্রি করার সাহস পাচ্ছে। আরমান ভাই, আপনি এলাকার চেয়ারম্যান হলে জায়গাটা আরও তাড়াতাড়ি ডেভেলপ হতো। তা এবার দাঁড়াবেন তো?'

আরমান সরাসরি তাকালে কালামের আন্তরিকতা নিজের কাছেও সন্দেহজনক হয়ে ওঠে। তোষামোদ করা স্বভাব নয় তার, অভ্যাসও নেই। কিন্তু ক্ষমতাধর লোকটাকে তুষ্ট করার বদলে তার বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রতিবাদ নিয়ে রুখে দাঁড়াবার মতো ব্যক্তিত্বের জোর সে খুঁজে পায় না। তা ছাড়া তেমন সাহস দেখানোটা বোকামির নামান্তর হবে না?

'গত ইলেকশনে ছিদের বশে নমিনেশন পেপার সাবমিট করছিলাম। পলিটিক্সে আমার ইন্টারেস্ট নাই। জিয়া সরকার এরশাদ সরকারের অনেক মন্ত্রী-এমপির লগে আমার জানাশোনা। তারা দলে টানার চেষ্টাও করছে। ইচ্ছা এবং চেষ্টা করলে এ জায়গার এমপি হিসেবে নমিনেশনও পাইতে পারতাম।'

'তা হলে তো আরও ভালো হয়, আরমান ভাই। যে দলই করুন না কেন, পলিটিক্স আপনাকে করতে হবেই। পলিটিক্স ছাড়া ক্ষমতা নাই। মানে ক্ষমতা যাদের আছে, পলিটিক্সের বাইরে তারা কেউই নাই।'

'ভালোই পলিটিক্স বোঝেন মনে হইতেছে। তা প্রেসিডেন্টের দ্যাশের লোক, নিজেও প্রেসিডেন্ট মানুষ – পলিটিক্স তো বুঝবেনই। কোন পার্টি করেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালাম দ্বিধায় পড়ে। তার একসময়ের রাজনৈতিক স্বপ্ন-বিশ্বাসের কথা বলে লোকটার সঙ্গে শত্রুতার সম্পর্ক স্পষ্ট করতে চায় না সে। আবার স্ব-জেলার অধিবাসী অসীম ক্ষমতাবান রাষ্ট্রপতি ও তার দলের সঙ্গে মিথ্যে সম্পর্কের কথা বলে আরমানকে ভয় দেখানোর কথা ভাবলেও, এতখানি গলাবাজি করারও সাহস হয় না। তার চেয়ে বরং সত্যি কথা বলাই ভালো।

'না ভাই, কোনো দলাদলির পলিটিক্সে আমি নেই। সামান্য মানুষ। ছোট এক চাকরি করি। কাউকে না ঠকিয়ে সৎভাবে চলার চেষ্টা করি। ঢাকায় ভাড়া বাসায় টিকতে না পেরে অনেক কষ্টে আপনাদের গ্রামে মাথা গোঁজার এই ঠাঁইটুকু করেছি।'

'দলাদলির গ্যাঞ্জাম আমিও পছন্দ করি না। পলিটিক্স কইরা ক্ষমতা চাইলে ক্ষমতার হেডদের চামচা হইতে হয়। দালালি করতে হয়। মন্ত্রী কন, বিরোধী নেতা কন – এ জামানায় পাবলিক সবাইরে কয় দালাল। তার চাইতে আমার স্বাধীন দালালি ব্যবসাই ভালা। না কী বলেন?'

'ঠিকই বলেছেন। তা ছাড়া দালাল, মিডলম্যান মানে এজেন্ট তো সব দেশে সব ব্যবসাতেই আছে।'

'তা জামালের লগে জমি বায়না করছেন শুনলাম। কত টাকা ইনভেস্ট করছেন জমির ব্যবসায়?'

'ভুল শুনেছেন, আরমান ভাই। সংসারই চালাতে পারি না ঠিকমতো, জমির ব্যবসা করার টাকা কোথায় পাব?'

'বুঝছি, আসল কথা আমারে কইবেন না। ঠিক আছে।'

এ সময় সালু এবং আরমানের প্রহরী যুবক ফিরে আসে। সালু বারান্দায় ঢুকে উত্তেজিত স্বরে কথা বলে।

'জামাল তো আইল না, মামু। এনার কথা কইয়া কত ডাকলাম, কইল যে পরে যামু আমি।'

'হ বুঝছি। আমার আসার খবর পাইয়া গেছে।'

'কী রকম শয়তান চিন্তা করেন। বন্ধু সাইজা ত্রিশ হাজার টাকা দালালি খাইচস, তা খা, সবাই খায়। কিন্তু বন্ধুরে ভেজাল জমি দিলি ক্যান? কালাম ভাইরে আমি হেইদিনও কইছি, বেশি কথা-কওইন্যা মানুষ বেশি সুবিধার নয়।'

'জামাল যা ব্যবসা করার কইরা নিছে। অহন আপনি আপনার জমি বুইঝা লন, আরমান ভাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওই, তোরা এত মাতবরি করিস ক্যা? আমার জমি আমি কেমনে বুইঝা লই, সেইডা আমি বুঝুম। তোরা অহন যা তো, মামু তুমিও যাও। আমি প্রেসিডেন্ট সাবরে একটা কথা কইয়া আসি।'

সালু ও আরমানের অনুচরটি চলে যাওয়ার পর আরমান আবার সিগ্রেট জ্বালে।

'জামাল এবং আপনার আপনা লোকজনের সামনে কথাটা আমি ডিক্লেয়ার দিতে চাইছিলাম। কথাটা হইল জামালের মাধ্যমে আপনি ও আপনার অফিসের লোক যে জমি কিনছেন, সেই জমির মালিক আসলে আমি।'

'দেখুন আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না। আমরা তো দলিল, ভায়া দলিল, মিউটেশন এসব দেখে আসল মালিকের কাছ থেকে জমি রেজিস্ট্রি করে নিয়েছি।'

'জমিজমার আসল মালিককে কী অত সহজে চেনা যায়? নাকি সবাই চিনতে পারে? চল্লিশ সালের রেকর্ডে এই জমির মালিক ছিল নিখিল রঞ্জন রায়। তার মৃত্যুর পর তার পোলা সুধীর রায় এই জমি বেইচা ইন্ডিয়া চইলা যায়। তারপর দুই-তিন হাত ঘুইরা এই জমি আপনারা কিনছেন। কিন্তু নিখিল রঞ্জনের আর দুই পোলা শচীন ও সতীশ রায় যে আগে ইন্ডিয়া চইলা গেছিল এবং তারা এখনও বাঁইচা আছে, তাদের কাছ থাইকা এ সম্পত্তি ক্রয় করছি আমি। এজন্যে আমারে বহু কাঠখড় পোড়াইতে হইছে, ইন্ডিয়া যাইতে হইছে দুইবার। কেন এত কর্মছি হেইডা আমি অহন আপনারে বলব না। তবে জামালরে কিন্তু নিষেধ করছিলাম, চেনাজানা বন্ধু মানুষরে ভেজাল জমি দিস না। জামাল কী জবাব দিছিল জানেন? আরমান ভাই, অহন বাগড়া দিয়েন না। বেইচা লই, তারপর আইনে যা হয় আপনি কইরেন। বুঝলেন এলায় ব্যাপারটা?'

'দেখুন, মুখে আপনি এসব গল্প বললেই তো হবে না। আমার অফিস কলিগরাও যে সে লোক নয়। একজন বেশ বড় অফিসার, কাগজপত্র-আইন তারাও ভালো বোঝে। পরিচিত মন্ত্রী-আমলা তাদেরও অনেক আছে।'

'ওই মিয়া প্রেসিডেন্ট, এই ডর আমারে দেখাইয়া কোনো লাভ হইব না।'

'ভয় তো আপনি দেখাতে এসেছেন, ভাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভদ্র ব্যবহার কইরা ঘরে বসাইলেন, আমিও ভদ্রভাবে ব্যাপারটা ক্লিয়ার কইরা কইলাম। ফালতু কাইজা করার মানুষ আমি নই। আমার জমি এবার আমি বুইঝা নিমু – আপনার যত ক্ষমতা আছে, তা দিয়া ঠেকাইতে পারলে ঠেকাইয়েন।'

কালাম তোয়াজ ও প্রতিবাদের সকল ভাষা হারিয়ে ফেলে। উত্তেজনায় বুক ধকধক করে কেবল। তার অস্তিত্ব নির্মূল করার জন্য মাথার ওপর নির্মম খড়্গ উঁচিয়ে ধরে আরমান দালাল হাসে।

ঘরের ভেতর থেকে নার্গিস শুনতে পাচ্ছিল সব। স্বামীকে পরাস্ত হতে দেখে নিজেই এবার বীরাঙ্গনার বেশে কালামের পেছনে এসে দাঁড়ায়।

'এটা কী মগের মুল্লুক? বিদেশি মানুষজনকে গরু-ছাগল ভাবেন? ভয় দেখিয়ে দূর দূর করলে তারা পালিয়ে যাবে, না?'

আরমান নার্গিসের তেজ দেখেও মুগ্ধ হয় যেন। কালামের দিকে তাকিয়ে আরও শান্ত গলায় জবাব দেয়, 'মাইয়া মানুষের লগে ঝগড়া আমি করি না।'

'নিজেদের সর্বস্ব ব্যয় করে এই বাড়ি করেছি। হারামির টাকা দিয়ে নয়। এ জমি আপনার বললেই হলো! দেশে কি আইন-কানুন নাই? সমাজ নাই? কাগজপাতি আমরা বুঝি না?'

'বুঝলে তো কুনো সমস্যাই নাই। তা ছাড়া দেশে হাই কোর্ট-সুপ্রিম কোর্ট– সবই আছে। গ্রামেও বিচার-সালিস করার লাইগা চেয়ারম্যান-মাতবর কত আছে! তা আপনারা কোন লাইনে আগাইতে চান, এক সপ্তাহের মধ্যে আমারে জানায় দিয়েন, প্রেসিডেন্ট সাব। আপনার বন্ধু জামাল আর অন্য পার্টনারদেরও কইয়া দিয়েন। সাত দিনের মধ্যে আমার জমি কিন্তু আমি বুইঝা লমু।'

আরমান উঠে দাঁড়ায়। চলে যেতে যেতেও নার্গিসের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে, 'চা-টা কিন্তু খাওয়াইলেন না, ভাবি সাব। যাইয়েন আমার বাড়িতে। দলিলের কপি দেইখা একটু চা-টা খাইয়া আইসেন। বিদেশিগো লগে খারাপ ব্যবহার আমি করি না।'

আরমান চলে যাওয়ার পরও কালাম পাথুরে মূর্তির মতো নিস্পন্দ বসে থাকে।

'হারামজাদার এত বড় সাহস! শয়তানটার মাথা ফাটিয়ে দিয়ে থানায় ডাকাতি কেস দিলে ভালো হতো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালাম যে ধমকটা আরমানকে দিতে পারে নি, তা হঠাৎ স্ত্রীকে উপহার দেয়, 'চুপ করো। কিছু না বুঝে এত ফ্যাচফ্যাচ কর কেন?' তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে।

আরমানের জান্তব ক্ষুধা ও উন্নয়নের রাজনীতি

প্রান্তরের উঁচুনিচু ঘেসো রাস্তায় দুটি গাড়ি ব্যাঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে যেন। একটি লাল ও অন্যটি শাদা টয়োটা। গাড়ি দুটির আগেপিছে হাঁটাপথে গাঁয়ের বেশকিছু মানুষ। অধিকাংশ তরুণ। সাদাটিতে ঢাকা থেকে আগত শিল্পপতি এবং প্রান্তরের পনেরো বিঘা জমির মালিক। লালটির ভেতরে আরমান ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও দুটি ইটভাটার মালিক, নামও তার ইটা মজিবর। গাড়ির লাফে আরমানের মাথা সিটে মৃদু বাড়ি খেলে ড্রাইভারকেও মৃদু ধমক দেয়, 'ওই মিয়া, আস্তে চালা। চেয়ারম্যান সাবের টুপি ফাটব।'

চেয়ারম্যান টুপিতে হাত দিয়ে সহাস্য জবাব দেয়, 'আর কয়দিন? ইটা মজিবরের ব্যাবাক ইটা এবার এই রাস্তাই খাইব।'

ইটাও হাসে।

আরমানের চকিতে মনে পড়ে, এই টুপিঅলাও একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধা ছিল। ইলেকশনের টাইমেও আরমানকে রাজাকার বলে বদনামি ও শত্রুতা কম করে নি। এখন আরমানের পাশে বসে, আরমানেরই গাড়িতে লাফানোর খুশিতে হাসছে।

আরমান উইন্ডো গ্লাস নামিয়ে বাইরে তাকায়। শীতের শুরু। ফলে প্রান্তর এখন শুকনো ন্যাড়া মাঠ। ঢাকায় বাসা ছাইড়া আরমান দালাল পেরায় পেরায় গ্রামে আসে ক্যান জান? নিচিন্তাপুরের জমিজমা গিইলা খাইতে আসে। আরমান জানে, তার সম্পর্কে এরকম কথাও গ্রামে চালু আছে। কথাটা প্রথম যেই রটাক, মিথ্যে বলে নি। যখনই সে প্রান্তরে আসে, শূন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরাচরে ঘাস-গোবর-আইল কিংবা ধানখেত-ঘুঘলি-শামুক যাই থাক, সবসুদ্ধ অনেক অনেক জমি গিলে খাওয়ার রাক্ষুসে খিদে নিজের ভেতর টের পায় আরমান।

মনে পড়ে, এই খিদে প্রবল হয়েছিল ১৯৭১-এ। খিদে মেটাতেই রাজাকার বাহিনীতে নাম লিখিয়েছিল আরমান। এর মূলে পাকিস্তান জিন্দাবাদ করার কোনো আদর্শ ছিল না। ইসলামি রাজনীতিও সে করে নি। জয় বাংলাঅলাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রতিবেশী দেশ ইন্ডিয়াকে যেমন, তেমনি এলাকার হিন্দুদেরও মনে হয়েছিল প্রধান শত্রু। বহু হিন্দু পরিবার বাস করত গ্রামে। নিচিন্তাপুরের পাশে গোপীনাথপুর, চিতাশাল, মাথাখারাপ ইত্যাদি ছিল হিন্দুপ্রধান গ্রাম। এ জায়গার বেশিরভাগ বিষয়-সম্পত্তির মালিকানা ছিল তাদের নামে। আর ব্রিটিশ আমলে এই বিশাল প্রান্তর পুরোটাই ছিল হিন্দু জমিদারের অধীন। একাত্তরে যখন দেশজুড়ে গণ্ডগোল, হিন্দুরা ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে শুরু করলে আরমান সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে। ক্ষমতা বাড়াতে সুযোগটির সদ্ব্যবহার করার জন্য পাকবাহিনীর দালালি না করে উপায় ছিল না তার। কারণ এ সময়ে আরমানের নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা আর কতটুকু? নিজের কাছেও স্বীকার করতে লজ্জা হয়, বিড়ি ফোঁকার পয়সাও জুটত না। সেই আরমান একাত্তরের কয়েক মাসে লাখ টাকার মালিক হয়ে উঠল। মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে গ্রামে টিকতে না পেরে পালিয়ে গেল ঢাকায়। এক অবাঙালির মেয়েকে বিয়ে করে ঢাকায় বাড়ি-ব্যবসা সবই হলো। কিন্তু জন্মভূমির প্রান্তরে সোনার টুকরা জমিগুলো গিলে খাওয়ার পুরনো খিদে ভোলে নি আরমান।

শেখ মুজিব নিহত হবার পর, জিয়াউর রহমান যখন প্রেসিডেন্ট, রাজাকার পয়দাকারী জামাতে ইসলামও আবার মাঠে রাজনীতি করার সুযোগ পেল। আস্তে আস্তে গ্রামের সঙ্গে আরমানের যোগাযোগটাও প্রকাশ্য হয়ে উঠল। এই সময়ে কাগজে একটা খবর বেরোয়। ঢাকা নগরীর সীমা ঐদিকে সাভার, জয়দেবপুর, এইদিকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। মাস্টার প্ল্যান হচ্ছে। আরমান নতুন করে জমি কিনতে থাকে। তারপর তো জমি কেনাবেচার ব্যবসাই হয়ে উঠল প্রধান এবং রাজাকার আরমান হয়ে উঠল আরমান দালাল।

আসলে কিন্তু আমি রাজাকার বা দালাল কোনোটাই না। আরমানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠোঁটে রহস্যময় হাসি ফোটে। প্রথম যৌবনে নানান আকাম-কুকামে ডুবে থেকে শেষ বয়সে হজ করে অনেকে হাজি হয়। কিন্তু আরমান তার মধ্যবয়সেই নিজের বদনাম এই প্রান্তরের মাটির তলায় চাপা দিয়ে রাখবে। ওপরে জেগে থাকবে শুধু এ জায়গার জন্যে আরমানের ভালোবাসা, এ জায়গার উন্নতির জন্যে আরমানের ক্ষমতা এবং নিখাদ প্রচেষ্টা। এলাকার দেয়ালে লেখা হবে, আরমান ভাইয়ের দুই নয়ন –নিচিন্তাপুরের উন্নয়ন। যারা তাকে রাজাকার কিংবা দালাল বলে গাল দিয়েছে, তাদের কাছ থেকেও আরমান এমপি নিদেনপক্ষে চেয়ারম্যান উপাধি ছিনিয়ে নেবে। এজন্যে যত টাকা ছড়াতে হয়, ছড়াবে সে। যেমন পলিটিক্স করতে হয়, করবে। বিদেইশ্যাদের সমিতির প্রেসিডেন্ট সেদিন কথাটা ভালোই বলেছে। পলিটিক্সের বাইরে ক্ষমতা নেই। ক্ষমতার পলিটিক্স কেমনে করতে হয়, শীঘ্রই আরমান লোকটাকে ভালোমতো বুঝিয়ে দেবে।

প্রান্তরের মাঝামাঝি এসে গাড়ি দুটি থেমে যায়। গাড়ির বিশিষ্ট লোকদের ঘিরে হাঁটাপথে আসা গ্রামবাসীরাও ভিড়ো হতে থাকে। আরমান গাড়ির বনেটের ওপর ৪০ সালের রেকর্ড অনুযায়ী মৌজা ম্যাপখানা মেলে ধরে। ম্যাপে দাগ নম্বরসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁকা আকারের অসংখ্য জমি। কালো রেখায় আঁকা অনেকগুলো চতুর্ভুজের ওপর লাল পেন্সিলের আঁক দিয়ে আরমান বলে, 'এই হইল সরকারের একোয়ারের প্ল্যান। মোট এক হাজার একর। আমার আছে মাত্র দশ একর, আহসান ভাইয়ের সাত একর। আমরা সরকারি একোয়ার চাই না। কিন্তু বাদবাকি জমির মালিকরা কি রাজি হইব? কী কন, চেয়ারম্যান সাব?'

চেয়ারম্যান জবাব দেয়ার আগে উপস্থিত গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

'আমরাও একোয়ার চাই না।'

'জমি কি আর কেউ হারাইতে চায়? গ্রামের ছোটবড় কেউই চাইব না।'

'তা ছাড়া এই জমি দুই-চার কাঠা কইরা টাউনের হাজার হাজার মানুষ কিইনা রাখছে। অনেকে বাড়িঘর বানাইছে। তাদের কী হইব?'

'সরকারি ক্ষতিপূরণ কিছু পাইলেও দুই-চার কাঠার মালিকরা আর জমি-বাড়ি করতে পারব না।'

'আরে ভাই, নিজস্ব মালিকানা সরকারের হাতে তুইলা দিতে দেশি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদেশি কেউই চাইব না। আরমান ভাই যে সরকারের এ পেলান ক্যানসেল করার উদ্যোগ নিছে, আমরা সবাই সেইটা সাপোর্ট করব।'

ইটা মজিবর এবং উপস্থিত অল্পসংখ্যক গ্রামবাসীর সমর্থন আরমানের কাছে যথেষ্ট মনে হয় না। ভবিষ্যতে চেয়ারম্যান বা এমপি হওয়ার জন্যে তার যে বিপুল জনসমর্থন দরকার, সেই অনুপস্থিত সমর্থক জনতাকে উদ্দেশ করে আরমান যেন বক্তৃতার মহড়া দেয়।

'ক্যান্সেলের চেষ্টা আমি অনেকদূর আগায় নিছি। ঘুষ-ঘাস বাবদ টাকাও খরচা করেছি অনেক। কিন্তু এটা তো আমার কিংবা সোলেমান ভাইয়ের একলার স্বার্থ নয়। এলাকার সব পাবলিকের স্বার্থ। সব পাবলিক আমার পিছে না খাড়াইলে হইব না। বাড্ডা এলাকায় সরকার জমি হুকুমদখলের প্ল্যান বাতিল করতে বাধ্য হইছে। কেন হইছে? কারণ সে এলাকার পাবলিক একজোট হইয়া আন্দোলন করছে। দরকার হয় এ জায়গা রক্ষার স্বার্থে, এ জায়গার উন্নয়নের স্বার্থে আমরাও সেই রকম আন্দোলন করব।'

সব পাবলিককে নিয়ে আরমানের নেতৃত্বে আন্দোলন চেয়ারম্যানের যেন খুব পছন্দ হয় না।

'কিন্তু কথা হইল আরমান, বাড্ডায় বহু পাবলিক বাড়িঘর কইরা ফেলছিল। এই জায়গায় তো তেমন বাড়িঘর হয় নাই। তা ছাড়া সরকারও ঢাকা শহর ডেভেলপমেন্টের জন্যে যে মাস্টার প্ল্যান নিছে, তা কি সরকার সহজে বাতিল করব?'

'ঢাকার উন্নয়ন হইল কি আমাদের উন্নয়ন বাদ দিয়া? নিচিন্তাপুর বাজার থাইকা বিশ্বরোড পর্যন্ত এই রাস্তাটা পাকা হউক এবং ইনশাল্লাহ এটা হইবই। স্কুলের মাঠে বড় জনসভা আয়োজন কইরা আমরা সরকারি মন্ত্রীদের নিয়া আসব। মন্ত্রী সেই সভায় এই রাস্তা পাকা হওনের কথা ডিক্লায়ার করব। এরপর এ জায়গায় কত বাড়িঘর দেখবেন চেয়ারম্যান? এক বছর পর দেইখা যাইয়েন।'

'তা ছাড়া এই সাহেব তো তার জায়গায় একটা ইন্ডাস্ট্রি আর ফার্ম করার জন্যে তৈরি।'

'আর আমাগো আরমান ভাই তো গ্রামবাসীর জন্যে এইখানে একটা মাদ্রাসা আর নতুন মসজিদের কাজ এখনই শুরু করতে চায়।'

'হ্যাঁ। চলেন না হাঁটি। জমিতে গিয়া আমার প্ল্যান আপনাদের বুঝায় দেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাড়ির অতিথি এবং সমর্থক গ্রামবাসীদের নিয়ে আরমান জমিতে নামে। ম্যাপের মধ্যে যা ছিল মাকড়সার জালের মতো, কয়েক ইঞ্চি জায়গাজুড়ে মাত্র, বাস্তবে তা কত চোখজুড়ানো সুন্দর এবং বিশাল! জন্মভূমির জায়গা-জমিকে আরমান যত ভালোবাসে, তেমন কেউ আর বাসে না। এবং জায়গাটার উন্নয়নের জন্য আরমান যা করবে, কেউ আর তা করতে পারবে না। সরকারের বড় মন্ত্রী-নেতারাও না। আরমান এটা প্রমাণ করবে। তবে প্রান্তরে এলে গোটা প্রান্তরখানা গিলে খাওয়ার যে লেলিহান তৃষ্ণা লকলক করত, সেই তৃষ্ণা পূরণ হবার আর উপায় নেই। একা সরকার বাধা নয়। মালিকানা-স্বত্ব কায়েমের জন্যে হাজার হাজার মানুষ হাত-পা বাড়িয়ে আছে। ইতিমধ্যে নকশার আয়তন ভেঙে বহু দাগ দু-চার কাঠার প্লটে বিভক্ত। সীমানা চিহ্ন দেখানোর জন্য ছোট ছোট পিলার গাড়া। পুরনো হিন্দু জমিদারের মতো পুরো এলাকার মালিক হওয়া আর সম্ভব নয়। তবু আরমান জমিদারের চেয়েও অধিক ক্ষমতাবান হয়ে উঠতে চায়। সোলেমান সাহেবের মতো কোটিপতি, চেয়ারম্যান, ইটা মজিবরের মতো গণ্যমান্যরা যেমন আরমানের নেতৃত্বে তার স্বপ্নের উপনিবেশে হাঁটছে, তেমনি বিদেশি যারাই আসুক, আরমানকে উচিত সম্মান দিয়ে তাদের এখানে বসত গড়তে হবে। সরকারি অ্যাকোয়ার পরিকল্পনা বাতিল করে, আরমান তাই নিজস্ব উপনিবেশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ব্যাখ্যার শুরুতে বলে, 'টাকাপয়সা জীবনে বহু কামাইছি, চেয়ারম্যান সাব। এখন এলাকার পাবলিকের জন্য ভালো কিছু করতে চাই।'

AMARBOI.COM

বাড়িতে এনে অতিথিদের প্রচুর আপ্যায়ন করে আরমান। জায়গার উন্নয়ন নিয়ে অনেক শলা-পরামর্শ চলে। তারপর অতিথিদের বিদায় দিয়ে আরমান যখন তার ঘরে একা, বিশ্রাম নেয়ার সময়, নিজেকে প্রশ্ন করে সে, গ্রামের উন্নতির জন্য এত যে করছি – গ্রামবাসী কি তা বিশ্বাস করবে? না, করবে না। সরকারি অ্যাকোয়ার পরিকল্পনায় যাদের জমি নেই, তারা আরমানের ব্যক্তিগত পরিকল্পনার বিরোধিতা করে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পকে স্বাগত জানাবে। তা ছাড়া আরমানের উত্থানকে যারা সহজভাবে মেনে নিতে পারে নি, এমন শত্রুসংখ্যা তার কম নয়। আড়ালে-আবডালে এখনও তারা টিটকারি দেয়, 'ঐ রাজাকার আইল, ধর ধর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদের কীভাবে দমন করবে আরমান? একাত্তরে পাকবাহিনী দেখে যেমন ভয়ে কাঁপত সবাই, আরমানের ক্ষমতার দাপট দেখে তেমনি কবে সদা সন্ত্রস্ত থাকবে তারা? দুই-একটারে উচিত শিক্ষা না দিলে ঠাণ্ডা হবে না শালারা। বুঝবে না আরমানের সঙ্গে বেয়াদবি করার কী ভয়ংকর পরিণাম। ছোটখাটো শত্রুদের মধ্যে জামালের কথাই প্রথম মনে আসে।

তিনতলার রুমে জানালার কাছে দাঁড়ালে জামালের বাড়ি-পুকুর চোখে পড়ে। বাড়িতে একা থাকার অবসরে মাঝেমধ্যে দেখার জন্যে জানালার কাছে দাঁড়ায় আরমান। একদিন মাত্র দুপুরে নজরে এসেছে দৃশ্যটা। জামালের বউ পদ্য পুকুরে গোসল করছে। এত দূর থেকে চোখ-মুখ কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। তবু তার চোখের সামনে পুকুরে স্নানরত আইয়ুব আলি মাস্টারের মেয়ে পদ্য এবং পদ্যের ভেজা নারীশরীর। দৃশ্যটা ভাবতে গিয়ে সেদিন সব কাজ ভুলে গিয়েছিল আরমান। ভালো করে দেখার জন্য একই সময়ে পরপর দুদিন দাঁড়িয়ে নিরাশ হওয়ার পর, তৃতীয় দিন পদ্য ভেবে স্নানরত যাকে দেখেছে, স্পষ্ট দেখতে না পাওয়ার ফাঁকগুলো কল্পনায় ভরিয়ে তুলেছে, সে ছিল আসলে জামালের মা, কানি বুড়ি। এরপর আর জানালায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে না আরমান। সেই বয়স নেই। তা ছাড়া তার এত সময় কোথায়? তবে জামালের পুকুরে স্নানরত পদ্য, স্কুলের রাস্তায় দেখা ক্লাস টেনের ছাত্রী পদ্য এবং জামালের সংসারের শোভা পদ্মকে ভুলতে পারে না আরমান। একা হলে এ বাড়ির শূন্যতা মাঝেমধ্যে অসহ্য হয়ে ওঠে। ভিসিআর-এ দেখা বোম্বের নায়িকা কিংবা ব্লু ফিল্মের আদিম নারী, কেউই পদ্যকে পাওয়ার বাসনা ও না-পাওয়ার জ্বালা ভুলিয়ে দিতে পারে না।

আরমান যখন এ বাড়ি তৈরির কাজে হাত দেয়, তখনই আর একটি বিয়ে করার গোপন সিদ্ধান্ত মনে পাকাপোক্ত ছিল। দ্যাশের বাড়িতে থাকবে দ্যাশেরই বাছাই করা একটি সুন্দর মেয়ে। অবাঙালি পশ্চিমা মেয়েকে বিয়ে করে আরমান ঢাকায় বাড়ি-ব্যবসা-সন্তান-প্রতিষ্ঠা সবই পেয়েছে, কিন্তু মন ভরে নি। দেশি মেয়ের সঙ্গে কথা বলা, পিরিত করা বা ঝগড়া করার মধ্যে যে সুখ, আরমান তা পায় নি। স্ত্রী পারভিন অবশ্য এখন বিশুদ্ধ বাংলা বলে। আর ছেলেমেয়েরা তো মাতৃভাষা বলতেও পারে না। তবু স্ত্রীর মালিকানায় মোহাম্মদপুরের বাসায় যে সুখ, তার চেয়ে নিজের হাতে গড়া এই গ্রামের বাড়ির নির্জনতায় পদ্যের কথা ভেবেও বেশি সুখ পায় আরমান। চার সন্তানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা পারভিন রূপে-কথায়-চোখে-চুলে কোনো দিক থেকেই পদ্যের পাশে দাঁড়াবার যোগ্য নয়। রূপ ছাড়াও পদ্যকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর মূলে আরও কারণ ছিল। পদ্যের বাবা আইয়ুব আলি মাস্টার একাত্তরে খুব অপমান করেছিল আরমানকে। তা সত্ত্বেও মাস্টারকে শ্রদ্ধা করত আরমান, এখনও করে। শিক্ষিত মানুষ, বংশবুনিয়াদ ভালো। তার এক পোলা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছে। পুরনো অপমানের প্রতিশোধ ছাড়াও আরমান, আইয়ুব মাস্টারের মেয়েকে বিয়ে করে নিচিন্তাপুরে তার উত্থান ও প্রতিষ্ঠা ষোলোকলায় পূর্ণ করতে চেয়েছিল। এই বাড়ি-জমি লিখে দিতে চেয়েছিল দ্বিতীয় স্ত্রীর নামে। কিন্তু মাস্টার নতুন করে অপমান করেছে। রাজাকারের সঙ্গে, তার ওপর সতিনের সংসারে মেয়েকে বিয়ে দেবে না। কোটি টাকা দিলেও না। আর পদ্য তাকে ঝাড়ুপেটা করতে চেয়েছে। এইসব প্রত্যাখ্যানের অপমান আরমানকে প্রতিদিন মনে করিয়ে দেয়ার জন্য তারই পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করেছে পড়শি জামাল।

বিয়ের পরপরই রাস্তায় দেখা হলে আরমান জিজ্ঞেস করেছিল, 'কি রে জামাল, বিয়া করলি হুনলাম। অথচ দাওয়াত পর্যন্ত পাইলাম না।'

জামাল আড়ালে যত গালই দিক, সামনাসামনি কৈফিয়ত দিয়েছে, 'গ্রামে তো বেশি থাকেন না। তাই মনে আছিল না, আরমান ভাই।'

মনে মনে সেইদিনই জামালকে জানিয়ে দিয়েছে আরমান, 'আমার পছন্দ করা মেয়েরে নিয়ে তুই সুখে সংসার করবি, আর আমি কলা চুষব? তা হয় না রে জামাল, আল্লার দুনিয়ায় এমন নিয়ম কুনোদিন থাকতে পারে না।'

যাকে উপযুক্ত সামাজিক মর্যাদা দিয়ে ঘরে তুলতে চেয়েছিল আরমান, প্রতিশোধের যোগ্য অপমান সয়ে তাকে এই বাড়িতে একদিন আসতেই হবে। পদ্যের একটা ফটো যোগাড় করেছিল সে। ফটোতে পদ্যের মুখের গড়ন নাক-চোখ যেরকম দেখতে, অনেকটা সেরকম ব্লু ফিল্মের এক নায়িকা দেখে চমকে উঠেছিল আরমান। ক্যাসেটটা সে এই বাড়িতেই রেখে দিয়েছে। অবসরে ইচ্ছে হলে চালায়। ব্লুর বিদেশি উলঙ্গ নারীর মতো পদ্যকে পাওয়ার জন্যে মাঝেমধ্যে আরমানের ভেতরের পশুটাও হিংস্র হয়ে ওঠে। কিন্তু তাই বলে অ্যাকশন ফিল্মের ভিলেনের মতো জামালকে খুন করবে, পদ্যকে হাইজ্যাক করবে – এমন সস্তা প্রতিশোধ নেয়ার কথা ভাবে না সে। মাথায় এরকম কাঁচা বুদ্ধি থাকলে আরমান কি আর আগামীতে এমপি নির্বাচনে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরমান ভাই কি ঘুমায় রইছেন?'

ঘরের দরজা খোলা। সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে আরমান পা নাচাচ্ছিল। ডাক শুনে সোজা হয়ে বসল। দরজায় দাঁড়ানো দুই যুবক।

'তোগো জন্যে বইসা রইছি। খবর কী?'

'সব ব্যবস্থা কম্পিলিট। কিন্তু আপনারেও উপস্থিত থাকতে হইব। জামাল ভাই তো আবার ঐ বিদেইশ্যা হালার ফ্রেন্ড।'

'আরে ডরাস ক্যান? এত ভয়ডর লইয়া আমার লগে তোরা চলবি ক্যামেনে রে, বাচ্চু?'

'না ডরের লাইগা না। আমি তো কইছিলাম, এত ঝামেলা না কইরা ঐ বিদেশি হালারে আমার হাতে ছাইড়া দেন। বাপ বাপ কইরা এ দ্যাশ ছাইড়া পালাইব।'

'যা কইছি ঠিক সেইভাবে সব কাম করবি। অহন যা তোরা। আমি একটু রেস্ট লইয়া ঢাকায় যামু।'

চলে যাওয়ার বদলে বাচ্চু মাথা চুলকায়। পেছন দিকে তার চুলগুলো বেশ লম্বা।

'একটা জিন্সের প্যান্ট কিনতাম, আরমান ভাই।'

আরমান মানিব্যাগ থেকে একটা ৫০০ টাকার নোট বের করে বাচ্চুর দিকে এগিয়ে দেয়, 'যা, দুইজনেই ভাগ কইরা লইস।'

ছেলে দুটিকে বিদায় করে আরমান তিনতলার রুমে উঠতে যাবে, সালুকে উঠে আসতে দেখে দাঁড়ায়।

'মামু, চেয়ারম্যান আর ঢাকার কোন সাহেবরে লইয়া হুনলাম বনদে গেছিলেন?'

'আর কী হুনলা?'

'অ্যাকোয়ার বলে হইব না। বাজারে হ্যারা কইতাছে এই রাস্তাটা পাকা হইব। আপনি মন্ত্রীরে লইয়া আইবেন।'

আরমানের উন্নয়নের রাজনীতি এত দ্রুত বাজারেও সাড়া জাগিয়েছে জেনে খুশি হয় সে।

'আর তোমার পোলারে যে আগামী মাসে বিদেশ পাঠাইতেছি – এইটা নিয়া মানুষে কিছু কয় না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালু জবাব না দিয়ে আরমানের দিকে তাকায়। তার চোখে-মুখে কী এক চাপা ভয়-দ্বিধা-প্রশ্ন জ্বলজ্বল করে।

'খালেক মাতবরের মতো সবাই কয় না যে, পোলারে বিদেশ পাঠানোর ভাঁওতা দিয়া তোমার বাড়িভিটা আমি আসলে লেইখা নিমু?'

সালু এবার চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করে।

'মাতবরের কথার আমি এক পয়সাও দাম দেই না, মামু। মানুষের কথা ধরলে আপনার কাছে আইতাম না। আর অবিশ্বাস করুম ক্যা – আপনি কি আমার পর?'

'নিজের টাকাপয়সা খরচা কইরা তোমার পোলারে বিদেশ পাঠাইতেছি ক্যান জান? গ্রামের মানুষের কাছে প্রমাণ করুম, আরমান চিটার না। তার কথার দাম আছে। দ্যাশের গরিবরে ঠকানোর মতো ছোট মনের দালাল না আরমান।'

'কোনো হালা বিশ্বাস না করলেও এই কথা আমি পুরাপুরি বিশ্বাস করি, মামু। আমার পোলা বিদেশ যাইব হুইনা অহনই মানুষ আমারে হিংসা করে। এ দ্যাশের মানুষরে আমি চিনি না?'

'ঠিক আছে। অহন যাও গিয়া। আমি ওপরে একটু আরাম করব।'

AMARBOI.COM

উচ্ছেদের খড়্গ : মরো কিংবা মারো

খুব অসুস্থ সন্তানকে ঘরে রেখে বাইরে গেলে পিতার মনে যে ভয়-উদ্বেগ, সেরকম মনঃকষ্ট নিয়ে আবুল কালাম প্রতিদিন বাড়ি ছেড়ে অফিসে যায়। আর ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফেরে। ফেরার পথে ভাবে, আজ হয়তো গিয়ে দেখবে তার বাড়িটি আর নেই। আরমান জবরদখল করে নিয়েছে। নার্গিস, চম্পা, টুম্পা আর সংসারের সব মালপত্র নিয়ে এখন রাস্তায় কাঁদছে। ভিড় করে মজা দেখছে গাঁয়ের মানুষ। আরমান কালামের স্বপ্নের বাগান তছনছ করে দিয়ে ঘরে প্রকাণ্ড তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। কিংবা একশ' লেবার লাগিয়ে দিয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালামের বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য।

সাত দিনের সময় দিয়েছিল আরমান। হয়তো-বা আপসের সুযোগ নেয়ার জন্যে। কিন্তু আপস মানে তো কেনা জমি আবারও কিনে নেয়া অথবা আরমানের হাতেপায়ে ধরে সময় প্রার্থনা করা। তারপর টাকা যোগাড়ের জন্যে প্রাণপাত করা। এর কোনোটাই করা কালামের কাছে মনে হয়েছে অসম্ভব। পাশের প্লটের মালিক অফিস কলিগদের কাছে সব খুলে বলেছিল সে। বন্ধু জামালের প্রতারণা, ত্রিশ হাজার টাকা দালালি খাওয়া, আরমানের হুমকি, আরমানের চরিত্র এবং কালামের ভয় পাওয়া বিশদ খুলে বলেছে। শুধু পদ্যের সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারটা ছাড়া কিছুই লুকায় নি। আশ্চর্য যে, ত্রিশ হাজার টাকার ব্যাপারটা ওরা আগেই জানত। কী করে জেনেছে কালাম তা জানে না। হাবিব কালামকেও স্পষ্ট সন্দেহ করেছে।

'জামাল আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এতদিন পর বলছেন ত্রিশ হাজার টাকা মেরেছে। সন্দেহ তো আপনাকেও হয় কালাম সাহেব। দু বন্ধু মিলে দালালি খেয়েছেন। আর আজ বলছেন জমিতে ভেজাল।'

হবু পড়শিরা দুঃসময়ে কালামের পাশে দাঁড়িয়ে সাহস ও সান্ত্বনা দেয়ার বদলে, আরমানকে নয়, যেন কালামকেই পালটা হুমকি দিয়েছে।

'আপনার বন্ধু জামাল আর ঐ আরমান না জারমান দালালকে বলবেন, বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমরাও ক্ষমা করব না। পুলিশ ডিপার্টমেন্টে আমারও লোক আছে। সব শালাকে বেঁধে আনব।'

'দেখেশুনে রেজিস্ট্রি করে নেয়া জমি ভুয়া দলিল দেখিয়ে জবরদখলের ভয় দেখালেই হলো! বলবেন আমরা অত ভয় পাই না।'

কালামের মতো ওদের এত ভয় না পেলেও চলে। কারণ কালামের তুলনায় ওরা অনেক বেশি নিরাপত্তা ও সচ্ছলতার মধ্যে আছে। নিচিন্তাপুরের কেনা জমি হারালেও ওরা ঢাকা শহরে থাকতে পারবে। কিন্তু স্বপ্ন-সাধের জমি-বাড়ি হারালে কালাম দাঁড়াবে কোথায়? আরমানের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার কথা কালামকে তাই সারাক্ষণ একা ভাবতে হয়।

এ গাঁয়ের সবাই জানে, '৭১-এ আরমান ছিল রাজাকার। কিন্তু কালাম যে একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল, এ তথ্য কেউই জানে না। এটা কি আর জানাবার মতো কথা? শুনে আরমান হয়তো হো হো করে হেসে উঠবে। প্রেসিডেন্ট বলে তাকে যেমন ঠাট্টা করেছে, তেমনি এক অসহায় মুক্তিযোদ্ধাকে বিদ্রূপ করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ সব শক্তি মিলে যে সমাজে রাজাকার আরমানকে অশেষ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে, সেখানে এক নগণ্য মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কালাম তার মোকাবেলা করবে কীভাবে? লুণ্ঠিতদের পক্ষ নিয়ে আরমানের মতো লুণ্ঠনকারীর বিরুদ্ধে শ্রেণিসংগ্রামের রাজনীতি ভুলে যেখানে সব বাম-দল ভোটে জেতার কৌশল খোঁজে, সেখানে আরমানের ফাঁদে পা দিয়ে কালামের সর্বস্ব না হারিয়ে উপায় কী? তবু কালাম উপায় খোঁজে। কারণ এ তো আর শৌখিন রাজনীতি বা শ্রেণিসংগ্রাম করা নয়। এ তার বাঁচা-মরার প্রশ্ন।

অফিস থেকে ফেরার পথে রোজ আরমানের কথা ভাবতে ভাবতে, অবশেষে একদিন বাড়ি ফিরে, ঘরে ঢোকার আগেই আরমানকে দেখতে পায় কালাম। তার আগেই চোখে পড়েছে আরমানের জবরদখলের দৃশ্য। কালামের বাড়ি ঘেঁষে একটি টিনের ঘর উঠছে। উঠছে মানে বাঁশের খুঁটির ওপর ঘর দাঁড়িয়ে গেছে। এখন চারদিকে বেড়া বাঁধা হচ্ছে। কাজের লোক ছাড়াও দর্শকসংখ্যা অনেক। তাদের মধ্যমণি হয়ে আরমানও আছে, পরনে আজ বিস্কুট রঙের সাফারি, হাতে যথারীতি একটি সিগ্রেটের প্যাকেট।

কালামকে দেখে পুরো ভিড়টা কালামের দিকে অপলক তাকায়। কালামের কথা শোনার জন্যে নিজেরাই হঠাৎ খামোশ মেরে যায়। কিন্তু কালাম কোনো দিকে তাকায় না। ভিড় এড়িয়ে মন্থর পায়ে চুপচাপ ঘরের দিকে এগোয়।

'এই যে প্রেসিডেন্ট সাব! আমার জমির দখল লইয়া লইলাম।'

আরমান বিজয়ীর গর্ব নিয়ে কালামের সামনে এসে দাঁড়ায়। সম্ভাব্য লড়াই এক্ষুনি শুরু হবার আশঙ্কায় কৌতূহলী লোকজন ঘনিয়ে আসে। কালাম হাতের ছাতার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়। বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডের ধকধক শব্দ ছড়ানো উত্তেজনাটা হজম করার চেষ্টা করে শুধু।

'আপনারে নিজে বাড়িতে আইসা খবর দিয়া গেছিলাম। পার্টনার গো লইয়া তো গেলেন না! ব্যস্ত মানুষ আপনি, সমিতির প্রেসিডেন্ট। আমার দেশি লোকজন আবার ডরায়। তাই নিজেই চইলা আসলাম।'

কালাম তবু নিরুত্তর। ভিড়ের মধ্যে আরমানের অনুগত মাস্তান ছেলেরা ও কামলার দল ছাড়াও নববসতি সমিতির দুজন সদস্য এবং কোদাল হাতে সালুকেও দেখতে পায় সে। তাকে সাহস দিতেই যেন সমিতির সদস্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিশিবোতল ব্যবসায়ী কুমিল্লার শামসুল মিয়া এগিয়ে এসে কথা বলে।

'ও আরমান ভাই, সমিতি কী দোষ করল? সমিতি কইরা এই কালাম ভাইয়ের কারণে আমরা এত জলদি কারেন্ট পাইছি। দেশি মানুষের লগে ঝগড়া করার জন্যে তো সমিতি করি নাই। কী কন, কালাম ভাই?'

'তোরা আর আমার লগে কী ঝগড়া করবি! তোগো প্রেসিডেন্টের বউ আমারে কত কি ডর দেখাইল। আমার তো অখনও বুক কাঁপতাছে। বাপ বা! এমন তেজি মেয়েলোক এ দ্যাশে একটাও নাই।'

ঘরের স্ত্রীকে নিয়ে আরমানের বেপরোয়া অশ্লীল হাসির মুখে কালাম তো এক্ষুনি চেঁচিয়ে বলতে পারে, 'আমার ওয়াইফ সম্পর্কে আর একটি কথা বললে তোর জিভ টিনে ছিঁড়ে ফেলব হারামজাদা।' কিংবা কালামের অন্ধ আক্রোশ তো কথায় ভর না করলেও, হাতের স্যান্ডেল বা ছাতার ডাণ্ডার তীব্র গতিতেও প্রকাশ পেতে পারে। এবং এরকম কিছু ঘটার জন্যে কালামের ভিতরে উত্তেজনারও কমতি নেই। এবং এরকম কিছু দেখার জন্যে দর্শকরাও অনেকক্ষণ ধরে প্রস্তুত। কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটে না। বাড়িতে এসেও স্ত্রী-কন্যাদের কথা ভেবে মনে হঠাৎ হাহাকার ওঠে। উৎসুক দর্শক-শ্রোতাদের হতাশ করে দিয়ে, কালাম প্রতিদ্বন্দ্বীকে পাশ কেটে বাড়ির ভিতরে ঢোকে।

বন্ধ দরজার সামনে কালামের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভয়ে বিকৃত হয়ে যায়।

'মা চম্পা! টুম্পা! কই তোমরা? দরজা খোলো।'

দরজা খুলে দেয় বড় মেয়ে চম্পা। টুম্পা কথা বলে প্রথম।

'আব্বু, ওরা কি আমাদের বাড়ি ভেঙে দেবে?'

'আব্বু, ওরা আমাদের উঠানেও ঘর তুলতে চেয়েছিল। পুকুর খুঁড়তে শুরু করেছিল। মা বাধা দিয়েছে।'

'আমি তো ভয়ে তোমাকে ডেকে কাঁদছিলাম।'

কালাম বিছানার দিকে এগিয়ে যায়। নার্গিস বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছিল সম্ভবত। রণক্লান্ত বিধ্বস্ত চেহারা। বিছানায় উঠে বসে।

'তুমি ঐ শয়তানদের সঙ্গে ঝগড়া করতে গেছ কেন?'

'তুমি আগে হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে নাও।'

অফিস থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্ত স্বামীর সাথে ঝগড়া করা এবং কোনো দুঃসংবাদ না জানানোর রীতি মেনে চলে নার্গিস। কিন্তু আর কী দুঃসংবাদ শোনাতে চায় নার্গিস? মনকে প্রস্তুত করার সময় নেয়ার জন্যে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলনার কাছে গিয়ে জামা-কাপড় ছাড়ে। গামছা হাতে নিয়ে কলতলায় যায়। নার্গিস রোজকার অভ্যাসে মাদুর পেতে দিয়ে স্বামীর জন্যে ভাত-তরকারি বেড়ে দেয়।

'ওরা কি বাড়িতে, মানে ঘরেও ঢুকেছিল?'

'ঘরে ঢোকার সাহস পায় নি। তা হলে তো এই বঁটি দিয়ে খুন করতাম শয়তানটাকে।'

'মা খুব ঝগড়া করেছে আব্বু। অনেক লোক এসেছিল।'

'এই তোরা চুপ কর।'

কালাম খেতে বসে। ডাঁটা দিয়ে টাটকা ট্যাংরা মাছের ঝোল। এমন প্রিয় তরকারিও আজ কিরকম বিস্বাদ তৃপ্তিহীন।

'জান আমি তোমার অফিসে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বাড়িঘর আর এই দুইটাকে ফেলে যাই কোন ভরসায়। আর কাকে দিয়েই বা খবর পাঠাই? এই পোড়া দেশে আমাদের কে আছে? চম্পাকে তবু জামালের বাড়িতে পাঠিয়েছিলাম। সব শুনেও জামাল বা ওর বউ কেউ আসে নি।'

'ঐ চিটারের কাছে গিয়ে আর কী হবে?'

'খেয়ে তোমাকে তো আবার এক্ষুনি টাকা যেতে হবে। অফিসের হাবিব-খলিলকে খবর দিতে হবে না?'

কালাম জবাব দেয় না। বাইরের দরজার সামনে আরমানের কণ্ঠ।

'এই যে প্রেসিডেন্ট সাব, একটু হুইনা যান।'

কালামের হাতের গ্রাস মুখে ওঠে না। নার্গিসের থমথমে চোখ-মুখে প্রতিরোধের শাণিত বিদ্যুৎ খেলে যায়। স্বামীকে 'তুমি খাও' বলে বারান্দার কাছে এগিয়ে যায় সে।

'ও এখন খাচ্ছে। আপনি আবার বাড়ির ভেতরে ঢুকেছেন কেন? যান, বেরিয়ে যান। বাইরে গিয়ে দাঁড়ান।'

'এ গেরামের যেকোনো ভিনদেশি মানুষের ঘরে গেলে আমাকে বহুত খাতির-যত্ন করে। আপনাদের বাড়িতে দুইদিন আসলাম। চা-টা তো খাওয়াইলেন না – উল্টা ঝগড়া কইরা অপমান করলেন। কামটা কি ভালা হইল, ভাবি সাব?'

'আর আপনি খুব ভালো কাজ করছেন?'

কালাম ভাতে পানি ঢেলে উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়ানো এবং বেরোনের দৃপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভঙ্গিতেই তার সকল ভীরুতা মুহূর্তেই ঝরে পড়ে। নার্গিসকে পেছনে রেখে আরমানের মুখোমুখি দাঁড়ায় কালাম।

'একাত্তরে আপনি রাজাকার ছিলেন শুনেছি। কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন না আমি একজন ফ্রিডম ফাইটার।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। অপারেশন করে অনেক রাজাকার খতম করেছি।'

'তুই মুক্তিযোদ্ধা না রাজাকার – এইটা আমার জানার কোনো বিষয় নয়। মাত্র তিন কাঠা, তাও ভেজাল সম্পত্তির মালিক হইয়া আরমান এ দেশের রাজা নাকি রাজাকার দেখতে চাস? হালা বিদেইশ্যা তোর প্রেসিডেন্টগিরি অক্ষুনি ছোটায় দিতে পারি – জানস?'

'ভদ্রভাবে কথা বলো। নিচিন্তাপুর বাংলাদেশের আইনকানুনের বাইরে নয়। বিদেইশ্যা না, আমিও বাংলাদেশি। তোমার মতো রাজাকার নয়। মুক্তিযুদ্ধ করে এ দেশ স্বাধীন করেছি বলেই তোমরা এমন দাপটের সঙ্গে চলছ।'

চিৎকার শুনে বাইরের ভিড় ভেতরে ছুটে আসে। কামকাজ ফেলে কামলারাও। কালামের উঠান মুহূর্তেই ভরে যায়। আর ভিড়ের দিকে তাকিয়ে আরমান দিশেহারা, হিংস্র ক্রোধ সংবরিত করতে চায় যেন।

'হুনলা তোমরা! তিন কাঠার মালিক না হইতেই বিদেইশ্যা হালা দেশি মানুষের ওপর কীরকম গরব দেখায়। আমার জমির ওপর খাড়াইয়া আমারে অপমান করে, আইনকানুনের ডর দেখায়!'

ভিড়ের মধ্য থেকে আরমানের মাস্তান বাহিনী এবার কথা বলে।

'এই বিদেইশ্যা হালায় আমাগো বিরুদ্ধে সব বিদেশিগো নাচাইতেছে।'

'আপনি হুকুম দেন আরমান ভাই, এই হালার প্রেসিডেন্টের গদি আমরা অক্ষুনি উল্টাইয়া দেই।'

এত লোকজন দেখেও কালাম ভড়কে যায় না। সহসা সবরকম ভয়ের ঊর্ধ্বে উঠে গেছে যেন। শহীদি রক্ত ঝরে পড়ার জন্যেই কি রক্তপ্রবাহ উষ্ণতর ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে? তবে সাহস যতই বেপরোয়া হোক, এতগুলো লোককে শুধু কথার অস্ত্রে পরাজিত করবে– এমন কথাও খুঁজে পায় না কালাম। নার্গিস তার গেঞ্জি ধরে পেছনে টানে। সমিতির সদস্য শামসুল ছুটে এসে সামনে দাঁড়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঝগড়া কইরা কী লাভ? আরমান ভাই তো বেআইনি কাজ করে নাই, বাড়িও ভাইঙা দেয় নাই। মীমাংসা যা হওয়ার কাগজপত্র অনুযায়ী হবে। না কী কন?'

নার্গিস চেঁচিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, আপনারা এখন যান। বাড়ির ভেতরে ঢুকে অত্যাচার করার পরিণাম ভালো হবে না।'

কোদাল হাতে সালুও সামনে এসে দাঁড়ায়, উত্তেজিত কণ্ঠে কালামকে আক্রমণ করে, কিংবা বক্তব্য সকলকে শোনাবার জন্যেই কথা বলে চেঁচিয়ে।

'এই যে, আমি আগেই কই নাই আরমান মামুরে টাকা-পয়সা দিয়া ভেজাল মিটায় লন, কই নাই? আমাগো দেশি মানুষগো লগে ঝগড়া কইরা পারবেন? কাগজ-পাতির জোর না থাকলে এমনিতেই হ্যায় জমির পজেশন লয়?'

আরমান এবার সিগারেট জ্বালে, ধোঁয়া ছেড়ে কথা বলে শান্ত ও স্বাভাবিক কণ্ঠে, 'শোনো মিয়া প্রেসিডেন্ট, আবার মুক্তিযোদ্ধা! আমি তোমার লগে যুদ্ধ করতে আসি নাই। আমার জমিতে ঘর তুইলা তুমি আর তোমার ওয়াইফ আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করলা! যাউক। এই, তোমরা ভদ্রলোকের বাড়ির ভিতরা ঢুকছ ক্যা? তোমাগো ডাকছি আমি? যাও, বারায় যাও সব।'

আরমান কোনো গোপন কথা বলবে ভেবে সকলে বেরিয়ে যায়। কালামের তেজদীপ্ত চেহারা এখন পাথর। নার্গিসের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন কান্না কিংবা মিনতি।

'এই জমি আপনার, আগে কেন বলেন নি, ভাই? তা হলে তো আমরা এত টাকা খরচ করে এ জমি কিনতাম না, বাড়িও করতাম না।'

'জায়গা-জমিনের ভেজাল বোঝা মেয়েমানুষের কাম নয়, ভাবি সাব। তবু বুঝতে চাইলে আমার বাড়িতে যাইবেন, দলিলপত্র দেখায় বুঝায় দিমু নে। আর এই যে প্রেসিডেন্ট, যে কথা কইতে আইছি – হোনো, এই ঘর আপাতত আমার গ্রামের দেশি ছেলেপেলেরা ক্লাবের মতো ব্যবহার করবে, খেলাধুলা করবে। আমার পোলাপানদের লগে একটু ভালা ব্যবহার কইরেন, ভাবি সাব। চলি।'

আরমান চলে যাওয়ার পরেও কালাম পাথুরে মূর্তির মতো শক্ত ও বোবা হয়ে থাকে। ভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে কেবল। দাঁড়ানো ছিল, বসে স্টার সিগারেট টানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এত করে বললাম, আরমানের সঙ্গে আপস করে একটা কিছু উপায় বের করো। আগেই লোকটার কাছে গেলে আজ এত কাণ্ড ঘটত না।'

'শয়তানের সঙ্গে আর কোনো আপোস নয়, নার্গিস!'

'কী করবে তুমি? ওদের সাথে ঝগড়া করে নিজের প্রাণটা দেবে?'

'দরকার হয় তাই দেব। ভুলে যেও না, একাত্তরে এ দেশের জন্যে প্রাণ হাতে নিয়ে যুদ্ধ করেছিলাম। আরমানের এইসব অপমানের উপযুক্ত জবাব দেব আমি।'

নার্গিস ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। এ যেন তার পরিচিত স্বামী নয়, অন্য মানুষ। স্বামীর এরকম সাহস অন্য সময় হলে হয়তো ঠাট্টা-হাসিতে উড়িয়ে দিত। কিন্তু পরিস্থিতি যখন ভয়ংকর, মৃত্যু যে-কোনো সময় আসতে পারে, তখন কালামের মৃত্যুঞ্জয়ী ঘোষণা নার্গিসের মনে আরও ভয় ধরায়।

কালাম বাইরে বেরিয়ে দেখে, আরমান সদলবলে চলে গেছে। সালু ও অন্য দু জন কামলা মাটি কাটার কাজ করছে। সালুর দিকে একবারও তাকায় না সে। রাস্তায় উঠেও কালাম রাস্তার কথা ভাবতে থাকে। গন্তব্য বা লক্ষ্য তো এখন একটাই। কিন্তু কোন রাস্তায় সে যাবে? এখন যদি কালাম জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে একাত্তরের পরাজিত শক্তি এবং লুটেরা আরমানের বিরুদ্ধে সমস্ত গ্রামবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারত, নতুন করে আন্দোলন শুরু করতে পারত আবার, তারপর একাত্তরের মতো আরেকটা যুদ্ধ এবং আবারও সশস্ত্র হতে পারত আবুল কালাম! এইসব কল্পনা সত্য হোক বা না হোক, কালামের ভেতরের জাগ্রত মুক্তিযোদ্ধার সাহসটা আর মিথ্যে নয়। কোনো গন্তব্য ঠিক করতে না পেরে, কালাম জামালের বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে।

অন্যদিনের চেয়ে দ্বিগুণ জোরে কালাম জামালের বাড়ির গেটের কড়া নাড়ে। জানালায় পদ্যের মুখ ভাসতে দেখেও ভালোলাগার বিন্দুমাত্র মোহ জাগে না আজ। পদ্য নিজেই দরজা খুলে দেয়। অন্যদিনের মতো মুখে হাসি নেই। স্যান্ডেল পায়ে ঘরে ঢোকে কালাম।

'জামাল কোথায়?'

'বসেন ভাই। আপনার বিপদ নিয়া আমারই চিন্তার শেষ নাই। আমার যে কী খারাপ লাগতেছে ভাই – আপনারে বলে বুঝাইতে পারব না।'

'এসব এখন বলে লাভ কী? কোথায় গেছে সে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি তারে জোর করে চেয়ারম্যানের কাছে পাঠায় দিছি। আপনাদের ব্যাপারটা নিয়া চেয়ারম্যানের লগে আলাপ করতে গেছে।'

'আমাদের জন্যে আপনাদের খুব দরদ, না?'

'ভাই, তারে গাইল দেন কিন্তু আমারে ভুল বুইঝেন না। বাবা-মা দেইখা শুইনা বিয়া দিছে। দালাল হোক, বাটপাড় হোক, তারেই তো আমারে মাইনা নিতে হবে। জানেন, একাত্তরে আমার ভাই মুক্তিযোদ্ধা ছিল। মারা গেছে। সে আজ বাঁইচা থাকলে রাজাকার আরমানের এত বাড়াবাড়ি সইহ্য করত না।'

কালামের হিংস্র ক্রোধ যেন থমকে যায়। অপলক চোখে পদ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। শত্রু জামালের স্ত্রী নয়, এ পদ্য কি তারই লিখতে না-পারা সেই সুন্দর কবিতা?

'ও বউ, কার লগে কথা কও? হেই বিদেইশ্যা মানুষটা?'

দরজার বাইরে থেকে জামালের মা কথা বলে। তাকে কালাম সামনাসামনি কখনও দেখে নি। আজ সরাসরি ঘরে ঢুকে মহিলা কালামকে আক্রমণ করে।

'এই বেটা, তুমি কয় টাকা দালালি দিছ আমার পোলারে? গেরামের মানুষ যে এত কথা কইতাছে! আমার পোলা কি জাইনাশুইনা ভেজাল জমি দিছে তোমারে? মানুষের কাছে গে আমার জামালের বদনাম করতাছ! পোলায় কি হাজার হাজার টাকা খরচা কইরা তোমাগো খাওয়ায় নাই?'

'মা, আপনে চুপ করেন তো।'

এক চোখে ছানি, এই কারণে হয়তো গাঁয়ের লোকে জামালের মাকে কানি বুড়ি বলে। কালামের এত বড় বিপদ নিয়েও বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই বুড়ির। পুত্রস্নেহে এমনই অন্ধ। কালাম আরমানের মতো ক্ষমতাশালী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ার সাহস করেছে, কিন্তু এই সাহস নিয়ে এক অন্ধ মায়ের সঙ্গে কীভাবে ঝগড়া করবে?

'মানুষ কি এমনি কয়, বিদেইশ্যা মানুষ নিমকহারাম? তোমার লগে খাতির কইরা চলায় আমার পোলার অনেক বদনাম হইছে। আরমানে শত্রু হইছে। আমার শিক্ষিত সোজা-সরল পোলারে এই খবিজ মানুষের গেরামে রাখুম না। বিদেশ পাঠামু আবার। তুমি আমাগো বাড়িতে আর আইবা না।'

'আপনি কিছু মনে করবেন না, ভাই। মা, এইরকমই।'

'নতুন করে আর কী মনে করব? চলি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জামালের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কালামের মনে হতে থাকে, পদ্যকে তার আরও কী যেন বলার ছিল। কী সেই কথা?

বাড়ির দিকে আনমনা হাঁটতে হাঁটতে পথে খালেক মাতবরের সাথে দেখা। প্রান্তর থেকে গরু নিয়ে ঘরে ফিরছে। কালামের সামনে দাঁড়ায়। তার গরুগুলো চলতেই থাকে।

'বাপ বা! বিদেইশ্যা মানষের এত সাহস! রাজাকারটারে বলে খতম করতে চাইছেন? এই যে, আপনি কি সত্যই মুক্তিযোদ্ধা আছিলেন?'

কালাম মাতবরকে পাত্তা না দেয়ার জন্যে মাথা দুলিয়ে হাঁটতে থাকে। জামালের মায়ের অপমান এবং পদ্যের বিষণ্ন মুখের স্মৃতি বারংবার তাকে ভাবায়। পদ্যকে তার কি যেন বলার ছিল। কিন্তু কী সেই শেষ কথা?

ভয়ে ভয়ে টেকা কিংবা আপস করে বাঁচা

AMARBOI.COM

পরদিন অফিস থেকে ফিরে আরমানের জমি দখলকারী ঘরে নতুন প্রতিবেশীদের অস্তিত্ব টের পায় কালাম। ঘরটার ভিতরে বেশ কিছু তরুণ কণ্ঠের কলতান। কেরাম বোর্ডের গুটি চালার শব্দ, একজনের কণ্ঠে ব্যান্ড সঙ্গীত: ও চন্দনা/ তুমি তো মন্দ না/ ভালবেসে কাছে এসে বুকে কেন বাঁধ না.... ঘোড়ার মতো চিহিঁহি শব্দে বিকট হাসির আওয়াজ। আরেকজন চেঁচিয়ে বলে, 'খাইছে আমারে। মক্কেল এতক্ষণে আয়া পড়ছে।'

কালাম দ্রুত বাড়ির ভিতরে ঢোকে। আজও দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। সাড়া পেয়ে নার্গিস দরজা খুলে দেয়। গতকালের মতো আজও নার্গিসের থমথমে চোখমুখ যেন প্রচ্ছন্ন দুঃসংবাদে ভরা। স্বামীর কাছে সুখবর জানতে চায়।

'কী খবর গো? হাবিব-খলিল শুনে কী বলল? পুলিশের কাছে কেস দিয়েছে? চেনা মন্ত্রীর কাছে গিয়েছিল?'

কালাম জবাব দেয় না। মুখের কালো গাম্ভীর্য বজায় রেখে জামাকাপড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়ে। হাতমুখ ধোয়। খেতে বসে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

'জানো নার্গিস, ওরা আমাকেও ভীষণ ভুল বুঝেছে। এত অপমানিত জীবনে হই নি কখনও।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'একসঙ্গে একই মালিকের জমি কিনলাম। আমার বাড়িঘর ভাঙল না, অথচ ওদের জমি আরমান দখল করল। আমি ঠেকাতে পারি নি। এখন ওরা আমাকে বিশ্বাস তো করেই না, আরমান ও জামালের দলের একজন ভাবছে বোধহয় আমাকে।'

'বলো কী!'

'শুধু তাই নয়। ওরা সবার সামনে আমাকে শাসিয়েছে পর্যন্ত। অফিসে রটিয়েছে, ওদের টাকা মেরে আমি বাড়ি বানিয়েছি।'

কালামের গভীর যাতনা উপলব্ধি করে নার্গিস প্রতিবাদের ভাষা ভুলে যায়।

'এর চাইতে আরমান আমার বাড়ি ভেঙে দিলেও মনে এত কষ্ট পেতাম না।'

'বাড়ি ভাঙার আর বাকি কী আছে? আরমান গাঁয়ের গুণ্ডা-মাস্তানদের লেলিয়ে দিয়েছে। এখন পাশের ঘরে দিনরাত তারা হৈচৈ করবে, মদ-গাঁজা খাবে। কারেন্টের লাইন নিয়েছে, তাতে ভিসিআরও চালাবে।'

'ওরা কি বাড়ির ভিতরেও ঢুকেছিল?'

'হ্যাঁ। যখন-তখন এসে পানি চায়, আগুন চায়। টিনের ওপরেও ঢিল ছুঁড়েছিল একবার। চম্পা বাইরে বেরুলে ঐ শয়তানগুলো তাকে ঘরে ডেকেছিল। ভয়ে মেয়ে আমার ঘরে দৌড়ে এসেছে। গুণ্ডাদের ভয়ে আমি কলতলায় গোসল করতে যাই নি পর্যন্ত।'

কালামকে উচ্ছেদের, কিংবা তার চেয়েও বড় ধরনের শাস্তিদানের জন্য আরমানের পরিকল্পনা বুঝতে কালামের দেরি হয় না।

'এখানে থাকলে ওরা তোমাকে খুন করে ফেলবে।'

গতকাল মুক্তিযোদ্ধার সাহস নিয়ে রাজাকার আরমানকে রুখে দাঁড়াবার স্মৃতি মনে পড়ে কালামের। সেইরকম সাহসে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে সে আবারও জ্বলে উঠতে পারে। কিন্তু তাতে স্ত্রী-কন্যাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে কতটুকু? সন্ত্রাসী বখাটে তরুণদের থাবার মধ্যে স্ত্রী-কন্যাদের অরক্ষিত রেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাল থেকে কীভাবে অফিস করবে কালাম? আর দরজা-জানালা বন্ধ করে নিজের বাড়িতেও কতক্ষণ বন্দি হয়ে থাকবে নার্গিস?

'সৎভাবে চলতে চাও। আদর্শ-নীতির কথা বলো। আমাদের এই অবস্থা তবে হলো কেন? কী পাপ করেছিলাম আমরা আল্লার কাছে? এত কষ্টে করা জমিবাড়ি ফেলে এখন ফকিরের মতো এ দেশ ছেড়ে পালাতে হবে। এ ছাড়া উপায় কী?'

নার্গিস আর নিজেকে সামলাতে পারে না। হু-হু কান্না চেপে রাখার জন্যে আঁচলে মুখ ঢাকে।

কালাম কী সান্ত্বনা দেবে স্ত্রীকে? স্বয়ং আরমানের মুখোমুখি হয়েও নার্গিস এমন ভয় পায় নি। আজ আরমানের লেলিয়ে দেয়া মাস্তানবাহিনী দেখে ভেঙে পড়েছে। ওরা কি তবে ঘরে ঢুকেও বর্বরতা দেখানোর চেষ্টা করেছে? খবরের কাগজে প্রায় দিনই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলাগুলি, খুন-জখম, ছিনতাই, ধর্ষণ ইত্যাদি নানা সন্ত্রাসী খবর ছাপা হয়। এসব একঘেয়ে খবর কালাম ভালো করে পড়েও দেখে না। সন্ত্রাস কেন হয়, কারা করে – এসব নিয়ে মাথা ঘামানো কি তার কাজ? নিজেই কতরকম ভয় নিয়ে বাস করে। দেশজুড়ে রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক সন্ত্রাসের শিকার বিপন্ন মানুষের হাহাকার উপলব্ধি করার চেষ্টা করে নি কখনও। আজ নিজেই যদি কালাম সেরকম একটি খবরের শিরোনাম হয়, কজন মানুষের সহানুভূতি পাবে? কে এগিয়ে আসবে তাকে সাহায্য করার জন্যে?

মেয়ে দুটি বিছানায় মাকে সঙ্গ দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। নার্গিসের কান্নার চাপা শব্দেই কিনা কে জানে, টুম্পার ঘুম ভেঙে যায়। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাবার কাছে আসে।

'আব্বু, চলো আমরা ঢাকার ভাড়া বাসায় যাই আবার।'

'না মা, ভয় পেও না। সব বিপদ কেটে যাবে।

'কীভাবে কাটবে শুনি?'

নার্গিসের প্রশ্নে কালাম নিরুত্তর।

'এ গ্রামে আসার দিন থেকে, বাড়িতে ঢোকার রাত থেকেই ভয়। আগে তবু ভয় ছিল শুধু রাতে। এখন ঐ মাস্তানদের ভয়ে দিনেও দরজা বন্ধ করে থাকতে হবে। তার চেয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পালানোই ভালো।'

'না নার্গিস। আমি পালাব না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী করবে তা হলে? আরমানের কাছে যাবে আপস করতে? তাই বরং যাও। আমি সব জানিয়ে বড় ভাইয়ের কাছে চিঠি লিখেছি। দয়া করে আবার যদি কিছু টাকা পাঠায়।'

'তোমরা থাকো। আমি একটু ঘুরে আসছি।'

সিগারেট ধরিয়ে কালাম বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আরমানের ঘরটার দিকে তাকায়। ঘরের ভিতরে গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলার সাহস হয় না। তবে সাহসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নতুন প্রতিবেশীদের প্রাণশক্তির অপচয় লক্ষ করে। গাঁয়েরই ছেলে সব। সামান্য লেখাপড়া করেছে, কেউ হয় তো তাও করে নি। বেকার সবাই। শহুরে মাস্তান কিংবা টেলিভিশনে ধারাবাহিক বিদেশি ছবিতে দেখা এক মাস্তানের অনুকরণে দু জনের ঘাড়ের চুল বেশ লম্বা, গলায় চেন, পরনে জিন্সের প্যান্ট। তবে অধিকাংশই লুঙ্গি। গাঁয়ের পথে কিংবা বাজারে এদের অনেককেই দেখেছে কালাম। কালামকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ছেলেগুলি নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করে। জিন্সের প্যান্ট এগিয়ে আসে।

'এই যে মিয়া, আপনার ওয়াইফরে কইয়া দিয়েন দেওরগো লগে যেন খাতির রাইখা চলে।'

'এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। আশা করি তোমরা সেভাবে চলবে।'

'কী! এই হালা প্রেসিডেন্ট আমাগো ভদ্রতা শেখায় রে!'

'ওই মিয়া! আমরা কীভাবে চলুম– সেইটা আপনার কাছে শিখতে হইব? আপনি কি আমাগো মাস্টার না ওস্তাদ?'

ঘর থেকে অন্য আরও দুটি ছেলে খেলা ছেড়ে বেরিয়ে আসে। এরা গায়ে পড়ে কালামের সঙ্গে ঝগড়া বাধাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছে যেন। কালাম কি তবে এই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যে গ্রামবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানাবে? সন্ত্রাস দমনে প্রেসিডেন্ট-মন্ত্রীর আহ্বানের চেয়েও হাস্যকর হবে না সে আবেদন? কারণ সবাই জানে, এইসব বেপরোয়া ও বিপজ্জনক তরুণ শক্তির পেছনে কে বা কারা আছে। আর নিজের মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় দিয়েও লাভ নেই। স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস এরা হয়তো জানেও না। কালাম তাই নরম হয়।

'ভাই, আমি তো তোমাদের কোনো ক্ষতি করি নাই। কারও কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিষ্ট করার জন্য তোমাদের গ্রামে আসি নি। আমার সঙ্গে তোমরা খারাপ ব্যবহার করছ কেন। আরমান হুকুম দিয়েছে?'

'চোপ। এই ঘর অহন আমাগো ক্লাব। ভিতরা আমরা যা খুশি করুম। বাড়াবাড়ি করলে এখানে থাকতে পারবা না।'

'দেখি, অক্ষন সিগ্রেট কেনার কয়টা টাকা দেন।'

'আমার কাছে টাকা নেই।'

কালাম আর দাঁড়ায় না। আরমান বাহিনীর অপমান গায়ে মেখে তার প্রতিরোধ চেতনা টানটান হয়ে ওঠে। এই দুঃসময়ে প্রতিবেশীরা কি তার পাশে দাঁড়াবে না? আপন প্রাণ বাঁচানোর ভয় ও স্বার্থপরতাই কি তাদের প্রধান পরিচয় হয়ে থাকবে?

কালাম প্রথমে ইসমাইলের বাড়িতে যায়। ইসমাইল খুব সমাদর করে ঘরে বসায়। তার পর্দানসিন স্ত্রীও আজ সামনে এসে দাঁড়ায়।

'অফিস থোন ফিইরা আমরা আপনার কথাই এতক্ষণ বলতেছিলাম, কালাম সাব। অফিসেও অনেকের কাছে ঘটনাটি কইছি আমি।'

'চলেন তো, চেয়ারম্যানের কাছে যাই, ইসমাইল সাব।'

'খবরদার। এই কাম কইরেন না। দস্তানরা আরও ক্ষেপি যাইব। তা ছাড়া চেয়ারম্যান কার লোক জানেন না?'

'তা হলে আপনি সমিতির সকলকে ডাক দেন।'

'সমিতির নামও আর মুখে লইয়েন না, কালাম ভাই। সমিতির কারণে হ্যাতারা আমাগো ওপর পুরা ক্ষেপি গেছে।'

ইসমাইলের স্ত্রী পরামর্শ দেয়।

'এক কাম করেন, ভাইসাব। আপনি অফিসে গেলে এই কয়দিন আফায় মাইয়া দুউগারে লই আমাগো বাড়ি আই থাকুক।'

'আচ্ছা দেখি।'

চায়ের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে কালাম বেরিয়ে যায়। নববসতির পড়শিদের কাছে এর বেশি সাহায্য খুঁজে লাভ হবে না সে জানে। এর চেয়ে এইসব বখাটে ছেলেদের বাবা-চাচাদের কাছে ফরিয়াদ জানালে হয়তো কাজ হতো। খালেক মাতবরের কথাই প্রথম মনে আসে।

আগে মাতবরের বাড়িতে কখনও যায় নি কালাম। উঠানে দাঁড়িয়ে – মাতবর ভাই আছেন, বলতেই মাতবরের মেয়ে বেরিয়ে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনে ঐ বনদে নতুন বাড়ি করছেন না? কাইল বোলে আরমান দালালরে আপনি গুলি কইরা মারতে চাইছিলেন?'

বিদেশি কালামের বাড়ির ঘটনা যে এখন গাঁয়ের প্রধান আলোচ্য বিষয়, কালামের বুঝতে দেরি হয় না।

'মাতবর ভাই নেই বাড়িতে?'

'বাবা আছে তো। আহেন আমার লগে।'

বাড়ির পেছনের একখণ্ড জমিতে বেগুন লাগিয়েছে মাতবর। বেগুনখেতে নিড়ানি দিচ্ছিল, কালামকে দেখে উঠে আসে।

'মাতবর ভাই, আপনার সাথে একটু কথা ছিল।'

'কোনো বিদেইশ্যা তো মাতবরের কাছে আহে না। সবাই দালালগো পিছে ঘোরে। আপনি প্রথম, তাও ঠেলায় পইড়া মাতবরের বাড়ি আইলেন। আহেন। খালেদা চেয়ারখান বাইর কইরা দে, মা।'

উঠানে গাছতলায় একটি আধাভাঙা চেয়ার পেতে দেয় মেয়েটি।

'মাতবর ভাই, আপনারা থাকতে গ্রামের কিছু অল্পবয়সী ছেলে আমাকে এভাবে অপমান অত্যাচার করবে? এদের ভয়ে কি শেষ পর্যন্ত আমাকে বউবাচ্চা নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে? কী দোষ করেছি আমি বলেন তো?'

কালামের উচ্চারণে যে আবেগ কান্নার উতরোল, খালেক মাতবরের বিদেশি-বিরোধী মনোভাবও ধুয়েমুছে দেয় যেন। কালামের কাছে বিস্তারিত শুনে তার মাতবরসুলভ মেজাজ গর্জে ওঠে।

'বুঝছি আমি। শয়তানের দল আমার বাড়ির কাছের ঐ ক্লাব ঘরে কয়দিন তাসজুয়া খেলা আরম্ভ করছিল। আমার লাইগা পারে নাই। অহন ওরা আরমানের হোগার গু চাটার লাইগা মাছির মতো তার পাছে ঘোরে। তা ঘুরুক – কিন্তু ঘরের মেয়েমানুষরে অপমান করব ক্যা? চলেন তো দেহি আমার লগে। কোন খানকির পুতের এত সাহস!'

মাতবর এভাবে চটজলদি সাড়া দেবে, কালাম ভাবতে পারে নি। রাস্তায় নেমে তার মাতবরি তেজ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। চেঁচিয়ে গাঁয়ের বখাটে পোলাপানদের গুষ্টি উদ্ধার করতে থাকে। কালাম দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে মাতবরের রাশ টানার চেষ্টা করে।

'ভাই, গাঁয়ের আরও কয়জনরে বলেকয়ে সঙ্গে নিলে ভালো হতো না?'

'আরে আহেন, কাউরে লাগব না। খালেক মাতবর এ গ্রামের কাউরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডরায় না। পাইছে কি হারামখোরের বাচ্চারা? বাড়িতে দুইকা মা-বইনরে অপমান করব – এটা আমাগো দ্যাশের বদনাম না? সব কয়টারে বাইড়াইয়া খেদায় দিমু। রাজাকারের বাচ্চাটারেও আমি ডরাই না। খানকির পুতরা....

রণক্ষেত্রে পৌঁছানোর আগে মাতবরের এ ধরনের হুঙ্কার পথে আরও বেশ কজন স্থানীয় সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করে। কেউ সমর্থন দিতে, কেউ-বা শুধু মজা দেখতে মাতবরের কিছু হাঁটতে থাকে। কিন্তু সন্ত্রাসবিরোধী অপ্রত্যাশিত জনসমর্থন পেয়েও কালাম মাতবরের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ আস্থাশীল হতে পারে না। ভিতরে আবারও জাগে দ্বিধা-ভয়। রগচটা মাতবর গিয়েই আরমান বাহিনীর সঙ্গে মারপিট শুরু করে যদি? কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে – কে জানে।

'এ ঘরের ভিতরে ক্যাটা রে? বাইর হও কইতাছি, এটা কি তোগো বাপের সম্পত্তি, এখানে থাইকা আকাম-কুকাম কইরা সমাজের মানুষরে ভয় দেহাইবি, বাইরাও দেহি কোন খানকির পুত....

মাতবরের চিৎকার শুনেও ভিতর থেকে কেউ বেরিয়ে আসে না। দরজা খোলা, মানে ঘরটার দরজাই হয় নি এখনও। মাতবর এবং অন্য সবাই ভিতরে ঢোকে। কেউ নেই। টেবিলের ওপর একখানা কেরাম বোর্ড। ঘরের মেঝের অসমান মাটির ওপর একটি বিছানো মাদুর। সিগারেটের টুকরো ছড়ানো সর্বত্র। দিনের বেলায়ও ওপরে একটি বাল্ব জ্বলছে। ভিতরে কাউকে না পেয়ে মাতবর কেরাম বোর্ডখানা ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দেয়। একটা রক্তারক্তি মারপিটের হাত থেকে আপাতত মুক্তি পেয়ে কালাম স্বস্তির শ্বাস ছাড়ে।

'আসেন ভাই, আমার বাড়িতে বসে একটু চা খাবেন।'

মাতবরসহ স্থানীয় লোক চারজনকে বারান্দায় বসতে দিয়ে কালাম ঘরের ভিতরে ঢোকামাত্র নার্গিসের উদ্বিগ্ন স্বর।

'কোথায় গিয়েছিলে? তুমি যাওয়ার পর ছেলেগুলাও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আমি এদিকে চিন্তায় মরি।'

বারান্দা থেকে মাতবর নার্গিসকেও অভয় দেয়।

'আর চিন্তা কইরেন না। শয়তানরা আমার ডরে পলায় গেছে। আবার যদি আহে, আমারে খালি খবর দিয়েন। ভদ্র মানুষের বাড়িতে হানাদাইয়া মাস্তানি চোদায়! হারামখোরের পয়দাগুলিরে এমুন শিক্ষা দিমু। খালেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাতবরকে চেন না, হালা রাজাকারের পোষা কুত্তা!'

মাতবরকে নার্গিসও চেনে। দুধ নিয়ে আসে রোজ। দুঃসময়ে স্থানীয় লোকটার সান্ত্বনা-বাণী সাহায্যের প্রসারিত হাত যেন। নার্গিস আঁকড়ে ধরতে চায়। মাতবরের সঙ্গে অন্য লোকেরা আছে জেনেও বারান্দায় বেরিয়ে আসে।

'আমরা কী দোষ করেছি, চাচা? আপনাদের আরমান সাহেব মাস্তান লেলিয়ে দিয়ে আমাদের বাড়ি ভাঙতে চায়, মারতে চায়, জমি কাইড়া নিতে চায় কেন? সত্যই যদি উনি আইনে আমাদের এই সামান্য তিন কাঠারও ভাগ পান, তা হলে ভালোভাবে বলুক সে কথা। না কী বলেন চাচা? আমি অন্যায্য কথা বলছি?'

'বাড়ি ভাঙা এত সোজা নয়। ফাঁকা জমি গায়ের জোরে দখল লইছে। কিন্তু আপনাগো বাড়ির ভিতরা ঢুইকা হাম্বিতাম্বি হ্যায় করতে পারে না। এই যে সাহেব, আপনে এ পালের গোদা রাজাকারের নামে মামলা ঠুইক্যা দ্যান। আমি আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিমু।'

'অত বড় লোকের সাথে মামলা-মকদ্দমা করে আমরা পারব না চাচা। তার চেয়ে আপনারা দশে মিলে একটা মীমাংসা কইরা দেন।'

'গেরামের দশজনে হ্যার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারব না। দালালগো কোনো চরিত্র আছে? বন্ধু হইয়াও জামালে নিজের স্বার্থে আপনাগো হোগাটা কেমনে মারল।'

মাতবরকে সমর্থন দিয়ে রিকশাঅলা লোকটি মন্তব্য করে।

'বাজারে হুনলাম, ছোটোমোটো দালালগো শিক্ষা দিতে আরমান এই জমির দখল লইছে। জামালে জমির ব্যবসা ধরছে। হ্যায় যাতে আর পার্টি ধরতে না পায়, হ্যার লাইগা আরমান তার বন্ধুর জমির দখল লইছে।'

'কিন্তু জামালকে শিক্ষা দিতে আমাদের ওপর অত্যাচার করছে কেন, ভাই? বলেন তো চাচা আপনি, এটা কেমন বিচার?'

কালাম যে লোকগুলোর সাহসে সাড়া দিচ্ছে না, কিংবা লোকগুলোর সমর্থনকে শক্তির রূপ দেয়ার জন্যে নিজেও সাহসী ভূমিকা রাখতে পারছে না, এর জন্যে মূলত নার্গিসই দায়ী। মাতবরকে সে ভাই ডেকেছে। অথচ নার্গিস অবলীলায় তাকে চাচা বলছে। এই অসংগতিটুকু ছাড়াও, বাইরের লোকের সামনে স্ত্রীর মাতবরি তার ভালো লাগে না। ধমক দেয়।

'তুমি এখন যাও তো। চা বানাও। আমি এনাদের সঙ্গে কথা বলছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাতবর জানতে চায়, 'ঐ জমির মালিকরা আইছিল? হ্যারা দেইখা কী কয়?'

'ওদেরও পুলিশ ডিপার্টমেন্টে লোক আছে। চেনাজানা মন্ত্রী আছে। স্বাধীন দেশে আরমানের মতো লোকে যা খুশি করবে – আর আমরা চুপচাপ তাই মেনে নেব? বলেন?'

'হ্যার লাইগা তো কইলাম সাহেব, আর দেরি না কইরা কেস ঠুইকা দেন। সরকারি লোক আপনারা। উকিল-ব্যারিস্টার-অফিসার চেনা তো থাকবই। এই যে, আমারে সাক্ষী কইরেন। হ্যারা কেউ সাহাস না পায়, আমি সাক্ষ্য দিমু। নিয়ামতের পোলা আরমান একাত্তরে রাজাকার আছিল। হিন্দুগো জমি টাকাপয়সা লুট করছে। তারপরে কেমনে দালালি কইরা এত বিষয়সম্পত্তির মালিক হইল – হাকিমের এজলাসে সব ভাইঙা কমু।'

'কাল অফিসে গিয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ করে যা হয় একটা কিছু করব। কিন্তু মাতবর ভাই আমার ভয় হচ্ছে – আরমানের বাহিনী যদি আবার ফিরে আসে? মানে আমি যখন অফিসে থাকব, তখন আমার বউবাচ্চার ওপর যদি হামলা চালায়?'

'এইডা নিয়া কোনো চিন্তা কইরেন না। আমি আছি। আমি আপনার পরিবারকে পাহারা দিমু নে। দেখি কোন হালার পো এহানে আইয়া মাস্তানি চোদায়।'

কালামের ভিতরে কৃতজ্ঞতাবোধ এমন আকুল হয়ে ওঠে যে, মাতবরের হাত চেপে, কিংবা লোকটাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারলে নিজেকে কিছুটা হালকা বোধ করত। মনে পড়ে, এই লোক গৃহপ্রবেশের দিন খারাপ ব্যবহার করেছিল, ভয় দেখিয়েছিল। লোকটার প্রতি ঘৃণা জেগেছিল কালামের। সর্বদা দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে কালাম। দুধে পানি মেশায় – সন্দেহ করেছে অনেকদিন। আজ মাতবরকে মনে হয় পৃথিবীতে সবচাইতে আপনজন।

চা-বিস্কুট খেয়ে মাতবর সদলবলে বিদায় নেয়ার পরও, মাতবরের কাছে প্রাপ্ত সাহস কালামের হাতে রাইফেলের মতো কাজ দেয়। মাস্তান দল আর ফিরে আসে না। কিন্তু কালাম প্রতিরোধের সাহস উঁচিয়ে অপেক্ষা করে। নার্গিস ও মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে, একক চিন্তাভাবনার ভিতরে– সর্বক্ষণ সাহসটাকে জাগ্রত রাখতে চায় কালাম। রাতে মেয়েরা ঘুমিয়ে যাওয়ার পর নার্গিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপচারিতায় এবং নার্গিস ঘুমিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাওয়ার পরও, একা একা রাত জেগে বুকে সাহসটাকে আগলে রাখে কালাম। আরমানবিরোধী লড়াইয়ের নানাদিক নিয়ে ভাবনা এবং নতুন নতুন পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে সাহসটা বরং বেড়েই চলে।

পরদিন অফিস থেকে কালাম নিচিন্তাপুরে ফিরে আসে সন্ধ্যার পর। রিকশা থেকে বাজারে নেমে সিগারেট কেনার সময় টি-স্টলে উত্তেজিত কণ্ঠের কথাবার্তার ভিতর থেকে অচেনা কণ্ঠে খবরটা প্রথম শুনতে পায়। মাতবরকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। আর ঐ বিদেইশ্যা হালা পলায় রইছে।

বাজারে কালামকে অনেকেই চেনে না। তবু গা ঢাকা দেয়ার জরুরি কর্তব্য তাকে তাড়া করে। যেন পুলিশ কালামকেও এক্ষুনি ধরে ফেলবে। নার্গিস ও চম্পা-টুম্পার কী হয়েছে? কালাম বাড়ির দিকে প্রায় দৌড়াতে থাকে।

মাতবরের বাড়ির কাছে এসে পায়ের গতি আপনা থেকেই কমে যায়। কারণ মাতবরের বাড়িতেও নারীকণ্ঠের কান্না ঘিরে লোকজনের ভিড়। ভিড়ের কণ্ঠে পুলিশ, খুন, হাসপাতাল, বিদেইশ্যা ইত্যাদি শব্দ শুনে ভিতরে ঢোকার সাহস হয় না কালামের। ভাগ্য ভালো, পথে কোনো চেনা মুখ তাকে দেখতেও পায় না।

বাড়ি পৌঁছে কালাম রোজকার মতো স্ত্রী-কন্যাদের ডাক দেয় না। কারণ গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না তার। নিজের বাড়িতে এসেও ভিতরের ও বাইরের পরিস্থিতি আঁচ করতে চায়। আরমানের দখল ঘোষণাকারী ঘরটা অন্ধকার এবং নিষ্প্রাণ। কালামের ঘরে আলো জ্বলছে, কিন্তু কথা বলছে সালুর বউ। অবশেষে নার্গিসের গলাও শুনতে পায় কালাম, 'হায় আল্লা, চম্পার বাবা এখনও আসছে না কেন?'

কালাম দরজার কড়া নাড়ে। চাপা গলায় সাড়া দেয়, 'খোলো। আমি এসেছি।'

সালুর স্ত্রী, কালামের স্ত্রী ও মেয়েদের সমবেত বয়ানে মূল ঘটনা যেটুকু দাঁড়ায়, তা এরকম :

মাস্তানের দল আজ দশটার দিকে আবারও আরমানের ঘরের দখল নেয়। বাড়ির পাশেই গুণ্ডাদের হৈহল্লা শুনে নার্গিস দরজা বন্ধ করে। মেয়েদের নিয়ে ঘরে বসে থাকে চুপচাপ। তারপর দুধ নিয়ে আসে খালেক মাতবর। মাস্তানদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা শুনে মাতবর দুধের জগ বারান্দায় রাখে। নার্গিসকে ডেকে একটা লাঠি চায়। ভয়ে ভয়ে নার্গিস কালামের সাপ-মারা কাঠটা এগিয়ে দেয়। কারণ সে ভেবেছিল লাঠি দিয়ে লোকটা ছেলেগুলোকে বুঝি কেবল ভয় দেখাবে।

কিন্তু লাঠি হাতে মাতবর ঘরে ঢুকলে তুমুল কথা কাটাকাটি থেকে মারামরি শুরু হয়। মাতবরকে গলা ধাক্কা দিয়ে একজন মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। মাতবরের হাত কেটে গেছে, রক্ত ঝরেছে। আর লাঠির আঘাতে মাতবর যার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, সে এখন হাসপাতালে। বাঁচে কি না সন্দেহ। গ্রামের লোকজন ভেঙে পড়েছিল দেখার জন্যে। না, আরমান আসে নি। মাতবরকে ধরাধরি করে বাজারে ডাক্তারের কাছে নিয়ে ওষুধ-ইনজেকশন দেওয়া হয়। মাতবর একটু সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরলে বিকেলে হঠাৎ পুলিশের গাড়ি আসে। পুলিশ খালেক মাতবরের কোমরে দড়ি লাগিয়ে ধরে নিয়ে গেছে। পুলিশ কালামের বাড়িতেও এসেছিল। নার্গিসকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কালাম কোথায় জানতে চাইলে নার্গিস বলেছে, অফিসে। মারামারি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জবাব দিয়েছে, সে কিছু দেখে নি। দরজা বন্ধ করে ছিল।

নার্গিস, সালুর বউ ও ছেলেমেয়েদের কণ্ঠে ঘটনার বয়ান শেষ হতে-না হতেই সালু আসে।

'আইয়া পড়ছেন? এদিকে গেরামের মেলা মানুষ আপনার উপর খেইপা গেছে। আবার পুলিশও আপনারে বিছড়ায় গেল। অহন কী যে হয়!'

'সালু ভাই, এই বিপদে আপনি আমাদের সাহায্য করেন। ও গো, চলো বনদের ভিতর দিয়ে চলো আমরা এই রাতেই ঢাকা পালিয়ে যাই। বাড়ি সালু ভাইরা পাহারা দেবে। তারপর যা হবার হবে।'

'বাড়িঘর ছাইড়া পলায় যাইবেন ক্যা। আপনারে এত কইরা কইলাম, আরমান মামুর লগে দেখা করেন। এই যে, গেরামে থাকতে হইলে গেরামের মাথাগো সম্মান দিয়া মিইলা-মিইশা থাকতে হয়। আপনি হুনলেন খালেক মাতবরের বুদ্ধি। হ্যার বেরেনে ঘিলু নাই, খালি আগুন। বোঝ অহন ঠেলা।'

'এখন আমাদের বাঁচার বুদ্ধি কী সেইটা বলেন, সালু ভাই? পরিস্থিতি কী রকম বুঝতেছেন?'

'বাঁচার একটাই বুদ্ধি, চলেন আপনারে আরমান মামুর কাছে লইয়া যাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালাম গম্ভীর হয়ে যায়। নার্গিস কথা বলে, 'আমিও অনেকবার এ কথা বলেছিলাম ওকে। সে কথা শুনলে এই অবস্থা হয়! আচ্ছা উনি কি এখনও গ্রামে আছেন?'

'হ্যাঁ। আমি তো অহন ঐ বাড়ি থাইকা আইলাম। চলেন – তাড়াতাড়ি। এই যে, হ্যায় পাশে থাকলে পুলিশেও আপনারে কিছু করতে পারব না। পুলিশ হ্যার কথায় চলে।'

'ঠিক আছে, সালু ভাই, আপনি আমাকেও নিয়ে চলেন। ও না যায়, আমি যাব। দাঁড়ান, আমি শুধু শাড়িটা পাল্টে লই।'

'খালি চম্পার মায় গেলে কাম হইব না। আপনিও লগে চলেন, কালাম ভাই।'

সালুর স্ত্রীও সায় দেয়, 'হ, যান গিয়া। আমি অহন ঘর পাহারা দিমু।'

কালাম তবু বোবা। চম্পা ও টুম্পা দুজনই বাবার কোল ঘেঁষে আশ্রয় নিয়েছে। কালামের মনে একদিকে আরমান ও থানা-পুলিশ, অন্যদিকে মাতবর-বাড়ির ভিড় ও কান্না ছাপিয়ে খালেক মাতবরের রুদ্র মূর্তি বারংবার মনে উঁকি দেয়। কালামের পরিবারকে রক্ষা করতে এসে লোকটা এখন পুলিশের হাজতে। মাতবরের মতো সাহস নিয়ে তার বিপন্ন পরিবারের পাশে দাঁড়ালে অচিরে কালামকেও হয়তো জেলে যেতে হবে। চম্পা-টুম্পার কী হবে তখন? কিন্তু এখন যদি মাতবরের স্ত্রী কিংবা কন্যা ছুটে আসে, তীক্ষ্ণ কান্নাভরা কণ্ঠে অভিযোগ জানায়, 'আপনার লাইগা মানুষটা জেলে গেল। আর আপনে অহনো বইয়া আছেন!' কী জবাব দেবে সে? কী করার আছে তার? কালাম কিছুই ভেবে পায় না। বুকের মধ্যে বিশাল এক ভারী পাথর তার সকল সাহস ও ভাবনা-চিন্তার পথ রোধ করে আছে যেন। চোখেমুখে উথলে উঠছে বিহ্বল যন্ত্রণার ঢেউ।

নার্গিস পাশের ঘর থেকে শাড়ি পাল্টে আসে। কালামকে তাড়া দেয়, 'চলো শিগগির। দেরি করলে বিপদ হবে।'

এমন মরা-বাঁচার সংকটে নার্গিসের শাড়ি পাল্টানোর রূপ এবং ঘৃণিত শত্রুর বাড়িতে যাওয়ার তাড়া দেখেও কালাম অদ্ভুত রকমের শান্ত। ভালো-মন্দ কিছুই বলে না। বলার মতো কথা আর কিই-বা আছে তার!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২.

AMARBOI.COM

ভেজা কাকের ঘরে ফেরা

শহরতলি নিচিন্তাপুরে বাড়ি করার কত বছর পর, ঘামে ও বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আবুল কালাম একটি ভেজা কাকে পরিণত হয়েছে, মনে করতেও পারে না আর। নিচিন্তাপুর ডুবিয়ে দেয়ার মতো বৃষ্টি শুরু হয়েছে এবার। বৃষ্টির মধ্যেই সকালে বাড়ি ছেড়েছিল কালাম, বৃষ্টি মাথায় করেই রাতে বাড়ি ফিরছে আবার।

বৃষ্টিতে জুতা-মোজা ও প্যান্টের নিচের দিকটাও ভিজে জবজব, কালাম তবু ছাতার নিচে মাথা রক্ষার চেষ্টা করে। ছাতা লিক করেই হোক, কিংবা নিচ থেকে বৃষ্টির সূচ ও কুয়াশা বিঁধেই হোক, জামা ও চুলও বেশ স্যাঁতসেঁতে হয়েছে। ভেজা চুলের নিংড়ানো পানি ঘাড়ে ও গালেও চুইয়ে পড়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝেমধ্যে। দেড় ঘণ্টা ধরে টানা বৃষ্টির মধ্যে পথে আছে বলে কালামের ভেজা শরীরে এখন শীতবোধও হচ্ছে। জ্বরসর্দির তোয়াক্কা না করে তবু সে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় পায়ে হেঁটেই ঘরে ফিরছে। ছাতার উপরে বৃষ্টিপতনের শব্দ শুনে শুনে কান দুটোও ভিজে গেছে মনে হয়। ভেজা চোখ কাজ করলেও অন্ধকারে অন্ধই প্রায়। রাস্তার গর্তে উছলানো পানিতে জুতাসহ পা ডুবলেও থপাস আওয়াজ কানে যায় না, রাস্তার চেহারাও চোখে পড়ে না। উল্টে পড়ার গতি রুখে দিয়ে তার স্মরণ হয়, পাকা হলেও এ রাস্তাটা সংস্কার হয়নি অনেকদিন। বৃষ্টি হলেই ছালবাকলা উঠে যায়। গত তিন দিনের বর্ষণে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। খারাপ রাস্তা কিংবা শরীরের অবস্থা বিবেচনায় না রেখে কালাম তবু পা চালিয়ে হাঁটে। তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌছানো দরকার।

প্যান্টের চোরাপকেটে রাখা টাকাগুলোর কথা মনে পড়ে হঠাৎ। বাসে বেশ কয়েকবার পকেটমার হওয়ার পর প্যান্ট বানালেই তাতে একটা চোরাপকেট রাখার নির্দেশ দেয় দর্জিকে। পকেটমারের হাত দূরের কথা, নিজের হাতও ঢোকানো শক্ত এসব পকেটে। ভেজা প্যান্টের ওপর হাত রেখেই চোরাপকেটে টাকার অস্তিত্ব অনুভব করে সে, ভিজে না গেলেও বৃষ্টির ছোঁয়া পাচ্ছে।

পাকা রাস্তা নিচিন্তাপুর তেপথীক মোড়ে গিয়ে খতম। এরপর কালামের বাড়িতে পৌছার জন্য মিনিট পাচেক কাঁচা রাস্তা ধরে হাঁটতে হয়। সকালে বৃষ্টির মধ্যে রাস্তার কাদাপানি থেকে জুতোজোড়া রক্ষার জন্য জুতো হাতে নিয়ে পাকা রাস্তা পর্যন্ত এসেছিল। মোড়ের চায়ের দোকানটায় ঢুকে তাদের কলতলায় পা ধুয়ে চেয়ারে বসে জুতামোজা পরে নিয়েছে। তার স্যান্ডেল দুটির একটির তলা ফেটেছে বলে এই বর্ষায় জুতোজোড়া নাকানিচুবানি খাচ্ছে। কাঁচা রাস্তার মুখে জুতা খোলার জন্য দাঁড়াতেই জুতা খোলার কথা একদম ভুলে যায় কালাম। কারণ রাস্তায় কাদা তো নেই, রাস্তাটাও নেই। শুধু পানি। অফিসে যাওয়ার সময় দেখেছিল বাঘ মজিবরের পুকুরের পানি রাস্তা ছুঁইছুঁই, এখন পুকুর-রাস্তা একাকার। কালাম চমকে ওঠে, কারণ শহরতলির এ গ্রামটিতে বাড়ি করার পর গত পনেরো বছরে এ রাস্তাটা পানির নিচে তলিয়ে যেতে দেখেনি সে।

অফিসে গিয়ে খবরের কাগজে অবশ্য পড়েছে, প্রবল বর্ষণে ঢাকার জনজীবন বিপর্যস্ত। গত বিশ ঘণ্টায় ঢাকায় ১৭০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কত মিলিমিটার বৃষ্টি হলে কতটা জায়গা জলপ্লাবিত হয়, এসব হিসাব নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি কালাম। তবে অভিজ্ঞতা থেকে জানে সে, গত কয়েক বছর ধরে টিভিতে ও খবরের কাগজে দেখেও আসছে–বৃষ্টির পানি জমলেই ঢাকার শান্তিনগর, মতিঝিল, আরামবাগ, গেণ্ডারিয়া ইত্যাদি এলাকার রাস্তাগুলো হাঁটু বা কোমরপানির নিচে চলে চায়। এ সময়ে নগরীর নিষ্কাশন ব্যবস্থার বেহাল দশা নিয়েও ধুমসে পত্রিকায় লেখালেখি হয়। কিন্তু নগরীর উপকণ্ঠে নিচিন্তাপুরের এ রাস্তাটা জলমগ্ন হতে দেখেনি কখনও। আজ অবশ্য ফেরার পথে ঢাকার কিছু রাস্তার চেহারা নিজে দেখে এসেছে সে। বাসখানা মতিঝিলের রাস্তার হাঁটুপানি ভেঙে চলার সময় নিজের ঘরে পানি ঢোকার ভয় জেগেছিল। সেই ভয়টাই ভেতরে এমন চমকে ওঠে যে, জুতা খোলার কথা ভুলে যায় কালাম। তার ঘর যে রাস্তা লেবেলের চেয়েও নিচু।

ঝড়-বৃষ্টির আভাস দেখলেই এ জায়গায় বিদ্যুৎ পালায়, বৃষ্টির কারণে পালিয়েই আছে দুদিন। মোড়ের চায়ের দোকানটায় দুটি হারিকেন জ্বলছে। ভেতরে বসে আছে বাঘ মজিবর ও আরও দুজন লোক। হারিকেনের ঝাপসা আলোয় রাস্তায় বৃষ্টিতে অচল ছাতা দেখে বাঘ মজিবর চেঁচিয়ে ওঠে, 'কী ডা রে?'

কালাম লোকটাকে এড়িয়ে চলার অভ্যাস বজায় রাখতে জবাব দেয় না। নিচু হয়ে ভেজা জুতার ফিতা খোলে। এ সময় টর্চ লাইট হাতে রাস্তার পানি খলখলিয়ে এগিয়ে আসে একজন, টর্চের আলো কালামের মুখের ওপর ফেলে কথা বলে, 'কালাম ভাই, নাকি, অহন ফিরলেন? পানিতে তো সব ডুইবা গেল!'

কণ্ঠ শুনে কালাম বুঝতে পারে, এ গ্রামের পুরনো বাসিন্দা রাজমিস্ত্রি তোফাজ্জল। তার অন্য হাতে এখন মাছ হানার কোচ। জুতা হাতে উঠে দাঁড়িয়ে কালাম বলে, 'আমার ঘরেও তো পানি ঢুকে গেছে মনে হয়।'

'খালি আপনার ঘর! গত বছর পশ্চিম পাড়ায় এত উঁচা কইরা বাড়ি বানাইল বরিশাইলা জাহাজি, তার ঘরেও হাঁটুপানি দেইখা আইলাম। পশ্চিমপাড়ায় বিদেশি যারাই বাড়ি করছে, সবার ঘরেই অহন এত্তা পানি।'

তোফাজ্জলের কথায় আনন্দ না উদ্বেগ – বুঝতে পারে না কালাম। কারণ এ গ্রামের স্থায়ী ও পুরনো বাসিন্দা যারা, তাদের বাড়িভিটা বেশ উঁচু। বাঘ মজিবরের বাড়িতেও পানি উঠবে না বলে সে রাত নয়টাতেও বাড়ি ছেড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চায়ের দোকানে বসে বৃষ্টি উপভোগ করছে।

বাঘ মজিবর কালামকে চিনতে পেরেই বোধহয় কথা বলে তোফাজ্জলের সঙ্গে, 'খালি বিদেইশ্যাগো কথা কস ক্যা রে, হারামাজাদা! বিদেইশ্যারা ডুবলে কি তোরা এ গ্রামে বাঁচতে পারবি? পুরো বাংলাদেশই এবার ডুবব।'

কালাম ততক্ষণে রাস্তার পানিতে নেমে হাঁটতে শুরু করেছে। ভেজা প্যান্ট গুটিয়ে নেয় নি, তাড়াহুড়োতে মোজা খোলা হয়নি এক পায়ের। দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে সে।

পেছন থেকে তোফাজ্জল মিস্ত্রি চেঁচিয়ে জানতে চায়, 'ও কালাম ভাই, ঢাকায় কী অবস্থা দেখলেন? বাঁধ কাইটা দিছে হুনলাম।'

কালাম এ সম্পর্কে কিছু শোনে নি, দেখেও নি। বাঁধ মানে তো ঢাকা-ডেমরা-নারায়ণগঞ্জের পাকা রাস্তাগুলো। রাস্তা ঘেঁষে একদিকে বুড়িগঙ্গা, আরেকদিকে শীতলক্ষ্যা। নদীর বান ঠেকানোর উপযোগী এসব রাস্তা কাটা সহজ নয়। তবে রাস্তা চুইয়ে, চোরাগোপ্তা ফাঁকফোকর দিয়ে ঢাকার পানি এই নিচু জায়গাটায় ঢুকেছে হয়তো। নইলে তিন দিনের বৃষ্টিতে এত পানি হয়? এসব নিয়ে ভাবার আগে কালাম দ্রুত ঘরে পৌঁছতে চায়, ঘরে নার্গিস আর মেয়ে টুম্পা। মা-মেয়ে এখন কী করছে আল্লাই জানে।

বাঘ মজিবরের পুকুরের ধারে রাস্তায় দাঁড়িয়ে জাল ও কোচ নিয়ে মাছ ধরছিল কয়েকজন। টর্চের আলো ফেলে তাদের একজন কালামকে চিনতে পেরে বলে, 'ও ভাই, বাঘ মজিবরের মাছ অহন ধরার মানুষ নাই, কেনারও মানুষ নাই। একটা কাতলা লইয়া যান, পরে দাম দিয়েন।'

ছেলেগুলোর মাছ ধরার আনন্দ দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হয়। পরিস্থিতি হয়তো তেমন ভয়াবহ নয়। তবু না জবাব দেয় সে 'এখন কি আর মাছ কেনার সময়!'

ছেলেটি পানিতে ভাসমান বড় পাতিল থেকে একটা মাছ নিয়ে কালামের হাতে গছিয়ে দিতে চায়। কিন্তু কালাম মাছ নেবে কোথায়? এক হাতে জুতা, আর অন্য হাতে ছাতা, ঘাড়ে ব্যাগ। জ্যান্ত কাতলা কেন, ঘরে পানি ঢুকে থাকলে মাগনা একশ ইলিশ কিংবা টাটকা পাঙ্গাস নিয়ে ঘরে ফিরলেও নার্গিস বিরক্ত হবে। তা ছাড়া কারেন্টের অত্যাচারে ফ্রিজ অচল হয়ে আছে প্রায় তিন দিন ধরে। কালাম মাছ না নিয়ে জোরে হাঁটে আর বলে, 'আমার বাড়ি ডোবে আর তোমাদের মাছ!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ি যত এগিয়ে আসে পানির গভীরতা তত বাড়ে। নববসতিতে ঢোকার জন্য বড় কাঁচা রাস্তাটি ছেড়ে বাম দিকের গলিপথে ঢুকতে হয় কালামকে। মহল্লার এসব গলিপথ মহল্লাবাসীরাই মাটি ফেলে তৈরি করেছে। এর মধ্যে নিজের বাড়িতে ঢোকার জন্য অন্তত ১৫০ ফুট গলিরাস্তা সম্পূর্ণ নিজের খরচেই বের করেছে কালাম। গত বছর এই সরু রাস্তা দিয়েই বাড়িতে গ্যাস নেয়ার পর আরও এক দফা মাটি ফেলেছিল। এখন সেই রাস্তায় হাঁটুপানি, মাটি সরে যাওয়ায় গ্যাসের পাইপে পা হোঁচট খায়। পাইপে যদি পানি ঢুকে যায়, তা হলে গ্যাস সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবে কি? ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে কিনা কে জানে। রোজই গলিপথে হাঁটার সময় কত চেনামুখ চোখে পড়ে, কিন্তু আজ রাত নটাতেই যেন গভীর রাত। কোনো বাড়িতেই প্রাণের সাড়া নেই। বাইরে পানির ওপরে অবিরাম বৃষ্টির নৃত্য। রাস্তার পানিতে নামার পর ডাঙ্গা ও শুকনো জায়গা চোখে পড়ে নি কোথাও। দুর্যোগের মধ্যেও নিজের পাকা বাড়িটি যথাস্থানে দাঁড়ানো দেখে কালাম কিছুটা ভয়মুক্ত হয়।

বাড়িতে ঢোকার গেটখানা খোলাই ছিল। সকালে উঠান ভেজা দেখে গেছে, এখন রাস্তার সমান্তরালে উঠানেও হাঁটুপানি। গতবারের বর্ষায় উঠানে পানি জমে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করলে কালাম দরজায় ইট গেঁথে বাঁধ দিয়েছিল। কলতলায় বালির বস্তা ফেলেছিল। কিন্তু আজ ঘরে পানি ঠেকাতে অসহায় স্ত্রী-কন্যার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে সন্দেহ নেই। কালাম বাড়িতে থাকলেও ঠেকাতে পারত না। গ্রীষ্মকালের শুকনো খটখটে জমিতে বাড়ি করার সময় এরকম মহা বৃষ্টি এবং জায়গাটায় এত পানি জমার আশঙ্কা কল্পনা করে নি কেউ। বাড়ির ভিত যথেষ্ট উঁচু হয় নি। ফলে আঙিনার হাঁটুপানি আজ বারান্দায় এবং ঘরেও। অপ্রতিরোধ্য ডাকাত ঘরে ঢোকার পর দরজাও আর বন্ধ করে নি নার্গিস। হারিকেনের আলোয় মেঝের স্থির পানির ওপর পড়ে আছে। ঘরবাড়ির ভুতুড়ে পরিবেশের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত কালাম চেঁচিয়ে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করে, 'কই গো! ও মা টুম্পা, তোমরা কোথায়?'

নার্গিস পানিতে দাঁড়িয়েই কিছু একটা করছিল বোধহয়, হারিকেন হাতে বারান্দায় বেরিয়ে জবাব দেয়, 'দুপুর থেকেই চেষ্টা করেছি, কিন্তু তোমার ঘর-সংসার শেষ পর্যন্ত আর বোধহয় সামলাতে পারলাম না।'

কালাম ঘরে ঢুকে ছাতাটা বারান্দার গ্রিলে ঝোলায়। কিন্তু হাতের জুতা রাখার জায়গা খুঁজে পায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসময় ঘর থেকে মেয়ে টুম্পাও পানি ভেঙে বেরিয়ে আসে, 'ও আব্বু, তুমি এতক্ষণে এলে! দেখো আমাদের বাড়ির কী হাল হয়েছে। পানি খালি বাড়ছেই।'

হাঁটা শেখার পর থেকে টুম্পা বাপ ঘরে ফিরে এলেই ছুটে আসে, বাপের কোল ঘেঁষে আদর খাওয়া তার অভ্যাস। ক্লাস নাইনে ওঠার পর থেকেই টুম্পা তো মা ও বড় বোনের সমান লম্বা, তবু শৈশবের অভ্যাসে বাবার পাশে এসে দাঁড়ায়, বাপের মাথায় হাত দিয়ে বলে, 'তুমিও তো ভিজে কাক হয়ে গেছ। এত দেরি করলে কেন? আমরা টেনশনে অস্থির।'

কালাম জুতা পানিতে ছেড়ে দিয়ে মেয়েকে আদর দিয়ে বলে, 'বিপদে ভয় পেলে চলে? পেপারে দেখলাম, এত বৃষ্টি দেশে ৫০ বছরেও হয় নি।'

নার্গিস স্বামীর জুতা সামলায় এবং একই সঙ্গে মেয়েকে ধমকায়, 'তুই আবার খাট থেকে নামলি কেন? জামাকাপড় সব ভিজিয়ে ফেললে ভেজা কাপড়েই রাত কাটাতে হবে।'

'আর তুমি যে সন্ধ্যা থেকেই ঘরে-আঙিনায় পানিতে খলবল করে হেঁটে বেড়াচ্ছ খালি।'

'তাও সব জিনিসপত্র সামলাতে পারলাম কই। কত কিছু যে নষ্ট হয়ে যাবে।'

প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরে ঘরে ঢুকে কালাম সাজানো সংসারের যে চেহারা দেখতে পায়, মেঝের ওপর হাঁটুপানির অস্তিত্ব তার সবই লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। চোখ ঘুরিয়ে কালাম দেখে টিভিটি নেই, টিভি টেবিলখানা ডাইনিং টেবিলের ওপরে। ডাইনিং টেবিলটা উঁচু বলে সেখানে নানারকম জিনিস সরিয়ে রেখেছে নার্গিস। আলমারি ও শোকেসের ওপরেও হাবিজাবি জিনিসপত্র। শোকেসের নিচের তাক আর কালামের বুক শেলফের নিচের দুটি তাক এখন পানির দখলে। স্টিল আলমারির ভেতরে পানি ঢুকেছে নিশ্চয়। নিচের তাকের সিন্দুকে রাখা জমির দলিলসহ দরকারি কাগজপত্রের কথা স্মরণ করে কালাম আঁতকে ওঠে, 'আলমারিটা!'

নার্গিস আশ্বস্ত করে, 'সিন্দুকের কাগজপত্র আর নিচের দুই তাকের জিনিস সামলে রেখেছি। কিন্তু তোমার বই কিছু ভিজে গেছে।'

বাড়ি করার সময় ঘরের ভেতরেও লম্বা একটা তাক বানিয়েছিল, মিস্ত্রিরাই জোর করে বানিয়ে দিয়েছে। ঘরের সৌন্দর্যহানিকর জিনিসটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নার্গিসের পছন্দ হয় নি। কিন্তু আজ তাকটা পানিবন্দি সংসারের হাজাররকম জিনিসপত্রের প্রধান আশ্রয় হয়ে উঠেছে।

'ফ্রিজটা সরিয়ে কোথায় রাখি বলো তো। ভেতরে মাছমাংস তেমন নেই। তবু পানিতে ডুবে থাকলে নষ্ট হবে না?'

কালাম ফ্রিজের কাছে দাঁড়িয়ে ফ্রিজ রক্ষার উপায় খোঁজে। সংসারের সব বিষয়ে স্ত্রীর নেতৃত্ব মেনে চলা স্বভাব, সংসার রক্ষার বুদ্ধি তাকে চটজলদি সাহায্য করবে কেন? বরাবরের মতো বর্তমান সংকটেও নার্গিস নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে বলে, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ফ্রিজ থাক, তুমি এক কাজ করো, বাইরে থেকে কয়েকটা ইট এনে আমাদের ঘরের খাটটা উঁচু করো। টুম্পার বিছানা আমি উঁচু করে দিয়েছি। পানি আরও বাড়বে কিন্তু।'

কালাম ইট খুঁজতে উঠানে ও কলতলায় যায়। উঠানের গাছগুলো ইট বাঁকা করে মাটিতে গেঁথে দিয়ে ঘিরে দিয়েছিল– ছাগলের ভয়ে নয়, উঠানের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য। এখন পানির নিচে কোথায় ইট খোঁজে সে? গাছগুলোর নিচে গিয়ে মাছ ধরার মতো হাতড়ে কিছু ইট উদ্ধার করতে সক্ষম হয় সে। ছাতার নিচে যে মাথাটা রক্ষা করার বেজায় চেষ্টা করেছিল, সুযোগ বুঝে বৃষ্টি তা আচ্ছামতো ভিজিয়ে দেয়। ঘরের পানিতে আধাডোবা হয়ে, খাটের পায়ার নিচে ইট ঢোকাতে চেষ্টা করে কালাম। কিন্তু এত সহজ নয় কাজটা। কালামকে সাহায্য করতে নার্গিস ও টুম্পাকেও আবার পানি ভেঙে এ ঘরে ছুটে আসতে হয়। তার এতক্ষণে কালামের মনে পড়ে প্যান্টের চোরাপকেটে রাখা টাকাটা এখনও নার্গিসের হাতে তুলে দেয়াই হয়নি, 'সর্বনাশ! যার জন্য ভিজে আজ ঢাকায় গেলাম, ফিরতে এত দেরি হলো, হায় আল্লাহ!'

ভেজা টাকাটা হাতে নিয়ে নার্গিস বলে, 'অসুবিধা নেই। একটু শুকিয়ে নিলেই চলবে। তুমি তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে পানি থেকে বিছানায় উঠে একমুঠ খেয়ে নাও।'

তিন জন মিলে খাটের চার পা দুই ইট সমান উঁচু করার পর, কলতলায় গিয়ে ঠাণ্ডা আতঙ্ক ও ঘৃণায় গোটা শরীরে হিহি কাঁপুনি জাগে কালামের। কলতলা, গোসলখানা ও পায়খানা পানিতে একাকার হয়েছে। সেফটি ট্যাঙ্কে সঞ্চিত নিজেদের বর্জ্য এখন ঘরের পানিতেও একাকার হয়ে মিশছে। টিউবওয়েলের ভেতরে ঢুকে যাওয়াও অসম্ভব নয়। বিশ্রী দুর্গন্ধ উঠছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলতলায়। রান্নাঘরে গ্যাসের চুলাটা উঁচু পাটাতন করে বসানো হয়েছে বলে রক্ষা। কিন্তু আগুন দিয়ে কী হবে, পেসাব-পায়খানা করার জায়গাটুকুও যদি ডুবে যায়? কালাম বৃষ্টির পানিতেই হাতমুখ দিয়ে ঘরে আসে। পুরো ঘরের মধ্যে আশ্রয় পাওয়ার মতো স্থান এখন বিছানা দুটি। সেখানে সাময়িক আশ্রয় নেয়ার জন্য কালাম কম্পিত স্বরে বলে, 'আমার শরীরে হঠাৎ কেন এত ভীষণ কাঁপুনি জাগছে! ওগো, একটা শুকনো তোয়ালে দাও তাড়াতাড়ি।'

নার্গিস ও টুম্পা দু জনেই এবার ঘরের আসল মানুষটিকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

শিকারি মানুষ

সালু ইঁদুরের গর্তে থাকার মতো ঘরে বন্দি হয়ে ছিল তিন দিন। বাইরে খাল-বিল ক্ষেত-প্রান্তর উছলে পানি এখন তার বাড়ির উঠানেও। পুরনো টিনের চাল ফুটো করে দিয়ে বৃষ্টি বর্ষার তাণ্ডব ঘরের ভেতরেও শুরু হয়েছে। এমন বৃষ্টি বাপের জন্মেও দেখে নি সালু। মেঝে শুকনো রাখতে চালের চারটি ফুটো বরাবর হাঁড়িপাতিল বসিয়েছিল হুমার মা। কাজ হয়নি। পুরো মেঝে এখন কর্দমাক্ত। উঠানের কেঁচোঘুগলি মেঝেতে আশ্রয় নিয়েও আত্মরক্ষা করতে পারছে না। হুমার মায়ের মুরগিগুলি বৃষ্টি নেতিয়ে ঘরে ঢুকেছে, তাড়িয়ে দিলেও যায় না। খাদ্য সংকটে অনেক কেঁচো ঠুকড়ে খেয়েছে তারা।

ঘরের পাশে ছোট টিনের ছাপড়ায় সালুর গাইবাছুরের আশ্রয়। চুরির ভয়ে এবং জায়গার অভাবেও বটে, ঘরের সঙ্গে গোয়াল করেছে সালু। গরু পেশাবপায়খানা করলে তার শব্দ-গন্ধ বিছানায় শুয়েও টের পায় তারা। গোয়ালে ধোঁয়া দিলে সেই ধোঁয়া নিজের ঘরেও আসে। কিন্তু বৃষ্টির তাণ্ডব এমন ঘনিষ্ঠ সম্পদককে সালুর জীবন থেকে আলাদা করে দিতে চাইছে যেন। টিনের চালে বিরামহীন বৃষ্টি ঘুঙুর বাজিয়ে নাচে। কখনো আস্তে, কখনো বা ঝমঝম। ঘরের খিড়কি খুললেও বাইরের ফাঁকা ভূঁইয়ে জমানো পানিতে বৃষ্টির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোল্লা ফাটার আওয়াজ। এমন দুর্যোগে গাইবাছুর গোয়ালে কী হালে আছে ভাবতেও কষ্ট হয় সালুর।

এমনিতে বর্ষাকালটা গরুর জন্য আকালের সময়। তার ওপর ঘর থেকে বের হতেই পারে নি তিনিদিন। দুধ দোয়ানোর আগে বাছুরটিকে আলাদা করে বেঁধে রাখে। ক্ষুধার চোটে হাম্বা রব ছেড়েছিল বারকয়েক। দুধ দোয়ানোর পর, মায়েঝিয়ে ভেজা মেঝেতে শুয়ে জাবর কাটছে এখন। ভালো খাওয়া পায় নি বলে আজো এক পোয়া দুধ কম দিয়েছে গাইটি। খদ্দেরদের বরাদ্দ ও মাপ ঠিক রাখতে দুধে পোয়াখানেক পানি মিশিয়েছে সালু। বৃষ্টিতে তছনছ হয়ে যাচ্ছে আল্লাহর দুনিয়া, দুধে এইটুকু পানি মেশানো মোটেও অন্যায় মনে হয় নি তার। পড়শি ভদ্রলোকদের দুধ সাপ্লাই দিতে বৃষ্টিতে ভিজেই ঘরের বার হয়েছিল সালুর বউ। আর সালু ছেঁড়া পলিথিনটা মাথায় এবং হাতে কাস্তে নিয়ে ঘাস কাটতে গিয়েছিল ফাঁকা প্রান্তরে। বন্দের সমস্ত ভূঁই, আল, চরাচর পানিতে সয়লাব। সালু ঘাস পাবে কোথয়? বিল থেকে কিছু কচুরিপানার পাতা কেটে এনে দিয়েছে। এরপর থেকে ঘরে বন্দি হয়ে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই গাই-বাছুর ও তাদের মালিকেরও।

সংসার সামাল দিতে বারবার না ভিজে হুমার মায়েরও উপায় নেই। ঘরে রান্নার চাল-ডাল আছে, কিন্তু লাকড়ি নেই। কারেন্ট থাকলে হিটারে রান্না করা যেত। কিন্তু বৃষ্টির দাপট দেখে দুদিন আগে সেই যে কারেন্ট গেছে, আসার আর নাম নেই। রাতের খিচুড়ি রাঁধার জন্যে পড়শিদের গ্যাসের চুলা খালি পাওয়ার আশায় বেলাবেলি আবার পাতিল নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে হবে। এই কষ্টভোগের চেয়ে স্বামী সন্তানকে রাতে না খাইয়ে রাখতে পারলেই বেশি সুখ পেত সে। কিন্তু হুমার মায়ের নিজের পেট খালি হলেই গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা ওঠে। বাধ্য হয়ে দুপুরের পর আরেক দফা ভেজার জন্যে সে ভেজা শাড়ি পরার কষ্ট ভুলতে স্বামীকে কষে গাল দেয়।

'ভদ্দরলোকগো সোমাজে হউরের সম্পত্তির ওপর ঘর তুইলা বেটায় মস্ত বাড়িঅলা হইছে। বাড়িতে গ্যাসপানির লাইন নেওয়া দূরে থাউক, একখান ছাতি পর্যন্ত কেনার পয়সা নাই। অহন ফকিরনির মতো ম্যাঘে ভিইজা মানষের গ্যাসের আগুন ভিক্ষা করতে যামু, আর বেটায় বিছানায় ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাং তুইলা খাইব। এই যে, বারায় যাইতাছি, কোনো গ্যাসঅলা বেটারে লাং ধইরা থাকুম, আর ফিইরা আমু না এ ঘরে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালু স্বৈরিণী স্ত্রীকে উৎসাহ দিতে হাসে, বলে, 'পলিথিনটা মাথায় দিয়া যা। আমি পলিথিন মাথায় দিয়া দুনিয়া ঘুইরা আইলাম না?'

ছোঁড়া পলিথিন মাথায় না দিয়েই বেরিয়ে যায় হুমার মা। সালু ছোট খিড়কি পথ দিয়ে প্রতিবেশী কালাম সাবের বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। হুমার মা সেই বাড়ির দিকে যাচ্ছে এখন।

তার বাড়ির চারপাশে যেসব বাড়িঘর, সেগুলো সবই পুরো বা হাফবিল্ডিং। বিদ্যুৎ তো আছে, গ্যাসও নিয়েছে সবাই। গ্রামখানা টাউনের চেহারা পেলেও গাইবাছুর, হাঁস-মুরগি নিয়ে সালু এখনও আদিবাসীর জীবনযাপন করছে। বহিরাগতদের মাঝে সে অবশ্য গ্রামের পুরনো বাসিন্দা। তার জন্মই হয়েছে এ গ্রামে। পুব পাড়ায় উঁচু ভিটার মধ্যে ছিল তার পুরনো পৈতৃক বাড়ি। সেই বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পর শ্বশুরবাড়ির সূত্রে পাওয়া এক কাঠা জায়গার ওপর ছোট একটি টিনের ঘর তুলেছে সালু। নিজের গ্রাম ও নিজবাড়িতে থাকার পরও সালুর না ঘরকা না ঘাটকা অবস্থা। পুব পাড়ার পরিচিত পুরনো বাড়িঘর এবং বাসিন্দাদের সে যতই আপন ভাবুক, তারা কেউ নিজেদের মধ্যে ধরে রেখে সালুকে কয়ে খাওয়ার কোনো রাস্তা দেখায় নি। অন্যদিকে বিরান প্রান্তরে ঘরবাড়ি বানিয়ে বসতি গড়ে তুলেছে যেসব দুই চার কাঠার জমিদার, এ পাড়ার সেই নিদেইশ্যারাও সালুকে আপন ভাবে না। সবাই তারা চাকরি করে, রোজ চাকায় যায়। ফলে পড়শিদের কারো সাথেই তেমন খাতিরের সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি সালুর। হুমার মায়ের মতো পাড়াবেড়ানো স্বভাব নয় তার। বিনা কাজে কারো বাড়িতে যায় না সে। তার বাড়িতেও আসে না কোনো ভদ্রলোক। বড় ছেলে মকবুল জীবনে একবারই রোজগারের এক হাজার টাকা বাপের হাতে তুলে দিয়েছিল। খুশিতে বাড়িতে মিলাদ দিয়েছিল সালু, পুবপাড়া থেকে এসেছিল অনেকে, কিন্তু ঘনিষ্ঠ পড়শি হয়েও কালাম সাব তার মিলাদে আসে নি। সালু তার বাড়িতেও তিনটি জিলিপি দিয়ে এসেছিল। বিনিময়ে সালুর বাড়িতে কেউ কি কিছু পাঠিয়েছিল কোনোদিন? পাঠায় নি।

চাকরিজীবী ভদ্রলোকদের সমাজে একজন বাড়িঅলা হিসেবে মর্যাদা না পাওয়ার কারণ অবশ্য সালুর গরিবি হাল। চাকরি করে না, ব্যবসা নেই, জোয়ান ছেলে বিয়ে করে আলাদা হওয়ার পর সালু আগের মতো ইটভাটায় মাটিঘাঁটা, লেবার, ট্রাকের হেল্পার, কখনো বা রাজমিস্ত্রির যোগাইলা। সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজই করে সে, যখন যেটা পায়। বেকার থাকতে হয় বেশিরভাগ দিন। কিন্তু অনিয়মিত রোজগারের টাকায় কি বাড়িতে সরকারি গ্যাসের পাইপ, কি কারেন্টের তার ঢোকানো সম্ভব? টিউবওয়েল বসিয়েছিল সম্পূর্ণ নিজের খরচে, তাও অচল হয়ে আছে অনেকদিন। সরকারিভাবে কারেন্ট টানতে না পারলেও সালু নগদ একশ টাকা খরচ করে কারেন্ট মিস্ত্রি আব্দুলকে দিয়ে চোরালাইন নিয়েছে ঘরে। এ জায়গায় লাকড়ির আকাল বলে বাধ্য হয়ে হিটারেই রাঁধে হুমার মা। কিন্তু সালুর এটুকু সুখ সহ্য হয় না পড়শিদের। মিটার রিডারকে পাঠিয়ে সালুকে ১০০ টাকা ঘুষ দিতে বাধ্য করেছে। তারপরও জেলহাজতের ভয় দেখায় অনেকে। হুমার মায়ের ভাতের হাঁড়ি নিজেদের গ্যাসের চুলোয় বসতে না দেওয়ার জন্যে কতো রকম ওজরআপত্তি দেখায়!

এতো কিছুর পরও প্রতিবেশীদের ওপর নির্ভর করেই টিকে থাকার চেষ্টা করে সালু। হুমার মায়ের পাড়া-বেড়ানো স্বভাব। পরের হাঁড়ির খবর যোগাড় করে নিজের রাঁধনের হাঁড়ি গরম রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু এই বৃষ্টিতে যে কাজটা খুব সহজসাধ্য নয়, সেটা বউকে কালাম সাহেবের বাড়ি থেকে জামান সাহেবের বাড়ির দিকে হাঁটতে দেখেই বোঝে। বউয়ের কষ্ট দেখে কালাম সাবের পরিবারসহ ভদ্রলোকদের পরিবারের ওপর পুরনো রাগটাই বুকে চনমন করে। কিন্তু পলিথিনের প্যাকেটে মুড়িয়ে রাখা বিড়ি-দেশলাই বের করে আগুন জ্বালানো আর বিড়ি টানা ছাড়া এখন কীইবা করার আছে তার?

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর খিচুড়ির গরম হাঁড়ি নিয়ে ফিরে আসে হুমার মা, শুধু পরনের শাড়ি নয়, নিজেও সে ভিজে ত্যানা হয়ে গেছে। সে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই বজ্রপাতের শব্দ হয় যেন। পাশের বিছানা থেকে হুমা ও সুমা দু'বোনই ঘুম থেকে উঠে বসে, সালু খিড়কি থেকে চোখ ফেরায় ঘরের মেঝেতে।

'ঘরে পানি হান্দায়, আর কুইড়া মরদ অহনও বিছানায় বইয়া রইছে। গইলঘর আর মুরগির খোঁয়াড়ায় পানি হান্দাইছে, কালাম সাবগো ঘরেও পানি ঢুকছে, আর বড় রাস্তায় বাপের জন্মেও পানি দেহি নাই, সেই রাস্তাও ডুইবা যাইতাছে।'

সালু স্ত্রী-কন্যাদের কাছে জানতে চায়, 'ব্যাপার কী রে! বাপের জন্মেও এত ম্যাঘ দেখি নাই। মনে হয় আজ রাইতে আল্লায় কেয়ামত নাজেল করব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বামীকে ধমক দেয়, 'বিছানায় বইয়া থাইকা কেয়ামত ঠেকাইতে পারবেন? অহনই ঘরে চাইরটা খুঁটি পোঁতায় উঁচা কইরা একখান মাচা পাতেন। হায় হায় পানিতে বেবাক ভাইসা যাইব কইলাম!'

বেবাকের মধ্যে গাইবাছুরও আছে ভেবে সালু আর বিছানায় চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। বউয়ের ভেজা শাড়ি পরার মতো নিজেও ভেজা লুঙ্গিটা আবার পরে নেয়। ঘরে পানি ঢুকতে শুরু করেছে। পানি ঠেকানোর জন্যে কোদাল দিয়ে দরজা বরাবর কাদামাটি ফেলে একটা আল বেঁধে দেয়। কিন্তু তারপরও কোনদিকে দিয়ে যেন ঘরের মেঝে পানির নিচে অদৃশ্য হতে থাকে। ঠেকানোর বৃথা চেষ্টা না করে ঘরের পানিতে দাঁড়িয়েই মাচান বাঁধার কাজ শুরু করে। বাড়ির কাজে লাগাবে বলে ঘরের পিছে আস্ত বাঁশ পড়ে ছিল দুটি। সালু দা দিয়ে বাঁশ কেটে দুটি খুঁটি বানায়। শাবল দিয়ে ঘরের কাদা পানি খুঁড়ে খুঁটি পোতে। তারপর ঘরের খুঁটির সাথে দুটি ডাশা বেঁধে দিয়ে মুরগির খোঁয়াড়ের ছাদ খুলে বিছিয়ে দেয়। নিরাপদ একটা মাচান তৈরি হয়ে যায় অল্প সময়ে। হুমার মা বিছানায় আশ্রিত তার মুরগিগুলো ধরে পাটাতনে রাখে, ঘরের এটাসেটা জিনিসও রাখতে থাকে। গাই-বাছুরের কথা একবারও চিন্তা করে না।

সালু ধমক দেয়, 'তোর মুরগিরে আটালে তুললি, আর আমার গাইবাছুর কি পানিতে ডুইবা মরব?'

হুমার মা বলে, 'মরব ক্যা? এক কাম করেন, গরম গরম একটু খিচুড়ি মুখে দিয়া গরুবাছুর আর হুমা-সুমারে পুবপাড়ায় রাইখা আহেন। আপনা মানুষগো উঁচা বাড়িভিটা থাকতে আমরা ডুবমু না, কিন্তু এ মহল্লার ভদ্রলোকের বউবিবিরা কী করে দেখুম আমি।'

পুরনো বসতির সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে যাওয়ার পর সেখানে আশ্রয় নেওয়ার কথা একবারও মনে হয় নি সালুর। মেয়েরাও ঘরে পানি দেখে মামার বাড়িতে যাওয়ার বায়না ধরে। সালু প্রতিজ্ঞা করেছিল জীবন থাকতে শ্বশুরের ভিটায় যাবে না আর। সালুর বউয়ের ন্যায্য প্রাপ্য এক কাঠা জমি আর গরু কেনার জন্যে নগদ দশ হাজার টাকা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তারপর থেকে শ্বশুরের জ্ঞাতিগোষ্ঠী সালুকে দেখলেই সম্পর্ক ঘোচানোর নোটিশ চোখেমুখে ঝুলিয়ে রাখে। ফিরেও তাকাতে ইচ্ছে করে না সালুর। কিন্তু এখন এই বিপদে তাদের সম্পদ তাদের কাছে সাময়িক ফেরত দেওয়ার অধিকার অবশ্যই সালুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। এছাড়া গরু রক্ষার আর কোনো উপায় খুঁজে পায় না সে।

ভেজা বস্ত্রে পানিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কয়েক লোকমা খিচুড়ি মুখে দেয় সালু। তারপর যে পলিথিন কাগজ মাথায় দিয়ে বৃষ্টি ঠেকানোর চেষ্টা করেছে, সেই পলিথিনটা দিয়ে বাছুরটাকে জড়িয়ে কোলে তুলে নেয় সে। গাইয়ের দড়ি হাতে মেয়েদের নিয়ে বৃষ্টিতেই বেরিয়ে পড়ে। রাস্তা পানিতে ডুবে গেছে, কোথাও বা হাঁটু-পানি। সন্ধ্যাবেলাতেই এই অবস্থা, আর সারারাত বৃষ্টি হলে কী অবস্থা দাঁড়াবে? পানি ভেঙে হাঁটার সময় সালু মেয়ে কিংবা তার গাইবাছুরকে শুনিয়ে বলে, 'মনে হয় আজ রাইতে আল্লাহর বড় গজব নাজেল হইব।'

হুমা মায়ের জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করে, মায় ঘরে একলা থাকব কেমনে?

সালু আশ্বাস দেয়, 'তোর মায় কি রাইতে একলা থাকব, তোগো শেল্টারে রাইখা আমি তাড়াতাড়ি ফিইরা আসুম।'

চারদিকে ডিএনডি বাঁধ হওয়ার আগে এই নিম্নভূমির জায়গাগুলো আসলে ধু-ধু জলাভূমি ছিল। সালু এখন যেখানে বাড়ি করে আছে, সেই ক্ষেতে মানুষ সমান অথৈ পানি নিজেও দেখেছে সে। বাঁধ ভেঙে সেই পানির যুগ কি ফিরে আসছে আবার? মেঘের পানির সঙ্গে বুড়িগঙ্গা-শীতলক্ষ্যার পানিও কি ঢুকতে শুরু করেছে বলেশ্বর ভেতরে? সালু রাস্তায় এত পানির রহস্য বুঝতে পারে না।

পশ্চিমপাড়া ডুবে গেলে পুব পাড়ার পুরনো বাড়ির উঁচু ভিটায় পানি উঠতে অবশ্য সময় লাগবে। বিপদে পড়ে চেনাজানা যে কোনো বাড়িতে ঢুকলে তাড়িয়ে দিতে পারবে না কেউ। কিন্তু সমস্যা হলো গরু নিয়ে। জায়গাটায় শহর ঢুকে যাওয়ার পর অধিকাংশ পুরনো বাড়ি গরুগোয়ালের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়েছে। টাউনি মানুষের মতো ঠাটবাট নিয়ে চলতে শিখেছে গাঁয়ের পুরনো বাসিন্দারাও। সালুর সম্বন্ধীও জমির দালালি করে বাড়িতে বিল্ডিং তুলেছে। বহুদিন পর শ্বশুরের ভিটায় চোরের মতো চুপি চুপি ঢোকে সে।

কারো মতামতের তোয়াক্কা না করে সম্বন্ধীর ছোট রান্নাঘরটিতে গাইবাছুর ঢোকায় সালু। সম্বন্ধীর পরিবার আজ সাঁঝবেলায়ই ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়েছিল। কারেন্ট নেই যে টিভি দেখবে। সালু ও তার মেয়েদের উপস্থিতি টের পেয়ে সম্বন্ধীর বউ দরজা খুলে দিয়ে বলে, 'কী ও বাড়িতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাকাইত পড়ছেনি? এই মেঘের মধ্যে পোলাপান লইয়া ভিইজ্যা আইলেন!'

'মানুষ ডাকাইত না, আল্লা ডাকাইত। অহনও টের পান নাই, পশ্চিমপাড়ার সব ঘরবাড়ি ডুইবা যাইতাছে। বাঁধ ছুইটা গেছে মনে হয়, বানের মতো পানি আইতাছে। গাইবাছুরডা আপনাগো রান্ধন ঘরে রাইখা দিলাম।'

দরজা আগলে দাঁড়ানো মহিলা আর্ত চিৎকার দিয়ে স্বামীকে ডাকে, 'হায় আল্লাহ! হুনছেন, আমার রান্ধন ঘরটাকে গইল বানাইল হুমার বাপে!'

'আমাগো জীবনের চাইতে আপনার রাঁধন ঘরের দাম বেশি হইল ভাবি? কাইল সকালে হুমার মায় আইসা পরিষ্কার কইরা দিব নে।'

বাছুরকে ঢেকে নিয়েছিল যে পলিথিন দিয়ে, তা এখন নিজের মাথায় দিয়ে রাস্তার পানি ভেঙে ঘরে ফেরার সময় সালু এবার বেশ হালকা বোধ করে। যত পানি বাড়ুক, বিছানাখানা জেগে থাকলে বউকে নিয়ে রাতটা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবে সে। ঘরে হুমার মা বিছানায় উঠে গায়ে কাঁথা জড়িয়ে বসে ছিল। একা ভয় করছিল বলেই হয়তো বাতিটা জ্বালিয়ে রেখেছে। সালু ঘরের পানিতে দাঁড়িয়ে বলে, 'বিছানায় উঠছে আমি কিন্তু আর ভিজতে পারুম না। আর কী কাম বাকি ক।'

'আপনার কোচটা লইয়া বিছানায় ওঠেন। হাপটাপ ঘরে ঢোকে যদি? আমার ডর করতাছে।'

সালু কোচখানা বিছানায় নিয়ে ঘরের দরজাও লাগিয়ে দেয়। গামছায় শরীরের উর্ধ্বাংশ মুছে, নিচের দিকটা বিছানায় বসে মুছতে থাকে। দুটো লুঙ্গি তার ভিজে গেছে। হুমার শুকনো ওড়না গামছার মতো পরে নিয়ে, বউয়ের শরীর থেকে কাঁথা টেনে নিজের শরীরে জড়ায়। আর দুটোমাত্র বিড়ি ছিল বালিশের তলায়, একটা বিড়ি কুপির আগুনে জেলে নিয়ে বাতি নিভিয়ে দেয় সালু। টিনের চালে বৃষ্টির নূপুর এখন রিমঝিম বাদ্য করছে।

'ম্যাঘের গান আর কাঁহাতক ভালা লাগে। পুবপাড়ায় শামসু কইল, বাঁধ নাকি ভাইঙা গেছে।'

হুমার মা বলে, 'আমাগো না হয় পুবপাড়ায় মেলা আত্মীয়কুটুম আছে, তাগো বাড়িতে উইঠা জান বাঁচাইতে পারুম। কিন্তু এই মহল্লার ভদ্রলোকের বউবিবিগো কী অবস্থা হইব গো? আমি খালি এই চিন্তা কইরাই কূল পাইতেছি না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালুও এতক্ষণে যেন পড়শিদের নিয়ে ভাববার ফুরসত পায়।

বউ বলে, 'আপনে যাওয়ার পর এক ফাঁকে জামান সাবের ঘরে গিয়া দেইখা আইলাম। ঘরের মধ্যে আমাগো চাইয়াও বেশি পানি, জামান সাবের বউ টেবিলে বইয়া খালি আল্লারে ডাকতাছে।'

'বিদেইশ্যা হালারা এ জায়গায় আইসা বাড়িঘর কইরাই তো জায়গাটার এই অবস্থা করছে। অহন পানি সইরা যাওয়ার পথ পায় না।'

'চম্পার মায়ের তেজ এবার কমব। হ্যাগো বাড়িটা তো আরো নিচু, এতোক্ষণে মনে হয় পানি হ্যার কলতলাও ডোবায় দিছে।'

'মরুক হালারা ডুইবা।'

'একদিন প্যাক পায়ে ঘরে ঢুকছিলাম বইলা চম্পার মায়ে আমারে কতো কথা হোনাইছে। আইজ জানালা দিয়া আমার হাতে পাতিল দেইখা গেইট পর্যন্ত খোলে নাই, কয় যে বৃষ্টিতে ভিইজা গেট খুলতে পারুম না হুমার মা। অহন গুয়ের পানির মধ্যে ডুইবা থাক মাগী।'

পড়শিদের দুরবস্থার কথা ভেবে কিছুটা খুশি হওয়ার অধিকার সালুর অবশ্যই আছে। পড়শিরা তাদের সুদিনের আনন্দের ভাগ দেয় না কখনও। তাদের দুরবস্থা দেখে সালুর কী দায় পড়েছে আহা উহু করার! সে বরং আল্লাকে পষ্ট জানিয়ে দেয়, 'হে আল্লা, এই ম্যাঘে বাড়িঘর ছাইড়া সব হালারা যেন পলায় যায় না, নয়তো পানিতে ডুবায় চুবায় মারেন কয়টারে। তা না হইলে এ জায়গায় শান্তি আইবনা।'

'কার কার কাছে দুধের দাম পাইবেন?'

'দুধের দাম না পাইলে বাড়িঘরের মাল ক্রোক করুম'।

হঠাৎ টিনের চালে বৃষ্টির বাদ্যকে ছাপিয়ে ঘরের মেঝেতে বড় মাছের লাফ দেওয়ার মতো আওয়াজ হয়। সালু দেশলাই জ্বেলে আবার বাতি ধরায়। সত্যই ঘরের নিথর পানিতে ঢেউ উঠেছে। কোচখানা হাতে নিতেই একটা বড় সাইজের তেলাপিয়া কি কাতলা আবারও ছোট লাফ দিয়ে ঘরে তার আগমন সংবাদ ঘোষণা করে। সালু কোচখানা ছুঁড়ে দেয়, কিন্তু হানতে পারে না।

'কাণ্ড দেখছস! মাছ ধরা ছাইড়া দিছি, আর আইজকা বড় মাছ আমার ঘরে হান্দায় রইছে!'

'বাঘ মজিবরের দিঘি উছলায় গেছে দেইখা আহেন নাই?'

'খালি মজিবরের দিঘি না, বন্দের সব মৎস্যখামারের বাঁধা মাছরা ছাড়া পাইছে মনে হয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ষার এ ভালো দিকটি একবারও মনে পড়ে নি সালুর। বর্ষার সময়টা কাজকাম পায় না বলে, বছর কয়েক আগেও মাছ ধরা ও মাছ বিক্রি হয়ে উঠেছিল সালুর বিকল্প জীবিকা। মাছ ধরার জন্যে বড়শা-বড়শি, ছোট-বড় জাল, কোচ-কাহি সবই ছিল সালুর। বন্দের খাল-বিল ও ক্ষেত থেকে সালু এত মাছ ধরেছে, সেসব মাছ ধরার গল্প দিনে রাতে বলেও শেষ করা যাবে না। এ মহল্লায় এমন ভদ্রলোক নেই, যে ঘরে বসেই সালুর ধরা মাছ সস্তায় কিংবা ন্যায্য দামে কিনে খায় নি। সেই মাছেও এখন চরম আকাল নেমেছে যে, আজ সারাদিন বৃষ্টি দেখেও মাছ ধরার কথা একবারও মনে হয়নি।

কিন্তু হঠাৎ ঘরে একটা মাছের লাফ তাকে এত চাঙ্গা করবে ভাবতে পারে নি। পুরনো দিনের মৎস্য শিকারি সালু যেন সালুর ভেতরে ঘুম থেকে জেগে ওঠে। এই গ্রামের খালবিলের সঙ্গে সালুর যত নিবিড় সম্পর্ক, তেমনটি অনেকেরই নেই। বর্ষাকালে বন্দের ঘাসে ছাওয়া আলে-রাস্তায় হাত দিয়েও কতো কই মাছ ধরেছে সালু!

হুমার মায়েরও বুঝি মনে পড়ে সেসব স্মৃতি। বলে, ছেঁড়া জাল দুইখান রাস্তার ধারে বিছানায় রাখলেও মেলা মাছ ফাঁদেও।'

'ঠিক কইছস। আমি নামি আর একবার। এ জায়গা ডুইবা গেলেও আমারে তো পেটের ধান্ধা করাই লাগব।'

সালু ভেজা লুঙ্গি পরে আবার পানিতে নামে। বেড়ায় গুঁজে রাখা জাল ও কোচ হাতে নেয়। বৃষ্টির ধারাও এখন অনেকটা কমে এসেছে। পলিথিনে মাথা ঢাকার চেষ্টা না করেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সালু।

জাল তো এখন উঠানেও পেতে রাখা যায়। কিন্তু মাছের আনাগোনা কোন পথে বেশি হবে সেটা সালুর মতো ভালো আর কে জানে। জাল নিয়ে সে কালাম সাবের বাড়ির দিকে হাঁটে। বাড়ির পাশে দু'দিকেই খালি প্লট। সালু রাস্তার ধারের জমিখানার কোমর পানিতে জাল বিছিয়ে দেয়। কোচখানা হাতে নিয়ে, হারানো টর্চলাইটটার কথা মনে করে মন খারাপ হয়। টর্চটা থাকলে এই রাতে পুকুরের বড় রুইকাতলা অবশ্যই হানতে পারত সে। অন্ধকারেও মাছ হানার প্রস্তুতি নিয়ে কালাম সাবের বাড়ির গেটে যায় সালু। গেট খোলা, উঠান হয়েছে পুকুর। বাড়িতে জনমানুষের সাড়া নেই। ঘরের কাচের জানালায় আগুনের আভা দেখে বোঝা যায় ভেতরে বাতি জ্বলছে। কালাম সাব কি এখনো ফেরে নাই? সালু হাতের কোচ উঁচিয়ে উঠানোর হাঁটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পানিতে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাকে, 'আরে ও কালাম ভাই, বাঁইচা আছেন না ডুইবা গেলেন? কী অবস্থা আপনাগো? খোঁজখবর লইতে আইলাম।'

আঙিনার দিকের জানালার একটা পাল্লা খুলে যায়। ভেতরে কালাম সাবের কণ্ঠ, সালু খোলা জানালায় মুখ রেখে ঘরের দিকে তাকায়।

'সালু ভাই দেখেন কী হাল হয়েছে!'

সালু দেখে, ঘর তো নয়, বাঁধানো চৌবাচ্চা। পানির মধ্যে শুধু টেবিল বিছানা ভেসে আছে। বিছানার ওপর চাদর গায়ে কালাম একা। সালু সান্ত্বনা দেয়, 'খালি আপনার ঘরে না, আমার ঘরেও কোমর পানি।'

'রাতটা কি বিছানায় কাটাতে পারব?'

সালু বাইরে ভিজছে, আর কালাম বিছানায় আরাম করে কাটাতে চায়– ভদ্রলোকের এমন স্বার্থপরতা আজ সহ্য হয় না সালুর। পষ্ট জানিয়ে দেয় সে, 'পারেবন না ভাই। এই যে, পানি হুহু কইরা বাড়তাছে। বাঁধ পাঁচ জায়গায় ভাইঙা গেছে। পাগলার কাছে ঘরবাড়ি ফেলাইয়া রাস্তায় বাইর হইছে মানুষ। আমি খালি এই বিপদে নিজের ঘর রাইখা পাড়াপড়শিগো খোঁজখবর লইতেছি।'

চোখমুখ শুকিয়ে গেছে কালাম সাবের, মিনমিনে গলায় বলে, 'বাঁধ ভাঙছে কে বলল? ঢাকা থেকে ফেরার সময় সেরকম তো কিছু শুনি নাই।'

'ঘরে হুইয়া থাকলে টের পাইবেন কেমনে? পারলে রাইতেই শেল্টার লন। আমি তো গরুবাছুর আর পোলাপানগো পুবপাড়ায় শেল্টারে রাইখা আইলাম।'

কালামের মুখখানা ভয়ে চুপসে যেতে দেখে সালুর শীত বোধ লোপ পায় যেন। বৃষ্টিতে ভেজার আনন্দ নিয়ে বলে সে, 'এই যে, গরমের দিনে এই বছর সবার টিউপকলে পানি হুকায় গেছিল। আপনি ৩০ হাজার টাকা খরচ কইরা তিনশ' ফুট নিচে নতুন কল বসাইলেন। মানুষের পানির কষ্ট দেইখা আল্লায় আইজ এতো পানি ঢালতাছে! ডিএনটির মানুষ কতো পানি খাবি, খা অহন। যাই গা ভাই, এই বিপদে পাড়াপড়শি গো একটু খোঁজখবর লই।'

কয়দিন আগে হুমার মা এক কলস পানি নিতে এলে কালামের বউ বলেছিল, পানি তোলার মেশিন নাকি খারাপ হইয়া গেছে। আল্লার দেয়া পানি লইয়া যারা এমন করে, আল্লায় তাদের পানিতে ডোবাইব না? কাইল সকালে আইসা আর একবার দেখুম, ঘরের মধ্যে কালাম সাবের পরিবার কী আরামে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত কাটায়! হাতের কোচখানা অন্ধকারে একটা মাছও হানতে পারে না, তবু মাছ শিকারের নেশা মরে না সালুর। তার ঘরের পেছনের বাড়ি বরিশাইলা জালালের চার বেটারির একটা টর্চ আছে। বিপদের কথা শুনেও কি কিছুক্ষণের জন্যে ধার দেবে না? না দেয় যদি, পানি ডোবা ঘরের মালামাল ক্রোক করার সুযোগ খুঁজবে সালু। এই দুর্যোগের রাতে সবাই যখন বিছানায় বসে ইয়া নফসি করছে, তখন বিপদগ্রস্ত পড়শিদের খোঁজখবর নেয়ার জন্যে আল্লা কি পুরস্কার হিসেবে তাকে কিছুই দেবে না? মাথার ওপরে আকাশের ঝরনা অগ্রাহ্য করে সালু নিজেই একটা বিশাল মাছের মতো অন্ধকার কেটে কেটে, পানিতে খলবল আওয়াজ তুলে এগিয়ে যায়। সেই সাথে বৃষ্টি-বাতাস নিজের পানি ভাঙা আওয়াজ এবং অন্ধকার চিরে সালুর কণ্ঠেও চিৎকার ওঠে, বাঁধ ভাইঙে গেছে রে, ডিএনটি এবার ডুবব, ডুইবা যাইব রে...

AMARBOI.COM

ঘরের খাট যখন নৌকা হয়

সালুর চিৎকার কালামের মনে ধক্ক জাগায়। সে কি '৮৮ সালের বন্যা-আতঙ্কের মধ্যে বসে এরকম চিৎকার শুনছে? আতঙ্ক বা অবিশ্বাস কোনটাকে গুরুত্ব দেবে কালাম? সালু কি এরকম কথা '৮৮ সালে বলেছিল, নাকি এই মাত্র বলে গেল?

'৮৮ সালের বন্যা ও বাঁধভাঙার বাস্তবতা মহা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল এই এলাকায়। বুড়িগঙ্গা-শীতলক্ষ্যার পানি এতটাই উছলে উঠেছিল যে, বাঁধ-রাস্তার উপরেও পানির উচ্চতা ছিল দুই থেকে তিন ফুট। কালাম স্বচক্ষে দেখেছে। সেই মহাপ্লাবনকে ঠেকাতে রাস্তার ওপর হাজার হাজার বালির বস্তা ফেলা হয়েছিল। সেনাবাহিনী আর এলাকার জনগণ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের এমন ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আগে কখনো দেখে নি কালাম। বাঁধ ছুটে গেলে কী হতো? কালাম মাপজোখ করে দেখেছে, তার বাড়িসহ এলাকার অসংখ্য বাড়িঘর সম্পূর্ণ ডুবে যেত। ডুবে যাওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয়ে মানুষ সেসময় ঘুমাতে পারে নি কয়েক রাত। বারবার বাঁধের ওপর ছুটে গেছে, এলাকার মসজিদের মাইকগুলো থেকে থেকে সতর্ক করেছে মহল্লার মানুষকে। সতর্ক ছিল কালামের স্ত্রী-কন্যারাও। পানিতে নষ্ট হতে পারে এমন দরকারি জিনিসপত্র তাকের ওপর তুলেছিল নার্গিস। পালানোর পরামর্শ দিয়েছিল মেয়েরা। কিন্তু পালাবে কোথায়?

ঢাকা শহরের বহু মহল্লা এবং রাস্তাতেও তখনই থইথই বন্যা। কোমরপানি ভেঙে দেশের প্রেসিডেন্টও তখন বন্যা মোকাবিলার জন্যে সাহস দিয়ে বেড়াচ্ছিল জনগণকে। চারদিকে এত পানির মধ্যেও নিম্নাঞ্চলের এ গ্রামগুলোর শুকনো রাস্তাঘাট অবিশ্বাস্য মনে হতো। প্রেসিডেন্টের সাহসে হোক আর জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধ দেখেই হোক, পায়ের নিচে শুকনো মাটি অদ্ভুত সাহস দিয়েছিল কালামকে। হেসে স্ত্রী-কন্যাকে বলেছিল সে, 'শোনো, বাঁধ যদি ভাঙে আমরা কিন্তু মই দিয়ে ছাদে উঠে যাব। হেলিকপ্টার বা স্পিডবোট এসে আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। প্রেসিডেন্টও দেখতে আসবে হয়তো। দারুণ হবে।'

কালামের কল্পনা সেদিন তার শিশু কন্যাদের কাছেও খুব ভালো লেগেছিল।

কালাম নানাভাবে গ্যারান্টি দিয়েছিল, বাঁধ ভাঙলেও তার ছাদ ডুববে না। মনে এ বিশ্বাস ছিল বলেই হয়তো আতঙ্কের রাতে কালাম নাক ডেকে ঘুমিয়েছে, এমনকি নিজেদের আতঙ্কমুক্ত ও স্বাভাবিক রাখার জন্য স্ত্রীসহবাসও করেছিল খোশ মেজাজে।

'৮৮ সালের আতঙ্ক আবার ফিরে এল কেন? কালামের সেদিনের হাসিঠাট্টার উপযুক্ত জবাব দিতে? ঘরের মধ্যে পানির উচ্চতা ক্রমে জানালা বরাবর উঠছে। তবে পানির দিকে তাকিয়ে পানির আলোড়ন বোঝা যায় না। টেবিলে রাখা লণ্ঠনটির আলো দুই ঘরেরই নিথর পানির ওপর অদ্ভুত সৌন্দর্য ছড়িয়েছে। কালাম ভুলে কিংবা ঘুমের ঘোরে বিছানা থেকে ঘরের মেঝেতে যাতে পা না ফেলে, সেজন্যই বোধহয় হাঁটু মুড়ে বিছানায় বসে আছে। একটা ছোট ডিঙি থাকলে পাশের ঘরে নার্গিস-টুম্পার বিছানায় সহজে যাওয়া যেত।

বিপদের সময় স্ত্রী পাশে না থাকলে নিজেকে বড় অসহায় লাগে কালামের। নার্গিসও বোধহয় প্রতিদিনের মতো আজও এ ঘরে কালামের পাশে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে একা টুম্পা। ঘরে শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায়খানার ময়লা নয়, সাপ ঢুকেছে বলে তার বিশ্বাস। ঢোঁড়া সাপ, এমনকি ব্যাঙকেও বড় ভয় পায় মেয়েটা। ঘোষণা করেছিল, 'আমি এ ঘরে একা থাকতে পারব না আজ।'

এক বিছানায় স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে থাকলে পা ছড়িয়ে কেউ ঘুমাতে পারবে না। ঘরে পানি ঢোকার পর থেকে ওদের ওপর দিয়ে যে ধকল গেছে, সে কথা ভেবে কালামই বলেছিল, 'তোমরা দু জন এ বিছানায় শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি পাশের ঘরে বিছানায় জেগে আছি।'

নার্গিস বা টুম্পা কি সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে গেছে? কিন্তু ঘর ডোবার ভয় উপেক্ষা করে কালাম ঘুমানোর কথা আজ ভাবতেও পারে না। এই দুর্যোগের রাতে নিরাপদ আশ্রয় সে পাবে কোথায়? খটখটে ডাঙ্গা বলতে এখন ঘরের ছাদ, তাও সেখানে অবিরাম বৃষ্টির দাপট। পানি জমছে না, কিন্তু স্যাঁতসেঁতে ভেজা থাকছে চব্বিশ ঘণ্টা। তা ছাড়া ছাদে ওঠার জন্য যে বাঁশের মই বানিয়ে নিয়েছিল কালাম, সেটি বিদ্যুতের খুঁটিতে ওঠার কাজে ব্যবহার করতে গিয়ে ভেঙে ফেলেছে আব্দুল। আর ভালো করা হয়নি। বানরের মতো লাফিয়ে কালাম ছাদে উঠতে পারবে হয়তো, কিন্তু নার্গিস-টুম্পাকে টেনে তুলতে পারবে?

পাশের ঘর থেকে নার্গিস কথা বলে, 'এই, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ?'

মাঝের দরজা খোলা এবং দু ঘরেই পানির উচ্চতা সমান বলে হয়তো কথা সহজে কানে ঢোকে। কালাম জবাব দেয়, 'না। টুম্পা কি ঘুমিয়ে গেছে?'

টুম্পা জবাব দেয়, 'পানি কিন্তু প্রায় আমাদের খাটের জাজিম পর্যন্ত উঠেছে। সালু তোমাকে কী বলে গেল, আব্বু? বাঁধ কি সত্যই ভেঙেছে?'

কালাম জোর দিয়ে বলে, 'আরে না? যখন ভাঙার তখন ভাঙে নি, বিপদ দেখলে মানুষ গুজব ছড়ায়।'

নার্গিস বলে, 'আমরা বাড়ি ছেড়ে গেলেই তো ওদের সুবিধা।'

টুম্পা বলে, 'বাড়ি তো ছাড়তেই হবে। আপু ঢাকায় চাচার বাসায় হয়তো নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে, আর আমরা? ডুবে যাওয়ার জন্য বসে আছি।'

কালামের মনে পড়ে সমুদ্রে জাহাজডুবির ঘটনা নিয়ে দুটা সিনেমার কথা। একটা টাইটানিক, অন্যটার নাম মনে নেই। জাহাজের মধ্যে হুহু করে যখন পানি ঢোকা শুরু হয়, তার পরেও মানুষ বাঁচার জন্য প্রতি মুহূর্তেই লড়াই করেছে। কালামরাও করবে। মেয়েকে আবার সাহস দেয় সে, 'ডোবার মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থা হলে আমরা ছাদে গিয়ে উঠব। ছাদে উঠে ছাতা কি কাঁথা মাথায় দিয়ে বাকি রাতটা কাটাতে হবে।'

টুম্পা জবাব দেয়, 'ছাদে ওঠার কথা আমিও ভেবে রেখেছি। কিন্তু উঠব কীভাবে? মইটাও তো নেই।'

নার্গিস বলে, 'আমার কী মনে হচ্ছে জান, এই জায়গাটায় পাপ, অন্যায়-অনাচার এত বেড়ে গেছে বলে আল্লা সবাইকে শাস্তি দেয়ার জন্য একটা গজব চাপাচ্ছে। এরকম বৃষ্টি জীবনে দেখেছ কখনও?'

কালাম জবাব দেয়, 'প্রাকৃতিক গজব দেশে তো এই প্রথম হচ্ছে না। প্রতি বছর বন্যায় কত মানুষ বাড়িঘর ডুবছে, জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষ, নদীভাঙনে সর্বহারা হচ্ছে– আমরা কিন্তু তাদের কষ্টটাও ঠিকমতো বুঝি না, নার্গিস। সেইজন্য বোধহয় ঢাকাতেও একটা গজব চাপিয়ে শহরের লোককেও এ দেশের আসল অবস্থাটা বুঝিয়ে ছাড়বে এবার।'

স্বামীর মুখে বইয়ের ভাষা কিংবা পারিবারিক সমস্যায় দেশকে টেনে আনার অভ্যাস ভালো লাগে না নার্গিসের। শ্লেষের সঙ্গে জবাব দেয়, 'বেশ তো, এবার নিজের ঘরে ডুবে গিয়ে দেশের অবস্থাটা বোঝো ভালো করে।'

কালাম হাসার চেষ্টা করে, 'যত বৃষ্টিই হোক, বৃষ্টির পানিতে কেউ ডুবে মরবে না।'

'ঘরের পানি নেমে যেতে অনেক সময় লাগবে কিন্তু।'

কালামও জানে, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের মাঝখানে বিস্তীর্ণ বিলের মতো এ জায়গাটায় বৃষ্টির পানি জমলে তা খাল দিয়ে টেনে শীতলক্ষ্যায় ফেলে দেয় চারটি পাওয়ার পাম্প। সেই পাকিস্তান আমল থেকেই চলে আসছে ব্যবস্থাটি। এ এলাকার নিচু জমিতে অধিক ফসল ফলানোর জন্য ১৯৬৮-তে চালু হয়েছিল ডিএনডি প্রজেক্ট। ৪৫ কিমি খাল খনন করা হয়েছিল। কিন্তু ধানি জমিতে বাড়িঘর-মিলকারখানা গজিয়ে উঠতে থাকলে খালগুলো অনেকটা বুজে গেছে কিংবা বেদখল হয়েছে। তা ছাড়া সিদ্ধিরগঞ্জের শিমরাইল গ্রামে ডিএনডি প্রজেক্টের চারটিমাত্র পাম্প। এত পানি টেনে শীতলক্ষ্যায় ফেলবে কতদিনে? তার ওপর বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে পাম্প মেশিনগুলো বন্ধ হয়ে থাকে প্রায়ই। ঘরের পানি দু-তিন মাসেও নামবে কিনা সন্দেহ। নিজের সিদ্ধান্ত স্ত্রীকে শোনায় সে, 'বাড়িঘরের মায়া আর করো না নার্গিস। এখন জান বাঁচানো ফরজ। ভোরেই আমরা বাড়িতে তালা দিয়ে ঢাকায় চলে যাব। তারপর দেখা যাবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'প্রায় দেড় যুগ ধরে আছি, কত বিপদ-আপদ গেল, কত কষ্টে নিজের বাড়ির মাটি কামড়ে পড়ে থাকলাম! শেষে পানিই আমার সবকিছু ভাসিয়ে দিল! জানি না কপালে কী আছে?'

পালানো ছাড়া উপায় কী? কারণ মাটি কামড়ে পড়ে থাকার মতো এক ইঞ্চি শুকনো মাটিও তো কোথাও দেখছি না। কথাটা স্ত্রীকে বলে না কালাম। কারণ বাড়ি করার পর থেকে যেসব বিপদাপদ গেছে, তাতে বিরক্ত হয়ে কালাম বাড়ি বেচে দিয়ে পালানোর কথা ভেবেছে অনেকবার। কিন্তু নার্গিস স্বামীর চেয়েও সাহসী, স্বামী-সন্তান-সংসার আগলে রাখা ছাড়া দেশদুনিয়া নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা নেই। যেহেতু এ বাড়ি বেচে দিলে, কালাম দ্বিতীয় বাড়ি সাতজন্মেও করতে পারবে না, বাড়ি বেচতে দেয় নি সে। কালামের মতো অযোগ্য মানুষের বউ হওয়ার চেয়ে এরকম বাড়ির বাড়িওয়ালি হওয়াটাকেই হয়তো সে অধিক নিরাপদ ভেবেছে।

জানালাটা খুলে বাইরে আকাশের অবস্থা দেখতে গিয়ে প্রশ্রাবের চাপটা অনুভব করে কালাম। বাথরুম ভেসে গেছে দেখে পেশাব-পায়খানাও ভেতরে চাপ দিতে লজ্জা পাচ্ছিল বোধহয়। কিন্তু এখন বৃষ্টির ধারা দেখে বেশ উৎসাহিত হয়ে ওঠে। ঘরের ময়লা নিথর পানিতে পেশাবের ধারা পড়লে যে শব্দ হবে, তাতে নার্গিস টুম্পা টের পাবে নির্ঘাত। এ লজ্জা ছাড়াও নিজের ঘরে পেশাব করার রেকর্ড সৃষ্টি করাটা পছন্দ হয় না কালামের। অসুখ-বিসুখে পড়েও তো করে নি কখনও।

কালাম বিছানায় উঠে দাঁড়িয়ে জানালার গ্রিল ধরে জানালায় একটা পা রেখে উঠানের পানিকে লক্ষ করে। জানালার নিচে ঘরে ও আঙিনায় একই সমান্তরালে পানির অবস্থান। বৃষ্টি হচ্ছে বলে উঠানের পানি ফুলে উঠছে, সে পানির স্রোত নীরবে ঘরে ঢুকছে। পানিতে বৃষ্টি পতনের কোটি কোটি প্রাকৃতিক ধারার সঙ্গে নিজে আর একটি ধারা যোগ করে কালাম, কিন্তু অসংখ্য বৃষ্টিধারার আওয়াজের মধ্যে নিজের পেশাবের ধারা নিজের কানেও বিশ্রী আওয়াজ তোলে। বৃষ্টির ছাট এসে গা ভিজিয়ে দেয় খানিকটা। তা ছাড়া বাইরের ভেজা বাতাসের ঝাপটায় শরীরে আবার কাঁপুনি জাগে।

জানালায় ঝুলে থাকা বানরের অবস্থান থেকে কালাম যখন লাফিয়ে বিছানায় একটা পা রাখে, তখনই খাটখানা নৌকার মতো টালমাটাল করে কাঁপতে থাকে হঠাৎ। পায়ার নিচের ইট সরে গেছে। খাটের এক পা নড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলে অন্য পাগুলো আর স্থির থাকে কী করে? কালাম খাটের এপাশ ওপাশ সরে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে শুকনো বিছানাটি নিঃশব্দে ডুবে যেতে থাকে।

তড়িঘড়ি লুঙ্গিটা খুলে একমাত্র আশ্রয় বিছানাখানা রক্ষার জন্য নিজে লাফিয়ে আবার পানিতে নামে কালাম। ঘরের মেঝেতে পানির উচ্চতা এখন প্রায় কোমরসমান। সোজা হয়ে দাঁড়ালে কালামের অণ্ডকোষ পর্যন্ত ভিজে যায়। একে ময়লা কালচে রং, তার ওপর ফ্রিজের পানির মতো হিমেল। নাঙা শরীর প্রায় পুরোটা ভিজিয়ে, পানিতে উবু হয়ে কালাম খাটের পায়ার নিচে আবার ইট ঢোকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু যে কাজ অপেক্ষাকৃত কম পানিতে তিন জন মিলে করেছে, তা সে একা পারবে কেন? অতি কষ্টে এক পায়ার নিচে ইট ঢোকানোর পর, অন্য পায়ার নিচে ইট ঢোকাতে গেলে লাগানো ইটও আবার সরে যায়। বেশ কিছুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টার পর, হঠাৎ পায়ে ইটের এমন আঘাত লাগে যে, পা খানাই মনে হয় অবশ হয়ে যাচ্ছে। কালাম তবু স্ত্রী-কন্যাকে চেঁচিয়ে ডাকে না। এত রাতে ঘরের ময়লা হিমেল পানিতে নার্গিস-টুম্পাকে নামাতে চায় না আর। কিন্তু বিছানা ভিজিয়ে খাটখানা নৌকার মতো ভাসছে, অন্যদিকে পানিতে পা সরাতে পারছে না কালাম। হাঁটুর নিচে পায়ের পেছন দিকের মাংসপেশিতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। খুব শীতে বিছানায় ঘুমের ঘোরেও এরকম হয়েছিল কালামের। ঘুম ভেঙে গিয়ে, পায়ের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখার জন্য অচল পা নিয়ে লাফিয়ে নেমেছিল বিছানার নিচে। কিন্তু এখন সে অচল পাখানাকে সচল করার জন্য লাফাবে কোথায়? তা ছাড়া শুধু পা নয়, ঠাণ্ডায় তার পুরো শরীর যেন ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছে। কালাম আসন্ন মহাবিপদ টের পায়। সলিলসমাধি থেকে উঠে দাঁড়ানোর জন্য চেঁচিয়ে স্ত্রীকে ডাকে, 'নার্গিস! আমি বোধহয় শেষ।'

নার্গিসই ঘরের নিথর পানিতে তুমুল সাড়া জাগিয়ে ছুটে আসে প্রথম। পানি থেকে স্বামীকে টেনে তুলে প্রথমেই লুঙ্গিটা পরিয়ে দেয়। টুম্পা চেঁচিয়ে বাবা-মায়ের সাড়া না পেয়ে নিজেও পানিতে নেমে ছুটে আসে। তারপর মা ও মেয়ে কালামকে টেনে নিয়ে যায় নিজেদের বিছানায়। ভেজা কাপড় বদলে দেয় নার্গিস। শুকনো কম্বলও নিয়ে আসে। কালামকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে কাঁথা-কম্বলে ঢেকে তার কাঁপুনি থামানোর চেষ্টা করে নার্গিস ও টুম্পা, একই সঙ্গে অচল পাখানাও মালিশ করে দেয়।

স্ত্রী-কন্যার সেবাশুশ্রূষা ও কম্বলের উম পেয়ে মিনিট কয়েকের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাভাবিক হয়ে ওঠে কালাম। বিছানায় উঠে বসে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে নার্গিস শাড়ি ভিজিয়েছে আবার, টুম্পারও স্লাওয়ার-কামিজ ভিজে গেছে। বিছানা রক্ষা করতে গিয়ে পানিতে দাঁড়িয়েই আছে ওরা। আপনজনদের কষ্ট দিয়ে নিজে আরাম ভোগের জন্য সত্যই লজ্জা পায় কালাম।

'ওই বিছানার পায়ার নিচ থেকে ইট সরে গেছে। তোমরা সাবধানে বিছানায় উঠে বসো শিগগির। নইলে আমার অবস্থা হবে। আমি এখন ঠিক আছি।'

টুম্পাকে গায়ে দেয়ার জন্য একটা শুকনো চাদর এনে দেয় নার্গিস। খাটের পায়ার নিচ থেকে যাতে ইট না সরে, সে জন্য মা ও মেয়ে দু'জনই সাবধানে বিছানার দুই কোণে উঠে বসে। খাটে বসেই ভেজা কাপড় পাল্টায়।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আর্তনাদ করে নার্গিস, 'হায় আল্লা, এখনও রাত মাত্র বারোটা!'

টুম্পা বলে, 'মা, এ বিছানায় পানি উঠলে ডাইনিং টেবিলের জিনিসপত্র সরিয়ে আব্বুকে ওই টেবিলের ওপর বসিয়ে দিতে হবে।'

টুম্পার মুখের দিকে তাকিয়ে ভেতরটা এত স্নেহার্দ্র হয়ে ওঠে যে, চোখে পানি আসে কালামের। চম্পার কথা মনে পড়ে। এই দুর্যোগের রাতে বাড়ির কথা ভেবে চম্পাও হয়তো তার চাচীর বাসায় জেগে আছে। বড় মেয়েটি বাবার আরও বেশি ন্যাওটা। চম্পাকে কি আর দেখার সুযোগ পাবে না কালাম?

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো কালামের আকস্মিক অসুস্থতা দেখে এখনো ভয় কাটে নি নার্গিসের। সোহাগ মেশানো ধমক দিয়ে বলে সে, 'তুমি উঠলে কেন? শুয়ে একটু ঘুমানোর চেষ্টা করো।'

কালাম গভীর দুঃখেও হাসে, 'ঘুমানোর মতো রাত বটে আজ আমাদের ঘরে! পানিতে ভাসলেও লঞ্চ-নৌকায় ঘুমানো যায়, কারণ তাদের একটা গন্তব্য থাকে। কিন্তু এ ঘরের খাটখানাও নৌকা হয়ে দুলতে থাকলে কোথায় যাব আমরা?'

নার্গিস স্বামীর দুঃখের ভাগী হয়ে বলে, 'এখানে বাড়ি করার পর থেকে কতো বালা-মসিবত গেল, তবু মাটি কামড়ে পড়ে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত এই পানির কারণে বাড়ি ছাড়তে হবে?'

টুম্পা বিরক্তির সঙ্গে জবাব দেয়, 'মাটি কামড়ে থাকার মতো মাটি এখন পাবে কোথায়? উহ্, ঘরের মধ্যে এত পানি দেখতে আর ভালো লাগছে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালাম সান্ত্বনা দেয়, 'ধৈর্য ধরে রাতটা কাটাতে হবে মা। সকাল হলে শুকনো পৃথিবীর সন্ধান করতে হবে।'

টুম্পা নির্দিষ্ট করে জানতে চায়, 'সকালে বাড়ি ছেড়ে কোথায় গিয়ে উঠব আমরা?'

'সকাল হলে দেখা যাবে। এখন মায়ের কোলে মাথা রেখে একটু ঘুমিয়ে নাও টুম্পা।'

টুম্পা জড়োসড়ো হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেও নার্গিস ও কালাম পাশাপাশি বসে থাকে। মেয়েকে ঘুমানোর সুযোগ করে দেয়ার জন্যেই হয়তো কথা বলে না তারা। লণ্ঠনের আলোয় পানির সমতল মেঝের দিকে তাকিয়ে বাড়িঘরের হারানো চেহারা স্মৃতিতে জীবন্ত হয়ে উঠতে থাকে দু'জনেরই।

AMARBOI.COM

পালিয়ে ভালো থাকা

মানুষ সাধারণত বাড়ি সংস্কার, রং লাগানো কিংবা আলোকসজ্জার কাজ করে ছেলেমেয়ের বিয়ে উপলক্ষে। বাড়ির সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি লোককে দেখানোর ইচ্ছেটাও থাকে জোরাল। কিন্তু আবুল কালাম বাড়ি সংস্কারের কাজে হাত দেয় ভিন্ন কারণে। এই গ্রাম-সমাজের চেনা লোকজনের মুখ দেখার ইচ্ছেটা ক্রমে মরে গেছে তার। কালামের বাড়ি ও পরিবার-পরিজনের মুখ লোকেরা না দেখলেই স্বস্তিবোধ করে সে। কাউকে সে দেখতে চায় না, দেখাতেও চায় না নিজেকে। নিজের বাড়িতে নিজের মতো করে থাকতে চায় সে।

হাতে আবার কিছু টাকা জমতেই নার্গিস বলে, 'সিঁড়ি আর দোতলায় একটা ঘর করো অন্তত। দোতলা হলে বড় রাস্তা থেকেও আমাদের বাড়িটা চোখে পড়বে।'

তার চেয়ে বাউন্ডারি ওয়াল আর একটা গেট করা দরকার। যাতে চোর-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাকাত আর হুমার মায়ের মতো পড়শি, গাছের পেয়ারা চুরি করতে আসা পোলাপান, এমনকি ফকিররাও হুটহাট বাড়িতে ঢুকতে না পারে। একদিকে বাড়ির উঁচু বাউন্ডারি ওয়াল মাগনা পেয়েছিল কালাম। পনেরো কাঠার প্লটটি কি এক মিল বানাবে বলে জমি কিনেই উঁচু বাউন্ডারি দিয়েছিল। কালামের ঘরের পেছনটাও একদিকে বাউন্ডারি ওয়ালের কাজ দিচ্ছিল। কিন্তু দুই দিক খোলা থাকায়, একদিকে ৩৫ হাত আরেক দিকে ২২ হাত লম্বা বাঁশের বেড়া কিনতে হয়। বাঁশের বেড়া বাড়ির আব্রু কিছুটা ঢাকে বটে, রবাহুতদের উৎপাত ঠেকাতে পারে না। এখানে বাড়ি করার পর বালামসিবত আর উটকো সামাজিক ঝামেলা তাকে তো কম জ্বালায় নি। তার চেয়েও বড় কথা, মেয়ে দুটি বড় হয়েছে। ওদের নিরাপত্তার স্বার্থেও বাড়িতে শক্ত প্রাচীর দেয়া জরুরি। এসব যুক্তি শুনে নার্গিস আর না করে নি।

বাউন্ডারি ওয়াল ও স্টিলের গেট করার পর বাড়িতে রং লাগানোর কাজও করে কালাম। কাউকে দেখাতে নয়, নিজেরা দেখবে বলে।

গত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন কালামের বাড়ির বাইরের দেয়াল কলঙ্কিত করেছে। তিন চেয়ারম্যানপ্রার্থীর পোস্টার ছাড়াও আলকাতরা-লিখন হয়েছে নানারকম। এ ছাড়া বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় আর্জেন্টিনা-ভক্ত ছেলেরা আর্জেন্টিনার পতাকা ও মারাদোনার ছবি আঁকারও চেষ্টা করেছে। এসব নোংরা দাগ মুছে বাড়িটিকে পবিত্র করা খুব জরুরি হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া কালামের বহুদিনের আশা, অবসরে নিজের বাড়ির উঠানের গাছতলায় ইজিচেয়ার পেতে বউকে পাশে নিয়ে বসে থাকবে। নিজের বাড়িতে নিজেরা থাকবে যেমন খুশি এবং যতক্ষণ খুশি, কেউ বিরক্ত করবে না। স্বামীর স্বপ্নের ভাগী হয়ে তার বল বাড়াতে নার্গিসও খুব তৎপর হয়।

বাড়ি সংস্কারের কাজ শেষ হলে একদিন, উঠানের ছোট বকুল গাছতলায় চেয়ার পেতে দিয়ে নার্গিস বলে, 'নাও এখানে বসে আজ সারা দিন বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখো।' চায়ের কাপ হাতে নার্গিসও বসে পাশের চেয়ারে। ঘরের দেয়ালের সদ্য ছাইরং থেকে তখনও চুনের গন্ধ বেরুচ্ছিল, কিন্তু রং করার পর সত্যই অপূর্ব মনে হয় বাড়িটাকে। বাড়ির সামনে প্রায় কাঠা দুয়েক আয়তনের নিজস্ব জমি বা উঠানখানায় স্বপ্নের বীজ বুনতে শুরু করে কালাম এবং স্ত্রী-কন্যারাও। দশ বাই বিশ ফুট আকারের ছোট পুকুরটায় শানবাঁধানো ঘাটলা করা যায় কিনা, পুকুরটায় আফ্রিকান মাগুর বা তেলাপিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাষ করা যায় কিনা, নার্গিসের লাউ-শিমের জাঙলার পাশাপাশি ঘরের বারান্দা বরাবর আর কী কী ফুলের গাছ লাগানো যায় – অবসরে উঠানে বসলেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শুধু এসব আলোচনা। অনেক সময় চম্পা-টুম্পাও এসে যোগ দেয়।

ফলে বাড়ি করার পরেও বাড়ি ঘিরে যেন স্বপ্নের শেষ ছিল না কালামের। অবসর সময় ব্যয় করে কুলাত না, স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য অফিস ফাঁকি দিয়েও কাজ করতে হয়েছে কালামকে। আর নার্গিস তো দিনরাতে চব্বিশ ঘণ্টাই লেগে আছে ঘর-সংসার নিয়ে। বাড়ির উঠানখানাও তার সংসারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল বাড়িটা প্রাচীরঘেরা হওয়ার পর। ঘরের মেঝেতে ময়লা দেখলে যেমন, তেমনি আঙিনায় গাছের পাতা দেখলেও তার গা ঘিনঘিন করে। রোজ দু বার ঝাট দিয়ে উঠান ঝকঝকে পরিষ্কার রাখে নার্গিস।

বর্ষাকালে ঝড়-বৃষ্টির সময়টা বাদ দিলে কালাম অফিস থেকে ফিরে উঠানের গাছতলায় বসেই বেকার সময় কাটায়। নার্গিস কিংবা চম্পা-টুম্পা এখানে তার চা উঠানে দিয়ে যায়। নার্গিস তো রাতের রান্নাবাড়ি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সময় পায় কম। তার পরেও স্বামীকে সঙ্গ দিতে ফাঁক পেলেই পাশে এসে বসে।

একদিন নার্গিসের কোলে পা তুলে চা পানের সময় কলিং বেল বাজে। বাউন্ডারি গেট হওয়ার পরই গেটের পাশে একটি কলিংবেলের সুইস বসিয়ে দিয়েছে কালাম। কিন্তু কলিংবেল বাজিয়ে বাসায় আসার মতো ভদ্রলোক শহরতলির এ গ্রামে খুবই কম। অধিকাংশ অভ্যাগতরা কলিংবেলের সুইস দেখেও বাজায় না। হয়তো এটার কার্যকারিতা নিয়েও সন্দেহ পোষণ করে মনে মনে। মহল্লার কয়েকটি দুষ্টু ছেলে অবশ্য কয়েকদিন বাজিয়ে দিয়েই পালিয়ে গেছে। এক চালাক ফকির, আল্লাখোদাকে ডেকে তার উপস্থিতি জাহির করার আগে বেল বাজিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ভিক্ষে না দিলেও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার কাছে মাফ না চেয়ে উপায় থাকে না বাড়ির লোকজনের। তবে অধিকাংশ অভ্যাগতরা স্টিলের দরজায় ঢকঢক আওয়াজ তুলে ডাক দেয়, গেট বাজানোর সঙ্গে অনেকে কণ্ঠও মেলায়। গেটে আওয়াজের ধরণ শুনেও অভ্যাগত মেহমানদের স্বভাবচরিত্র আন্দাজ করতে পারে কালাম। তবে যেই আসুক, সাধারণত গেট খুলতে যায় না সে। ভিখিরি, চাঁদাবাজ কিংবা নির্দোষ পাড়াপড়শি এলেও উঠানে বসে থেকেও 'বাড়িতে নেই' হয়ে যায় কালাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাপের ঘরকুনো স্বভাবের একদিন প্রবল বিরোধিতা করে তার মেয়েরাও। টুম্পা আওয়াজ শুনে গেট খুলে গাঁয়ের পুরনো মাতবর বাঘ মজিবরকে দেখতে পায় একদিন। আব্বু বাড়িতে নেই বলেও লোকটাকে ফেরাতে পারে না তৎক্ষণাৎ। গেটে দাঁড়িয়ে লোকটাকে মিনিট দুয়েক নানা প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। গেট লাগিয়ে দেয়ার পর বিরক্তি নিয়ে বাবাকে ভর্ৎসনা করে সে।

'তোমার কারণে আমরা সবাই মিথ্যেবাদী হয়ে যাচ্ছি, আব্বু।'

কালাম হেসে জবাব দেয়, 'তোদের এইটুকু মিথ্যে বলার জন্য আমার মানসিক শান্তি বাঁচে।'

বড় মেয়ে চম্পাও প্রতিবাদ করে বাবার ঘরকুনো পলাতক স্বভাবের বিরুদ্ধে, 'লোকজনকে ফেস করতে এত ভায় পাও কেন? তা হলে ওরা মাথায় উঠবে।'

'ওদের ফেস করা মানেই তো ভেতরের রাগ-ঘেন্না লুকিয়ে হাসিমুখে মিথ্যে খাতির দেখানো, নাহয় তো সত্য কথা বলে ঝগড়া বাঁধানো। দুটার একটাও ভালো লাগে না আমার।'

চম্পা মায়ের পুরনো যুক্তিটাই বাবাকে শোনায় নতুন করে, 'সমাজে থাকতে গেলে কিছুটা সামাজিক না হয়ে উপায় আছে? সবাই অ্যাডজাস্ট করে চলে।'

কালাম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জবাব দেয়, 'এ সমাজটা যে কত খারাপ হয়ে গেছে তোরা বুঝবি না। এখানে বাড়ি করার পর কম তো দেখলাম না। তার চেয়ে নিজের বাড়িতে নিজেদের মতো করে থাকার চেষ্টা করাই ভালো। ঢাকায় থাকলে তো তাই করতাম। পাড়াপড়শিদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকত না। এখানেও আমরা নিজেদের মতো করে থাকার চেষ্টা করব।'

কালামের এরকম যুক্তি শুনে শুনে স্ত্রী ও কন্যারা আস্তে আস্তে মেনে নিয়েছে নিজ বাড়িতেও তার পালিয়ে থাকার কৌশল কিংবা সমাজবিরোধী স্বভাব। কিন্তু তার পরেও প্রতিদিন এ সমাজকে মোকাবেলার সতর্কতা ও প্রতিরোধের টানটান চেতনা কাজ করে ভেতরে। উঠানে নার্গিসের মুখোমুখি বসে চা পানের সময় গেটে আওয়াজ হলে, স্ত্রীর কোলে রাখা দ্রুত নামিয়ে নেয় সে। অভ্যাসমাফিক গেট খুলে দিতে যায় নার্গিস। গেট খুলে দিয়েই মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে বলে, 'উনি তো বাসায় নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেট লাগিয়ে দিয়ে, নিজের চেয়ারে বসতেই কালাম চোখ নামিয়ে জানতে চায়, কে এসেছিল?

'ঠাণ্ডু মিয়া আর মসজিদের কয়েকজন মুসল্লি, তাবলিগ জামাতের লোক বোধহয়।'

আরমান দালাল, বাঘ মজিবর ছাড়াও গাঁয়ের এসব অতি ধার্মিক লোকজনকে ভয় পায় কালাম। নিচিন্তপুর গ্রামে পুব ও পশ্চিম পাড়ায় পুরনো বসতি ঘেঁষে দুটো পুরনো মসজিদ তো ছিলই, কিন্তু স্থানীয়দের সঙ্গে সামাজিকতার নানা বিরোধ থেকে নববসতির মাঝেও একটি নতুন মসজিদ হয়েছে। আরমান দালাল দু কাঠা ভেজাল জায়গা হেবাদান করেছিল মসজিদের জন্য। সেই মসজিদ তুলতে কালামকেও পাঁচ শ টাকা চাঁদা দিতে হয়েছে। পুরনো ও নতুন কোনো মসজিদেই নামাজ পড়তে যায় না সে, কিন্তু মাসিক চাঁদা দিয়ে যাচ্ছে দু মসজিদেই। শুক্রবারের জামাতে নামাজ পড়তে যাওয়ারও সময় পায় না কালাম। তার মতো বেধার্মিকদের হেদায়েত করতেই হয়তো মসজিদ-সমাজ বাড়ি বয়ে এসে প্রায়ই বিব্রত করে। মাইক বাজিয়ে হুজুরদের ওয়াজ-নছিয়তের কানফাটানো সুর কালামের ঘরে নয় শুধু, তার কর্ণকুহরে ঢুকিয়ে ছাড়ে। শীতের সময়টায় কখনও সারারাতব্যাপী চলে ধর্মীয় সভা ও অনুষ্ঠানাদি।

মসজিদ কমিটির অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্যে স্ত্রীর দিকে সে যখন কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকায়, এ সময় বাউন্ডারি দেয়ালের ওপর একটি বালক বানরের মতো লাফিয়ে উঠেছে দেখতে পায়। চোর ধরার আনন্দ নিয়ে কালামের দিকে আঙুল তুলে সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'ওই যে চম্পা আপার বাপ! আঙিনায় বইয়া রইছে।'

ছেলেটি বড় হয়ে হলেও হতে পারে একজন সফল পুলিশ, এমন সম্ভাবনাময় বালককে এখনই ভস্মীভূত করে দেয়ার রাগ নিয়ে কালাম ধমক দেয়, 'নাম, নাম শয়তান।'

নার্গিস ফিরিয়ে দিলেও মসজিদ কমিটির লোকেরা আবার ফিরে এসেছে। গেট বাজানোর সঙ্গে এবার ঠাণ্ডু মিয়ার গলার আওয়াজ পায় সে, 'ও কালাম ভাই, একটু জরুরি দরকার আপনাকে।'

কালাম এবার গেট খুলে দেয়, সালামের জবাব নিয়ে বলে, 'আমি একটা জরুরি কাজে খুব ব্যস্ত আছি। তা কী ব্যাপার?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমাগো মসজিদে কাইল সরিষানার মওলানা আর চেয়ারম্যান সাব আইব। চেয়ারম্যান মহল্লার সবাইরে থাকতে কইছে। আপনি তো আবার ব্যস্ত মানুষ, শুক্রবারের জামাতেও থাকতে পারেন না। এই শুক্রবার কিন্তু আপনাকে থাকাই লাগব। এইজন্য নিজেই সবাইরে দাওয়াত দিতে বাইর হইছি।'

'সরি, আমি থাকতে পারব না। কারণ শুক্রবারে আমার জরুরি এক প্রোগ্রাম আছে। ঠিক আছে, আপনারা আসুন এখন।'

ডাটের সঙ্গে মহল্লার মুসল্লিদের ফিরিয়ে দেয়ার পর স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া বাঁধে কালামের। মুখচেনা ঠাণ্ডু মিয়ার কাছে মিথ্যেবাদী প্রমাণিত হওয়ায় যে খারাপ লাগা, তা হাজার গুণ উস্কে দেয় স্বামীর বেপরোয়া মিথ্যে কথা।

'তুমি লোকগুলিকে ওভাবে ফিরিয়ে দিলে কেন? চেয়ারম্যানকে নিয়ে শুক্রবার বাসায় এসে যদি দেখে, তুমি ঘুমাচ্ছ।'

কালাম তবু বেপরোয়া, জবাব দেয়, 'ওদের ভয়ে কি আমি ঘুমানো বন্ধ করব? পালিয়ে যাব বাড়ি থেকে?'

'তুমি এ শুক্রবার অবশ্যই মসজিদে যাবে, নামাজ পড়বে।'

কালাম অবাক তাকিয়ে থাকে স্ত্রীর দিকে। ধর্মের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এটুকু বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল, ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মপালন নিয়ে কেউ কারও ওপর জবরদস্তি করবে না। নার্গিস ধর্মভীরু পরিবার থেকে এসেছে। সাংসারিক ব্যস্ততায়, কিংবা কিছুটা কালামের প্রভাবেও নামাজটা নিয়মিত পড়া হয় না তার। কিন্তু রোজার মাসে রোজা ও তারাবিও বাদ দেয় না কোনোদিন। মেয়েদের ছোটটি হয়েছে মায়ের মতো, বড়টার মধ্যে বাবার প্রভাব বেশি। রোজার মাসে চম্পাই সাধারণত বাবাকে রেঁধেবেড়ে খাওয়ায়। নামাজ-রোজা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তেমন বিরোধ সৃষ্টি করেনি কখনও। কিন্তু আজ মোল্লাদের চেয়েও নার্গিস বেশি উগ্র হয়ে ওঠে কেন?

নার্গিস ব্যাখ্যা দেয়, 'মরে গেলে তো এই লোকগুলোই জানাজায় আসবে। বাড়ি করার পর তোমার কারণে কম তো ভুগলাম না। এখন মেয়েরা বড় হচ্ছে, সমাজের সঙ্গে একটু তাল দিয়ে না চললে তোমার কারণে আমার মেয়েরাও কোনদিন যে-কোনো বিপদে পড়ে।'

'সমাজের শয়তান লোকদের ভয়ে আমাকে নামাজ পড়তে হবে? ওদের সঙ্গে তাল দিয়ে চলতে হবে? যেটা আমি পারব না, সেটা বল কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি না একসময় রাজনীতি করতে, লোকজনের সঙ্গে মিশতে এত ভয় পাও কেন?'

'আমি যে রাজনীতি করতাম, সেই রাজনীতি এখন নেই, নার্গিস। আমরা রাজনীতি করতাম মানুষের জন্যে সুন্দর একটা সমাজ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে। কিন্তু এখন সবাই রাজনীতি করে রাতারাতি ক্ষমতা আর কালো টাকার মালিক হওয়ার জন্যে। তুমি আমাকে এই রাজনীতি করতে বল?'

নার্গিস তর্ক করতে চায় না, স্বামীর প্রতি তার বিরাগ-বিতৃষ্ণা প্রবল হয়ে ওঠে।

'আমি তোমার রাজনীতি বুঝি না। এভাবে ঘরের মধ্যে ভেজা বেড়ালের মতো বসে থাকতে পারবে না। বাইরে সমাজের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে। যাও, বেরও তুমি বাড়ি থেকে।'

কথার সঙ্গে কালামকে টেনে গেটের কাছে টেনে নিয়ে যায়। টুম্পা ঘর থেকে বেরিয়ে মায়ের পক্ষ নেয়। ঠাট্টার সুরে বলে, 'যাও আব্বু, মসজিদে গিয়ে নফল নামাজ পড়তে থাক। আর না হয়, মোড়ের চায়ের দোকানে বসে গ্রামের লোকদের সঙ্গে জমির দালালি করো গিয়ে।'

কালামের এত রাগ হয় যে, স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে শুধু ঝগড়া নয়, মরতে ইচ্ছে করে তার। এত রাগ হয় বলেই অশান্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করার ভয়ে, নিজ বাড়ি থেকে স্বেচ্ছায় উৎখাত হয়ে বেরিয়ে যায় সে।

AMARBOI.COM

অফিস যাওয়া-আসার সময়টুকু বাদ দিলে এ গ্রামসমাজের সঙ্গে কালামের যোগাযোগ হয় না বললেই চলে। যোগাযোগ ঘটার ভয়ে বাড়ির বাজারটাও সে সাধারণত অফিস থেকে ফেরার পথেই করে আনে। ছুটির দিনগুলোতেও ঘরে কিংবা উঠানে শুয়েবসে কাটে তার। পেপার কিংবা বই পড়ে, টিভিও দেখে। অবশ্য বাড়ি ও সাংসারিক কাজে নার্গিসকে সহযোগিতা করতে না করে না কখনও। না করে পার পাওয়াও শক্ত। কিন্তু কালামকে ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয়ায় তার খুব অভিমান হয়। মনে হয়, নার্গিসও আসলে সেই দলেরই সাধারণ মেয়ে – চুরি করুক আর ডাকাতি করুক নিজেদের ভোগের জন্য প্রচুর টাকা নিয়ে স্বামী ঘরে ফিরলেই তারা খুশি হয়। স্বামীটির কোনো মানবিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য নয়, তার টাকা-ক্ষমতা ও সামাজিক দাপটকেই দেখতে চায় তারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সামাজিক দাপট বাড়ার জন্য শহরতলির সমাজটায় নিজের খ্যাতি-প্রতিপত্তি বাড়াবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে না কালাম। বরং লোকজনের মুখোমুখি হওয়ার অনীহাটি প্রবল হয়ে ওঠে। জনবসতি এড়িয়ে, কাঁচা রাস্তা ধরে ফাঁকা প্রান্তরের দিকে হাঁটতে থাকে সে। এলাকায় এখনও যেখানে মানুষের ঘরবাড়ি ও সমাজ গড়ে ওঠে নি, সেই ফাঁকা জায়গাগুলোই কালামকে আকর্ষণ করে বেশি। একসময় এ জায়গার ধু-ধু প্রান্তর ধানখেত ডোবা-নালার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখেই তো মুগ্ধ হয়েছিল কালাম। নগরীর কোলাহল থেকে মুক্ত এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকতে পারবে বলে এ জায়গায় এসে বাড়ি করেছে। অবশ্য এর চেয়ে ভালো বা সুবিধাজনক জায়গায় বাড়ি করার মতো অর্থবলও ছিল না তার। সস্তার দুরবস্থা ভোগের পরও, প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণটা তার একদম মিথ্যে হয়ে যায় নি।

শীতের শেষ বলে প্রান্তরের জমিগুলোতে পানি ছিল না একফোঁটা। ইরি ধান লাগানোর জন্যে জমিতে খালবিলের পানি সেচ দিয়ে জমি তৈরি করেছে, অনেকে ধানও লাগিয়েছে। কালাম খালপাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটা উঁচু নির্জন ভিটায় বসে। এই ভিটার দূর্বাঘাসগুলো এত সবুজ-সতেজ যে, শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। তা ছাড়া এদিকে নানারকম লতাগুল্ম, সামনের বিলটিতে কচুরিপানা ও মাছ ছাড়াও আরও যে কত কী রহস্য!

নির্জনে একা বসে থাকতে থাকতে শৈশবের জন্মভূমি গ্রামের কথা ভাবে কালাম। মনে হয়, একা নয়, হাজার বছর ধরে বাংলার এসব জলাশয় ও প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে সে। একা লাগে না তার, মনে হয় দেশের কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়েই আছে সে।

এই একাত্মতাবোধ আরও গভীর করে তুলতেই যেন, আকাশ-পাতাল কত কী মনে হয়, কত কী ভাবে সে। কাছাকাছি মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে আসে। কিন্তু সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পরও কালাম ওঠে না। একা বসে থেকে দিনদুনিয়ার সঙ্গে গভীর একাত্মতা তার ভালো লাগে। ফাঁকা এ জায়গাটা দিয়ে সন্ধ্যার পর লোকজন হাঁটলে নাকি সন্ত্রাসী-হাইজ্যাকার আটক করে। একজনকে খুন করে ডোবার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু কালামের আজ সেরকম ভয় যেন লোপ পেয়েছে। অন্ধকার গাঢ় হয়ে ওঠার আগেই আকাশে পূর্ণিমাতিথির গোল চাঁদ দেখতে পায় সে। জ্যোৎস্নাভেজা রাতে ইচ্ছে করলেও বউকে নিয়ে প্রান্তরে হাঁটতে পারে নি গুণ্ডাপাণ্ডাদের আক্রমণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয়ে। কিন্তু একা বলে কিংবা হাজার বছরের গ্রামবাংলা আর লোকজীবন তাকে সঙ্গ দিচ্ছে বলেই হয়তো, ভয়ডর আজ ঘেঁষতে পারে না তার কাছে।

চাঁদনির মধ্যে ভিজে ভিজে, গ্রামের সীমানা ও পাশের গ্রামখানাও উদ্দেশ্যহীন চক্কর দিয়ে রাত নটার পর ঘরে ফেরে কালাম। বাসায় স্ত্রী-কন্যারা তাকে নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে ছিল, উঠানে ঢুকতেই টের পায়। সবার চোখেমুখে উদ্বেগ-আতঙ্ক, কালামকে ঘরে ফিরে পাওয়ার আনন্দ এবং সেইসঙ্গে কৌতূহল – নার্গিসের তীব্র কণ্ঠে প্রকাশ পায়, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'বাড়ি থেকে বের করে দিলে, ঘুরতে ঘুরতে একা এদেশের কোটি কোটি মানুষের সাথে মিশে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করলাম। তারপর হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে হেঁটে বাড়িতে এলাম।'

'মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

কালামের পরিচিত হাসি সবাইকে অভয় দেয়। চম্পা অভিভাবকের মতো রায় দেয়, 'তোমার সঙ্গে মা আর টুম্পা কেউ ওরকম ব্যবহার করবে না, আব্বু। আমি বলে দিয়েছি। আব্বুকে সরি বলো, টুম্পা।'

টুম্পা কাছে এসে বাবার হাত ধরে, 'আমি তো ঠাট্টা করেছিলাম, আব্বু। তা সত্যি সত্যি এত জনসংযোগ করে বেড়ালে, খারাপ লাগল না তোমার?'

কালাম হেসে মেয়েদের বলে, 'আমি তো জ্যোৎস্নার মধ্যে হেঁটে বেড়ালাম একা একা। তোরা সঙ্গে থাকলেও বেশ ভালো লাগত।'

নার্গিস মুখে কিছু বলে না, কিন্তু তার চোখেমুখে অনুরাগের রং। কালামকে খেতে দিয়ে জোর করে আজ দুটা মাছের টুকরা তুলে দেয় সে। স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে রাতে বেশ সুখী সুখী ভাব জাগে কালামের।

জানালা খুলে দেয়ায় ঘরে আজ চাঁদের আলো অদ্ভুত এক নকশিকাঁথা বিছানায় বিছিয়ে দেয়। বকুল গাছের পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে বিছানায় ঝরে পড়ছে জ্যোৎস্না এবং সেইসঙ্গে গেটের কাছে লাগানো কামিনী ফুলের ঘ্রাণ। নার্গিসের গালের তিলটির ওপরেও একফোঁটা জ্যোৎস্না, হীরের টুকরা যেন।

কালাম উঠানের দিকে তাকিয়ে স্ত্রীকে বলে, 'দেখো কত সুন্দর লাগছে আমাদের বাড়ি-উঠান! তোমার জ্যোৎস্নামাখা শরীর, ফুলের গন্ধ, উঠানের গাছগুলো হালকা বাতাস দিচ্ছে, কোথাও কোনো বিশ্রী আওয়াজ নেই – এরকম রাতে আমার ঘুমাতে ইচ্ছে করে না গো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী ইচ্ছে করে?'

'পাগলামি নয়, সত্যি হাজার বছর ধরে বাঁচতে ইচ্ছে করে।'

নার্গিস খোঁচা দেয়, 'হাজার বছর ধরে খালি একা বাঁচতে ইচ্ছে করে তোমার, আমার করে না? আমাকে সঙ্গে না নিয়ে একা জ্যোৎস্না খেতে গেছ কেন?'

'বিছানায় বসেই তো খেতে পাচ্ছি এখন।'

নার্গিসকে শক্ত আলিঙ্গনে বাঁধার আগে কালাম তার জ্যোৎস্নাখচিত গালে খুব আলতো করে চুমু দেয়।

দুর্গম বাড়ি ও মুক্তির রাস্তা

বাড়িটাকে বৈরী এ সমাজে নিরাপদ দুর্গ হিসেবে দেখতে চেয়েছিল আবুল কালাম, সেভাবে গড়ে তোলার জন্যে সাধ্যমতো চেষ্টাও করেছে। কিন্তু ঘরে পানি ঢোকায় দুর্বিষহ জেলখানা হয়ে ওঠে বাড়িটা। জেল থেকে মুক্তির পথও খোঁজে। পথের সন্ধানে মাথা খাটালেই মনে পড়ে, অবরুদ্ধ জীবনে মুক্তির পথ খোঁজা আর বাড়ির জন্যে রাস্তা খোঁজা একাকার হয়ে উঠেছিল একসময়।

AMARBOI.COM

একদিন অফিস থেকে ফিরে সে দেখে বড় রাস্তা থেকে তার বাড়িতে ঢোকার সরু পথটি আর নেই। কেটে দিয়ে মাঝখানে দেয়াল তুলে দেয়ার কাজ হচ্ছে। সেই দেয়াল ডিঙিয়ে কালামের বাড়িতে ঢোকা সম্ভব নয়, বাড়ি থেকে বেরুলেও দেখতে হবে রাস্তা নেই।

ধানখেতের মাঝে কালাম যখন সস্তায় জায়গা কিনে বাড়ি করেছিল, তখনও বাড়িতে ঢোকার কোনো রাস্তা ছিল না। মেইন রাস্তার সঙ্গে না হলেও, রাস্তা থেকে মাত্র এক শ ফুট ভেতরে ছিল তার প্লটটি। চারদিকেই ছিল খোলা জমি। রাস্তা না থাকলেও সব দিক থেকেই শুকনো জমির ওপর দিয়ে কিংবা জমির আল ধরে তার বাড়িতে যাতায়াতের সুবিধা ছিল। রাস্তা প্রসঙ্গে জমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেচার সময় দালালরা আশ্বাস দিয়েছিল, 'এই হালটের ওপর দিয়া আপাতত ছয় ফুট রাস্তা বাঁধায় নেন।' ভবিষ্যতে মানুষজন বাড়ি করতে থাকলে কত রাস্তা বের হবে। কারণ জায়গাটা শিগগির রাজউক আর ঢাকা মিউনিসিপলিটির আন্ডারে চলে যাবে। প্ল্যান মাফিক তখন রাস্তাঘাট-ড্রেণ-গ্যাস-কারেন্ট-পানি-টেলিফোন সবই হবে। রাস্তা নিয়ে কালামকে ভাবতে হবে না, এ দায়িত্ব সরকারের। এসব সম্ভাবনার কথা ছাড়াও জামাল দালাল বলেছিল, 'দুনিয়াটায় এত বাড়িঘর, রাস্তা ছাড়া কোনো বাড়ি আছে দেখছেন? কোনো হালা কি রাস্তার কারণে তার বাড়িতে বন্দি হইয়া রইছে? আরে মিয়া বাড়ি করেন, রাস্তা অবশ্যই বারাইব।'

দালালের কথা বড় ভালো লেগেছিল কালামের। বাড়ি করার পর দুই প্লটের মাঝের আল কিংবা জমি খচে হাঁটাচলা করেছে অনেকদিন। তারপর এলাকাটির উন্নয়নে সরকারের দায়িত্ববোধ জাগ্রত হওয়ার আগে নতুন বাড়িঘরের বাসিন্দাদের মাথাব্যথা প্রবল হয়ে উঠেছিল। সবাই মিলে এলাকায় রাস্তাঘাট, কারেন্ট-গ্যাসের সুবিধা আনার জন্য তাই সমিতিও করেছিল। প্রথম দফায় সেই সমিতির প্রেসিডেন্ট হতে হয়েছিল কালামকে। নিজেরা চাঁদা দিয়ে, স্থানীয় চেয়ারম্যানের সমর্থন নিয়ে ফাঁকা খেত প্লটের মাঝ দিয়ে বেশকিছু সরু রাস্তা মাটি ফেলে বানিয়ে নিয়েছে। এ সময় কালাম তার বাড়িতে ঢোকার আলপথটিকে রাস্তার চেহারা দিতে নিজের জমির মাটি ফেলে উঁচু ও চওড়া করেছিল খানিকটা। এতে পাশাপাশি দুই প্লটের মালিকদের তিন ফুট করে জায়গা ছাড়তে হয়েছিল। অসন্তুষ্ট হয়েছিল তারা, কারণ তাদের রাস্তার প্রয়োজন ছিল না। তবু সমিতি এবং সমিতির প্রেসিডেন্টের রাস্তা বলে কেউ বাধা দিতে আসে নি। কিন্তু সমিতি সংগঠন কালাম ছেড়ে দিয়েছে অনেক আগে, গ্রামের দলাদলি পলিটিক্স বা সামাজিকতার মধ্যে থাকার সময় পায় না, মনও চায় না। সেজন্যেই কি রাস্তা সংলগ্ন প্লটের মালিক দু জন যুক্তি করে তার রাস্তা কাটার সাহস পেয়েছিল? তিন ফুট করে হারানো জমি পুনরুদ্ধারের জন্যে বিনা নোটিসে যৌথভাবে বাউন্ডারি দেয়াল তোলার কাজ শুরু করেছিল একদিন।

অবশ্য দশ কাঠার প্লটের অনুপস্থিত মালিকটি রাস্তা বাঁধাবার পর গিয়েছিল কালামের বাড়িতে। পরিচয় দিয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই বলেছিল, 'আমার জমির ওপর দিয়ে রাস্তা করলেন, একবার জিগানোরও গরজ করলেন না! কেমন ভদ্রলোক আপনি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালাম যে কত খাঁটি ভদ্রলোক, রাস্তা মানেই যে এলাকার উন্নয়ন এবং রাস্তার জন্যে নিজের বাড়ির পেছনেও চার ফুট জায়গা ছেড়ে রেখেছে কালাম– এসব সহজ সত্য লোকটাকে বিস্তারিত বোঝানোর জন্যে বলেছিল, 'ঠিক আছে ভাই, আপনার জমি তো কেটে আমি ঘরে আনি নি, বরং নিজের জমি থেকে মাটি কেটে আপনার জমিতে ফেলেছি। অন্যায় করে থাকি যদি রাস্তা দেবেন না। কিন্তু পরিচয় যখন হলো ঘরে আসেন, তারপর অন্য কথা।'

বাড়ি না করলেও ঘনিষ্ঠ পড়শি বড় প্লটের মালিক তো, নার্গিসও চা-নাস্তার বিশেষ আয়োজন করেছিল। মৌচাক মার্কেটে একটি দোকানের মালিক, মাহতাব নামক ভদ্রলোকটিকে সেদিন এত আপন করে নেয়ার চেষ্টা করেছিল যে, কালাম স্ত্রী-কন্যাদেরকেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল তার সঙ্গে। জায়গা দেখার জন্য ভদ্রলোকের পরিবারকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিল বাসায়। নিজেও বউ-বাচ্চা নিয়ে যাওয়ার জন্য বাড়ির ঠিকানা নিয়েছিল মাহতাব সাবের। এর পরেও ভদ্রলোক আরও দু-একবার কালামের অনুপস্থিতিতে বাসায় এসেও যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে। কিন্তু এত এত ভদ্রতা আর শত শত মিষ্টি কথা যে তার তিন ফুট জায়গার মায়া ভুলিয়ে দিতে পারে নি, বুঝতে পারে নি কালাম। নিচিন্তাপুরের প্রতিসমাজে কালাম মোটেও কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নয়। এটা বুঝেই হয়তো পাশের প্লটের মালিককে সঙ্গে নিয়ে কালামের অনুপস্থিতির সুযোগে জমি পুনরুদ্ধার শুরু করে দিয়েছে মাহতাব সাব।

কালাম বাধা দেবে– এই আশঙ্কাতেই হয়তো দেয়াল গাঁথার কাজে কর্মরত মুখচেনা রাজমিস্ত্রি কাজের গতি খুব কমিয়ে দিয়েছিল। মজা দেখার জন্য পড়শি সালু ও জয়নাল দালালসহ আরও কয়েক জন এসে জড়ো হয়েছে। ঝগড়া দেখতে পেছনের বাড়ির জানালা খুলে তাকিয়ে আছে একটি বউ। সবারই বেসবুর কৌতূহল কালামকে ঘিরে। দেখি এবার কী করে কালাম সাব? দশ কাঠার মালিক নামাজ পড়তে গিয়েছিল মসজিদে, টুপি মাথায় সে ফিরে আসে। কালামের চকিতে মনে পড়ে হজরত মোহাম্মদ (স.)-এর জীবনীর গল্পটা। তাঁর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রেখে এক দুষ্ট বুড়ি আড়াল থেকে খিকখিক করে হাসত। নবী করীম কি প্রতিশোধ নিয়েছিলেন? মাহতাব সাব কালামকে সালাম দেয়। কালাম সালামের জবাব না দিয়ে জানতে চায়, 'রাস্তাটা কাটলেন, একবার জিজ্ঞাসাও করলেন না!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনি যখন রাস্তা বাঁধায় নিছিলেন, তখন জমির মালিকদের জিগাইছিলেন? আমার জমিতে আমি বাউন্ডারি করব, আপনাকে জিজ্ঞেস করব কেন? তবু এলাকার চেয়ারম্যানসহ গণ্যমান্য সবাইরে জানিয়েই কাজ শুরু করেছি।'

'সবাই আপনাকে বলেছে আমার বাড়িতে ঢোকার রাস্তা কাটতে?'

মাহতাব সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'আপনার বাড়িতে ঢোকার রাস্তা তো আছেই। গলি দিয়া ঢুকে ডান দিকে যে রাস্তা হয়েছে, আপনি সেই রাস্তায় জয়েন্ট দেয়ার জন্যে বাড়ির পশ্চিমে রাস্তা বাঁধায় নেন, সঙ্গের প্লট তো শুনলাম আপনার অফিসের লোকের। তারাও সেই রাস্তা দিয়া হাঁটব। আপনার একটু ঘোরা আর সামান্য বেশি হাঁটার কষ্ট হবে – এই আর কী।'

একটু নয়, কী বিশাল আর ভয়ংকর কষ্ট যে হচ্ছে কালামের – তা বোঝানোর ভাষা খুঁজে পায় না সে। এ সময় জয়নাল দালাল 'ও ভাই আপনাকে একটা কথা কই' বলে কালামকে কিছুটা আড়ালে নিয়ে কানে কানে বলে, 'মাহতাব সাবরে নগদ টাকা ছাড়া থামান যাইব না। আমরা রাস্তা কাটতে না করছিলাম, কিন্তু সে হক্কার সন্ত্রাসীদের ধরছে। এখন যদি আপনি হাজার ত্রিশেক দেন, আমরা থামানোর চেষ্টা কইরা দেখি।'

জবাব দেয়ার আগে নিজের বাড়ির পেছনে স্ত্রীকে দেখতে পায় কালাম। কাটা রাস্তার কাছে এসে ঝগড়াটে গলায় চেঁচিয়ে স্বামীকে নির্দেশ দেয় সে, 'এই, তুমি ওই গলি রাস্তা দিয়ে ঘুরে আসো বাড়িতে। আমাদের অসুবিধা করে যদি ওনারা শান্তিতে থাকতে পারে, থাক। আল্লাহ যেন এই তিন ফুট জায়গা ছাড়াও আরও তিনশ বিঘা করে সম্পত্তির মালিক করে ওদের।'

নার্গিসের রাগ-ক্ষোভ-কষ্ট বুঝতে পারে কালাম। তার অনুপস্থিতিতে সে রাস্তা রক্ষার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে সন্দেহ নেই। তার চেষ্টাকে নতুন করে উৎসাহ দেয়ার জন্যেই যেন উপস্থিত গ্রামবাসী মন্তব্য করে, 'জমির মালিক যেই হউক রাস্তা কাটা কিন্তু বেআইনি কাম...এই রাস্তা লইয়া গ্রামে কত খুনাখুনি হইতাছে... রাস্তা তো হক্কলেরই দরকার...

কিন্তু কালাম কোনো কথাই বলে না আর। ঘোরাপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে ঘুরে দাঁড়ায়। দু প্লট সামনে এগিয়ে গলিপথটায় ঢোকে। বড় রাস্তা থেকে আগে ৫০ গজ পেরুলেই বাড়িতে ঢুকত, এখন ৩ কি ৪ শ গজ ঘুরে ঢুকতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ি করার পর থেকে দালাল-চোর-সন্ত্রাসী-টাউট-বাটপাড়-পকেটমার শ্রেণির চিহ্নিত শত্রুদের কারণে আর্থিক ক্ষতি যাই হোক, মানসিক কষ্ট পেয়েছে বিস্তর। কষ্টে কষ্টে পাথরও হয়ে গেছে অনেক সময়। কিন্তু রাস্তা কাটার কষ্টটা সব কষ্টকে ছাপিয়ে ওঠে। মাহতাব নামক ভদ্রলোকটির প্রতি ঘৃণা যেন দেশের গোটা ভদ্রলোকশ্রেণির ওপর বর্ষণ করেও শেষ হবে না। পায়ের নিচের ঐ রাস্তার অধিকার সরে যাওয়ায় মনে হয়েছিল গোটা নিচিন্তাপুর গ্রামখানাই যেন তার পায়ের নিচ থেকে সরে যাচ্ছে।

নার্গিস প্রতিদিনের মতো চা-নাস্তা নিয়ে এলে কালাম বলে, 'জয়নালরা বলছিল, ত্রিশ হাজার টাকা দিলে হয়তো রাস্তাটা রক্ষা করা যাবে। এত টাকা এখন কোথায় পাব?'

'এক পয়সাও দেব না হারামজাদাদের। আমি অনেক বলেছি, আমার সাহেব অফিস থেকে না আসা পর্যন্ত যেন রাস্তা কাটার কাজ বন্ধ রাখে। গ্রামের রফিক সাহেব, নোয়াখালি ইসমাইল, জামাল ছাড়াও সবাইকে বলেছি। সবাই আসলে আমাদের ওই রাস্তা কাটার পক্ষে। আমরা কী ক্ষতি করেছি যে মানুষ আমাদের এইটুকু সুবিধাও সহ্য করতে পারছে না!'

'এটা তো খালি আমার সুবিধা নয়, ওই রাস্তাটুকু থাকলে ভবিষ্যতে এলাকার সবারই সুবিধা হতো, পরিবেশও ভালো থাকত। আশ্চর্য, এই কথাটাই কাউকে বোঝাতে পারলাম না!'

'সবাই যে যার নগদ স্বার্থটাই বোঝে, তুমি তোমার বুঝ নিয়েই থাকো। এরপর আস্তে আস্তে ডানদিকের রাস্তাও কেটে সমাজ তোমাকে একঘরে করে রাখবে।'

নগদ লাভের পিছে ধাবমান স্বার্থান্ধ ও লোভী লোকজনের প্রতি যে রাগ পুষে রেখেছিল নার্গিস, তা অক্ষম স্বামীর প্রতি একাগ্র হতে থাকলে কালামের কিছু বলার থাকে না, করারও থাকে না। পথ হারিয়ে নতুন পথ খোঁজে, বাড়ি থেকে বেরুনোর পথ এবং এই বৈরী সমাজ থেকে বেরুনোরও পথ।

সন্ত্রাসী লিডার হক্কার যদি কালামের বন্ধু হতো, তার নাম করলেই হয়তো মাহতাবরা রাস্তা কাটার সাহস পেত না। কিন্তু কালামের সন্ত্রাসমুক্ত সমাজের স্বপ্ন শতকরা ১০০ ভাগ খাঁটি বলে তার কোনো সন্ত্রাসী বন্ধু নেই। কালাম সরকারি দলের নেতা বা সরকারের কোনো বড় আমলা হলে, থানায় ফোন করলেই পুলিশ ছুটে আসত তাকে সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু তেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষমতাবান হওয়ার স্বপ্ন নিজে দেখে নি সে, ক্ষমতাধরদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার চেষ্টাও করে নি কখনও। কালামের টাকা থাকলে টাকার জোরে রাস্তা কেন, যেকোনো বড় রাস্তার ধারে বাড়ি বানাতে পারত অনেক আগেই। এলাকায় হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে মিলেমিশে কালাম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে, তার পক্ষে দাঁড়াত দু-চার জন। কিন্তু কালাম এদের সঙ্গে মেশার বদলে নির্জন রাস্তায় হাঁটতেই বেশি ভালোবাসে। খালেক মাতবর থাকলে সে হাউমাউ করে সাধারণ লোকজন জড়ো করতে পারত হয়তো। কিন্তু ভিটামাটি বেচে খালেক মাতবর গ্রামছাড়া হওয়ার পর কালাম চারপাশে স্বজন-শুভাকাঙ্ক্ষী খুঁজে পায় না একজনও। একা কী করতে পারে সে?

এত বড় একটা ঘটনার পরে, রোজকার মতো স্বাভাবিক চা-নাস্তা খেয়ে কালাম নির্বিকার থাকে। পড়শি সালুর বউ উঠানে এসে বলে, 'হায় হায়, রাস্তাটা কাইটা নিল, আর আপনারা কিছু করতে পারলেন না। দাও-বঁটি নিয়া বারাইয়া কোপ দিতে পারলেন না?'

সালুর বউ তথা হুমার মা কালাম সাব কিংবা তাঁর স্ত্রীকে যুদ্ধে অবতীর্ণ করাতে না পেরে নিজেই ছুটে যায়, জমির মালিককে না পেয়ে চেনা রাজমিস্ত্রিদের সঙ্গে জোরগলায় বলে, 'বাপ রাস্তা কাটে, মগের মুল্লুক! এই রাস্তা দিয়া তো আমরাও হাঁটতাম, দশের লাইগা এট্টুস জায়গা ছাড়ব না তো দশের মাঝে থাকব কেমনে বেনিয়ে দশ কাঠা লইয়া কবরে হান্দাইব?'

বাইরে হুমার মায়ের ঝগড়াটে কণ্ঠ শুনে ঘরে নার্গিস এবার কাঁদতে বসে। চোখের জল এতক্ষণ আটকে রেখেছিল এই বেশি। কান্নার সঙ্গে স্বামীর উদ্দেশে খেদোক্তি বর্ষণ শুরু হয়, 'কেন যে তোমার মতো লোককে নিয়ে আমি নিজের বাড়ির স্বপ্ন দেখেছিলাম! নিজের বাড়ির হাউস আমার ষোলো আনা পূর্ণ হয়েছে। তুমি এই বাড়ি বেচে দিয়ে আবার ঢাকায় চলো, বস্তিতে থাকলেও আর তোমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করব না।'

চম্পা ও টুম্পাও মায়ের কান্নায় ভাগ বসাতে চায় যেন, 'সেই ভালো, আব্বু, তুমি বাড়ি বেচে দিয়ে চলো আমরা ঢাকায় ভাড়া বাসায় থাকব।'

ভাঙতে ভাঙতে তো নিজেও বিধ্বস্ত হয়েছিল আবুল কালাম, তবু স্ত্রী-কন্যাদের ধমকের গলায় সাহস দেয়, 'আহা, এত ভেঙে পড়ার কী আছে। এক রাস্তা গেছে, আবার রাস্তা হবে। এই জায়গায় মানুষ রাস্তার জন্যে জায়গা ছাড়ে নি বলে একটা অ্যাম্বুলেন্স কি গাড়ি ঢোকার মতো রাস্তা নেই। আলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো রাস্তা বেঁধে পানি নিষ্কাশনের পথও বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু এ জায়গা কি চিরকাল এরকম থাকবে? সরকার প্ল্যান করে রাস্তাঘাট শুরু করলে মানুষের বাড়িঘরের ওপর দিয়েই রাস্তা হবে। তখন মাহতাব আর তার সন্ত্রাসীরা ঠেকাতে পারবে না।'

অপরিকল্পিত নগরায়নই যে কালামের আবাসভূমির প্রধান সমস্যা এবং এই সমস্যার চাপে এখানকার অধিবাসীদের জীবন ক্রমে দুর্বিষহ হয়ে উঠবে – এটা কালাম স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল। রাজধানীসংলগ্ন এই জায়গাটা নিয়ে প্ল্যান করার জন্যে সরকারকে উৎসাহ দিতে খবরের কাগজে দুটি চিঠিও লিখেছিল সে। সেই চিঠি ছাপাও হয়েছিল। কালামের চিঠি পড়েই কিনা কে জানে, সরকার পুরো ডিএনডি এলাকা নিয়ে একটা মাস্টারপ্ল্যান করেছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী এলাকার কর্তৃত্ব থাকবে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের। প্ল্যান অনুযায়ী সরকার অনেক জায়গা অ্যাকোয়ার করবে; সিটি সেন্টার, কর্মাসিয়াল এরিয়া এবং আবাসিক এলাকা গড়ে তুলবে। প্রশস্ত রাস্তাসহ নগরজীবনের সব সুবিধাই সুলভ হবে বাসিন্দাদের জন্যে।

ডিএনডি এলাকায় বসবাসকারী জনগণের মতামতসহ তাদের জমি, বাড়ি ও অস্থাবর সম্পদের বিবরণ রাজউক অফিস জমা নিতেও শুরু করেছিল। এলাকাবাসী হিসেবে কালাম আবারও মাস্টারপ্ল্যানের সপক্ষে জোরাল মতসহ নিজের সম্পত্তির হিসাব দিয়েছিল। অবশ্য বুদ্ধিমানদের পরামর্শে বাড়িঘরের মূল্য কিছুটা বাড়িয়েই বলেছিল সে। কারণ সরকারি ক্ষতিপূরণের টাকা ঠিকমতো এবং সময়মতো পাওয়া যায় কখনও?

কালামের হিসাব সংবলিত মতামত সরকারের লোকজন খুলে পড়ার আগেই সম্ভবত এলাকার সবাই সংগঠিত হয়ে আন্দোলন শুরু করেছিল। সরকারি মাস্টারপ্ল্যান আর পরিকল্পনা অনুযায়ী প্লট বা বাড়ি পাওয়ার নিশ্চয়তা ছিল না এলাকাবাসীর। যেটুকু ছিল, সেটুকু আশ্বাসকে ভরসা করে পায়ের নিচের জমি ও অতিকষ্টের বাড়ি হারাতে রাজি হয় নি কেউ। আওয়াজ উঠেছিল তাই, 'জান দেব তবু জমি দেব না।' বেশি পরিমাণ জমি ছিল যাদের, আন্দোলন চাঙ্গা করতে তারা মোটা চাঁদাও দিয়েছে। বিক্ষোভ মিছিল ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রাস্তাও বন্ধ করে দিয়েছিল কয়েকবার। নিচিন্তাপুরের আরমান দালাল, বাঘ মজিবরের মতো বাঘা বাঘা লোক ছাড়াও সালুর মতো এক কাঠার মালিকও অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনে একাত্ম হয়েছে। স্কুলের মাঠে বেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় একটা জনসভা হয়। কালামও গেছে সেই সভায়। সন্ত্রাসী হঙ্কারের গডফাদার হিসেবে পরিচিত নারায়ণগঞ্জের এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছিল জনসভায়। হাজার হাজার ভোটারকে সামনে দেখে আবেগে চেঁচিয়ে ঘোষণা করেছিল, 'আমার শরীরে এক ফোঁটা রক্ত থাকতে ডিএনডিতে আমার ভাইয়ের এক ছটাক জমি কি বাড়ি অ্যাকোয়ার করতে দেব না সরকারকে।'

এমপি ও জনগণের রক্তের তেজ দেখে নির্বাচিত সরকার ধামাচাপা দিয়েছে সেই মাস্টারপ্ল্যান।

আবার কবে এ জায়গাটা ঘিরে উন্নয়নের মহাপরিকল্পনা কিংবা সরকারি প্রজেক্ট নেয়া হবে তার ঠিক নেই। সস্তায় বাড়ি করার মাশুল দিতে অপরিকল্পিত নগরায়নের সব দুর্ভোগ না সয়ে কালাম যাবেইবা কোথা? খালেক মাতবরও বড় ক্ষোভ ও অভিমান নিয়ে জন্মভূমি গ্রামখানা ত্যাগ করে চলে গেছে। যেখানে নতুন করে জীবন শুরু করেছে, সেখানে কতদিন সে শান্তিতে থাকতে পারবে কে জানে। কারণ দেশ ত্যাগের পরও খালেকের বিদেশবিভুঁই তো মাত্র দুটি থানা পরের থানা। সেখানে কি নিচিন্তাপুরের বাতাস যাবে না?

AMARBOI.COM

খালেক মাতবরের দেশত্যাগ

নিত্যনতুন বাড়িঘর গজিয়ে ওঠায় নিচিন্তাপুর এখন এমন ঘনবসতির গ্রাম যে, প্রত্যেক বাড়ির জন্মমৃত্যুর খবর গ্রামবাসী সবাই জানতেও পারে না আর। এ কারণেই সম্ভবত সবার মৃত্যুসংবাদ জানানোর দায়িত্ব নিয়েছে গ্রামের মসজিদের মাইকগুলো। কেউ মরে গেলে শোকসংবাদ দেয় এবং জানাজায় শরিক হওয়ার আমন্ত্রণও জানায়। নামিদামি কারও মৃত্যু হলে খবরটা একইসঙ্গে সব মসজিদ থেকে ঘন ঘন প্রচার করা হয়। হতদরিদ্র অভাজনের মহাপ্রস্থানও বাদ যায় না। পিতার নাম ও বাড়ির ঠিকানাসহ প্রচার করা হয়। নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে এটা, যেন মানুষের পরকালযাত্রার সঙ্গে মসজিদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্ক থাকাই স্বাভাবিক। আজানের সময় ছাড়া মাইকে ফুঁ শুনলে তাই শোক-সংবাদ শোনার জন্য তৈরি হয়ে থাকে এলাকাবাসী।

নিচিন্তাপুরে মানবশিশুর জন্ম, গুরুত্বপূর্ণ মানুষের আগমন-প্রস্থান কিংবা অন্য কোনো সামাজিক ঘটনার যত গুরুত্ব থাক – মসজিদের মাইকে তার খবর শোনা যায় না কখনও। একবারই, অন্তত কালামের শোনামতে ব্যতিক্রমি ঘটনা ঘটে। ঘটনার নায়ক খালেক মাতবর বলেই হয়তো। মসজিদের মাইকে পরিহাসের কণ্ঠে ঘোষণা করে কেউ, প্রিয় এলাকাবাসী, আপনাদের পরিচিত পুবপাড়ার ছালেক খার পুত্র খালেক মাতবর চিরদিনের জন্যে নিচিন্তাপুর ত্যাগ করে আজ চলে যাচ্ছে। আপনারা তাকে কেউ বিদায় জানাতে চাইলে তার পুরান বাড়িভিটায় আসতে পারেন।

খালেক মাতবরের জন্মভূমি গ্রাম ছেড়ে বিদায় হওয়াটা নিশ্চয় গভীর দুঃখজনক ঘটনা, অন্তত লোকটার নিজের কাছে। কিন্তু মাইকের ঘোষণায় প্রচ্ছন্ন রগড় ছিল। কারণ খালেক এলাকার প্রভাবশালী দালাল কিংবা প্রকৃত মোড়ল-মাতবর শ্রেণির কেউ নয়। ঠাট্টাবিদ্রূপ করে লোকজন তাকে মাতবর উপাধি দিয়েছে। আসলে লোকটা সরল চাষি, গোঁয়ার গোবিন্দ টাইপের এবং বড্ড সামাজিক মানুষ। নিচিন্তাপুরকে শহর অনেকটা গ্রাস করে নেয়ার পরও খালেক মাতবর তার মাটির ঘর ও হালগেরস্তি টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে অনেক বছর। উঁচু ভিটায় তার বাড়ি ঘেঁষে আরমান দালালের তিনতলা দালান উঠেছে। কিন্তু আরমানের দালান আল্লা যে কিছুতেই টিকিয়ে রাখবে না, ভূমিকম্পে অবশ্যই ভেঙে পড়বে – এমন ভবিষ্যদ্বাণী জোরগলায় গ্রামবাসী সবাইকে শুনিয়েছে খালেক। অকাট্য যুক্তিও দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আরমানের কাছেই ভিটামাটি বেচে দিয়ে শেষ বিদায় নিচ্ছে খালেক মাতবর!

ভিটেমাটি বেচার সিদ্ধান্ত নিয়ে কালামের কাছেও এসেছিল খালেক। কালাম তার জমি কিনতে চাইলে দাম কিছু কমাতেও রাজি সে। দালালের কৌশল নয়, খালেকের এ কথায় তার পছন্দের দিকটাই সরলভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। হেসে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেছিল কালাম। যে স্থানে নাড়ি পোঁতা, সেই গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার মূলে খালেক মাতবরের জীবনে আশাভঙ্গের বেদনা বিস্তর জমেছিল সন্দেহ নেই। চেনা সমাজের দ্রুত রূপান্তর দেখে তার রাগ-ক্ষোভ-অভিযোগের অন্ত ছিল না। প্রতিরোধের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলেও তার মাতবর টাইটেলটি অনেকের কাছে হাস্যরসের খোড়াক হয়েছে। তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরেও স্বভাব বদলায় নি লোকটার। বিদায় নিতে এসে কালামকে বলেছিল, 'যাওয়ার দিন গ্রামের মানুষকে ডাইকা একটা শেষ কথা কইয়া দিয়া যামু।' সেই শেষ কথা বলার জন্য মাতবরই কি মাইকে কারও দ্বারা গ্রামবাসীকে আমন্ত্রণ জানায়?

মাইকের ঘোষণা শুনে কালাম স্ত্রীকে জানায়, 'যাব না কি গো মাতবরকে শেষ বিদায় জানাতে?'

নার্গিস উৎসাহ দেয়, 'যাও। গেলে খুশি হবে লোকটা। আমাদের জন্য বেচারা জেল পর্যন্ত খেটেছে, ভুলি কী করে?'

কালাম লুঙ্গির ওপর জামাটা গায়ে চাপিয়ে বেরোয়। নার্গিস ঠিকই বলেছে, মাতবর চলে গেলেও তার কথা ভোলা সম্ভব নয় তাদের।

গৃহ-প্রবেশের দিনেই তো আলাপ-পরিচয় হয়েছিল লোকটার সঙ্গে। নিজের হালবলদ ছাড়াও গাই ছিল মাতবরের। সেই গাইয়ের দুধ নিয়মিত নেয়ায় মাতবরের সঙ্গে সম্পর্কটা পারিবারিক পর্যায়ে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল ক্রমে। তাকে যেন নিছক দুধবিক্রেতা ভাবা না হয়, সেজন্যে মাতবর সতর্ক করে দিয়েছিল শুরুতেই।

'দুই-তিন কাঠা জায়গা কিইনা দালান তুইলা বিদেইশ্যা ভদ্রলোকরা মেলা ঠাটবাট দেহায়। হালার পুতেরা জানে না তাগো এক ছটাক সম্পত্তির পাশে খালেক মাতবর অহনো জমিদার। বাড়িভিটায় পাঁচ কাঠা ছাড়া অহনতরি এই নতুন বসতির মাঝে এক বিঘা সম্পত্তি আছে আমার। তা বাদে বনদে যে লাখ লাখ জমি দেখতাচেন, এই জমি তো আমাগো ধানচাষ করার লইগা সরকার ডিএনডি প্রজেক্ট কইরা দিছিল। সেই ডিএনডি অহন ঢাকার ভদ্রলোক আর এই জায়গার দালালরা লুটের মালের মতো কাড়াকাড়ি কইরা নিতাছে। খেতের মাঝে বাড়িঘর বানাইতাছে। নিচিন্তাপুরে কত ফকিরনির পুতেরা লাখপতি-কোটিপতি হইতাছে। আর আমি জমিদার হইয়াও নিজের গাইয়ের খাঁটি দুধ বেইচা খাই। বোঝেন এলা!'

কাগজপত্রে না হোক, ফসলের এ ভুবনের সঙ্গে শুধু ঘাম-শ্রমের নয়, প্রাণের সম্পর্ক ছিল খালেকের। তার চালচলন কথাবার্তা এমন যে, যেন পুরো গ্রামটির প্রকৃত মালিক এবং অভিভাবক সে। এ কারণে এলাকার নতুন বাসিন্দারা তাকে খুব একটা পছন্দ করত না। কিন্তু কালামের সঙ্গে সম্পর্কটা ক্রমেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। খালেক মাতবরের দালালবিরোধী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাগক্ষোভের সঙ্গে সহজে একাত্মবোধ করত কালাম। কারণ জমি কেনার সময় দালালের হাতে একবার ঠকেছে, আর বাড়ি করার পরেও খালেকের নিকট পড়শি ও প্রধান শত্রু আরমান দালাল হয়ে উঠেছিল কালামেরও চরম শত্রু।

ওয়ারিশদের কাছে ক্রয়সূত্রে কালামের কেনা জমিরও দুই আনা মালিকানা দাবি নিয়ে আরমান দালাল কালামের সামনের প্লটটিতে টিনের ছাপরা তুলে গ্রামের বেকার-বখাটে ছেলেদের ক্রামবোর্ড-জুয়া খেলার আখড়া বানিয়ে দিয়েছিল। যখন-তখন কালামের বাড়িতে ঢুকত ছেলেগুলো। মহা আতঙ্ক নেমেছিল কালামের পরিবারে। দুধ দিতে এলে খালেক মাতবরকে বিচার দিয়েছিল তার স্ত্রী। খালেক তৎক্ষণাৎ লুঙ্গি মালকোচা করে হাতে একটা লাঠি নিয়ে ছুটে গিয়েছিল বখাটে ছেলেদের আখড়া ভেঙে দিতে। মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল একটি ছেলের। গ্রামে বেশ হইচই বাঁধিয়েছিল ঘটনাটি। মাতবরের পাশে দাঁড়িয়েছিল অনেকেই। কিন্তু বখাটেদের পেছনে ছিল আরমান দালাল। পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গিয়েছিল খালেক মাতবরকে। বাঘ মজিবর খালেক মাতবরকে জেলহাজত ও মামলা থেকে উদ্ধার করেছিল।

এ ঘটনার পর বাড়ির ভেজাল মেটাতে আরমান দালালকে নগদ পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে আপসরফা করতে বাধ্য হয়েছে কালাম। কিন্তু কৃতজ্ঞতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে খালেক মাতবরের সঙ্গে। দুধ কেনাবেচার সম্পর্ক বন্ধ হওয়ার পরেও মাতবর যখনই এ বাড়িতে এসেছে, নার্গিস খাতির করে চা-নাস্তা, এমনকি দাওয়াত দিয়ে মোরগ-পোলাউ খাইয়েছে একদিন। আরমানের কাছে বাড়িভিটা বেচার কথা শুনে কালাম খোঁচা দিয়ে বলেছিল, 'শেষ পর্যন্ত আরমানের কাছে আপনিও হেরে গেলেন?'

খালেক মাতবর তার পরাজয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিচিন্তাপুর সমাজে শাসকের ভূমিকায় আরমানের চেয়েও বড় শত্রু ভয়ংকর এক সন্ত্রাসকে চিনিয়ে দিয়েছে। ডিএনডির সব ইউনিয়নে বহিরাগত বাড়িঘরের মালিকরাই এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ। স্থানীয় দালাল-মাতবরদের মধ্যে একতা নেই। একজন আরেকজনের পেছনে লাগে। ফলে এবারের নির্বাচনে কুতুবপুর ইউনিয়নে চেয়ারম্যান হয়েছে বিদেশি আফজাল। এই চেয়ারম্যানের ভাই হক্কার এখন এলাকার সেরা সন্ত্রাসী। হক্কার ও চেয়ারম্যান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– দুজনই হলো নারায়ণগঞ্জের এমপির চেলাচামুণ্ডা। থানা পুলিশ তাদের ধরার বদলে সালাম দেয়। এই চেয়ারম্যান ও হক্কারবাহিনী হাতে অস্ত্র নিয়ে জায়গাটায় কীরকম লুটতরাজ ও খুনখারাবি শুরু করেছে, অফিসে ও ঘরের কোণে বসে থাকে বলে কালাম কিছুই জানে না। কিন্তু খালেক মাতবরকে সব খোঁজ রাখতে হয়, প্রতিদিনের সব ঘটনাই জানতে হয়। হক্কারবাহিনী শুধু ফতুল্লা পাগলায় শিল্পমালিক ও ব্যবসায়ীদের কাছে চাঁদা তোলার কাজে সীমিত থাকলে তার কিছু বলার ছিল না। এই বাহিনীর ক্যাডাররা এখন গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের চাঁদা না দিয়ে ব্যবসায়ী এখন ব্যবসা করতে পারে না। নিজের জমিতে কেউ বাড়িও বানাতে পারে না। রাত-বিরাতে এখন গুলি বোমার শব্দে ঘুম ভেঙে যায় গ্রামবাসীর। কদিন আগে কালামের বাড়ি থেকে মাত্র আধা মাইল দূরে বনদের ডোবায় পড়ে ছিল একটি লাশ। সেই লাশের ছবি কাগজেও বেরিয়েছে, পুলিশ এসে নিয়ে গেছে লাশটি।

এতকিছুর পরেও বাকি জীবনটা জন্মভূমি গ্রামেই কাটাতে চেয়েছিল খালেক মাতবর। তার হাল বলদের গেরস্তি ভেঙে গেছে। অন্যদের মতো দালালি-ধান্ধাবাজি সে করতে পারবে না। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জমি বিক্রির টাকায় মাটির ঘর ভেঙে বাড়িতে দালান তুলবে। নিজে থাকবে, ভাড়াও দেবে। ভাড়ার টাকায় চলে যাবে তার বাকি জীবনটা। কাজ শুরু করার জন্যে নিজে ইট কিনতে পাগলা গিয়েছিল সে। ট্রাকে ইট নিয়ে ফেরার সময় রাস্তায় কয়েকটা অচেনা ছেলে তার ট্রাক আটক করেছে। ইট নিতে হলে ট্রাকপ্রতি দুশ টাকা করে চাঁদা দিতে হবে তাদের। চিন্তা করেন? যে লোককে এ গ্রামের প্রকৃত মালিক বা জমিদার জ্ঞানে সম্মান করে সবাই, তার ওপরেও এমন জুলুম, এমন অপমান! খালেক মাতবর ট্রাক নিয়ে আবার ফিরে গেছে পাগলায়। ট্রাকঅলাকে ভাড়া দিয়েছে, কিন্তু হক্কারবাহিনীকে চাঁদা দেয় নি।

এমন অস্ত্রবাজি জুলুমবাজির বিরুদ্ধে কাকে বিচার দেবে খালেক? গ্রামের পরিচিত বড় মাতবর দালালরা ভয়ে অনেকেই গ্রাম ছেড়েছে। তারা ঢাকায় থাকে। আরমান দালাল ভয়ে গ্রামে আসে না আর। সব ভেবেচিন্তে খালেক মাতবর তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মেয়ের শ্বশুরের দেশ বাঞ্ছারামপুরে জমিবাড়ি করে নতুন করে শুরু করবে কৃষকজীবন। সেখানে জমি নিচিন্তাপুরের চেয়ে অনেক সস্তা। খালেকের বেয়াই চেয়ারম্যানের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিয়েছে তাকে। খালেক মাতবরকে খুব সম্মান করেছে লোকটা। অচেনা গ্রামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকজন যদি আপন নাও হয়, মেয়েজামাই তো আর ফেলে দিতে পারবে না।

খালেক মাতবরের কাছে শোনা নানা কথা ভাবতে ভাবতে কালাম তার বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে। তার শেষ কথাটি শোনার কৌতূহলের চেয়েও লোকটার প্রতি আন্তরিকতার নিদর্শন হিসেবে শেষ বিদায় জানানোটা জরুরি মনে হয়। কিন্তু মাতবরের বাড়ির কাছে গিয়ে রাস্তা থেকেই নজরে পড়ে, মাটির ঘরের বাড়িটি নিজের বাড়ির সঙ্গে বাউন্ডারি দেয়াল তুলে দেয়ার কাজ শুরু করেছে আরমান দালাল। আরমান নিজে উপস্থিত নেই, কিন্তু বাঘ মজিবর, সালু ছাড়াও আরও তিন-চার জন স্থানীয় লোক। খালেক মাতবরের মাথায় টুপি, বাঘ মজিবরের মাথায়ও টুপি। বাঘ মজিবরকে বুকে জড়িয়ে ধরে খালেক কাঁদছে কিংবা কী শেষ কথা বলছে, শোনার ইচ্ছে করে না কালামের। দূর থেকেই খালেক মাতবরকে শুভ কামনা জানিয়ে শেষ বিদায় দিয়েছে কালাম।

দেশান্তরী হওয়ার মাস কয়েক পরে, নতুন বসতবাড়ি থেকে জন্মভূমি নিচিন্তাপুর দেখতে এসেছিল মাতবর। কালামের বাড়িতেও বেড়াতে এসেছিল। নার্গিসের দেয়া চা-নাস্তায় আপ্যায়িত হয়ে,কালামের বাড়ির রাস্তা কাটার কাহিনী শুনে বলেছিল, 'এই জায়গাটা খারাপ মানুষের পাপে একদিন ডুইবা যাইব। আমি টিকতে পারলাম না, আপনি টিকবেন কেমনে? তার চাইতে চলেন আমার লগে, আমার বাড়ির পাশে বাড়ি বানাইবেন।'

কালাম বলেছিল, 'এতদূর থেকে ঢাকায় চাকরি-অফিস করব কেমনে?'

'তাও তো ঠিক। আপনি তো আবার চাকরানদার ভদ্রলোক, ঢাকার আশেপাশেই আপনার থাকন দরকার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

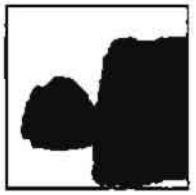

ডুবে যাওয়ার ভয়

ডোবার কথা একদম ভাববি না। ডুবছিস ভাবলেই কিন্তু ডুবতে থাকবি। ডুবে যাওয়া মানুষের ধর্ম নয়, মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলার নামই জীবন হে।

এসব সদুপদেশ কালামকে কে দিয়েছে? নাকি কোনো বইয়ে পড়েছে? ঠিক মনে নেই। এমন হতে পারে কথাগুলো আপনা আপনি ভেতরে তৈরি হয় নিজেকে সাহস ও সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে। ঘরের পানিতে ডুবে যাওয়ার ভয় যখন বিছানার চাদর হয়ে আছে, সেই আতঙ্কের মধ্যে বসে থেকেও কালাম ডোবার কথা ভাবে না। নিচিন্তাপুরে বাড়ি করার পর বিপদ-আপদ তো কম যায় নি। কিন্তু বিপদ-আপদে, এমনকি সরকারি চাকরিটা হারানোর মুখেও ডুবে যাওয়ার ভয় সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারে নি কালামকে। না কি পেরেছিল?

অফিসে আবুল কালামের নামে যেদিন সাময়িক বরখাস্ত আদেশ জারি হয়, পুরো অফিসেই উত্তেজনা, কানাঘুষা। অনেক সহকর্মীর চোখেমুখে উদ্বেগ-সহানুভূতি জ্বলজ্বল করে। কিন্তু আবুল কালাম নির্বিকার। যেন পদোন্নতির চিঠি পেয়েছে। হাসিখুশি চেহারা নিয়ে চুপচাপ অফিস ত্যাগ করে সে।

অফিস শেষে বাড়ি ফেরার আনন্দটাও যেন আজ অন্যরকম। বাসে উঠলে, ভিড়ের বাসে যাতায়াতের কষ্টের সঙ্গে আগামীদিনেও একইরকম কষ্টভোগের বাধ্যবাধকতা ও বিরক্তি মিশে থাকে। কিন্তু সাসপেন্ড হওয়া মানে অফিস যাওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকবে না অনিশ্চিতকাল। যানজট, ভিড়ের কোলাহল ও দূষিত পরিবেশে প্রতিদিনই ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় আটক থাকার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পেয়েছে কালাম। কাজেই চাকরিটা গেল বলে কি মন খারাপ করা উচিত তার? তাছাড়া নিজের বাড়িটাও কালামকে সাহস যোগায়। মাস গেলে যেমন বেতন পাবে না, তেমনি বাড়িভাড়া না পেয়ে তাকে উচ্ছেদের নোটিশ দেবে না কেউ। বউ-বাচ্চা নিয়ে মাথাগোঁজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠাঁইটুকু যখন হয়েছে, আহারও জুটবে কোনো না কোনোভাবে। উত্তরবঙ্গে কাতিমাসী মঙ্গাকে পরাস্ত করে দিনের পর দিন অর্ধাহারে অনাহারে কত মানুষ এখনও বেঁচে আছে, আর আবুল কালামের মতো ভদ্রলোক ঢাকা শহরে না খেয়ে মরবে? এটা কোনো মানুষ দূরের কথা, শেয়াল-শকুনও বিশ্বাস করবে না।

কাজেই অফিসে সাসপেন্ড হয়ে কালাম যখন বাড়িতে ফেরে, তখন সমস্ত ভয়-ভাবনা আড়াল করতে তার মুখের হাসিটা সত্যই প্রশস্ত হয়েছে।

ঘরে ঢুকতেই নার্গিস জানতে চায়, 'কী ব্যাপার, বত্রিশ দাঁত বের হাসছ যে। কী এমন খুশির খবর?'

কালাম জবাব দেয়, 'লম্বা ছুটি পেলাম। কাল থেকে বেশ কিছুদিন অফিস যেতে হবে না, সেই জন্য খুশি লাগছে।'

অফিস-বিমুখ স্বামীর স্বাভাব জানে নার্গিস। মাস গেলে নিয়মিত বেতনটা পায় বটে, কিন্তু অফিসের গোলমাল, বসের সঙ্গে বিরোধ, অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্যে মানিয়ে চলতে না পারার কষ্ট, রাগ— এসবও কম জোটে না। রোজ কালামের মুখে অফিসের প্যাচাল শুনতেও ভাল লাগে না নার্গিসের। তাই লম্বা ছুটি পাওয়ার খুশিতে ভাগ দেয়ার জন্য বলে, 'একদিন বিনা অনুমতিতে কামাই করেছো বলে সাসপেন্স করেছে, আর আজ লম্বা ছুটি দিল তোমাকে!'

'এমনি কী আর দেয়, দিতে বাধ্য করেছি।'

জামাকাপড় ছেড়ে অফিসফেরত কালাম যখন উঠানের বকুল গাছতলায় বসে চায়ের সঙ্গে সঙ্গে বাতাস খায়, নার্গিস তখন রান্না ঘরের কাজে ব্যস্ত। সন্ধ্যার আগেই আজ কারেন্ট চলে গেছে। দু'ঘণ্টার আগে আসবে না। মেয়েরা একটা হারিকেন জ্বেলে ঘরে পড়তে বসেছে। নার্গিসও যে আজ স্বামীর পকেট হাতড়ে সাসপেন্ড-অর্ডারখানা বের করে মেয়েদের সহপাঠী হয়ে হারিকেনের আলোয় পড়তে বসবে, কালাম ভাবতে পারে নি। শুধু টাকার প্রয়োজনে এবং জামাপ্যান্ট ধোয়ার আগেই স্বামীর পকেটে হাত ঢোকায় সে। গোপন প্রেমপত্র কখনও খোঁজে নি, খুঁজেও পায় নি।

সাময়িক বরখাস্তের আদেশখানা পড়ার পরও সে যেন ঠিক বুঝতে পারে না। ঘর থেকে চেঁচায়, 'এই, এটা কীসের অর্ডার, তোমাকে সাসপেন্ড করেছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চা অসমাপ্ত রেখে কালাম ঘরে ছুটে যায়। বড় মেয়ে চম্পা তখন পড়ার বইয়ের উপর চিঠিখানা মেলে পড়তে শুরু করেছে, ছোট টুম্পাও ঝুঁকে পড়েছে চিঠির ওপর।

কালাম বাজে কাগজখানা কেড়ে নিয়ে বলে, 'এটা তোমরা বুঝবে না। আমার চাকরিবাকিরি নিয়ে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। পড়ো তোমরা মন দিয়ে।'

নার্গিসের চোখে তখন পানি এসে গেছে, ধরা গলায় বলে, 'তোমার চাকরি! চাকরি আছে এখনও? শেষ পর্যন্ত বরখাস্ত করে ছাড়ল! সেই জন্য বললে লম্বা ছুটি নিয়ে এসেছি!'

কালাম সত্য স্বীকার করে সান্ত্বনা দেয়, 'আহা, সাময়িক বরখাস্ত মানে তো পুরা বরখাস্ত না। অফিস না করেও অর্ধেক বেতন পাব, তদন্তফদন্ত হলে চাকরিটা ফিরে পাওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। অবশ্য ফিরে পেলেও ও চাকরি আমি আর করব না, সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

চাকরিতে সাসপেন্ড হওয়ার ব্যাপারটি যে স্বজন-শুভার্থীদের কেউই ভালো চোখে নেবে না, জানত কালাম। সে কারণে প্রতিরোধও নিয়েছিল যথেষ্ট। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে মেয়ে দুটাকেও ছোঁকছোঁক কাঁদতে দেখে সেও অপ্রস্তুত বোধ করে। ঠাট্টা করে বলে, 'তোমাদের কান্না দেখে মনে হয় আমার বড় একটা দুর্ঘটনার খবর পেলে। আমার কিন্তু ভালই লাগছে। অফিস যাওয়া নেই, কিন্তু এক তারিখে গিয়ে অর্ধেক বেতন নিয়ে আসব।'

নার্গিস স্বামীর ভালমানুষীকে বিন্দুমাত্র আমল দেয় না আর। খারাপ দিকটাকে প্রতিষ্ঠার জন্য সোচ্চার কণ্ঠে বলে, 'এর চেয়ে খারাপ খবর আর কী হতে পারে! হাতপা ভেঙে ঘরে শুয়ে বসে থাকলেও লোকে খারাপ ভাবত না, কিন্তু সাসপেন্ড হয়ে ঘরে দিনরাত থাকলে এ মহল্লার সবাই টিটকারি দিয়ে হাসবে। তাছাড়া পুরো বেতনেই চলে না, আর অর্ধেক বেতনে চলবে সংসার?'

চম্পা অভিযোগের বয়ান ও চাকরিবিধি ১৯৭৯-এর ধরা উপধারার উল্লেখ দেখেও বাবার চাকরি হারানোর কারণ বুঝতে পারে নি, তাই কান্নার গলায় জানতে চায়, 'তোমাকে সাসপেন্ড করল কেন? কী দোষ করেছো তুমি?'

কালাম সন্তানদের সাহস দেয়ার জন্য বীরোচিত ভঙ্গিতে বলে, 'কোনো দোষ করি নি। যারা আসল দুষী, দুর্নীতি করে, ঘুষ খায়– তাদের আমি ঘৃণা করি, সেইটা আমার দোষ। আমার চেয়েও অযোগ্য, খুব বাজে একটা লোক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রোমোশোন পেয়ে আমার মাথার ওপরে বসে ক্ষমতা দেখায়, সবাই তাকে স্যার স্যার করে খোশামদ করে, আর আমি তাকে মুখের ওপর একদিন সত্য কথা শুনিয়ে দিয়েছি। সেইটা আমার দোষ। কিন্তু সত্য কারণ দেখিয়ে তো সাসপেন্ড করেনি, তাই অনেক মিথ্যে কথা সাজিয়ে সাসপেন্ড করেছে।'

কিন্তু এত কথা বলার পরেও বাবার সাহসিকতা ও সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হয় না মেয়েরা। ছোট টুম্পাও অভিযোগ জানায়, 'তুমি খামোখা সত্য কথা বলে বসকে খেপাও কেন?'

নার্গিস মেয়েকে সমর্থন করে বলে, 'জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে লড়া যায় না, সেটা এইটুকু মেয়েও বোঝে। শুধু তোমাকেই বোঝাতে পারি নি। ঐ চাকরিটা ছিল বলে আমি এসেছি তোমার জীবনে, যেমনই হোক ঢাকার কাছে এই বাড়ি হয়েছে, চম্পা-টুম্পা লেখাপড়া করতে পারছে। চাকরি তো গেল, এখন কী হবে?'

জ্বলজ্যন্ত নিজস্ব মানুষটার চেয়ে পচা চাকরিটার প্রতি স্ত্রীকন্যাদের এই দরদ ভাললাগে না কালামের। ঝগড়াও করে সে। অফিসে ঝগড়া করে ঘৃণ্য শত্রুদের একটা লোম পর্যন্ত ছিড়তে পারে নি, ঘরের অসহায় নারীদের ওপর কথার পালোয়ানি দেখিয়ে কী লাভ? চাকরি যাওয়া মানে যে বউ-বাচ্চাকে নিয়ে অগাধ জলে ডুবে যাওয়া নয়, এটা কথা দিয়ে নয়, কাজ দিয়েই বোঝাতে হবে। কালাম তার বাড়ির উঠানে বসে একা হয়। এখন কী হবে – নার্গিসের এ প্রশ্নের জবাব খোঁজে। কিন্তু ভোবার কথা একবারও ভাবে না।

মাস কয়েক আগে নার্গিসের অসুখ হলেও সংসারে লন্ডভন্ড হওয়ার মতো একটা ভয় জেগেছিল, বিশেষ করে কালামের দুই মেয়ের মনে।

জ্বরজ্বারিতে তো মানুষ মরে না সাধারণত। কিন্তু নার্গিসের সেটা সাধারণ জ্বর ছিল না। তিন দিন পরেও জ্বর ছাড়েনি। মাঝরাতে ১০৫ ডিগ্রী জ্বর উঠেছিল। কোনো হুঁশজ্ঞান নেই, চোখ মেলে তাকানো কিংবা শরীর কাঁপানোর মতো শক্তিও যেন ফুরিয়ে এসেছিল। চম্পা-টুম্পা মাথায় পানি ঢালছিল মায়ের। সন্তানদের সরব উদ্বেগ ও সেবাশুশ্রুষার মধ্যে একবার মাত্র হঠাৎ চোখ মেলে তাকিয়েছিল নার্গিস। সেই তাকানোর একটা মানে হতে পারে, শেষ বিদায়। নার্গিস আবার চোখ বুজতেই চম্পা ডুকরে কেঁদে উঠেছিল, 'আব্বু, মা এরকম করছে কেন? তুমি ডাক্তার ডাকো।'

অতো রাতে নিচিন্তাপুরে কালাম কোথায় পাবে ডাক্তার। হঠাৎ হার্টস্ট্রোক করলে কিংবা এপেনডিসাইটিসের ব্যথা উঠলেও যথাসময়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার-হাসপাতালের নাগাল পাবে না – এটা জেনেই তো সস্তায় শহরতলির দুর্গম গ্রামে বাড়ি করেছিল কালাম। কাজেই মেয়েদের মতো আতঙ্কে-উদ্বেগে দিশেহারা হবার উপায় ছিল না তার। প্রায় হাসিমুখে মেয়েদের সান্ত্বনা দিয়েছিল সে, 'খারাপ কিছু ভাববি না। কিছু হবে না তোর মায়ের, তোরা মাথায় পানি দে, আমি কল থেকে বালতিতে আরো পানি আনছি।'

কালাম গভীর রাতের স্তব্ধতা চিরে চাপকলে ঘটাং ঘটাং আওয়াজ তুলে বালতিতে পানি ভরেছে, আর মেয়েরা নার্গিসের মাথায় পানি ঢেলেছে। ঘণ্টাখানেক পর জ্বরটা কিছু কমে এসেছিল। চম্পা-টুম্পা তবু সতর্ক দুই প্রহরীর মতো মায়ের শিয়রে বসে ছিল। কালাম আর কতক্ষণ মড়ার মতো নিস্পন্দ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকে? থার্মোমিটারে নার্গিসের জ্বর এক ডিগ্রি কমিয়ে আনতে পারার খুশিতে মেয়েদের বলেছিল, 'তোরা এখন নিজেদের ঘরে যা, ঘুমিয়ে নে একটু।'

কিন্তু পষাণ্ড পিতার হাতে মাকে একলা ছাড়তে রাজি ছিল না কন্যারা। উল্টো তারাই বাপকে উপদেশ দিয়েছে, 'তুমি আমাদের ঘরে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও আব্বু।'

অহেতুক দাঁড়িয়ে থাকার বদলে মেয়েদের মায়ের বিছানায় গড়ানোর উপদেশ দিয়ে কালাম পাশের ঘরে মেয়েদের বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু কন্যাদের প্রহরা সত্ত্বেও নার্গিসের শেষ বিদায়ের আশঙ্কাটা মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি সেদিন। চম্পা জন্মাবার সময়েও স্ত্রীর মৃত্যু-আশঙ্কা খুব কাবু করেছিল কালামকে। যে কোনো বিপদ দেখলেই খারাপ পরিণামটা আগাম ভেবে নেয়া তার অভ্যাস। নার্গিসের অস্বাভাবিক রকম বেশি জ্বর আর কত খারাপ হতে পারে? জ্বরের ঘোরে বড়জোর মরেই যাবে। মরে গেলে তার লাশটি দেশে কিভাবে পাঠানো যাবে, টাকা কোথায় পাবে– এসব ব্যাপারে মানসিক প্রস্তুতি নেয়ার পর, কল্পনায় নার্গিসশূন্য সংসার এবং বিপত্নীক জীবনের কষ্ট-একাকিত্ব মাপতে শুরু করেছিল। পুনরায় বিয়ে করাটা অনিবার্য হয়ে উঠলে পদ্যের কথা মনে হয়েছিল হঠাৎ। কালাম স্ত্রী হারালেও, পদ্যের শয়তান স্বামীর খপ্পর থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কাজেই পদ্যকে পাবে না সে। বাধ্য হয়ে দেখেশুনে অন্য মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। পাশের ঘরে যখন জ্বরে বেহুঁশ স্ত্রী ও উদ্বিগ্ন কন্যারা নির্ঘুম প্রহর গোনে, কালাম তখন দ্বিতীয় বিয়ের কনে দেখা থেকে শুরু করে অনিশ্চিত নতুন বউয়ের সঙ্গে সহবাসের কথা ভেবে কিছুটা উত্তেজনাও বোধ করেছে। মানুষটা সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাস্তববাদি, খুব স্বার্থপর, না কি ভীরুই আসলে?

যাই হোক, জীবনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠজন ও নির্ভরযোগ্য স্ত্রীর মৃত্যু আশঙ্কার মধ্যেও কালাম বিকল্প স্ত্রীর সন্ধান করে সামলে ওঠার চেষ্টা করেছে; আর পচা একটা চাকরি হারিয়ে বিকল্প জীবীকার সন্ধান সে পাবে না? দেশে বেকারের সংখ্যা কোটি কোটি, কিন্তু চাকরি না পেলেও বেঁচে থাকার জন্যে একটা না একটা অবলম্বন আছে প্রত্যেকেরই। জগৎ-সংসার যেমন চলার, ঠিকই চলবে। কালামের চাকরি পুরোপুরি চলে যাক, অথবা সে ছেড়ে দিক – প্রভিডেন্ড ফান্ড ও গ্রাচুইটি মিলে অন্তত লাখ চারেক টাকা পাবে। এই টাকাটা পুঁজি করে রোজগারের একটা পথ অবশ্যই খুঁজে বের করবে সে। পচা ও অপমানজনক চাকরিতে ফিরে যাওয়ার বদলে জীবনটাকে নতুন করে শুরু করার ইচ্ছেটাই ভেতরে প্রবল হয়ে ওঠে তার।

রাতে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেয় সে, 'ঐ অফিসে সৎভাবে চাকরি করে মেয়েদের হায়ার এডুকেশন, বিয়ে এসব খরচ মেটাতে পারতাম না। তাছাড়া মাথার ওপরে অযোগ্য–ছোটলোক-শয়তানদের সঙ্গে চাকরি করার মানসিক কষ্ট কাঁহাতক সহ্য করা যায়? আরো সহ্য করে গেলেও ৫৭ বছর বয়সে তো রিটেয়ার করতেই হতো। তখন ওই বয়সে নতুনভাবে জীবন শুরু করার সাহস বা এনার্জি থাকত না। সাসপেন্ড করে ওরা বরং আমার সুবিধাই করে দিয়েছে নার্গিস।'

নার্গিসও মন শক্ত করে ফেলেছে ততক্ষণে। জবাব দেয়, 'বাকি জীবন খোঁড়ানুলো হয়ে বিছানায় পড়ে থাকলেও ফেলে তো দিতে পারব না। নিজের কিছু করার ক্ষমতা নেই, তুমি জোটাতে পারলে ডালভাত রেঁধে খাওয়াব, না খেয়ে মরলে তোমার সঙ্গেই মরব। কিন্তু সাসপেন্ড হয়েছো শুনলে পাড়াপড়শিদের আনন্দ টিটকারি তো বন্ধ করতে পারব না। তাছাড়া মেয়ে দুটা সেই যে সন্ধ্যাতেই পড়া বন্ধ করেছে, বাপকে বেকার অবস্থায় দেখলে ওরা আর মন দিয়ে লেখাপড়া করতে পারবে?'

কালাম স্ত্রীকে ধমকায়, 'এ জন্য তুমি দায়ী। ওই চিঠি ওদের সামনে পড়ে যেভাবে কান্নাকাটি শুরু করলে, যেন আমার চেয়ে আমার ঐ চাকরিটাই ছিল তোমার আসল স্বামী। এরকম একটা ঘটনার পর অন্তত তোমার কাছে একটু সহানুভূতি ও সাহস আশা করেছিলাম আমি।'

নার্গিস এতদিন কালামের চাকরির তিক্ত ও যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার ভাগী হয়েছে, সহানুভূতি ও সান্ত্বনা দেখিয়েছে বিস্তর। আজ চাকরিহারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বামীকে নিয়েও সে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কালামের দিকে ফিরে শোয়। তার গায়ে হাত রেখে বলে, 'ওই চাকরির কথা ভেবে আর লাভ নেই। যা হবার তাই হয়েছে। এখন কী করবে শুনি।'

একা অনেকক্ষণ ভেবেও পথ এখনো খুঁজে পায় নি কালাম। তবু বিকল্প পথে চলার উত্তেজনা ও আত্মবিশ্বাস একটুও কমে নি। জোরগলায় জবাব দেয়, 'পথ একটা অবশ্যই বেরুবে। ঐ নরক থেকে মুক্তি পাওয়ার আনন্দে কটা দিন আরাম করে ঘুমাই, তারপর নতুন উদ্যমে নতুন লড়াই শুরু হবে। কী বলো?'

মুক্তির আনন্দ ও নতুন জীবন শুরুর উত্তেজনার ভাগ দিতে নার্গিসকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'আমরা ডুবে যাব – ভুলেও ভাববে না এ কথা।' ভেতরে ভয়-ভাবনা যতই থাক, অনিশ্চয়তার সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়ার চেয়ে স্বামীর এরকম স্বপ্ন উত্তেজনার ভাগ না নিয়ে উপায় কী নার্গিসের।

মেয়েদের স্কুল যাওয়া, ঘরে ফেরা এবং নার্গিসের দৈনন্দিন ঘরকন্নার কাজ সবকিছুই যথারীতি চলে আগের মতো। শুধু অচল কালাম দিনরাত ঘরে শুয়েবসে থাকে। আগে অফিস ছুটি থাকলে যা করত, আঙিনায় বসে পেপার পড়া, বই পড়া কিংবা ঘরে টিভি দেখা, মেয়েদের পড়া দেখানো, বাজারে যাওয়া – এসব অবশ্য আগের মতোই করছে সে। তার পরেও দিনমান তার ঘরে শুয়েবসে থাকাটাই বেশি চোখে পড়ে নার্গিসের। এমনিতে ঘরকুণো স্বভাব, বাড়ির বাইরে পড়শিদের সঙ্গে মেলামেশা কিংবা মহল্লার মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ার অভ্যাস নেই। সাসপেন্ড হওয়ার পর স্ত্রীর সঙ্গকামনাও যেন বেড়েছে। কিন্তু কালাম এবার অন্যরকম ছুটি নিয়েছে বলে নার্গিস তাকে সময় দেয়ারও সময় পায় না। নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আগে কালাম অফিসে যাওয়ার পর পড়শি মহিলারা কাজে অকাজে অনেকেই আসত নার্গিসের সঙ্গে গল্প করতে। ছুটিতে কালাম সাবকে বাড়িতে দেখে তারাও জমিয়ে গল্প করার সুযোগ পায় না। রান্নাঘর, বাথরুম থেকে শুরু করে পুরো ঘরবাড়ি গোছানোর কাজে ব্যস্ত না থেকে করবেই বা কী নার্গিস? একশ' টাকা বেতনে ঠিকে কাজের মেয়ে রেখেছিল একটা, স্বামী সাসপেন্ড হওয়ার পরই তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। অনেক ভেবেও কালামকে সে বিকল্প পথের সন্ধান দিতে পারে নি, কালামের জন্যে আর কোনো পথ খোলা নেই বলেই হয়তো। কালাম তবু একাই ভাবে, দু'চারদিন পর লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে ঢাকাতেও যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রাম থেকে নানা কাজে ঢাকায় আসে যেসব আত্মীয়-স্বজন, তারা বড় দায় না পড়লে কালামের বাড়িতে আসে না সাধারণত। কারণ বাড়ি শহর থেকে বেশ দূরে । যাতায়াতের ঝামেলাও মেলা। কিন্তু কালামের চাকরি যাওয়ার খবর শুনে অফিস থেকে একদিন এক যুবা মেহমান অনেক খুঁজেপেতে বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। নার্গিসের বড় ভাইয়ের শালা, সেই সুবাদে কালামেরও শালা। কিন্তু আগে দেখে নি কখনো। রফিক হাইস্কুলের শিক্ষক, স্কুলের কাজেই শিক্ষাভবনে এসেছে, উঠেছে অতি বড়লোক মামাশ্বশুরের বাড়ি সিদ্ধেশ্বরীতে। কালামের খোঁজ নিতে রফিক প্রথমে কালামের অফিসেই গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে কালামের দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য একই সঙ্গে আবিষ্কার করে সে। খারাপ খবরটা তো অফিসের সবাই জানে, কিন্তু সৌভাগ্যের খবরটি এখন পর্যন্ত জানে শুধু রফিক। কালামের বাড়ি আর কোটিপতি মামাশ্বশুরের নতুন তৈরি সালমা টেক্সটাইল মিল একই গ্রামে অবস্থিত, ঢাকায় আসার আগে কল্পনাও করে নি সে। সালমা তার মামিশাশুড়ির নাম। মামির নামে গড়া নতুন মিল এবং কালাম দুলাভাইয়ের বাড়ি একই সঙ্গে দেখার জন্যে আজ নিচিন্তাপুরে এসেছে সে। রাস্তার ধারে বিশাল সালমা মিলের বিল্ডিং খুঁজে পেতে অবশ্য রফিককে কষ্ট করতে হয় নি। কিন্তু কালামের বাড়ি খুঁজে বের করতে বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করতে হয়েছে।

নতুন মেহমানের আগমনের চেয়ে সালমা টেক্সটাইল মিলের সঙ্গে সম্পর্কের আবিষ্কার কালামের মনেও বেশ নাটকীয় চমক সৃষ্টি করে। তার বাড়ি থেকে কোয়ার্টার মাইলও দূর নয়, বিশ্বরোডে ওঠার আগেই রাস্তার ধারে ফাঁকা জায়গায় অন্তত তিন বিঘা জমি জুড়ে মিলটার কনস্ট্রকাশন কাজ চলছিল অনেকদিন ধরে। মিলের জন্যে জায়গা কেনার পর থেকেই মিল মালিক সোলেমান সাহেবকে এ গ্রামের অনেকেই চেনে। মিলের কাজ শেষ হওয়ার পরে সালমা টেক্সটাইল মিলের সাইনবোর্ড যখন লাগানো হয়, তখন সালমাকে সোলেমান সাহেবের মেয়ে হিসেবে অনুমান করেছে কালাম নিজেও। কিন্তু এই সালমা ও সোলেমান সাহেব যে সম্পর্কে কালামদেরও আত্মীয় হয়ে দাঁড়াবে, রফিকের দিকে তাকিয়েও কথাটা যেন বিশ্বাস হয় না।

ধনী লোকদের বাঁকা চোখে দেখা তো কালামের রাজনৈতিক চেতনারই প্রকাশ বিশেষ। মিলটা তৈরির সময় তার নির্মাণ কাজকে সে বাধা দেয়ার কথা ভেবেছে আবাসিক এলাকার স্বার্থে। বসতবাড়ির পাশে সস্তায় জমি কিনে মুনাফাখোর লোকজন জায়গাটায় যেভাবে মিল-ফ্যাক্টরি গড়ে তুলছে, তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবাসিক এলাকা হিসেবে গ্রামটার ভবিষ্যৎ নষ্ট করছিল। রাজউক বা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আওতার বাইরে বলে এখানে কল-কারখানা বা বাড়িঘর করার জন্যে তাদের অনুমিতর প্রশ্ন ছিল না। স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে খুব সহজেই ম্যানেজ করে শিল্পপতিরা কলকারখানা করে জায়গাটার পরিববেশ ও বাসিন্দাদের ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত করছে। কথাটা দু'একজনকে বলেও ছিল কালাম। এলাকাবাসীকে সংগঠিত করে বাধা দেয়ার কথা পর্যন্ত ভেবেছে। কিন্তু দেশ নিয়ে ভাবা আর দেশোদ্ধার করা তো এক কাজ নয়। তাছাড়া যে দু'একজনকে বলেছিল, তারা উল্টো যুক্তি দিয়েছে, – হউক ভাই, বেশি বেশি মিলকারখানা হইলেও জায়গাটার ভ্যালু বাড়ব। তাড়াতাড়ি গ্যাস আইব, ফোন আইব, রাস্তাঘাট হইব, তখন ঘনঘন কারেন্টও যাইব না। চুরিডাকাতি হইলে থানা-পুলিশও ছুইটা আইব – কোটিপতি মিলমালিকরাও গাড়ি হাকাইয়া আইব মাঝেমধ্যে।

চাকরি হারানো দুঃসময়ে এমন এক কোটিপতির ভাগ্নেজামাই যে কালামের বাড়িতে এসে উপস্থিত হবে, কে ভাবতে পেরেছিল? নার্গিস তখন মেহমানকে স্বামীর সাসপেন্ড-রহস্য বোঝাতে শুরু করেছে। এ দুর্ঘটনার জন্যে কালাম দায়ী নয়, বরং তার আপোসহীন সততা ও দুর্নীতিবাজ বসই প্রধান দায়ী। এটা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যুক্তিপ্রমাণের অভাবে সে চলতি সামাজিক প্রবাদটা উল্লেখ করে, 'বলে না এ সমাজে সৎ লোকের ভাত নেই, সেই হয়েছে আমাদের দশা।'

রফিক তো উদ্ধারকর্তার ভূমিকা নিয়েই আবির্ভূত হয়েছে, বিলম্ব না করেই জোর গলায় বলে সে, 'একেই বলে বোধহয় আল্লার ইচ্ছে। আমার মামা শ্বশুরের মিলটা চালু হবে, লোকজন অ্যাপোয়েন্টমেন্ট দিতে শুরু করেছে। এই নতুন মিল ছাড়াও সাভারে ওনার আর একটি মিল, পল্টনে হেড অফিস – সব মিলে কয়েক শ' লোক খাটায়। আপনার মতো সৎ বিশ্বস্ত লোক পেলে মামা লুফে নেবে দুলাভাই। তাছাড়া নতুন এই মিলে উনি দেশের মানুষকে বেশি চাকরি দেবেন বলেছেন। আগামী ইলেকশনে ভোটে দাঁড়াবার কথা ভাবছেন তো।'

কালাম তবু নির্লিপ্ত জবাব দেয়, 'আমাকে উনি চাকরি দেবেন কেন?'

'দেবে না মানে! আমি বললে, এবং মিলের কাছেই আপনার বাড়ি জানলে, আপনাকে হয়তো মিলের ম্যানেজার বানিয়ে দেবে। বাড়ি থেকেই পাঁচ মিনিট হেঁটে অফিস করতে পারবেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্ধারকারীর সন্ধানে স্বপ্ন ও উত্তেজনা

কালামের জীবনে যত অলৌকিক ঘটনা বা বিস্ময়কর যোগাযোগ ঘটেছে, তার মধ্যে সালমা টেক্সটাইল মিল ও শিল্পপতি সোলায়মান সাহেব অন্যতম সন্দেহ নেই। বিশ্বাস হতে চায় না। কিন্তু নার্গিস এ কয়দিন চাকরিহারা স্বামীকে খড়কুটোর মতে আঁকড়ে বাঁচার চেষ্টা করেছে, তার পাশে ভাইয়ের শালা ও তার সম্পর্কিত মামা শ্বশুর তো রীতিমতো ইঞ্জিন বোট ও টাইটানিক জাহাজ বলা যায়, উঠে বসলেই হয়। কোনোরকম দ্বিধালজ্জা না করে নার্গিস আবেগময় কণ্ঠে আপন ভাইয়ের আপন শ্যালক ঘনিষ্ঠকে বলে, 'আমাদের বিপদ দেখে আল্লাই মনে হয় তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে ভাই। তুমি তোমার মামা শ্বশুরকে ধরে ওর একটা ব্যবস্থা করে দাও, ওই পচা সরকারি অফিসে ওকে আর পাঠাব না আমি। বেতনই বা কয়টাকা পেত, কিন্তু যন্ত্রণার শেষ ছিল না।'

'আপনি চিন্তা করবেন না আপা, ব্যবস্থা একটা হবে। দুলাভাই, আপনি চলেন আমার সঙ্গে।'

'আচ্ছা হবে, আগে খাওয়াদাওয়া করো তো। তোমার বড় লোক মামাশ্বশুরের গল্প আরো শুনি।'

প্রাপ্য খাতিরের চেয়ে অনেক বেশি আদরযত্ন ও আপ্যায়ন লাভ করে রফিক। অকল্পনীয় নতুন চাকরি ও জীবনের পট পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি বুঝতে কালাম পড়শি মিলের অচেনা মালিক সোলেমান সাহেবের পারিবারিক তথ্য জানতে আগ্রহ দেখায়। রফিক যতটা জানে, তার চেয়েও বেশি বেশি জানাতে উৎসাহী হয়ে ওঠে।

আপ্যায়ন পর্বের সঙ্গে ধনাঢ্য আত্মীয় চর্চার পর কালাম সিদ্ধান্ত দেয়, 'ঠিক আছে, তুমি আগে গিয়ে আমার ব্যাপারটা ওনার সঙ্গে আলাপ করো। উনি যদি ইন্টারেস্ট দেখান, এ্যাপোয়েন্টমেন দেন, তবে তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করব আমি। হঠাৎ আমাকে সাথে নিয়ে গিয়েই চাকরির কথা বললে উনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার উপরেও বিরক্ত বোধ করতে পারেন।'

প্রস্তাব মেনে নিয়ে রফিক বিকেলে চলে যায় তার মামা শ্বশুরের বাড়িতে। আশাভঙ্গের বেদনা ঠেকাতে রফিক তৎক্ষণাই হেসে বলে, 'ও আর আসবে না।' কিন্তু নার্গিস ও মেয়েরা সবাই বলে, হোক না হোক অবশ্যই আসবে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহকে জড়াতে নার্গিস নামাজ পড়তেও আজ অনেক বেশি সময় নেয়।

পরদিন রফিক আসে এবং কালামকে সঙ্গে নিয়ে পল্টনে মামা শ্বশুরের অফিসে যায়।

পল্টনে একটি বহুতল ভবনে দোতলায় সোলেমান গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ অফিস। বিরাট মিলের তুলনায় ছোট অফিসই বলা যায়। সব মিলিয়ে হয়তো জনা বিশেক লোক। তবু এই অফিস থেকে দুটি ইন্ডাস্ট্রি, এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ব্যবসা ছাড়াও আরো কতো কী যে নিয়ন্ত্রণ করেন সোলেমান সাহেব, সেটা তিনিই ভালো জানেন। রফিকের আগেও কালাম গ্রামের অনেকের কাছে সোলেমান সাহেবের বিত্ত-ক্ষমতার গল্প শুনেছে। মিলের কাজ দেখতে তিনি সাইটে অনেকবার গেছেন বলে এলাকাবাসী অনেকেই তাকে দেখেছে, কেউ কেউ কথাও বলেছে। কিন্তু কালাম অফিস যাওয়া-আসার পথে মিলের সামনে সোলেমান সাহেবের গাড়িটি দেখেছে দু'একবার। লোকটাকে দেখার কিংবা পরিচিত হওয়ার সামান্যতম ইচ্ছেও কখনো জাগে নি। এখন তো সোলেমান সাহেব সম্ভাব্য চাকরিদাতা নয় শুধু, দূরতম সম্পর্কে আত্মীয়ও বটে। লোকটাকে স্যার ডাকবে না মামা ডাকবে – সোলেমান সাহেবের অফিসে ঢুকেও সিদ্ধান্ত নিতে পারে না কালাম। অফিসের কর্মচারির সঙ্গে এলসি নিয়ে কথাবার্তা ও কাগজপত্র দেখে সে ভাগ্নেজামাইয়ের ভগ্নিপতির দিকে মনোযোগী হয়ে ওঠে।

'আপনি আমার মিলের কাছেই জমি কিনে বাড়ি করেছেন শুনলাম। ফেমিলি নিয়ে কত বছর ধরে আছেন ওই এলাকায়?'

'তা দশ বছর তো হবে। সস্তায় জমি কিনে গ্রামীণ পরিবেশে থাকব বলে কোনোরকমে বাড়িটাও করে ফেলেছিলাম।'

'ওই জায়গায় তো দেখি বরিশাল-নোয়াখালি আর কুমিল্লার লোকজনই বাড়িঘর করেছে বেশি। জায়গাটা তো সুবিধার নয়, সমস্যা হয় না?'

কালামের বুঝতে দেরি হয় না ওই জায়গার ভাল-মন্দ নিয়ে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। জবাব দেয় সে, 'জমির দালালি ব্যবসা করে অনেকের হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁচা টাকা এসেছে, ওদের কারণেই পরিবেশটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

স্থানীয় বিত্তবানদের পাশে সোলেমান সাহেবকে বেশি মর্যাদা দেয়ার জন্যে কথাটা বলা, কিন্তু সোলেমান সাহেব প্রতিবাদ করে, 'লোকাল লোকজন তো তেমন ক্ষতিকারক না। এলাকার চেয়ারম্যান-মেম্বার ছাড়াও অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমার। কিছু পলিটিকাল ট্যারর, ঢাকা-নারায়নগঞ্জের বেশ কিছু পলিটিকাল লিডারের ক্যাডাররা এসব জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। ফতুল্লা এলাকায় সবরকম ইন্ডাস্ট্রি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে ওরা ঘাটে ঘাটে চাঁদা তুলছে। মিল চালু না হতেই আমাকেও টার্গেট করেছে ওরা।'

কালাম সম্মতি দিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, নানা রকম সন্ত্রাস ও খুন খারাপিও বেড়ে গেছে জায়গাটায়।'

'সাভার এলাকার বদলে ওই জায়গায় জমি কিনে কনস্ট্রাকশন করে এতগুলো টাকা ইনভেস্ট করলাম, এখন মিলটা রান করাতে পারব কি না সন্দেহ লাগছে।'

রফিক আবারো বিনীত সুপারিশ করে, 'মামা, কালাম দুলাভাইয়ের সাহায্য নেন। উনি ওখানকার সবাইকে চেনেন, সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন বাড়িতে বসে আছেন। সৎ লোক।'

সোলেমান সাহেব সরাসরি জবাব দেন না। বিরক্তি দেখান অন্য বেকারদের কথা বলে, 'গ্রামটায় বেকার ছেলেপেলে এত বেশি আমার তো ধারণা ছিল না। এ পর্যন্ত চাকরির জন্য শ খানেকের বেশি দরখাস্ত সুপারিশ পেয়েছি। পলিটিকাল কর্মের লোকাল ক্যাডার-মাস্তানরাও তালিকা দিয়ে বলেছে – এদের চাকরি দিতে হবে। মিল চালাতে আমার দরকার আসলে টেকনিক্যাল অভিজ্ঞ লোক। আমি আপনার এলাকার চাকরির এপ্লিকেশন আর মাস্তানদের তালিকাগুলো আপনাকে দিচ্ছি। কিভাবে ম্যানেজ করা যায়, আপনি একটু দেখুন তো।'

কালাম স্থানীয় সন্ত্রাসী-মাস্তানদের থেকে শত মাইল দূরে থাকতে পারলেই বাঁচে। নিজের ভীরুতা ঢাকতে পরামর্শ দেয়, 'ওদের তো এমপি আর থানা-পুলিশের সঙ্গেও কানেকশন। ওদেরকে ধরেই মনে হয় ম্যানেজ করতে হবে।'

সোলেমান সাহেব বলেন, 'মন্ত্রী-নেতা থানা-পুলিশ ম্যানেজ করার কথা আপনাকে ভাবতে হবে না। সরকার মুখে কলকারাখানা গড়ার উৎসাহ দেখায়, কিন্তু কাজ করতে গিয়ে পদে পদে সরকারি লোকজনকে ঘুস দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগোতে হয় আমাদের। তার ওপর নতুন মিলটা চালু করলে লোকালি কারা কীভবে ডিস্ট্রাব করতে পারে, আপনি এলাকার লোকজনের সঙ্গে আলাপ করে খোঁজখবর নিয়ে আমাকে একটা রিপোর্ট দিন। আমি এরপর মিলে গেলে দেখি আপনার বাড়িতেও যাব একদিন।'

ব্যস্ত সোলেমান এর বেশি কথা বলার অনীহা বোঝাতেই যেন এক কর্মচারিকে ডেকে নিচিন্তাপুরের সব চাকরিপ্রার্থীর কাগজপত্র কালামকে বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব দেয়। কালাম ও ভাগ্নে জামাইকেও লোকটার পিছু নেয়ার নির্দেশ দিয়ে টেলিফোনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাড়িতে আসার বিনীত আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নেয় কালাম, সোলেমান সাহেব ততক্ষণে ফোনের মুখে হাসতে শুরু করেছেন।

সোলেমান সাহেবকে কালাম স্যার বলে নি মামাও ডাকে নি। কালামকে চাকরি দেয়ার আশ্বাসের বদলে চাকরিপ্রার্থীদের কাগজপত্র তার হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। এদের চাকরি হবে না, কালাম বুঝেছে। কিন্তু নিজেরটা হবে কিনা বুঝতে পারে না। অফিস থেকে বেরিয়ে বিদায় নেয়ার আগে সুপারিশকারী রফিক অবশ্য শতভাগ আশ্বাস দিয়ে বলেছে, 'আপনার চাকরি হয়ে গেছে দুলাভাই। দেখলেন তো, আপনাকে প্রথম দিনেই কত বড় একটা দায়িত্ব দিয়ে দিলেন। আপনি ওনার কথা মতো খোঁজখবর নিয়ে একটা রিপোর্ট দেন, উনি আপনার বাড়িতেও যাবেন অবশ্যই। আমি মামিকেও বলে যাব। উনি তো আসলে মিলের মালিক। আমাকে খুব স্নেহ করেন।'

বাড়িতে ফিরে কালাম পরিচিত মিল-ভবনটির দিকে তাকিয়ে নিজেকে সালমা টেক্সটাইলের সম্ভাব্য ম্যানেজার কিংবা বড় কর্তা ভেবে পুলিকিত হয় বটে, কিন্তু নিজের ভিতরেও সম্ভাবনাটি দৃঢ়মূল হতে পারে না। সোলেমান সাহেব তাকে কি পোস্টে নেবে, কত বেতন দেবে – কিছুই বলে নি। অফিসে এক কাপ চা পর্যন্ত অফার করে নি। আত্মীয় হিসেবে বাসায় ডাকে নি, ভাগ্নেজামাইকেও খুব পাত্তা দেয় বলে মনে হয় নি কালামের। কিন্তু সব শুনে নার্গিসও আশ্বাস দেয়, 'একদিনেই কি আর সব হয়? বাসায় আসুক, আমি সব বলে তোমার চাকরি পাকা করব। উনি যে কাজ দিয়েছেন, তুমি সেটা এখন মন দিয়ে করো। হয়তো এভাবে আগে তোমার ইন্টারভিউ মানে বাজিয়ে নিচ্ছেন আর কি।'

সোলেমান সাহেবের ইন্টারভিউয়ের প্রশ্নটা শুধু আনকমন বা দুর্বোধ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়, মেজাজও খারাপ হয় কালামের। এলাকায় সে কারো সাতেপাঁচে নেই – এমন নির্বিরোধ ভদ্রলোক হিসেবে পরিচিত। মহল্লায় তার মেয়েরা যতটা পরিচিত, কালাম ততটা নয়। চেনেও না সে সবাইকে। সেই তাকে এখন এলাকার সব বদ লোকজনের সঙ্গে আলাপ করে জানতে হবে, সোলেমান সাহেবের মিল স্মুথলি চালু রাখার ব্যাপারে কী কী বাধা আসতে পারে। বেকার ও বখাটে-সন্ত্রাসীদের দমন করা কি তার কাজ? তবু চাকরিপ্রার্থীদের দরখাস্তগুলো খুলে দেখে কালাম। এদের মধ্যে কাকে চাকরি দিলে কিংবা না দিলে কী লাভ-ক্ষতি, তাই হয়তো জানতে চেয়েছে কালামের কাছে। দরখাস্তগুলোতে স্থানীয় চেয়ারম্যান, এমপি, সরকারি দলের নেতা, যুব দলের নেতাসহ হোমরাচোমরাদের সুপারিশ রয়েছে। এদের কারো সাথে কালামের ব্যক্তিগত যোগাযোগ নেই। তেমনি এলাকার বেকার চাকরিপ্রার্থী যুবকরাও তার অচেনা। তবে নাম ও বাবার নাম দেখে কয়েকজনকে আন্দাজ করতে পারে। একটি দরখাস্তে পিতার নাম আছে বাঘ মজিবর। বাঘ মজিবরের কোন ছেলেটি মিলের চাকরিপ্রার্থী, নাম দেখে বুঝতে পারে না সে।

নিজের এবং গাঁয়ের বেকারদের চাকরির বিষয়টা নিয়ে মালিকের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া কালাম কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। ধারণা হয়, মিল দেখতে এসে সোলেমান সাহেব সপ্তাহই তার বাড়িতে আসবেন একদিন। নার্গিস নতুন আত্মীয়কে সমাদর করার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে। এর মধ্যে বড় রাস্তায় গাড়ির শব্দ শুনে কালাম বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় যায়। সোলেমান সাহেবের গাড়ি নয়, একটি ট্রাক।

সোলেমান সাহেবের জন্য ছয়দিন অপেক্ষার পর নার্গিস বলে, 'উনি এলাকার লোকজনের সাথে কথা বলতে বলেছেন। আর তোমার ঘরে বসে থাকলে চাকরি হবে? যাও, বাইরে গিয়ে মিলটা নিয়ে লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেখ।'

বিকেলবেলা সোলেমান সাহেবের টেক্সটাইল মিলের দিকে কালাম উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে থকে। অচেনা নিচিন্তাপুরে বাড়ি করার পর থেকে কত রকম ভয় নিয়েই না কাটাতে হয়েছে বছরের পর বছর। নিরাপত্তা বোধের অভাব কখন যে কোন পথে আক্রমণ চালাবে – ঠিক নেই। ভয়কে মোকাবেলার জন্য এলাকার বাসিন্দারা পুরনো গ্রামজীবনের স্বভাবে সংঘবদ্ধ থাকতে ভালবাসে। কিন্তু কালাম কোনো সংঘ-সমিতির নেতা, একমকি উৎসাহী সদস্য নয় বলেই হয়তো রাস্তা হাঁটার সময় কেউ তার দিকে ফিরেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকায় না। মুখোমুখি পড়লে মুখচেনাদের সঙ্গে অবশ্য সংক্ষিপ্ত সালাম বা মামুলি কুশল বিনিময় করতে হয়। কিন্তু এলাকার লোকজন যদি সালমা টেক্সটাইল মিলের সম্ভাব্য ম্যানেজার কিংবা সোলেমান সাহেবের নিকট আত্মীয় হিসেবে একবার চিনতে পারে, অবাক হয়ে সবাই তাকাবে তার দিকে। অসংখ্য সালাম পাবে সে চেনা-অচেনাদের কাছ থেকে। মিলে একটা চাকরি পাওয়ার তদ্বির নিয়ে তার বাসাতেও ছুটে আসবে অনেকেই। সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজ এবং সম্ভাব্য বিপদ-আপদ থেকে মিল ও তার মালিককে রক্ষা করার চেয়ে আপাতত নিজেকে রক্ষা করাটাই জরুরি মনে হয় কালামের। সোলেমান সাহেবের হেড অফিস থেকে এ্যাপোয়েন্টমেন্ট না পাওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নেয় সে।

মিলের হবু ম্যানেজার হয়েও অনেকটা ছদ্মবেশ নিয়ে রাস্তার সাধারণ লোকের মতো মিলটার দিকে তাকায় কালাম। দারোয়ানকে বলে ভেতরে ঢোকার সাহস হয় না। মিলের সামনে রাস্তার ওপর একটি ছাপরা চায়ের দোকান রয়েছে। কালাম সেই দোকানের বেঞ্চিতে বসে চায়ের অর্ডার দেয়, মিলের দিকে তাকিয়ে থাকে। দোকানের মালিক স্থানীয় লোকটি মুখ চেনা, অফিস যাওয়ার পথে রোজই দেখা হয়। মিল নিয়ে প্রথমে তার সঙ্গেই কথাবার্তা শুরু করে কালাম।

'কী ও, এদ্দিন ধইরা এই মিল দেখি খালি হইতেই আছে, চালু হইব কবে?'

'মেশিনমুশিন বহাইছে, লোকজনও এপোয়েন্টমেন্ট দিছে, আগামী মাসেই চালু হইব হুনলাম।'

'নিচিন্তাপুরের লোকজন চাকরি পাইছে নি?'

'খালি দুইজন দারোয়ানরে এ্যাপেন্টমেন্ট দিছে। আমার বড় পোলাটার চাকরির লাইগা ধরছিলাম, আইজো কইলাম তারে, তা সোলেমান সাব কয় যে আইএ বিএ এমএ পাশ করলেও তার মিলে চাকরি হইব না। মিল চালইতে খালি টেকনিকাল লোক নিব।'

'সোলেমান সাহেব মিলে আসছিল আজকে?'

'অহন তো প্রতিদিনই একবার আহে দেখি।'

প্রতিদিনই আসে, অথচ ম্যানেজারের বাড়িতে যায় না – হতাশাটা গোপন করার জন্য হেসে জানতে চায় কালাম, 'কীরহম মানুষ সোলেমান সাব?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তিনটা মিলের মালিক, পল্টনে দশতলা অফিস, ধানমন্ডি না গুলশানে বিরাট বাড়ি। দেখলে মালুম হয় না কোটি টাকার মানুষ, কুনো অহঙ্কার নাই, আমার দোকানে খাড়াইয়া চা খাইছে একদিন।'

'তারপরেও আপনার পোলারে চাকরি দিল না!'

'একটু আশা দিছে, মিলটা চালু হইলে দেখব কইছে। এই আশায় তো গাড়ি আইলে আমিও রোজ ছুইটা গিয়া সালাম দেই।'

'কাল কখন আইব সোলেমান সাব?'

চায়ের দোকানী এবার সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে , 'এত কথা জিগান ক্যা? চাকরির লাইগা ধরবেন নাকি, লাভ হইব না ভাই।'

কালাম উঠে দাঁড়ায়, 'আমার সরকারি চাকরি , মিলের চাকরি করব কোন দুঃখে?'

এরপর সোলেমান সাহেবকে নিয়ে চেনা-অচেনা কারো সঙ্গেই কথা বলার সাহস পায় না কালাম। বাসায় ফিরে স্ত্রীর কাছে হতাশা ব্যক্ত করে। কিন্তু নার্গিস যেন হতাশ হতে নারাজ, 'তোমার কাছে রিপোর্ট চেয়েছে, তুমি রিপোর্ট রেডি করে রাখ, দু'একদিনের মধ্যে বাসায় যদি না আসে, নিজে তার অফিসে গিয়ে দেখা করবে।'

কালামের রিপোর্ট চূড়ান্ত না হতেই সন্ধ্যায় বাড়িতে যে দুজন যুবক আসে, তাদের দেখে চমকে ওঠে কালাম। একজন বাঘ মজিবরের ছেলে, অন্যটি এ মহল্লার সরকারি দলের যুবনেতা ও সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত। রাস্তায় ক্বচিত দু'একবার দেখলেও মুখ ফিরিয়ে হেঁটেছে কালাম। এদের বাড়ি আসার উদ্দেশ্যটি যে শুভ নয়, বুকের দুরুদুরু কম্পন গোপনে বুঝিয়ে দেয় কালামকে। তবু বেশ সাহস নিয়ে ওদের মুখোমুখি দাঁড়ায় সে।

'আপনি কালাম সাব, চম্পার বাবা?'

কালাম শুধু মাথা নাড়ে।

'আপনার লগে কথা আছে।'

কালাম গেটে দাঁড়িয়েই ওদের কথা শোনার জন্য বলে, 'বলুন কী কথা?'

'চলেন ভেতরে বসি।'

অনিচ্ছাতেও ওদের ভেতরে এনে বসায় কালাম। তবে ঘরে নয়। উঠনে একটা চেয়ার পাতা ছিল, ঘর থেকে আরো দুটা চেয়ার এনে বসতে বলে। ওরা যদি কালামক গুলি করার মতলব নিয়ে এসে থাকে, গুলির শব্দ শুনলে অন্তত নার্গিস ও মেয়েরা চেঁচাতে পারবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনি তো গ্রামে কারো সঙ্গেই তেমন মেশেন না।'

'নিজের চাকরি নিয়ে ব্যস্ত থাকি।'

'কিন্তু চাকরি তো আর নাই। আপনি চাকরিতে সাসপেন্ড হইলেন কেন? বিষয়টা কী?'

কালাম চমকে উঠে জানতে চায়, 'কার কাছে শুনলেন?'

'সোলেমান সাহেবের অফিসে গিয়া জনলাম। তা কেসটা কী, কত টাকা মারছিলেন?'

'না, না, টাকাপয়সার ব্যাপার না।'

'আরে কালাম ভাই, সরকারি চাকরি করি নাই বইলা চাকরির নিয়মকানুক কি আমরা জানি না? ঘুষ-দুর্নীতি ধরা না খাইলে, না হয় তো পলিটিক্যাল কারণ ছাড়া কারো সরকারি চাকরি যায় নাকি?'

'আমার কেস এসব কোনোটাই না। ওই চাকরি বলতে পারেন আমি নিজেই ছেড়ে দিয়েছি।'

'ওহ, এর লাইগা সোলেমান সাহেবের কাছে চাকরির লাইগা গেছিলেন?'

'চাকরির জন্য ঠিক না, উনি সম্পর্কে আমার আত্মীয়, মানে আমার শালার শালার.....

'দূর মিঞা, কী শালার হালা কন! সোলেমান সাব তো আপনারে চেনেও না। আত্মীয় হইলে আপনার সম্পর্কে আমাগো খোঁজ লওনের দায়িত্ব দিল ক্যা?'

'না মানে যোগাযোগ ছিল না তো।'

'আমাগো লগে রেগুলার যোগাযোগ আছে। হোনেন কালাম ভাই, যদি অফিসের ঝামেলা থাকে, কিছু মালপানি খরচ করেন – আমরা এমপি মিনিস্টাররে ধইরা আপনার সরকারি চাকরি ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি। আর সোলেমান সাবের মিলে চাকরি চাইলে, আমাগো রিকুমেন্ড াগব। বিশ হাজার লইয়া একজনরে দারোয়ানের চাকরি লইয়া দিছি। াপনি কত দিবেন কন।'

কালামের ভয় হচ্ছিল আড়াল থেকে নার্গিস সব শুনে হয়তো ঝগড়া ধানোর জন্য এগিয়ে আসবে। তার আগে চেয়ার থেকে উঠে কালাম বলে, 'ামার জন্য আপনাদের কিছু করতে হবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তা হইলে সোলেমান সাহেবরে কী বলব?'

'আপনাদের যা খুশি বলবেন, আপনারা এখন আসুন, আমার একটা কাজ আছে।'

এর আগেও মেলা ধরণের সামাজিক উৎপাত বাড়ি বয়ে এসে কালামকে বিরক্ত করেছে। কিন্তু আজ শুধু বিরক্ত নয়, খুব হতাশ ও আতঙ্কিত বোধ করে কালাম। সোলেমান সাহেব এলাকার সন্ত্রাসী ও চাকরিপ্রার্থীদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে তাকে রিপোর্ট দিতে বলেছে। দায়িত্বটা পেয়ে আত্মীয়তার স্বীকৃতি ছাড়াও, নিজের সততা ও যোগ্যতার প্রতি বিশ্বাস এবং চাকরির আশ্বাসও খুঁজে পেয়েছিল কালাম। কিন্তু তার সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার দায়িত্ব এসব বখাটেদের ওপর দিয়েছে কেন? সত্যই কি তবে কালামের চেয়েও এসব মস্তানরাই তার অধিক বিশ্বস্ত ও নিকটজন?

নার্গিস আড়াল থেকে কথাবার্তা সব শুনেছে বলে নতুন করে তাকে বলতে হয় না। হতাশ স্বামীকে সে উৎসাহ যোগায়, 'তুমি কালকেই ওনার অফিসে একবার যাও। এই শয়তান ছেলে দুটি সম্পর্কেও ওনাকে রিপোর্ট করবে।'

'সোলেমান সাহেব আমাকে চাকরি দেবে না নার্গিস। আমার চেয়ে এসব খারাপ লোকজনের সঙ্গে তার আত্মীয়তা, মিলে রোজ আসে কিন্তু আমাদের বাড়িতে তো একবারও আসে নি।'

'সেই জন্যই তো তোমাকে যেতে বলছি।'

'না, আমি ওনার কাছে আর যাব না। তার চাকরিও করব না।'

'তা হলে কী করবে তুমি?'

কালাম জবাব দেয় না। উঠানের অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকে। হয়তো বিকল্প পথের ভাবনাতেই মগ্ন হয় সে। কিন্তু কালামকে ঘিরে উঠানের অন্ধকারই গাঢ় হয়ে ওঠে নার্গিসের চোখে। মনে হয় বউ-বাচ্চা নিয়ে অথৈ অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ছাড়া তার কিছু করার নেই আর। এখন যদি সোলেমান সাহেবের মতো কেউ উদ্ধারকারীর ভূমিকা নিয়ে ছুটে না আসে, তবে বে আর রক্ষা করবে তাদের?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন করে শুরু

অফিস থেকে সাময়িক বরখাস্ত হওয়ার পরেও ঝুলে থাকা চাকরির টেনশন পুরো কাটেনি কালামের, বরং বেড়েছে। রোজ অফিস যাওয়া নেই, কাজ নেই, তবু অর্ধেক বেতনে ঝুলে আছে বলে নড়বড়ে চাকরিটাও অস্থিরতা বাড়ায়। শুয়ে বসে থাকলেও মনে হয় ঝুলে আছি, অনিশ্চয়তা নামক দোলনায় দুলছি। তদন্ত হবে, তদন্তে অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে বরখাস্তের পাকা নোটিশ পাবে। চাকুরিবিধি সম্পর্কে অভিজ্ঞরা সান্ত্বনা দিচ্ছে, অভিযোগ গুরুতর নয়। বড় জোর ইনক্রিমেন্ট হেল্ড আপ কি প্রোমোশন বাতিল হবে, কিন্তু চাকরিতে আবার পুনর্বহাল হবে কালাম। কিন্তু কতদিনে ফাড়া কাটবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সাসপেন্ডকারী বর্তমান পরিচালক থাকতে তদন্ত ফদন্ত হবে বলে মনে হয় না। সাসপেন্ড হয়েই কালাম তাই চাকরির সকল গিট মনের ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে ফেলেছে। দুর্বিষহ সরকারি অফিস এবং সরকারের চৌদ্দ গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে নতুন করে জীবনটা শুরু করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। পথটা ঠিক হলেই ছুটে চলবে।

সালমা টেক্সটাইল মিলের চাকরিটা পেলে নতুন জীবন এতদিনে বেশ গতি পেত। কিন্তু সরকারি চাকরিতে সাসপেন্ড হওয়ার কারণেই বোধহয় কালামের যোগ্যতা ও সততা নিয়ে সন্দেহ জেগেছে মালিকের মনে। আত্মীয়তার দাবিকে স্বীকৃতি দিতে, কথা দিয়েও কালামের বাড়িতে একবারও আসে নি। অথচ মিল দেখতে প্রায় রোজই আসে লোকটা, কিন্তু মিলের কাছে কালামের বাড়ি ও বিপদগ্রস্ত অবস্থা যেন বেমালুম ভুলে গেছে। কালামের মতামতের অপেক্ষায় না থেকে যাদের চাকরি দেবার দিয়েছে, মিলও চালু হয়ে গেছে গত মাসে। মিলের গেটে কালামকে একদিন দেখেও চিনতে পারে নি ব্যস্ত সোলেমান সাহেব। এমন কোটিপতি আত্মীয়কে যেচে সালাম দেয়ার জন্যে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ নিজের ভেতরে জাগে নি কালামের। সরকারি চাকরিটার মতো ধনাঢ্য শিল্পপতি আত্মীয় ও তার মিলের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে বাড়িতে ফিরে এসেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনরাত বাড়িতে শুয়েবসেই বেকার সময় কাটছে কালামের। বাইরে বেরুলে সালমা টেক্সটাইলের ঝমঝম শব্দ, অফিসযাত্রী, রিকশাঅলা, ফেরিঅলাসহ শতরকম কর্মজীবীদের সচলতা কালামের অচল অবস্থাকে বিদ্রুপ করে। বাইরে ঘোরাফেরা করে মধ্যবয়সে নিজের অসহায় বেকারত্ব অনুভব করতে ভাল লাগে না কালামের। পুরনো চাকরি ফিরে পাওয়ার তদ্বির কিংবা নতুন কোনো চাকরির ধান্ধায় ঘোরাফেরা করা শুধু সময় নষ্ট, পয়সারও অপচয়। তারচেয়ে বাড়িতে শুয়েবসে নতুন করে শুরুর পথ খুঁজতে ভাল লাগে তার। চাকরিটা হারিয়ে এই এক সুবিধা হয়েছে তার, প্রায় পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই বয়সে জীবনটা নতুন করে শুরু করার জন্য নানা-রকম স্বপ্ন-সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে উৎসাহের কমতি নেই। কারণ কালাম জানে, কিছু না কিছু একটা শুরু করতে হবেই তাকে।

মিলের চাকরিটা না হওয়ায় নতুন কোনো স্বপ্ন-সম্ভাবনায় শরিক হতে নার্গিস স্বামীকে সঙ্গ দেয় না আর। সারাদিন ঘরসংসারের কাজ কিংবা মেয়েদের লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত থাকে সে। পঙ্গু স্বামীকে স্ত্রীরা যে দুর্ভাগ্য নিয়ে মেনে নেয়, নার্গিসও যেন সেরকম মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। বাড়তি আদরযত্ন দিয়ে তাকে সচল করা যাবে না বলেই যেন কথা বলে তাকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করে না আর। তারপরেও মেয়েরা স্কুলে যাওয়ার পর নার্গিস স্বামীর বিছানায় এসে বসে।

'শোনো, যদি কিছু মাইন্ড না করো, আমি সিরিয়ালি একটা কথা বলতে চাই।'

বিশ বছর ধরে স্বামীর সঙ্গে দরকারি-ফালতু কতো লক্ষ কথাই না বলছে নার্গিস, এমন ভনিতা করে নি কখনো। শোনার জন্য বিছানায় উঠে বসে বলে কালাম, 'হ্যাঁ আমাদের অবস্থা তো এখন সিরিয়াসই, বলো কী বলবে।'

'আমি কাল থেকে চাকরি খুঁজতে যাব। তেমন লেখাপড়া করি নি যে সরকারি বা প্রাইভেট অফিসে চাকরি পাব। তাই বলে সালমা টেক্সটাইলের সোলায়মান সাহেবের কাছেও যাব না। এই এলাকাতেও কতো গার্মেন্টস হয়েছে, আমাদের বাসায় আগে যে কাজ করত মেয়েটি, সেও গার্মেন্টস-এ চাকরি নিয়েছে। মাসে বারশ টাকা পায়। ও বলেছে আমি গেলে মালিক আমাকেও দেড় দু'হাজার টাকা বেতনের কাজ দিতে পারবে।'

কালাম এতটা আশা করে নি। দুনিয়ার মেহনতি মানুষের জন্য যতই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরদ থাকুক, তার জীবদ্দশায় স্ত্রী বাসার কাজের মেয়ের সঙ্গে গার্মেন্টস-এর কাজ খুঁজতে যাবে, ভাবা যায়!

'সাসপেন্ড হওয়ার পর তুমি আমাকে আসলে সত্যিই অচল-খোঁড়া মানুষ ভাবতে শুরু করেছো। ঢাকায় না হোক, শহরের কাছাকাছি নিজের একটা বাড়ি আছে, দেশের বাড়িতেও এখনো নিজের বিঘা পাঁচেক ফসলি জমি আছে, তারপরেও তুমি গার্মেন্টস-এ চাকরি করার কথা ভাবছ! আমি মরে গেছি? তোমার এসব চিন্তা মাইন্ড করার মতো।'

'তোমার বাড়ি আর দেশের জমির ওপর ভরসা করে শুয়েবসে থাকলে সংসার চলবে? চাকরির পুরো বেতন দিয়েও চলত না, অর্ধেক বেতন দিয়ে কদিন চালাবে? মেয়েদের মানুষ করতে পারব?'

সব দিক ভেবে দেখতে কালাম আরো কদিন সময় নেবে ভাবছিল। কিন্তু স্ত্রীর ধৈর্যহীনতা দেখে সিদ্ধান্ত শোনায়, 'কী করব আমি ঠিক করে ফেলেছি নার্গিস। এখন তোমার সহযোগিতা-সমর্থন পেলে কালই শুরু করতে পারি।'

'কী আবার শুরু করতে চাও?'

'চলো, দু জন মিলে সেই প্রজেক্টটা নতুন করে শুরু করি। এখানে বাড়ি করার আগে যেটা খুব স্বপ্ন দেখতাম, টুকটাক করে তুমি এখনও যা চালিয়ে যাচ্ছ, তাই বড় আকারে নতুন করে শুরু করব।'

'কিসের কথা বলছো?'

'প্রথমে একটা মুরগির ফার্ম। তারপর গরুছাগলে যাব। নিজেদের উঠান ছাড়াও পাশের খালি জমিটা বর্গা বা বন্ধক নিয়ে তরিতরকারি আবাদ করব। আঙিনার গর্তটা আরো বড় করলে মাগুর মাছ চাষ করা যাবে। তাছাড়া দেশেও ভাইয়ের কাছ থেকে জমি নিয়ে পুরো দমে কৃষি কাজ শুরু করব।'

'ভদ্দরলোকের চাষা হওয়ার শখ! লোকে হাসবে।'

'এছাড়া আমি তো আর কোনো পথ দেখছি না নার্গিস।'

'এসব তুমি পারবে? তাছাড়া ফার্ম করার জন্য পুঁজি পাবে কোথায়?'

কথা দিয়ে নয়, পারবে কি না তা কাজ শুরু করেই প্রমাণ দিতে চায় কালাম। উপচানো আত্মবিশ্বাস নিয়ে জবাব দেয়, 'আমাকে আর এক সপ্তাহ সময় দাও শুধু।'

পুঁজি ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহের জন্য পরদিনই গ্রামের বাড়িতে চলে যায় কালাম। তার চৌদ্দপুরুষ কৃষিকাজ করেই টিকে ছিল, এখনও বড় ভাই কৃষি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজ করে সচ্ছল অবস্থায়। কালামের শৈশব-কৈশোর কেটেছে প্রকৃতির সঙ্গে মাখামাখি সম্পর্কের মধ্য দিয়ে, গ্রামের সব কৃষককে ফসল ফলানোর আনন্দ-শ্রমের শরিক হয়ে। এত বছর চাকরি ও শহরবাস করার পরও যতটা না সে ভদ্রলোক, তার চেয়ে মনে মনে এখনও অনেক বেশি কৃষক। উৎপাদনশীল কাজের মধ্যে জীবনের সার্থকতা খোঁজার তাড়না খুব ভেতর থেকে যেমন উঠে আসছিল কালামের। তার ওপর দেশের বেকারত্ব কমানোর জন্য হাঁস-মুরগির ফার্ম, মাছচাষ ও গরুছাগলের প্রকল্পে নিয়োজিত হওয়ার জন্য সরকারি প্রচার-প্রপাগাণ্ডার প্রভাব তো আছেই। শুরু করার জন্য প্রাথমিক পুঁজিটা যোগাড় হলে আর কোনো বাধাই আটকাতে পারবে না কালামকে।

আট দিন পর গ্রামের বাড়ি থেকে ফিরে সত্যই নব উদ্যমে নতুন জীবন শুরু করে কালাম। বাড়ি করার পর থেকেই বাড়তি আয়ের জন্য একটি মুরগির ফার্ম করার ইচ্ছে ছিল। স্বপ্নটা পূরণ করার জন্য চাকরিতে সাসপেন্ড হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। এখন আর একদিনও নষ্ট করতে রাজি নয় সে। পৈতৃক জমি বন্ধকের নগদ টাকাটা যথাযথভাবে খরচ করার জন্য কাগজকলম নিয়ে হিসাব ও প্ল্যানপ্রোগ্রাম চূড়ান্ত করতে থাকে। এলাকাতেও তিনজন মুরগির ফার্ম দিয়ে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পুরনো ফার্মঅলাদের সঙ্গে খাতিরের সম্পর্ক পাতে কালাম। বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গাটায় মুরগির নিরাপদ পাকাপোক্ত ঘর করার জন্য ইট-বালু-সিমেন্ট, খাঁচা-মুরগি কেনার সম্ভাব্য ব্যয় কাগজপত্রে চূড়ান্ত হয়। কোথেকে কী সাইজের মুরগি কিনবে, মুরগির খাঁচা ও খাদ্য কোথায় নির্ভেজাল ও সস্তায় পাবে এসব খোঁজখবরও পেয়ে যায় অচিরে। কালামের উৎসাহ ও ব্যস্ততা দেখে, স্ত্রী ও কন্যারাও দুরে থাকতে পারে না। মুরগির ঘর কোথায় তুলবে, আয়তন কতো ফুট বাই কতো ফুট হবে, ছোট্ট পগারটা কেটে আর কতোটা বড় করবে, পাড়ে কী কী তরকারি কি ফলগাছ লাগাবে ইত্যাদি স্বপ্ন-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শরিক হয় সবাই।

কাজ শুরু হওয়ার পর অবশ্য পরিকল্পনাকে কাটছাঁট ও ছোট করতে হয় অনেকটা। মুরগির ঘর করার জন্য পাগলা থেকে এক ট্রাক ইটা-বালু আনতেও যে রাস্তায় চাঁদা দিতে হবে, ধারণা ছিল না তার। চিতাশালে এলাকার শীর্ষসন্ত্রাসীর সমর্থক ক্লাবের ছেলেরা ট্রাক আটক করলে, কালাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুরগির খোঁয়াড় বানোনোর কথা বলে রক্ষা পেতে চায়। কিন্তু মাস্তানরা নিয়ম ভাঙতে নারাজ। কাজেই এ রাস্তায় ইট-বালুর ট্রাক যাক, ট্রাকপ্রতি দুশ' টাকা দিতে হবে। এমন নিয়ম বা দুর্নীতির বিরুদ্ধে ফাইট করে কালাম তার ফার্ম প্রতিষ্ঠার এনার্জি কমাতে রাজি নয় আর। বাড়িতে অবশ্য চাঁদাবাজরা কেউ আসে না। রাজমিস্ত্রি ও লেবারদের ফাঁকিচুরি রোধে কালাম তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকায় সারাক্ষণই সতর্ক বসে থাকে। বাড়ি বানানোর সময় পদে পদে বিস্তর ঠকেছে, কিন্তু এখন আর তাকে ঠকানো সহজ নয়। তারপরও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সবকিছু রাখতে পারে না সে। ঘরটা তৈরি হতেই বাজেট প্রায় ফুরিয়ে এলে, প্লাস্টার মেঝে পাকা ইত্যাদি কাজ বাকি থেকে যায়।

দিন পনেরোর মধ্যে বাড়ির আঙিনায় মুরগির ঘর ও দরজার তালাচাবিও কেনা হয়ে যায়। মাছ চাষের জন্য ছোট্ট পগারটাও খুঁড়ে বেশ গভীর করা হয়েছে। এখন এগুলোতে প্রাণসঞ্চারের কাজ। খাঁচা, মুরগির বাচ্চা, মাছের পোনা এবং তাদের খাদ্য যোগাড় বেশ ঝক্কিঝামেলার কাজ। বাড়ির ভেতরের সব কাজে স্ত্রী-কন্যাদের সাহায্য নেয়া সহজ, কিন্তু নার্গিসকে তো আর ভ্যানে বসিয়ে মুরগির খাবার কিনতে গুলিস্তানের ফুলবাড়িয়ায় পাঠানো যায় না। এসব ঝামেলার কাজে পড়শি সালুর সাহায্য নেয়ার কথা ভাবছিল কালাম, কিন্তু লোকটা হিংসুটে! ওর হিংসার বিষে কেনার আগেই হয়তো মুরগি মরতে শুরু করবে।

ঝঞ্ঝাটে স্বামীকে সাহায্য করতে নার্গিসই আবার এগিয়ে আসে। এ মহল্লারই একটি টিনের ঘরে ভাড়া থাকে ভ্যানচালক মাবুদ। ছেলেটি বিশ্বস্ত। কালাম তাকে ফার্মের অংশীদারের মর্যাদা দিয়ে আপন করে নেয়ার চেষ্টা করে। অতঃপর মাবুদই তার ভ্যানে খাঁচাসহ বিদেশি মুরগির বাচ্চা, ফুলবাড়িয়া থেকে দু বস্তা মুরগির সুষম খাদ্য এনে দেয়। তাই নয়, ফার্মের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে কালামকে নানাভাবে সাহায্য করতেও তৎপর হয়। বিদেশি মাগুর মাছের পোনাও কিনে আনার দায়িত্ব নেয় সে।

মাঝারি সাইজের ১০০ টি লেয়ার বাচ্চা নিয়ে যাত্রা শুরু করে কালাম। বিশেষজ্ঞ ফার্মঅলা বলেছে, ঠিকমতো যত্নআত্তি করতে পারলে এক মাসের মধ্যেই ডিম দেয়া শুরু করবে। সেবাযত্ন করার জন্য কালাম তো সারাদিনই তার ফার্মের সামনে উঠানে বসে থাকে। খাওয়া আর মলত্যাগ ছাড়া খাঁচাবন্দি মুরগিগুলোর যেন কোনো কাজ নেই, ফার্ম ছাড়া কালামেরও কোনো ধান্ধা নেই। নার্গিসই মুরগির বর্জ্য পরিষ্কারের দায়িত্ব নিয়েছে। ওসব বর্জ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুষ্করিনীতে মাছের খাদ্য হিসেবে কিছুটা ছিটানো ছাড়াও পাড়ের কয়েকটি গর্তে সার হিসেবে জমাচ্ছে। কালাম শৈশবে দেখেছে, বাড়িতে পোষা গরুর গোবর একটি গর্তে জমিয়ে রাখা হতো জমিতে সার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। গরুর গোবর আর মুরগির বর্জ্য সার হিসেবে সমান দামি কি না সে জানে না। পুষ্করিনীর পাড়ে কয়েকটা ভালো জাতের পেঁপে চারা লাগিয়ে দিয়েছে। গাছগুলোর বেড়ে ওঠা দেখে ভালো লাগে তার। মনে হয়, গ্রামে গৃহপালিত গরু-হাঁস-মুরগি-কুকুর-বিড়াল এবং চারপাশের জমিতে আবাদ করা নানারকম শস্যের সঙ্গে মাখামাখি যে আনন্দময় শৈশব-কৈশোর, তাই যেন কালামের উঠানে জীবন্ত হয়ে হাসতে শুরু করবে আবার। শহর কিংবা ভদ্রলোকদের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে টাকা রোজগারের যে কোনো সহজ পন্থার চেয়ে খাঁচাবন্দি মুরগি, ছোট্ট পুকুরের সামান্য মাছ আর উঠানের গাছ ক'টির ওপর নির্ভর করে বাঁচার সাধটা অনেক আলাদা। এই নির্ভরতা সফল হলে কালাম বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে। শহরে মেয়ে দুটোর লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে পারলে, নার্গিসকে নিয়ে চলে যাবে নিজের জন্মভূমি গ্রামে।

বসে বসে কালাম যখন স্বপ্ন-কল্পনার জাল বুনছিল, টুম্পাই প্রথম ফার্মের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে ওঠে আমাদের মুরগি ডিম পেড়েছে।

কালাম ছুটে যায়, নার্গিসও ছুটে আসে। এখনও মাস কাটেনি, এর মধ্যে ভুল করে কি মুরগিটা ডিমটা দিল? মনে যখন এই প্রশ্ন, ঠিক তখনি আর একটি ডিম গড়িয়ে আসে খাঁচার ঢালে। পরিশ্রমের ফসল দেখে এত ভালো লাগে যে, শৈশবে শিলাবৃষ্টির সময় সাদা শিল কুড়ানোর আনন্দও তুচ্ছ হয়ে যায়। আরো দেখার জন্য খাঁচার প্রতিটি মুরগিকে খুঁটিয়ে দেখে কালাম। কিন্তু কালামের পরিবারকে খুশি করার জন্য ডিম পাড়তে ওরা তৎক্ষণাৎ বসে পড়ে না ঠিকই, তবে শিগগির যে সবাই ডিম দিতে শুরু করবে তাতে কারো সন্দেহ নেই। নিয়মিত যত্ন আর ভিটামিনযুক্ত সুষম খাদ্য পেয়ে মুরগিগুলো এরই মধ্যে বেশ তাগড়া হয়ে উঠেছে।

প্রথম ডিমটা পোঁচ বানিয়ে গরম গরম কালামকে এনে দেয় নার্গিস। কিন্তু স্ত্রী কন্যাদের বঞ্চিত রেখে যৌথ স্বপ্নশ্রমের ফসল একা ভোগ করার মতো অমানুষ নয় কালাম। চামুচ দিয়ে কেটে ডিমটা মেয়েদের মুখে তুলে দেয় প্রথম, জোর করে হলুদ কুসুমের একটুখানি নার্গিসের মুখেও পুরে দেয়।

সপ্তাহ যেতে না যেতেই দৈনিক গড়ে বিশ-বাইশ হালি ডিম জমা হতে শুরু করলে ডিম কুড়ানোর কাজে হাত লাগায় সবাই। ডিম নিয়ে কালামকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাজারে যেতে হয় না। খবর পেয়ে ডিমের পাইকার বাড়িতে আসতে থাকে। নগদ পাইকারি দরে বাড়ি থেকেই ডিম কিনে নিয়ে যায়। মহল্লার দু একজন মুদি দোকানিও আসে। আবার পড়শিরা দোকান থেকে ডিম কেনার বদলে হালিতে দু এক টাকা কম পাওয়ার জন্য কালামের বাড়িতেও আসে। অবশ্য ছোটখাটো কেনাবেচার কাজ নার্গিসকে দিয়ে করায় কালাম। তার লজ্জা করে। কারণ আরো বড় ফার্মের মালিক হওয়ার জন্য হিসাব-পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত সে। এর মধ্যে একদিন পড়শি সালুর বউও হাতে ময়লা দু টাকার দুটি নোট নিয়ে দুটো ডিম কিনতে এসে সহাস্য খোঁচাও দেয়।

'ও ভাই, চম্পার মায়ে কই? মহল্লার মাইনসে কয়, চম্পার মায়ের ডিম সাইজে বড়, স্বোয়াদও ভালো। হইব না, ভাই চাকরি ছাইড়া বাড়িতে বইসা দিনরাতে পাহারা দেয়, আর চম্পার মায়ে ডিম দেয়।'

হিংসা মেশানো রসিকতা কালাম সহজভাবে নেয়ার সালুর বউ তাকেই টাকা এগিয়ে দেয়, 'ঘরে আইজ কোনো তরকারি নাই, দুইটা ডিম দেন ভাই।'

নার্গিস তখন বাথরুমে। কালাম নিজে ঝুড়ি থেকে দুটি ডিম এনে সালুর বউয়ের হাতে দেয়। সালুর স্ত্রীর হাত থেকে টাকা নিতে খারাপ লাগে তার, বলে, 'টাকা লাগবে না, যান এমনি নিয়ে যান।'

খুশি হয়ে মাগনা ডিম নিয়ে চলে যায় সালুর বউ। নার্গিস স্বামীর এটুকু উদারতাও সহ্য করতে পারে না, 'সালু কি কোনোদিন মাগনা তার গাইয়ের দুধ খেতে দিয়েছে। দুধে পানি মিশিয়ে উচিত দাম আদায় করে নেয়। এমন হাতেমতায়ী ব্যবহার করলে জীবনেও লাভের মুখ দেখবে না।'

কালাম হেসে সান্ত্বনা দেয়, 'আরে ইনভেস্ট করলাম। কাজে লাগবে।'

কাজে লাগানোর জন্য ভ্যানঅলা মাবুদের ঘরে দুই হালি ডিম মাগনা পাঠিয়েছে কালাম। ছেলেটা ফুলবাড়িয়া থেকে নিয়মিত ভ্যানের খাবার এনে দেয়। এখন আর তার ভ্যানের সঙ্গে থাকতে হয় না কালামকে। মাবুদই দু চারদিন পরপর ফার্মের তত্ত্বতালাশ করতে আসে। ফার্মটা বড় করতে পারলে মাবুদকে প্রথম সার্বক্ষণিক কেয়ারটেকার হিসেবে চাকরি দেয়ার জন্য মনোনীত করে রেখেছে কালাম। একদিন সকালে এসে ছেলেটা বলে, 'ও ভাই, আইজ দিন কয়েকের জন্য দ্যাশে যাইম। মুরগির আদার আনা লাগলে কন, আইনা দিয়া যাইম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালাম ভ্যানভাড়া বাঁচানোর জন্য এর সঙ্গে এবার বেশি পরিমাণে মুরগির খাদ্য কিনতে মাবুদকে এক হাজার টাকা এনে দেয়। নার্গিস অবশ্য সঙ্গে যাওয়ার জন্য বলে, নিজের আলস্য আড়াল করতে কালাম বড় কথা শোনায়, 'সবাইকে অবিশ্বাস করে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যাবে না, সমাজে টেকাও যাবে না।'

রাত দশটাতেও মাবুদ খাবার নিয়ে ফিরে না আসায় তার খোঁজ নিতে মাবুদের ভাড়া ঘরে যায় কালাম। মাবুদের স্ত্রী ও একমাত্র ছেলেটাও পরিচিতি। মাবুদের বউ জানায়, 'রাকুর আব্বায় তো আইজ রাইতের লঞ্চে বরিশাল যাইবে। এবারে কয়দিনে ফেরে কে জানে, মোরে তো চলার মতো টাকাও দিয়ে যায় নাই।'

বিশ্বাস ভঙ্গের যাতনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মাবুদের স্ত্রী-সন্তানকে জিম্মি করা যায় অবশ্য। তাতেও মাবুদের ত্বরিৎ প্রত্যাবর্তন ও টাকা পরিশোধ নিশ্চিত হবে না বুঝে নার্গিসের ভর্ৎসনা নীরবে হজম করতে হয় কালামকে। নিজে তীব্র মানসিক কষ্ট সইলেও ফার্মের বাসিন্দাদের খাদ্যকষ্ট থেকে মুক্ত রাখার জন্য কালাম পরদিন নিজেই মুরগির খাবার কিনতে যায়। অচেনা ভ্যানঅলাকে প্রায় ডবল ভ্যানভাড়া দিয়ে ভ্যানে বসে মুরগির খাদ্য নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় তার কেবলই মনে পড়ে, ভ্যানভাড়া কম পাওয়ার কারণেই কি মাবুদ এত বড় প্রতিশোধ নিল? কিন্তু টাকার চেয়েও কালামের আন্তরিকতাকেই তো সে বেশি গুরুত্ব দিত বলে মনে হয়। কথাবার্তা শুনে যাকে সরল, বিশ্বস্ত মনে হয় এমন মানুষের ভেতরেও কী করে প্যাঁচগোজ তৈরি হয়, কালাম বুঝতে পারে না।

প্রায় মাসখানেক পর মাবুদ ফিরে আসার পরও তার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারে না কালাম। এর মধ্যে কালাম অবশ্য ফার্ম পরিচালনায় অনেকটা স্বাবলম্বী হয়েছে। হিসাবের খাতায় মুনাফাও জমছে খুব সামান্য। উঠানে বসে লাভের অঙ্কটা বাড়ানোর নানা উপায় ভাবে কালাম। এবার হঠাৎ করে আগাম শীত পড়তে শুরু করেছে। কালামের লাগানো পেঁপে গাছগুলোতে ফুল এসেছে এরই মধ্যে। আর পুকুরের রাক্ষুসে মাগুরগুলোর এতটা বাড় বেড়েছে যে, দেখার জন্য মহল্লার অনেক ছেলে ছুটে আসে। পুকুরে ঢিল ছুঁড়লেও খাবার মনে করে বিশাল হাঁ মেলে দেয় তারা। মাছগুলোর মুরগির বিষ্ঠা খাওয়া দেখে চম্পা-টুম্পা প্রতিজ্ঞা করেছে, মরে গেলেও এসব মাছ খাবে না তারা। সালু আগ বাড়িয়ে প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুকুম দিলে সে সবগুলোরে ধরে পাতিল বন্দি করে বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেবে। কালাম মাছ বেচে ন্যায্য পাওনা পাওয়ার জন্য আরো বিশ্বস্ত লোক খুঁজছে। সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মাগুরের বদলে এবার তেলাপিয়া কি সিলভারকার্পের পোনা ছাড়বে।

লাভের অঙ্ক যতই কম হোক, মুরগিদের পর্যাপ্ত খাদ্য ও ওষুধপথ্য সরবরাহ করতে কার্পণ্য করে না কালাম। তারপরও হঠাৎ একদিন অদৃশ্য ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পড়ে তারা। লোক ডেকে এনে সব মুরগিকে ভ্যাকসিন দেয়ার পর নিশ্চিন্ত ছিল। দিনমান তো উঠানে বসেই ফার্ম পাহারা দেয় সে। রাতে বিছনায় শুয়েও জানালা খুলে ফার্মের দিকে বারবার তাকানো স্বামী-স্ত্রী দু জনের সতর্ক অভ্যাস। শীতের কারণে জানালা বন্ধ করে দিয়ে নার্গিস বলে, 'ফার্মের টিনের চালের নিচ দিয়ে শীত কিন্তু মুরগির খাঁচাতেও ঢুকবে। আর টিন চুয়েও শীত পড়বে। তাতে মুরগিগুলোর অসুখ যদি বাড়ে?'

ফার্মে তাপ সঞ্চারের জন্য ১০০ পাওয়ারের দুটা বাল্ব জ্বালিয়ে রেখেছে কালাম। যেদিক দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসতে পারে, এমন ফাঁকফোকরে পলিথিন গুঁজে দিয়েছে। তারপরেও উদ্বেগমুক্ত হওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়, 'কাল একজন ডাক্তার এনে দেখাব। হঠাৎ প্রায় সবগুলো মুরগি ডিম দেয়া বন্ধ করল কেন বুঝতে পারছি না!'

পরদিন ডাক্তারের কাছে যাওয়ার আগে কালাম সকালে ফার্মে ঢুকে দেখতে পায়, দুটো মুরগি খাঁচার মধ্যেই মরে আছে। অন্য আরো বেশ কয়েকটাও নেতিয়ে পড়েছে। স্ত্রীকে মৃত ও মৃতপ্রায় মুরগিদের দায়িত্বে রেখে কালাম ডাক্তারের খোঁজে সকালেই বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষের ডাক্তারের মতো পশুপাখির ডাক্তার এত সহজলভ্য নয়। পরিচিত পশু হাসপাতালে গিয়েও চেনা-অচেনা একজন ডাক্তারকেও খুঁজে পায় না সে। হাসপাতালের কর্মচারী নগদ একশ টাকা নিয়ে কিছু ওষুধ দেয়। সেই ওষুধ নিয়ে দুপুরে বাড়িতে ফিরে এসে কালাম দেখতে পায়, তার ফার্মকে ঘিরে গোটা বাড়িতে মৃত্যুশোক ভারি হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যে মরে গেছে আরো নয়টি। দেখার জন্য পড়শিরা অনেকেই ছুটে এসেছে।

কালামের হাতে ওষুধ দেখে সমস্বরে সবাই পরামর্শ দেয়, 'পুরা লস খাইতে না চাইলে মুরগির পাইকার ডাইকা ভালোগুলোরে বেইচা দেন। আমি কহন থাইকা কইতাছি, ভাবি আমার কথা কানেই নেয় না।'

কালামের চোখের সামনে আরো তিনটির প্রাণ দেহচ্যুত হওয়ার পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাজারের চেনা মুরগির পাইকারটির কাছে ছুটে যায় সে। পাইকার আসে। কিন্তু জীবিতদের আয়ু পরখ করে প্রতিটির দাম ১০ টাকার বেশি দিতে রাজি হয় না। সে হোটেলে মুরগি সরবরাহ করে। চেষ্টা করবে হোটেলে সাপ্লাই দিতে। তা না হলে পুরো টাকাটাই লস হবে পাইকারের।

মৃত মুরগিদের সৎকার করার ভয়েই রাজি হয়ে যায় কালাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কালামের ফার্ম ফাঁকা করে মুরগিগুলো ভ্যানে করে নিয়ে যায় পাইকার। মরা মুরগিগুলোও একটা বস্তায় ভরে নিয়ে যায় সে।

অভিজ্ঞরা জানে, গৃহপালিত একটা কুকুর-বেড়াল মারা গেলেও বাড়ির লোকজন, বিশেষ করে ছোটদের মন খুবই খারাপ হয়। সেখানে রোজ ডিমপ্রসবিনী শত মুরগির মৃত্যুশোক সহ্য করা কালামের পরিবারের জন্য বেশ কঠিন। কালাম পুরুষ মানুষ এবং বিকল্প পথ খুঁজতে অভ্যস্ত বলেই হয়তো নির্বিকার এখনও। কিন্তু নার্গিস প্রলাপ বকছে। ফার্মের স্তব্ধতা সহ্য হচ্ছে না তার। জীবিত মুরগিগুলোকে পানির দরে বিক্রি করে দেয়ার জন্য আফশোশ করে কাঁদছে, 'অসুস্থগুলো ভ্যাকসিনের জোরে ভালো হতেও পারত। কয়টা টাকার লোভে অত তাড়াতাড়ি ওদের বিদায় করা উচিত হয়নি আমাদের।'

ডিমের সঙ্গে সঙ্গে ফার্মটা দিচ্ছে দুর্গন্ধ ছাড়াতো বলে চম্পা-টুম্পা সাধারণত ফার্মে ঢুকতো না। আজ তারাও ফার্মের শূন্যতা সহ্য করতে পারল না। টুম্পা কান্নার গলায় বলে, 'আব্বু তাড়াতাড়ি আবার মুরগি কিনে আনো, নইলে তোমার ফার্মটাকে ভূতের ঘর মনে হবে।'

আবারও নতুন করে শুরু করার কথা ভাবছিল কালাম। দুঃসহ বর্তমান ও নিজের সীমাবদ্ধতা ঢাকতে নানারকম স্বপ্ন-সম্ভাবনাই তার নিরাপদ আশ্রয়। নতুন সম্ভাবনা হিসেবে পুরনো চাকরিটার কথাই মনে পড়ে। অফিসে তার সাসপেন্ডকারী পরিচালক বদলি হয়েছে, নতুন পরিচালক কালামকে আবার চাকরিতে পুনর্বহাল করার জন্য তদন্ত শুরু করবে বলেছে। চাকরিটা ফিরে পেলে এক বছরের বকেয়া বেতন একত্রে পাবে, কাজ ছেড়ে দিলেও গ্রাচুইটি প্রভিডেন্ড ফান্ডের পুরো টাকাটাই হাতে আসবে।

কালাম শোকার্ত স্ত্রী-কন্যাদের তাই জোর গলায় সান্ত্বনা দেয়, 'শোনো, মাসখানেকের মধ্যে চাকরিটা আবার ফিরে পাবো। তখন চাকরিটা ছেড়ে দিলে হাতে বেশ কিছু টাকা পাবো, তা দিয়ে শুধু মুরগির ফার্ম নয়, পাশাপাশি একটা গরুর ফার্মও করব। অস্ট্রেলিয়ান গাই কিনব কয়টা, এদের দেখাশুনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার জন্য দেশ থেকে একজন বিশ্বস্ত চাকর খুঁজে নিয়ে আসব। তাছাড়া এবার শুরু করার আগেই ডাক্তার ওষুধের পাকা ব্যবস্থা করতে হবে, দরকার হয় নিজেই ট্রেনিং নেব আমি।'

শত মুরগির মৃত্যুশোকের মন খারাপের মাঝে স্বামীর তেজ সহ্য হয় না নার্গিসের। ধমক দিয়ে বলে, 'চুপ করো। তোমার মতো অকর্মা ভদ্রলোকের জন্য দেশে আর কোনো পথ খোলা নেই। চাকরিটা ফিরে পেলে ওই অফিসের খাঁচায় তুমি না ঢোকা পর্যন্ত এ সংসারে দুঃখকষ্ট ঘুচবে না আমার।'

এরপর স্ত্রীকে নতুন করে শুরু করার স্বপ্ন দেখানোর সাহস কিংবা উৎসাহ খুঁজে পায় না কালাম।

ঘর যখন পানিতে ক্রমশ বেশি ডুবছে, প্রায় ডুবে যাওয়া খাটের ওপর বসে কয়েক বছর আগের সেই মুরগি হারানো শোক প্রকাশের জন্য স্ত্রীকে ডাকে কালাম, 'নার্গিস ঘুমালে?'

'না, পানি মাপছি খালি। রাত পোহানো পর্যন্ত এ খাটে থাকা যাবে বলে মনে হয় না।'

'জানো, আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যই করে কথাটা বোধহয় মিথ্যে নয়। ফার্মটা, মুরগি-গরু যদি আজ থাকতো, কী অবস্থা হতো বলো তো!'

'মুরগির কথা ভাবতে হবে না। বিছানা ডুবলে কী করবে?'

'আরে ডুববে না।'

'আর একটু পানি বাড়লেই কিন্তু টুম্পাকে নিয়ে রাতেই ঘর ছাড়তে হবে।'

'ছাদে উঠতে পারবে?'

'বৃষ্টির মধ্যে ছাদে উঠতে হবে কেন? নিচিন্তাপুরে শয়তানদের বাড়িঘর তো এখনও ঠিকই আছে, সেখানে গিয়ে উঠব।'

'এত রাতে পানি ভেঙে কার বাড়িতে যাব?'

'আরমান দালালের তিনতালা ছাড়া বাঘ মজিবরের উঁচু বাড়িতে তো পানি ওঠেনি মনে হয়। আমাদের তো বাড়িছাড়া করতে কতো কী করল, এই অবস্থায় শয়াতনরা আমাদের দেখলে খুশি হবে।'

কালাম জবাব দেয় না। কিন্তু ভেতরে বাঘ বড় জীবন্ত হয়ে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঘ মজিবরের একাল ও সেকাল

নতুন ও পুরনো বাসিন্দাদের মধ্যে সব মিলিয়ে নিচিন্তাপুরে এখন মজিবর নামে ছোটবড় মানুষ আছে অন্তত তিন ডজন। তাদের চিনতে বাপ কে, কোন বাড়ি, করে কী ইত্যাদি নানা খুঁটিনাটি জানার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাঘ মজিবরের বাঘই যথেষ্ট। নতুন বসতির মানুষজনও কমবেশি চেনে তাকে। কারণ তেপথীর মোড়ে বাঘ মজিবরের বুড়ো চেহারার সঙ্গে তার পুরনো ধাঁচের বাড়িটাও মানানসই এবং চোখে পড়ার মতো তো অবশ্যই।

ঢাকা শহরে মানুষের ভিড় উপচে চারপাশের খালি জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে অনেক আগেই। নিচিন্তাপুরেও দু-তিন কাঠা জায়গা কিনে ছোটখাটো বাড়ি করেছে শত শত মানুষ। দিনে দিনে সংখ্যা বাড়ছেই তাদের। স্থানীয় লোকজনও মাটির ঘর বা টিনের ঘর ভেঙে বিল্ডিং তুলেছে অনেকে। হঠাৎ পাওয়া মেলা টাকায় গরম পাকাপোক্ত রাখতে ফাউন্ডেশন দিয়ে চার-পাঁচতলাও হাঁকিয়েছে বেশ কয়েকজন। কিন্তু এক বিঘা জায়গাজুড়ে বাঘ মজিবরের পুকুর এবং গাছপালাঘেরা বাড়ির চেহারাসুরত এখনও পুরনো দিনকালকে ধরে রেখেছে যেন।

ধরে রাখার জন্যই কি পুকুরপাড়ে গাছতলায় একটা হাতলভাঙা চেয়ারে দিনমান বসে থাকে লোকটা? সামনে একটা খালি বেঞ্চি পড়ে থাকে বেশিরভাগ সময়। একটা সময় ছিল, যখন বিচারসালিশ ও লোকজনের আনাগোনায় ঘরে-বাইরে বাঘ মজিবরের একা থাকার উপায় ছিল না। এখন একাকিত্বই তার বড় সমস্যা। লোকজন তেমন আসে না। পুকুরে গোসল করতে কিংবা গাছে ঢিল ছুড়তে কখনও-বা পোংটা পোলাপান বেড়া ডিঙিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ে, গাছতলায় তাকে দেখামাত্র, বাঘ বইয়া রইছে রে – বলেই ছুটে পালায়।

গ্রামের ছোটবড় সবাই তাকে আগের মতো ভয়ভক্তি করছে দেখলে এখনও ভালো লাগে লোকটার। কিন্তু শহরের আবহাওয়া যত ঢুকছে এখানে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ততই যেন বাঘ মজিবরের প্রয়োজনীয়তা এবং তার ওপর লোকের ভয়ভক্তিও কমতে শুরু করেছে। হুহু করে লোক বাড়ছে, তাতে একাকিত্ব তার কমছে না, বাড়ছে বরং। বিপদে পড়েও আজকাল তার কাছে ছুটে আসে না মানুষ। এজন্যে পুরনো বা নতুন বাসিন্দাদের দোষ দেবে কী, নিজের বাড়ির মানুষজনই কি বাঘ মজিবরকে কেয়ার করে আগের মতো?

সবাই জানে, মেয়ের বিয়ে এবং পাঁচ ছেলেকে মানুষ করতে গিয়ে বাঘ মজিবরের আজ ভিটেবাড়ি সম্বল দশা। নামি পিতার মান বাড়াতে যোগ্য মানুষ না হলেও, লায়েক হয়েছে ছেলেরা। কিন্তু বাপের ভালোমন্দ নিয়ে ভাবার সময় নেই কারও। বড় ছেলে তার দোকান থেকে রাতে খবরের কাগজখানা নিয়ে আসে বাবার জন্যে। দিনের বেলা বসে বসে তাই আদ্যোপান্ত পড়ে সে। কিন্তু দোকানের পুরনো কাগজখানা রোজ আনার কথাও মনে থাকে না ছেলের। বুড়ো বাপের প্রতি ছেলেদের এমন দরদ ও দায়িত্বের নমুনা দেখলে তার বউ-বাচ্চারা আর কতটা করবে? অযত্ন-অবহেলা হজম করতে গাছতলায় বসে লোকটা মনপ্রাণ ঢেলে বাসি খবরের কাগজ পড়ার চেষ্টা করে অনেক সময়। বড় দুই ছেলের পরিবার ছাড়াও বাড়িতে আরও তিন জোয়ান ছেলে। বেকার সবাই। বাপের মেজাজ বিগড়ে দিতে ওরা মাঝে মাঝে সামনে এসে দাঁড়ায়। ভাষাভঙ্গি যেমনই হোক, ঘুরেফিরে তাদের একই আবদার:

ও আব্বা, কী করলেন আমাগো লাইগা? এত জানাশোনা, কাউরে ধইরা তো একটা চাকরির ব্যবস্থা করতে পারলেন না। সম্পত্তি বেইচা বড় ভাইগো বিয়া করাইলেন, ব্যবসায় নামাইলেন, আর আমাগোরে কী কলাডা দিলেন? পুকুরটা বেইচা টাকা দেন, না হইলে বাড়িভিটা ভাগ কইরা দিয়া দ্যান। হারাদিন ভ্যাদাইমার মতো বইয়া থাকলে বাঘ টাইটেল ধইরা রাখতে পারবেন গ্রামে? মানুষ তো অহনই বিলাই কইতে শুরু করছে।

ছেলেদের ধমক দিয়ে শাসন করতেও আর রুচি হয় না। পারিবারিক অশান্তি, একাকিত্ব, একঘেয়েমি অসহ্য হয়ে উঠলে গ্রামে ঘুরতে বেরোয় সে। বাইরেই বরং পুরনো নিজেকে অনেকটা ফিরে পায় লোকটা। মসজিদে মাইকের আজান শুনে পাঁচ বারই বেরোয়, আর মসজিদের টুপি মাথায় রেখেই সকাল-বিকাল দুই বেলায় গ্রামে ঘোরাটা অভ্যাস তার।

যে গ্রামটার মায়ায় পড়ে ম্যাট্রিক পাস করেও শহরে গিয়ে চাকরিবাকরি নিয়ে থিতু হওয়ার চেষ্টা করে নি, মাতবরি করেই জীবনটা কাটিয়ে দিল–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন সেই জায়গা প্রতিদিনই নিজের কাছে একটু একটু করে অচেনা হয়ে উঠেছে। শহরের পেটে সেঁধিয়ে যেতে যেতে, পুরো শহরই বনে গেছে প্রায়, তবু নাম তার আদ্দিকালের নিচিন্তাপুরই। নতুন বাসিন্দারা গ্রামটির নামের তাৎপর্য, গ্রামটির অতীত-ঐতিহ্য জানতে চায় না কেউ। বাঘ মজিবর তবু সুযোগ পেলে নতুন বাসিন্দাদের পুরনো দিনের মেলা গল্প শোনায়।

একসময় সাপের খুব উৎপাত ছিল গ্রামটায়। মজিবরের জন্মেরও আগের কথা, তবে শৈশবেও সে দেখছে। চারদিকে বাঁধ হওয়ার আগে নিচু জমিগুলোতে ছিল অথৈ পানি, নৌকাই ছিল তখন একমাত্র পরিবহন। মাঝে মাঝে লঞ্চও চলত। সেই সময়, বিশেষ করে বানবর্ষায় পানি বাড়লে গ্রামের উঁচু বাড়িভিটায় বিষধর সাপেরা আশ্রয় নিত। সাপের কামড় থেকে বাঁচার জন্য গ্রামবাসীরা বেজি আমদানি করেছিল, বাড়িতেও পুষত অনেকেই। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় চোখে পড়ত, ধাড়ি ইঁদুরের মতো পায়ের কাছ দিয়ে দৌড়ে ঝোপঝাড়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এখন গ্রামে পরিত্যক্ত জঙ্গল দূরে থাক, ছোটখাটো ঝোপঝাড়ও নেই, সাপবেজি থাকবে কোথায়? রাতের বেলা শেয়ালের ডাকও শোনা যায় না আর।

গ্রামটার দ্রুত বদলে যাওয়া প্রসঙ্গ উঠলে নিজের মত শোনায় সে, 'এ জায়গার হাপ-বেজি-হিয়াল-বিছা-ভূতপেত্নী হক্কলই অহন মানুষ হইয়া জন্ম লইছে, বুঝচস? আগের দিকে মানুষ মরত জন্তু-জানোয়ারের কামড় খাইয়া, অহন মানুষ মরে মানুষের হাতে। হাপ-হিয়ালের চাইতেও বহুত খারাপ জীব এগুলি, বুঝচস?'

বাঘ মজিবরের মানববিরোধী অভিজ্ঞতার গল্প শুনতে উৎসাহ দেখানো মানুষেরও অভাব নেই। নিজেদের অভিজ্ঞতাও যোগ করে তারা। চাষাবাদ, গরুবাছুর ও মাছধরাসহ পুরনো আমলের মেলা আচার-অভ্যাসের সঙ্গে গ্রামের পুরনো বাঘটিকেও টিকিয়ে রাখায় চেষ্টায় কেউবা মন্তব্য করে, 'নিচিন্তাপুর গেরামে আর নেউল নাই, হিয়াল নাই, হাপ-খোপ নাই, কিন্তু আমাগো বাঘটা অহনতরি আছে, এটাই আমাগো ভরসা।

প্রকাশ্যে বা গোপনে নিজের টাইটেলের স্বীকৃতি পেলে ভালো লাগে লোকটার। রাস্তায় ঘুরলে কিংবা মোড়ে বা বাজারে কোনো দোকানে বসে থাকলে চেনা-অচেনা অনেকেই সালাম দেয়। চায়ের দোকানে ঢুকলে চা-সিঙ্গাড়া আপ্যায়ন করে সম্মান দেখায় কেউ কেউ। বাকিতে খাওয়াতে না করে না-চেনা দোকান মালিকরা। কিন্তু সমস্যা হলো এসব দোকানের চা বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিঙ্গাড়া কোনোটাই সহ্য হয় না লোকটার। পেটের ভেতর টক টক অস্বস্তি শুরু হয়। তার পরেও কারও খাতির-সম্মান ফেরাতে পারে না সে। লোকজনের এরকম সম্মানের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব-গরিমা নতুন করে অনুভব করে। সে জানে, আড়ালে যত টিটকারি দিক, তার মজিবর নামটাকে ন্যাংটা করে উচ্চারণ করে না কেউ। এখনও বাঘ কিংবা বাঘা হিসেবেই চেনে, অন্যদেরও চেনায়। আরমান দালাল প্রকাশ্যে বাঘ মামু সম্বোধন করে কথা বলে। নতুন দালাল-মাতবররা তাকে বাঘ জ্ঞানে এড়িয়ে চলে। আবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দু-একজন ঠাট্টার ভঙ্গিতে প্রকাশ্য খোঁচাও দেয়, 'কিও বাঘা দাদা, শিকার না ধরলি তুমি চায়ের দোকানে বইয়া চা খাইয়া খাইয়া কতদিন বাঁচবা?

বাঘ মজিবরও ঠাট্টার জবাবে সবাইকে শুনিয়ে ঘোষণা দেয়, 'ধরুম রে, এইবারে এমন শিকার ধরুম, বুঝবি হক্কলই, দাঁত নড়লেও বাঘ মজিবরের ত্যাজ কমে নাই অহনতরি।'

বৃদ্ধের এ আস্ফালনকে বিড়ালের মিউ মিউ ভাবে না, অন্তত নিচিন্তাপুরের পুরনো বাসিন্দারা। কারণ চৌধুরীবংশে জন্ম নিয়েও, ভোটে জিতে চেয়ারম্যান না হলেও, প্রতিভাগুণে গাঁয়ের প্রধান মোড়ল হয়ে উঠেছিল। দেশ স্বাধীনের পর শেখ মুজিবের ভক্ত ও তার দল করার সুবাদে রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যানও ছিল। নিজের কড়া বিচার না মানায় জেলের ভাত খাইয়েছে কয়েকজনকে। শুধু দলের নেতাকর্মী নয়, দারোগা-পুলিশ-উকিল-মুহুরি এবং সরকারি অফিসের ঘুষখোর অফিসারদের মোকাবিলার জন্য বাঘ মজিবরের মতো যোগ্য দ্বিতীয়টি ছিল না কেউ। গ্রামে দৈবাৎ পুলিশ এলে পুলিশ দেখে সাধারণ লোকজন যেমন পালিয়ে থাকত, বাঘ মজিবরকে রাস্তায় দেখলেও তেমনি ভয়ে দশ হাত তফাতে থাকত সবাই। আবার বিপদ-আপদে পড়ে সিদ্ধান্ত নিতে তার কাছেই ছুটত প্রথম।

এখন হয়েছে উল্টো। গ্রামে ঘুরে ঘুরে বাঘ মজিবরই নিচিন্তাপুরের নতুন ও পুরনো বাসিন্দাদের হালহকিকত বোঝার চেষ্টা করে। যত বাড়ি, তত মাতবর। সবাই যে যার ধান্ধায় ঢাকা যাতায়াত করে রোজ। সে কেবল অন্যের হাঁড়ির খবর জানতে গ্রামেই ঘুরে বেড়ায়। উপযাচক হয়ে পরামর্শ দেয় সবাইকে। বাঘের খপ্পরে পড়ার ভয়ে পাশ কাটিয়ে চলে অনেকে, কিন্তু হুঙ্কার দিলে ঘুরে দাঁড়ায়।

একদিন রাস্তায় কথা বলার মতো কাউকে না পেয়ে, গাই নিয়ে সালুকে হাঁটতে দেখে হুঙ্কার দেয় সে, 'ওই হারামখোর, এ গাইটা আবার কবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিনলি? কেমতে কিনলি?'

সালু জবাবে গাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাসে, সে কিছু বলার আগেই রাস্তাহাঁটা একটি অচেনা যুবতী বাঘ মজিবরকে সালাম দেয়। মেয়েটির দিকে চশমা স্থির রেখেও চিনতে পারে না, বেশ কৌতূহলী হয়ে ওঠে মজিবর।

'তুমি কিডা গো, মা! কী কর?'

মেয়েটি হেসে জবাব দেয়, 'আমি চম্পা। আবুল কালামের মেয়ে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ি।'

'কোন আবুল কালাম?'

সালু গাইয়ের দড়ি হাতে জবাব দেয় আগে, 'চিনলেন না জ্যাঠা? আরে আমাগো কালাম ভাই, আমার বাড়ির পুবে যে বিল্ডিংবাড়ি। এই চম্পা মায় আমাগো গ্রামের নাম উজ্জ্বল করতাছে, নিচিন্তাপুর হাই স্কুলে প্রত্যেক ক্লাসে ফাস্ট হইয়া অহন ইউনিভার্সিটিতে গিয়াও ফাস্ট হইব ইনশাআল্লাহ। আমাগো চম্পা মায়ের বেরেন বহুত চোখা!'

বাঘ মজিবর চিনতে পারে। আগেও বারায় দেখেছে মেয়েটাকে, সালামও পেয়েছে। কিন্তু আজকালকার মেয়েদের রূপ-চেহারা এত পাল্টায়, রাস্তাঘাটে তাদের এত বেশি দেখা যায় যে, বাঘ মজিবর সবাইকে মনে রাখতেও পারে না।

'হ চিনছি। তুমি এ গ্রামের অহংকার। তা তোমার আব্বার লগে দেহা হয় না বহুদিন, একটু দেখা করতে কইও তো।'

মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে মেয়েটি। বাঘ মজিবর তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবে। সালু পড়শি সম্পর্কে বাঁকা হাসি দিয়ে বলে, 'কালাম সাব এত শিক্ষিৎ আর ভালা মানুষ, এ গ্রামের কারও লগেই মেশে না। শুক্রবার জুম্মাতেও যায় না। তার পরেও মানষে কয় কালাম সাব খুব ভালা, কোনো কাইজা-ঝগড়ার মধ্যে থাকে না।'

বাঘ মজিবর গর্জায়, 'চোপ হালা মূর্খ। এই গ্রামে আর কুনো ভালা মানুষ আছে রে? ভালা মানুষরা জায়গা কিইনা বাড়িঘর বানাইতে পারে?'

বাঘা মোড়লের কথার প্যাঁচ ধরতে পারে না শিক্ষিত মানুষরাও। সালু দাঁত কেলিয়ে হেসে জলদি সমর্থন যোগায়, 'তা ঠিক বাঘা জ্যাঠা। বিদেইশ্যা হালারা উইড়া আইসা জুইড়া বসল! আমরা দিশিরাই বেবাক গরুছাগলই থাইকা গেলাম। আপনার মতো বাঘরেও কেউ আর ডরায় না। পিচ্চি পিচ্চি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোলারা অস্ত্র হাতে সন্ত্রাসী হইছে, মানুষ হালায় তাগো ডরেই অস্থির। সইয্য করতে না পাইরা খালেক মাতবরও দেশান্তরি হইল।'

'এই জায়গায় যত বিদেইশ্যা আইয়া ঘরবাড়ি করুক, আর যতই নতুন মাতবর সন্ত্রাসী হউক, বাঘ মজিবর কেউ হইতে পারব না। বুঝচস?'

সালু মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'কী জানি, আপনি মইরা গেলে আবার কে কী হয়!'

মূর্খ ছোটলোকের সঙ্গে অধিক বাক্যব্যয় শক্তির অপচয় ভেবে বাঘ মজিবরই তাকে এড়াতে উল্টোমুখ হয়ে হাঁটতে থাকে।

কন্যাদের নিয়ে স্বপ্ন ও আতঙ্ক

দুটি কিংবা তারও বেশি মেয়ে আছে যাদের, অথচ একটি ছেলেও নেই– এমন পরিবারে নাকি অপূর্ণতার আক্ষেপ বাবা-মায়ের মনে নানাভাবে কাজ করে। আবুল কালামের সেরকম কোনো আক্ষেপ নেই। নার্গিসের আছে কিছুটা, অযোগ্য স্বামীর পাশে কল্পিত একটি ছেলেকে দাঁড় করায় অনেক সময়। তবে কল্পনা বাস্তব না হওয়ায় তারও কোনো গভীর দুঃখ নেই। থাকলে তো তৃতীয় বা চতুর্থ বার মা হওয়ার ঝুঁকি নিতে পারত, এখনও পারে। কিন্তু পুত্রবাৎসল্যের চেয়ে পুত্রকে মানুষ করতে না পারার ভয় ও স্বামীর অযোগ্যতাই বরাবর ভারী হয়ে ওঠে তার কাছে।

কালাম ছেলের বদলে দুই মেয়ের পিতা হিসেবে বেশি তৃপ্ত। গর্বিত কণ্ঠে স্ত্রীকে কারণও ব্যাখ্যা করে অনেক সময়, 'চম্পা-টুম্পা যদি তার ছেলে হতো, দিনেরাতে বাড়িতে আটকে রাখা যেত না। এ গ্রামের পরিবেশে খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশে নির্ঘাত বখে যেত, এমনকি সন্ত্রাসী বদমাশ হওয়াটাও অস্বাভাবিক হতো না। কিন্তু মেয়েরা বাপের মতো, বাড়িতে বন্দি থেকে নিজেদের মতো করে স্বপ্নসাধনার জগৎ নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে।'

বিরুদ্ধ পরিবেশে মেয়েদের আগলে রেখে মানুষ করার কৃতিত্ব অবশ্য নার্গিসেরই বেশি। এ তল্লাটে মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্ডারগার্টেন স্কুল দুটি হয়েছে, কিন্তু তাদের ব্যবসায়িক ধান্ধা ও শিক্ষকদের অযোগ্যতা টের পেয়ে সরকারি প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল মেয়েদের। প্রাইমারিতে চম্পা প্রতি ক্লাসেই ফার্স্ট হয়েছে। ঢাকার ভালো স্কুলে পড়াতে পারলে মেয়েদের আরও ভালো করার সম্ভাবনায় বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না কালাম ও নার্গিসের। কিন্তু তেমন সামর্থ্য না থাকায়, নিচিন্তাপুর হাইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল মেয়েকে। বিকল্প না থাকায় গ্রামের সব মেয়েই পড়ত সে স্কুলে। হাইস্কুলের ছাত্রী হিসেবেও প্রতি ক্লাসে প্রথম হয়ে চম্পা বাবা-মা ও বাড়ির সুনাম বাড়িয়েছে। তিন ক্লাস নিচে টুম্পা, বোনের মতো মেধাবী না হলেও রোল ১ থেকে ৫-এর মধ্যে রেখেছে।

নিজের চাকরি-বাকরির জোরে নয়, মেয়েদের কারণে কালাম নিচিন্তাপুর গাঁয়ে বিশিষ্ট ও পরিচিত হয়ে উঠেছে বেশি। হাইস্কুলের শিক্ষক ও স্কুল কমিটির নেতারাও তাকে বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। বাড়িতেও আসে মাঝে মাঝে। রাস্তায় কালাম অনেক অচেনা ছেলের কাছেও সালাম পায়। নারায়ণগঞ্জের সরকারি মহিলা কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল মেয়েকে। তখনও সঙ্গী হিসেবে গ্রামের আরও কয়েকটি মেয়েকে পেয়েছিল চম্পা। ইন্টারমিডিয়েট শেষ করার পর ইউনিভার্সিটি জীবনে, তার সঙ্গী হওয়ার মতো যোগ্য ছেলেমেয়ে এ গ্রামে আর নেই বললেই চলে। বাড়ি থেকে কষ্ট করে রোজ একা ঢাকায় গিয়ে ক্লাস করেছে চম্পা। মাঝেমধ্যে অবশ্য শ্যামলিতে চাচার বাসাতেও থাকে।

মেয়েরা বড় হয়ে স্বপ্নকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে, মানুষ হওয়ার পথে দৃঢ় পায়ে যত এগোচ্ছে, কালামের ভয়-টেনশনও ততই বেড়েছে। ভয়টা মূলত পথের। চম্পার কলেজ-ইউনিভার্সিটি যাতায়াতের পথ নিয়ে অফিসে কিংবা বাসে উঠেও থেকে থেকে ভয় হয় কালামের। সন্ত্রাসী-হাইজ্যাকার ছাড়াও কতরকম দুর্ঘটনা ঘটে রাস্তায়! মেয়েরা সময়মতো বাড়িতে না ফিরলে কালাম এক মুহূর্ত স্থির থাকতে পারে না। বাড়ি করার পর থেকে শহরতলিতে বসবাসের যতরকম আতঙ্ক ভেতরে জমে আছে, মেয়েদের ঘিরে তা আবার নতুন করে নতুন ঘটনায় জেগে ওঠার ভয়েও কালাম ও নার্গিস সতর্ক ছিল সব সময়।

দু মেয়ে ঘরে থাকার সময়টাতে কালামের বাড়ি সুখ-স্বপ্নের বড় আশ্রয় হয়ে ওঠে যেন। এরকম সুখের মুহূর্তে একদিন টিভিতে ডিসকভারি চ্যানেলে হরিণের পিছু বাঘের দৌড়ানোর দৃশ্য দেখে চম্পা কালামকে জানায়, 'ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আব্বু, বলতে ভুলে গেছি, আমি তো আজ নিচিন্তাপুরের বাঘের খপ্পরে পড়ে গিয়েছিলাম।'

খবরটা শুনে কালাম চমকে ওঠে, বাঘের গন্ধ পেয়ে রান্নাঘর থেকে নার্গিস ও বই ফেলে টুম্পাও ছুটে আসে।

টুম্পা জানতে চায়, 'কোন বাঘ রে, আপু?'

চম্পা মুখের হাসি প্রসারিত করে বলে, 'নিছিন্তাপুরের বুড়া বাঘটা কাল রাস্তায় ধরেছিল আমাকে। সালাম দিলাম। পরিচয় জিজ্ঞেস করল, তোমাকে একদিন দেখা করতে বলেছে আব্বু।'

কালাম মেয়ের কাছেই জানতে চায়, 'দেখা করতে বলেছে কেন?'

'কী জানি। কেন যে লোকটাকে সবাই বাঘ মজিবর বলে, আমার কাছে তো ভালোই মনে হয়, দাদু দাদু টাইপের চেহারা।'

টুম্পা বলে, 'বাঘ না, এখন বিলাই মজিবর বলে সবাই। ওর ছেলেগুলো সব বদমাশ।'

নার্গিস সিদ্ধান্ত দেয়, 'থাক, তোমাদের বাঘ-বদমায়েশ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। চম্পা হলে একটা সিট পেলেই বাঁচি।'

কালাম নিজের ও স্ত্রী-কন্যার ভয় দূর করতে পুরনো যুক্তি দেয়, 'নিজেরা ভালো থাকতে চাইলে খারাপ লোকেরা কোনো সমস্যা নয়। এড়িয়ে চললেই হয়।'

নার্গিস স্বামীকে শাসনের গলায় কথা বলে, 'বাঘ মজিবর কেন তোমাকে ডেকেছে – একবার দেখা করে এসো তো।'

'কী ঠেকা পড়েছে আমার! এ গ্রামের বাঘ-বিড়াল আর দালালদের সাথে মেশার কোনো দরকার নেই আমাদের।'

স্ত্রীর কথা অগ্রাহ্য করার বিপদ আবারও টের পায় কালাম। চম্পার সাথে বাঘ মজিবরের রাস্তায় সাক্ষাতের দিন কয়েক পর, এক সকালে বাড়িতে বাঘ মজিবরকে দেখে চমকে ওঠে কালাম। তখনও নার্গিসের রান্নাঘরে নাস্তা বানানো হয় নি, চম্পা-টুম্পা সকালের পড়া শুরু করে নি, কালাম ব্রাশ মুখে উঠানের গোলাপ গাছে পানি দিচ্ছিল। হঠাৎ সাতসকালে গেটের বাইরে বাঘ মজিবরের উপস্থিতি ও হাঁকডাক মনে অশুভ আশঙ্কা জাগায়। বাড়িতে যাতায়াতের মতো ঘনিষ্ঠতা নেই লোকটার সঙ্গে। বাড়ি করার পর খালেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাতবর একদিন রাস্তাতেই আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তারপর রাস্তায় দেখা হলে সালাম দিয়ে অথবা দেখেও না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে গেছে বরাবর। আজ হঠাৎ তার এ বাড়িতে আসার মতলব ধরতে পারে না। তবে বিনীত সালামের সঙ্গে প্রতিরোধও দৃঢ়ভাবে প্রকাশ পায়, 'কী ব্যাপার, আপনি হঠাৎ আমার বাড়িতে?'

'রাইতে এই পাড়ার কার দ্বারা যেন খবর দিলাম, গেলেন না তো! নিজেই হাঁটতে হাঁটতে আয়া পড়লাম।'

বাঘ মজিবর ভণিতা ছাড়া পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে বলে, 'আমি তো আপনার বড় মেয়ের ভালা নাম জানি না। দেখেন তো, এই লিস্টটায় আপনার মেয়ের নাম আছে কি না।'

কালাম দেখে, সাতটি নামের তালিকার মধ্যে পাঁচ নম্বরে চম্পার পুরো নাম, পিতা হিসেবে তার নাম এবং বাড়ির ঠিকানা নির্ভুল লেখা আছে। বাকি ছয়টি নামই ছেলেদের, সবাই অচেনা। বাঘ মজিবর এবার সরাসরি আসল ঘটনা জানায়।

তালিকাভুক্তরা আসলে আসামি, থানায় এদের নামে কেস দিয়েছে কেউ। অসামাজিক কাজ ও বেআইনি অস্ত্র রাখার কম্পেলেনে পুলিশের খাতায় নাম উঠেছে। বাঘ মজিবর জানল কেমনে? গতকাল মহল্লার মামুন মিয়ার বাড়ির চুরির এজাহার দিতে মামুনকে নিয়ে অনেক দিন পর থানায় গিয়েছিল বাঘ মজিবর। থানার সেকেন্ড অফিসার রহমান দারোগা তাকে এই তালিকা দিয়ে বলেছে, 'দেখেন তো আপনার গ্রামের এই ছেলেমেয়েদের চেনেন কিনা?' বাঘ মজিবর গ্রামের বাঘ বটে, আজকালকার বিচ্ছু-বখাটে পোলাপানদের চিনবে কী করে? তবে লিস্টভুক্ত যুবকদের পিতাসকল কমবেশি চেনা তার, তাদের মধ্যে পিন্টুর পিতা হানিফ দালাল সম্পর্কে তার ভাতিজা। কিন্তু গ্রামের আর কারও পোলার জন্যে নয়, আবুল কালামের মতো ভদ্রলোক এবং তার মেয়ের নাম দেখেই মজিবরের সন্দেহ জেগেছিল এবং দারোগাকে প্রতিবাদ করে বলেছে সে, 'কালাম সাব চাকরিজীবী ভদ্রলোক, কারও সাতেপাঁচে থাকে না, তার বড় মেয়ে ইউনিভার্সিটি পড়ে, গ্রামের সবাই গর্ব করে এ মেয়েরে নিয়ে। কাজেই এ মেয়ে যদি কালাম সাবের মেয়ে হয়ে থাকে, তবে এ কম্পেলেন ভূয়া।' রহমান দারোগা বাঘ মজিবরকেও ধমক দিয়ে বলেছে, 'ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরাই বেশি ডেঞ্জারাস। তালিকার এক মাস্তানের সঙ্গে মেয়ের অসামাজিক সম্পর্কের রিপোর্ট পেয়েছি আমরা। তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়া লাইক ফাদার লাইক ডটার হবে এমন গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে?'

এ পর্যন্ত শুনে কালাম আর ধৈর্য ধরতে পারে না। শত্রুকে হাতেনাতে ধরে ফেলার উত্তেজনা নিয়ে জানতে চায়, 'কে আমার মেয়ের নামে কেস দিয়েছে?'

'এইডা তো দারোগা আমারে কয় নাই কালাম সাব।'

ঘটনাটি বাঘ মজিবরের সাজানো চক্রান্ত ভেবে, কাগজখানা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে জবাব দেয় সে, 'ঠিক আছে, আমি থানায় খোঁজ নিয়ে আগে দেখি, কার এত সাহস?'

বাঘ মজিবর ভয় পাওয়ার বদলে উৎসাহ দিয়ে বলে, 'দেরি কইরেন না। আজকেই থানায় যাইয়েন। যেমন ভাব দেখলাম, ঘুষখোর দারোগা ওয়ারেন্ট জারি করব, পুলিশও যখন-তখন আইয়া পড়তে পারে। মহল্লাতেও টিটি পড়ব। তার আগেই আপনি থানায় গিয়া দেখেন, ব্যাপারডা ফয়সালা করতে পারেন কিনা। হানিফ তো তার পোলারে বাঁচানোর জন্যে আবার আমারে থানায় যাইতে কয়।'

ঠিক আছে বলে, লোকটাকে ঘরে না বসিয়েই বিদায় করতে চায় কালাম। কিন্তু ততক্ষণে বাঘ-পুলিশের সাড়া পেয়ে নার্গিস ও টুম্পা গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। চম্পারও ঘুম ভেঙে গেছে বোধহয়। স্বামীর ভূমিকায় সন্তুষ্ট না হয়ে নার্গিস যোগ করে, 'মানুষকে ঘরে এনে বসাও না। ভালো করে শুনি গ্রামে কে আমার ভালো মেয়ের নামে মিথ্যে কেস দিয়েছে। আসেন আপনি, ভেতরে আসেন।'

বাঘ মজিবর তো খাতির-সম্মান পাওয়ার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছিল, ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলে, 'আপনার মেয়ে দুইটা এত ভালো, রাস্তায় দেখা হলেই আমারে সালাম দেয়। এ গ্রামের সবাই তাদের প্রশংসা করে। এই তো কয়দিন আগে দেখা হইছিল বড়টার লগে।'

মেহমানকে ঘরে বসানো হলে, সদ্য ঘুমছুট চোখেমুখে ছলছলে ভয়-বিরক্তি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় চম্পা নিজে। বাবার চেয়েও তেজি গলায় প্রতিবাদ করে, 'দাদু, রাস্তায় দেখা হলে আপনাকে তো ডবল সালামও দিয়েছি। সক্কালবেলা কী এসব থানা-পুলিশের ভয় দেখাতে এসেছেন! উদ্দেশ্য কী?'

লোকটা চশমার ফাঁকে কুতকুতে চোখে গোয়েন্দার মতো মেলে রাখে, কাগজখানা চম্পার দিকে এগিয়ে দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলে, 'তোমার বাপে ডাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাই, তুমি কইলা দাদু! যাই হউক, এই কাগজখানা দেখো তো, ছেলেগুলারে চিনতে পার কি না।'

চম্পা দ্রুত চোখ বুলিয়ে বলে, 'দু-তিন জনকে চিনি। একসঙ্গে হাইস্কুলে পড়েছি। তা হয়েছে কী?'

'তোমারে এত চিন্তা করতে হবে না। তোমার বাবা থানায় গিয়া সব মিটমাট কইরা আসব নে। তুমি যাও, মন দিয়া লেখাপড়া করো।'

'আমার আব্বু থানায় যাবে কেন? কী দোষ করেছি আমি? নিজের ইউনিভার্সিটি লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত, এসব ছেলেদের সঙ্গে মেশার সময় আছে আমার?'

'বিপদ তো এহানেই মা রে! এত খারাপ হইয়া গেছে এই জায়গার মানুষরা, কারেও ভালা থাকতে দিব না।'

কালাম আবার জোরালো কণ্ঠে জানতে চায়, 'কারা আমার মেয়েকে জড়িয়ে থানায় কেস দিতে গেছে, আপনি নিশ্চয় জানেন। মিথ্যে কেস দেয়ার সাহস পেল কোত্থেকে?'

'জানলে তো নিজেই বিচার করতাম। বর্ষি মজিবরের আর সেই দিন নাই কালাম সাব, অহন কথায় কথায় সবাই থানায় যায়, বাঘ মজিবরের মাতবরি মানার বদলে সন্ত্রাসী-মাস্তানদের ভাড়া করে। আপনার মতো খাঁটি ভদ্রলোকের পেছনে নিচিন্তাপুরের কোন হাপরা লাগছে, কেমনে কমু কন। আপনি আর আপনার ব্রিলিয়ান্ট ডটার কোন দলের সাপোর্টার জানি না। বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের এ সরকার থানা-পুলিশ দিয়া কম হয়রানি করল না। আমারেও এতদিনে হাজতে ঢোকায় দিত, পারে না মাইঝা পোলাটা সরকারি যুবদলে ঢুকছে বইলা। তা ছাড়া থানার দারোগা-পুলিশ নিচিন্তাপুরের বাঘ মজিবররকে ভালোই চেনে। আপনি শিক্ষিত মানুষ, থানায় গিয়া রহস্য বাইর করেন। মেয়েরও কোনো খারাপ ছেলের লগে কানেকশন আছে কিনা – হেইডাও একটু খোঁজখবর লইয়া দেখেন।'

এত উদ্বেগের মধ্যেও নার্গিস মেহমানের জন্য চা-নাস্তা পাঠিয়ে দেয়। আগ্রহের সঙ্গে চা-নাস্তা খায় লোকটা। খেতে খেতে শ্রোতাদের বিরক্তির তোয়াক্কা না করে নিজের অতীত গৌরবগাথা শোনায়, 'এই যে সাহেব, বাঘ মজিবর সম্পর্কে আপনাদের খালেক মাতবর আর গ্রামের মানুষরা কীরকম ধারণা দিছে জানি না। তবে এককালে আমারে না জানাইয়া থানা-পুলিশ তো দূরের কথা, নিজেগো মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করার সাহস পাইত না কোনো খানকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়ের পুত। একাত্তরে যেমন দেশে শেখ মুজিবর, এ গ্রামে বাঘ মজিবরকে সেইরকম চোখে দেখত সবাই। অর অহন? কত ফকিরনির পুত টাকার গরম দেহায়, মাতবরি করে! ও কালাম সাব, বাঙালি একবারই ভাইভাই বইলা একাট্টা হইছিল – মুক্তিযুদ্ধের টাইমে। স্বাধীনের পর হিংসাহিংসা-দলাদলি এত বাড়তাছে, মনে হয় হিংসাই হইল অহন বাঙালির প্রাণ। কে আপনার মাইয়ারে হাজত খাটাইতে চায়, কেমনে কমু?'

লোকটার খাওয়া ও কথা সহ্য হচ্ছিল না কালামের। তার পরেও খাওয়ার সুযোগ দিতে চরম ধৈর্যের পরিচয় দেয় সে। কিন্তু চা পুরো শেষ করার আগেই উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আপনি এখন আসুন। যা করার আমি করব।'

বাঘ মজিবর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর চম্পা বাবা-মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'আমার মনে হয় সব এই লোকটার শয়তানি। তোমরা চিন্তা করো না, যাদের নাম দেখলাম তাদের কারও সাথে আমি একটু যোগাযোগ করে দেখব?'

বাঘ মজিবর যেন বাড়িতে একটা আতঙ্কের বোমা ফাটিয়ে দিয়ে গেছে। চম্পার কথায় নার্গিস আরও আঁতকে উঠে বলে, 'এ গ্রামের আর কারও সাথে যোগাযোগ করতে হবে না। এই, তুমি এখনই চম্পাকে নিয়ে ঢাকায় যাও। মেয়েকে আর বাড়িতে রাখব না আমি। যত অসুবিধা হোক, চাচার বাসায় থেকেই ইউনিভার্সিটি যাতায়াত করবে চম্পা।'

'কিন্তু বিনা দোষে আমাদের থানা-পুলিশের ভয় দেখায় কেন লোকটা?'

টুম্পা ঘৃণা প্রকাশের ভাষা না পেয়ে বলে, 'ছি! এত খারাপ মানুষ! ওকে চা-নাস্তার বদলে বিষ দিয়ে মারা উচিত ছিল মা।'

কালাম একালের সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক শত্রু চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীদের হাত থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে তাদের গডফাদার হিসেবে পরিচিত এমপি সাহেবের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু এখন সেই এমপি ক্ষমতায় নেই। ইউনিয়নের চেয়ারম্যান অবশ্য তার পরিচিত। থানায় জীবনে না গেলেও, পুলিশ বিভাগে কর্মরত পরিচিত লোকজন খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। হঠাৎ মনে পড়ে, তার অফিস সহকর্মী বন্ধুর ভায়রাভাই পুলিশের বড় অফিসার। কিছুদিন আগেই শুনেছে, সে ঢাকায় বদলি হয়ে এসেছে। নার্গিসকে কথাটা বলতেই সে পরামর্শ দেয়, 'তাকে দিয়ে থানায় ফোন করলেই আসল ঘটনা জানতে পারবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংকটে বন্ধুর ভায়রা অচেনা পুলিশ অফিসারই প্রধান ভরসা হয়ে ওঠে। নাস্তা খাওয়ার পরই চম্পাকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোয় কালাম। গ্রামের রাস্তায় এমন স্বাভাবিক হাঁটে, যেন কিছুই ঘটে নি। অফিসযাত্রী বাবার সঙ্গে চম্পা ইউনিভার্সিটি যাচ্ছে মাত্র।

কলঙ্ক ভীতি ও পুরনো পদ্য-প্রীতি

চম্পাকে বাড়িছাড়া করার পর টুম্পা এত শিগগির উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠবে, ভাবতে পারে নি কালাম ও নার্গিস। টুম্পা আগামীতে এসএসসি দেবে। লম্বায় মা ও বোনকে ছাড়িয়ে গেছে আগেই, বড় বোনের চেয়ে টুম্পার গায়ের রঙও উজ্জ্বল। ছোট মেয়েকে নিয়ে নার্গিসের ভয় তাই বেশি। এ কারণে বাড়ি ছেড়ে তাকে বাইরে বেরুতেও দেয় না অপ্রয়োজনে।

এত সতর্কতার পরেও একদিন সকালে অফিসে যাওয়ার পথে বড় রাস্তায় ওঠার মুখে বাম পাশের দেয়ালে টুম্পার নামটি চোখে পড়ে কালামের। সিমেন্টের আস্তরের ওপর লাল ইটের টুকরা দিয়ে লেখা হয়েছে, টুম্পা + জলিল। রাজনীতি নিয়ে সাদারকম দেয়াল লিখন চোখে পড়েছে জায়গাটায়, বিশেষ করে ভোটের সময়। কিন্তু প্রেম বা যৌনতা নিয়ে কোনো অশ্লীল কথা দেয়ালে পড়ে নি কালাম। আজ হঠাৎ টুম্পার সঙ্গে জলিলের নামটা চোখে পড়ে কেন? টুম্পা দিনরাত পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত, এর মধ্যে তাকে নিয়ে এসব দেয়াললিখনের মানে কী? জলিল কে, এ পাড়ায় জলিল নামে কেউ আছে কি-না কালাম জানে না। তবে এ টুম্পা যে তার মেয়েই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কালাম যতদূর জানে পাড়ায় দ্বিতীয় টুম্পা নেই।

লেখাটা দেখেও না দেখার ভান করে কালাম অফিসে চলে যেতে পারত। কিন্তু থানায় নাম যাওয়ার চেয়ে দেয়ালে মেয়ের নাম ওঠার আতঙ্ক বেশি প্রবল হয়ে ওঠে। টুম্পাকে নিয়ে গ্রামে এমন এক চক্রান্তের আভাস দেখে অফিসে গিয়েও কি স্থির থাকতে পারবে সে? খোপসহ চশমা প্যান্টের নিচ পকেটে রেখে, ফেলে আসা চশমা আনার জন্যে কালাম আবার বাসায় ফিরে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাওয়ার আগে আরও একবার লেখাটা পড়ে, এত বড় করে লিখেছে যে বাচ্চারাও পড়তে পারবে।

টুম্পা দরজা খুলে দিয়ে জানতে চায়, 'কী হলো আব্বু, ফিরে এলে যে!'

'না কিছু না, চশমা ছেড়ে গেছি। তোর মা কোথায়?'

টুম্পা যখন চশমা খোঁজে, কালাম স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে যায় উঠানের কোণে। ঘটনাটি জানিয়ে স্ত্রীর কাছে জানতে চায়, 'জলিল কোন হারামজাদা ছেলের নাম?'

নার্গিসের মুখেও দুশ্চিন্তার রেখা, তবু কালামকে শান্ত করার জন্যে বলে, 'ও কিছু না, তুমি অফিসে যাও, আমি দেখছি।'

কালাম অফিসে যায়, কিন্তু অফিসে বসেও সামাজিক নোংরামি তার উদ্বেগ বাড়ায়। চম্পাকে বাড়ি থেকে সরানো হলেও টুম্পাকে এখনই সরানো সম্ভব নয়। গ্রামের বখাটে ছেলেরা টুম্পার বিরুদ্ধে লাগলে কীভাবে প্রতিরোধ করবে কালাম?

অফিস থেকে ফেরার পথে গলিতে ঢোকার মুখে মহল্লার আউয়াল মুন্সীকে দেয়াল থেকে চোখ সরাতে দেখে। বিষণ্ন মুখে কালামকে সালামও দেয়। সালামের জবাব নিলেও লোকটার সঙ্গে কথা বাড়াবার আগ্রহ দেখায় না কালাম। কারণ কালামের মেয়ের অবৈধ সম্পর্ক চাক্ষুষ করার আনন্দে চকচক করছে মুন্সীর চোখ। ধারণাটি যাচাই করার জন্য মুন্সী আড়াল হতেই কালাম চোখ ঘুরিয়ে দেখে – লাল রঙের ইটের পেন্সিল দিয়ে লেখা টুম্পা+জলিল আগের চেয়েও বেশি জ্বলজ্বল করছে যেন।

নার্গিস নিজে পড়শি দোতলা বাড়িতে যাওয়ার নাম করে দেখে এসেছে। তারপর মেয়েকেও ঘটনাটি জানিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, কে লিখল, কে জলিল?

স্কুলের টয়লেটের দেয়ালে ভয়ংকর সব লেখা পড়ার অভিজ্ঞতা আছে টুম্পার। বিরক্ত হয়ে জবাব দিয়েছে, 'ওসব নোংরা জিনিস দেখ কেন? জলিল নামে কাউকে আমি চিনি না, জানিও না। দেয়ালে আমাদের যত বদনামি করুক, তাতে আমাদের কিছু যায়-আসে না।'

চম্পার মতো টুম্পারও এরকম মনের জোর খুব ভালো লাগে কালামের। সেও তো এ সমাজকে তোয়াক্কা না করেই নিজের মতো করে বাঁচতে চায়। নাগরিক জীবনে সেটা অনেকখানি সম্ভব। কিন্তু নিচিন্তাপুরের সমাজে কানকথা আর দেয়াললিখনের প্রভাব কোনদিকে গড়াবে – বুঝতে পারে না সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কদিন আগেও এ মহল্লার উত্তরের দিকে এক নতুন বাড়ির ভাড়াটিয়া গার্মেন্টস-এর মেয়েকে নিয়ে বেশ হইচই হয়েছে। মেয়েটি তার মা-ভাইকে নিয়ে থাকবে বলে সস্তায় বাসাটি ভাড়া করেছে। সকালে মেয়েটি বেরিয়ে যেত কাজে, ফিরত সন্ধ্যায়। তার মা একা থাকত বাসায়। ভাইও ঢাকায় কোন দোকানে কাজ করে বলে দিনে তাকে দেখা যায় না। কিন্তু মাস খানেক যেতে না যেতেই বেরিয়ে পড়েছে আসল সত্য।

বাড়িতে দিনের বেলায় একলা থাকা মহিলাটি মেয়েটির মা নয় আসলে। দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। মেয়েটি এখন গার্মেন্টস-এ চাকরি করে না এবং তার নিজের কোনো ভাইও নেই। রাতে যে লোককে নিয়ে ঘরে ফেরে, তারা আসলে মেয়েটির কাস্টমার। সারা রাত বাড়িটিতে অবৈধ রঙ্গলীলা চলে। দিনের বেলাতেও একদিন তেমন নমুনা স্বচক্ষে দেখেছে সালুর বউ।

কালাম নার্গিসের কাছে শুনেছিল খবরটা, নার্গিস শুনেছে হুমার মায়ের কাছে। মেয়েটি একদিন বেড়াতে এসেছিল তাদের বাড়িতে। বরিশাল বাড়ি। দেখে ও কথা বলে একটুও খারাপ মনে হয় নি নার্গিসের। কিন্তু হুমার মায়ের আবিষ্কার আস্তে আস্তে গোটা গ্রামে চাউর হয়ে গেলে, এক রাতে কিছু বখাটে ছেলে হামলা চালিয়েছিল ওই বাড়িতে। মেয়েটার চিৎকার শুনেও কেউ এগিয়ে যায় নি। পরদিন মসজিদ কমিটির লোকজন মেয়েটার বিচার করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ওই বাড়ির মালিককে ডেকে বলবে অবিলম্বে তার ভাড়াটিয়াকে তুলে দিতে। কারণ মহল্লার মধ্যে অসামাজিক কাজ কিছুতেই বরদাশত করবে না তারা।

দেয়াললিখন কালামের মেয়েকে নিয়েও এরকম কোনো চক্রান্তের আভাস কি না কে জানে। এর মধ্যে হুমার মা নিজে পড়তে না পারলেও কার কাছে যেন শুনেছে খবরটা। স্বচক্ষে দেখেও এসেছে এবং পড়িয়ে নিয়েছে একটি আইএ পাস ছাত্রকে দিয়ে। সে নিশ্চয় ভুল পড়বে না। অতঃপর হুমার মা নার্গিসকে এসে জানিয়েছে, 'জলিল মানে জইলা তো আমাগো বাঘ মজিবরের ছোট পোলার নাম। খুব খারাপ ছেলে, হিরোইন খায়। ওই মনে হয় লেইখা গেছে।'

কালাম নার্গিসের কাছে সিদ্ধান্ত চায়, 'কী করি বলো তো, চুপচাপ থাকলে তো তিলকে তাল বানাবে সবাই।'

'এক কাজ করো, রাতে গিয়ে লেখাটা মুছে দিয়ে আসো।'

কিন্তু এমন চোরা প্রতিবাদে মন সরে না কালামের। তার ইচ্ছে হয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখাটার পাশে দাঁড়িয়ে গর্জে ওঠে – কোন হারামজাদা আমার মেয়ের নাম এখানে লেইখা রাখছে, সাহস থাকলে আয়, খাড়া আমার সামনে। কিন্তু এরকম তর্জনগর্জন করা তার অভ্যাস নেই, স্বভাবও নয়। কালাম তাই বলে, 'আমি লেখা মুছে দিয়েছি জানলে শয়তানরা আরও বাড়াবাড়ি করতে পারে।'

নার্গিস বিরক্ত হয়ে বলে, 'ঠিক আছে, তোমাকে কিছু করতে হবে না, আমি কাট্টুকে দিয়ে মোছায় দেব।'

কাট্টু এ পাড়ার রিকশাঅলার ছেলে। কাট্টুর মা নার্গিসের ছুটা কাজের মেয়ে হিসেবে কাজ করে। কাট্টুকে প্রায়ই দোকানে পাঠানোর কাজ দেয় নার্গিস। এটাসেটা খেতে দেয় বলে ছেলেটি নার্গিসের বেশ ভক্ত। তাকে আদেশ করতেই ছুটে যায় সে। ইটের টুকরা দিয়ে সব লেখা মুছে দিতে গিয়ে পুরো দেয়ালটাকে রঙিন করে ফেলে। টুম্পা+জলিল চাপা পড়ে যায় কাট্টুর অসংখ্য হিজিবিজি রেখার ভারে।

বড় মেয়েকে দেখতে টুম্পাকে নিয়ে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ঢাকায় যায় নার্গিস। কালাম বাড়ি পাহারা দেয়ার দায়িত্বে থাকে। স্ত্রী-কন্যারা না থাকলে নিজের বাড়িতেও কালামের একাকিত্ব দুঃসহ হয়ে ওঠে। বাড়িতে ভিখিরি আসুক কিংবা পাড়াপড়শি, নিজেকে বাইরের গেট খুলে দিতে হয় বলে খুব বিরক্ত হয়।

ফাঁকা বাড়িতে কালাম যখন সবে একটা উপন্যাসের ভেতরে ঢুকছে, বেল বাজলে ভিখিরি মনে করে গেট খুলেই চমকে ওঠে সে, জামালের স্ত্রী পদ্য। সঙ্গে ৪/৫ বছরের একটি ছেলে। এই ছেলের জন্মেরও দু-এক বছর আগে থেকে পদ্য এ বাড়িতে আসে না আর। কালামরাও যায় নি তাদের বাসায়। জামালের সঙ্গে রাস্তাঘাটে দেখা হলে, 'ভাবি মাইয়াগো লইয়া বাসায় আইসেন বেড়াইতে। আপনার মাইয়ারা এখন আমাগো হাইস্কুলের গর্ব'–এ ধরনের মন্তব্য করেছে। কিন্তু সৌজন্যের হাসি বিনিময় ছাড়া জামাল ও তার স্ত্রীকে বাসায় ডাকে নি কালাম। জামালের বড় মেয়েকেও রাস্তায় দেখে মেয়ের মা পদ্যকে মনে পড়েছে। কিন্তু পদ্যকে দেখার আশা ছেড়েই দিয়েছিল সে। চমকে ওঠার দ্বিতীয় কারণ, বাসায় এখন কেউ নেই।

'আরে ভাবি আপনি! বিশ্বাসই হচ্ছে না, ছেলেও দেখি বড় হয়ে গেছে।'

'হ ভাই আয়া পড়লাম, আপনারা তো আর গরিবের খোঁজখবর লন না। আইজ অফিস ছুটির দিন বাড়িতে আছেন ভাইবা নিজেই চইলা আইলাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এমন দিনে আসলেন, চম্পা-টুম্পা ও তাদের মা কেউ নাই বাড়িতে। ঘণ্টাখানেক আগে ঢাকায় গেছে।'

পদ্য কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করে, কিন্তু চোখমুখে হাসি ম্লান হয় না। না কি বাড়িতে কালাম একা আছে জেনেই এসেছে আজ? অবশ্য দুঃখিত কণ্ঠে বলে, 'আমার কপালটাই খারাপ, এতদিন পরে আইলাম, কিন্তু ভাবির সঙ্গে দেখা হইব না।'

উঠানে দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল। পদ্য চলে যাওয়ার লক্ষণ দেখায় না, বরং ঘরে ঢোকার জন্যেই বুঝি ঘরের দিকে তাকায়। কালাম ভেতরে ঢোকার দরজা-হাট খুলে ধরে বলে, 'কত বছর পর এলেন! বসুন ভাবি।'

পদ্যের ছেলে বাড়িতে ঢুকেই গাছের দিকে নজর দিয়েছে। বকুল গাছটার ফল পেকে লালচে বরণ হয়েছে। পাখি খাচ্ছিল। ছেলেটি সেদিকে লোভাতুর দৃষ্টি মেলে মাকেও দেখতে বলে। কালাম হাত বাড়িয়ে কয়েকটা ফল ছিঁড়ে ছেলেটার হাতে দেয়। ছেলেকে নিয়ে ঘরে ঢোকে পদ্য।

বাইরের ফকির, হুমার মা এবং অন্য যে কেউ যাতে আজেবাজে সন্দেহ করতে না পারে, সেজন্য কালাম বাউন্ডারি গেট ও ঘরের দরজা হাট খোলা রেখেছে। তার পরেও পদ্যের মুখোমুখি বসে বুক ধকধক করে। পদ্যকে কি নিজ হাতে চা বানিয়ে খাওয়াবে সে? ফিরতে সন্ধ্যা হবে বলে নার্গিস অবশ্য ভাত-তরকারি রেঁধে রেখে গেছে, চম্পা ও তার চাচার পরিবারের জন্য ইলিশ মাছের বিশেষ রান্না করে টিফিন বাটিতে নিয়ে গেছে। কালামের জন্য যেটুকু রেখে গেছে, তার ভাগ পদ্যকেও সানন্দে দেয়া যায়।

অনেক বছর পর কালামের ঘরসংসার দেখে মুগ্ধ হয় পদ্য, বলে, 'ভাবি বাড়িটা কী সুন্দর সাজায় রাখছে! ভালোই আছেন আপনারা।'

ধান্ধাবাজ দালাল স্বামীকে নিয়ে পদ্য কি ভালো নেই? দোতলা বাড়িতে থাকে। জামালের সদ্য বিবাহিত যুবতী বউ হিসেবে যেমন দেখেছিল, পদ্য একটু মুটিয়ে যাওয়ার পর এখনও সেরকম সুন্দর।

'জামাল ভাইকে নিয়ে আসলেন না কেন?'

'সে তার ধান্ধায় কই গেছে, আমি আইছি আমার ধান্ধায়।'

কালাম মতলব বুঝতে সরাসরি তাকায়, পদ্যর ছেলে পাখি দেখতে আবার উঠানে ছুটে গেছে।

'আপনারা যখন এখানে বাড়ি করলেন, ভাবছিলাম আপনাগো সাথে একটা ভালো সম্পর্ক থাকব। কিন্তু মনের টান নাই, নগদ লাভও নাই। সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য বুঝি গরিবের বাড়িতে যাওয়া ছাইড়া দিছেন, ভাই?'

'না, না, তা নয়। আসলে আপনার কথা তো খুব মনে পড়ে, আপনাদের কারণেই তো এ গ্রামে বাড়ি করা।'

'আপনারা পর করে দিলেও চম্পা-টুম্পার লগে কিন্তু দেখা হয় মাঝে মাঝে। বাসাতেও গেছে কয়েকবার। ওদের কাছেই আপনাদের খোঁজখবর পাইতাম।'

পদ্যকে শোনাবার মতো কালামের নিজেরই কত কথা জমে আছে, মেয়েদের গল্প বলে সে সময় নষ্ট করতে চায় না।

'আগে কী খাবেন ভাবি বলুন। নিজে চা করি একটু?'

'না ভাই, আপনি বসেন। বাবু কই গেল? বাবু।'

'ও আছে উঠানে পাখি দেখছে।'

'খুব দুষ্টু।'

দুষ্টুর মাকে একা পেয়ে কালাম মুগ্ধ লাজুক চোখ রেখে বলেই ফেলে, 'এ জীবনে আপনাকে আবার দেখতে পাব, আমি কিন্তু আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।'

'আমি আশা ছাড়ি নাই, বরং আশা নিয়ে আসছি যাতে ভবিষ্যতে আপনার বাসায় নিয়মিত আসতে পারি, মাঝেমধ্যে আইসা রাইতে থাকতেও পারি।'

রাতে থাকার কথা বলে ফেলায় পদ্যের মুখে যেন লাজুক হাসি, কালামের মতলবসন্ধানী দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়।

'আপনার আসার উদ্দেশ্যটি কিন্তু ধরতে পারছি না।'

'সরাসরি কথাটা বলি ভাই। আপনার মেয়েদের জন্য আমি একটা প্রস্তাব লইয়া আইছি। আমার বইনের ছেলে জলিল, এবার এমএ পাস করছে। আপনি না চিনলেও, চম্পা-টুম্পারা চেনে মনে হয়। স্কুলের বান্ধবীদের সাথে আমার বোনের বাসাতেও গেছে।'

দেয়ালে মুছে ফেলা টুম্পার পাশে যুক্ত জলিলকে মনে পড়ে হঠাৎ। এ মহল্লা থেকে দূরে, হাইস্কুলের কাছে বাড়ি হলেও জামাল ও তার স্ত্রী চম্পার নামে থানায় কেস যাওয়ার কথাও শুনেছে হয়তো। কিন্তু এসব বিষয় নিয়ে পদ্যের সঙ্গে আলোচনা করতে চায় না বলে কালাম প্রসঙ্গটি পাথর চাপা দিতে চায়, 'আমার মেয়েদের কি বিয়ের সময় হয়েছে, ভাবি? চম্পা সবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে, আর টুম্পা তো মনের দিক থেকে এখনও ছোটই।'

'এখনই বিয়ে দেবেন তা বলছি না। আপনি দেখাশুনা করেন, সব দিক পছন্দ হইলে দুই-এক বছর অপেক্ষা করা কোনো ব্যাপার নয়। তা ছাড়া আমার বইনের ছেলে ও ফেমিলি দেখলে বুঝতে পারবেন, বিয়ের পরও তারা বউকে নিজেদের খরচায় ইউনিভার্সিটি পড়াইতে পারব।'

কালামের চকিতে সন্দেহ জাগে, চম্পা ও টুম্পাকে নিয়ে গ্রামে যা শুরু হয়েছে, তার সঙ্গে জামাল ও পদ্যও কি নেপথ্যে জড়িয়ে আছে? অস্বাভাবিক কিছু নয়। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে কালামও সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে না কি? প্রস্তাবটা নিয়ে আলোচনার জন্যে, পদ্যকে হবু বেয়ানের মর্যাদা দিয়ে তাকে সারাদিন ফাঁকা বাসায় আটকে রাখা যায় না?

পদ্য জানতে চায়, 'মাইন্ড করলেন, ভাই?'

কালাম জবাব দেয়, 'না, ভাবছি বাসায় কেউ নেই, আপনি-আমি বসে আছি, লোকজন দেখলে আবার কে কী ভাবে।'

পদ্য উঠে দাঁড়ায়, 'ঠিকই বলেছেন, এ গ্রামের মানুষ যা শয়তান। যাক, প্রস্তাবটা আমি সরাসরি দিলাম, আপনি ভাবিকে বলবেন। আমি আবার একদিন আসব, ভাই। এখন যাই, জুই বাবু?'

ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে পদ্য আবার সেই হাসিটা উপহার দিয়ে যায়, জমি কেনার আগে পরিচয়পর্বে যেমন হেসেছিল।

AMARBOI.COM

বাঘের চোখে পানি

অফিসে যাওয়া-আসার পথে বাঘ মজিবরের বাড়িটা রোজই চোখে পড়ে, বাড়ির প্রাঙ্গণে গাছতলায় কিংবা রাস্তার এখানে সেখানে লোকটার ছায়া দেখলেও চোখ সরিয়ে নেয় কালাম। সেদিন বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার পর বাঘ মজিবরের প্রতি তীব্র ঘৃণাবোধ পাকাপোক্ত শত্রুতার সম্পর্কে পরিণত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে যেন। মুখ দেখা দূরে থাক, লোকটার কথা ভাবলেও গা জ্বালা করে কালামের।

থানা-পুলিশের হাত থেকে চম্পাকে বাঁচানোর জন্যে অনেক ছোটাছুটি করতে হয়েছে কালামকে। তবে থানায় যায় নি একবারও, ঘুষও দেয় নি। অফিস কলিগের ভায়রা পুলিশ কমিশনারের টেলিফোনেই সব কাজ হয়েছে। কিন্তু অন্য ছয় আসামির অভিভাবকরা থানায় গেছে, সম্ভাব্য মামলা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে প্রতিজনে পাঁচ হাজার টাকা করে ঘুষও দিয়েছে বাঘ মজিবরের মাধ্যমে। দুই আসামির ধনাঢ্য পিতার একজন কালামের অফিসে টেলিফোন করেছিল, কালাম সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছে, 'আমার মেয়ে কোনো অন্যায় করে নি, আমি ঘুষ দিতে যাব কেন? পুলিশ কেস নিক, ধরে নিয়ে যাক আমার মেয়েকে, তারপর দেখা যাবে।'

কালামের এমন বেপরোয়া সাহসের মূলে নির্দোষ মেয়ের প্রতি আস্থা এবং মিথ্যে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা যতটা কাজ করেছে, তার চেয়ে বেশি কাজ করেছে কমিশনারের টেলিফোন। এ গাঁয়ের লোকজনও আপত নিরীহ গোবেচারা টাইপ কালামের পেছনের গোঁজ-খুটির জোর অনুমান করেছে নিশ্চয়। কিন্তু যারা ঘুষ দিয়েছে, বিনা ঘুষে এমনকি থানায় একবারও না গিয়ে মেয়েকে বাঁচানোর এই পন্থা ভালোভাবে নেয় নি কেউ। আর বাঘ মজিবরও মামলা ও অনিবার্য জেলহাজত থেকে যাদের উদ্ধার করে দিয়েছে, আবুল কালামের ব্যাপারে তাদের কাছে মন্তব্য করেছে সে, 'যতই মন্ত্রী-এমপি থাউক, এই নিচিন্তাপুরে রাজ করতে চাইলে বাঘ মজিবরের কাছে তার আসাই লাগব রে। হ্যার চাইরপাশে কিলবিল করতাছে সাপবিচ্ছু। সরকারি আইন আর খুঁটির জোরে কয়টারে কতদিন দমায় রাখে সে, আমিও দেখুম।'

সালুর মতো শুভাকাঙ্ক্ষী এসব কথা কালামের কানে এসে লাগায়। কারণ চম্পার বাড়ি-ছাড়ার কারণ এর মধ্যে জেনে গেছে গ্রামবাসী অনেকেই। নানারকম আলোচনাও হচ্ছে সন্দেহ নেই। তারপর টুম্পাকে নিয়ে দেয়াললিখন, নির্জন বাড়িতে পদ্যের আগমন ও বিয়ের প্রস্তাব – সব মিলিয়ে সারাক্ষণই ভেতরে কাজ করে গোপন ভয়। স্বামী-স্ত্রী আলোচনা করে পরস্পরকে সান্ত্বনা দিয়েও সম্পূর্ণ ভয়মুক্ত হতে পারে না।

চম্পার ব্যাপারে তাকে থানা-পুলিশের কাছে নিতে না পেরে পরাস্ত বাঘ মজিবরের আরও হিংস্র হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। এবার টুম্পাকে ঘিরে নতুন কোনো চক্রান্ত করছে কি না কে জানে? সমাজের এসব খারাপ লোকদের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেলামেশা করলে কালাম অন্তত তাদের মতিগতি অনেকটাই আঁচ করতে পারত এবং সময়মতো প্রতিরোধের চেষ্টাও করতে পারত। এদেশে বাস করতে হয় বলে চরম স্বৈরাচারী শাসকের শাসন না মেনে উপায় থাকে না, চাকরি করতে হয় বলে মাথার ওপরে চরম দুর্নীতিবাজ বসকেও মাথা থেকে ফেলে দিতে পারে না, তেমনি এ সমাজে বাস করে সমাজপতিদের অগ্রাহ্য করে টিকতে পারবে আবুল কালাম?

স্ত্রীর এসব যুক্তির ধাক্কায় এক বিকেলে নিচিন্তাপুরে অন্য সামাজিকতা করতে বাড়ি থেকে বেরোয় কালাম। এ যাত্রায় নির্জন প্রান্তরে নয়, বাঘ মজিবরের বাড়ির দিকে হাঁটে সে। মতলব হলো, গোপন শত্রুতাবোধ আড়াল করে হিংস্র বাঘকে কিছুটা শান্ত রাখার চেষ্টা করা, যাতে পুনরায় তার শিকার হতে না হয়।

বাঘ মজিবর তখন পুকুরপাড়ের গাছতলায় চেয়ারে একা বসে ছিল। কালামের সহাস্য সালাম পেয়ে নড়েচড়ে বসে।

'চাকরিজীবী মানুষ, আপনার এখানে এসে আলাপ করার সময় পাই না, তা আছেন কেমন, ভাই?'

বাঘ মজিবর পিটপিট করে তাকায়। কালামকে সহজভাবে নিতে পারছে না যেন।

এসময় বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে মজিবরের এক বেকার পুত্র, রাস্তাঘাটে কয়েকবার দেখলেও এসব ছেলেদের বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেয় না কালাম। এই ছেলেটি জমির দালালি করে, নাকি সরকারি যুবদল করে – কালাম ঠিক জানে না। কিন্তু নিজেকে চেনানোর জন্যেই যেন সে জ্বলন্ত সিগারেট হাতের মুঠোয় আড়াল করে বাপের পেছনে এসে দাঁড়ায়।

'আপনি আমাগো স্কুলের ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী চম্পার বাবা কালাম ভাই না? চম্পারে শুনলাম বাড়ি থাইকা সরায় দিছেন। কারা হ্যার নামে কেস দিছিল, জানেন কিছু?'

'না। মেয়ে আমার কোনো অপরাধ করে নি। মিথ্যে কেস দিয়ে কী করবে? দেশটা তো এখনও মগের মুল্লুক হয়ে যায় নি। না কী বলেন ভাই?'

কালাম বাঘ মজিবরের সমর্থন নিয়ে তার ছেলেকে উপেক্ষা করতে চায়। কিন্তু ছেলের কারণে, নাকি কালামের উপস্থিতিতে বাঘ মজিবরের চেহারায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসন্তোষ পুরু হয়ে উঠেছে বুঝতে পারে না সে। কালাম তবু লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

'আব্বায় কী কইব। বঙ্গবন্ধু আর বাঘের দিন গ্যাছে গিয়া, কালাম ভাই। কারা ফলস কেস দিছিল, আমি জানি তো। আপনি আমার লগে আহেন। এই যে, থানা-পুলিশ আমাগো ইসারা ছাড়া এক পাও নড়ব না।'

বাঘ মজিবরকে বড় ভাইয়ের মর্যাদা দিয়ে খাতির জমাতে এসেছে কালাম। কাজেই তাকে উপেক্ষা করে তার ছেলের সঙ্গী বা শিকার হওয়ার অনিচ্ছা বোঝাতে কালাম আরও মনোযোগী হয়ে ওঠে বৃদ্ধ বাঘের প্রতি, 'আপনার কি শরীর খারাপ?'

ছেলেই আবার কথা বলে, 'আব্বার শরীর এই ভালা, এই খারাপ। হোনেন কালাম ভাই, আপনার ছোট মাইয়া এসএসসি দিব না এবার? হ্যার পেছনেও লাগতে পারে কইলাম। আলামত টের পাইছি আমি, আপনি আহেন আমার লগে, সব কয়টারে সাইজ কইরা দিমু।'

পিতা ও পুত্র – উভয়কে শান্ত করার জন্য বাঘ মজিবরের দিকে তাকিয়ে কথা বলে কালাম, 'না ভাই এখন না, আমি তোমার আব্বার লগে কিছু প্রাইভেট কথাবার্তা বলতে এসেছি। তুমি যাও, পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

গাম্ভীর্য ভেঙে বাঘ মজিবর এবার কথা বলে, 'বসেন আপনি। আমি একটু চা দিতে কই। কই রে পাজি, তোর মায়েরে দুইটা চা দিতে ক।'

ছেলেটা কালামের দিকে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে চলে যায়।

'আপনার এই ছেলে কি সরকারি দল করে?'

'আপনি কি আমার ছেলের খোঁজ লইতে আইছেন, নাকি নিজের মেয়ের ব্যাপারে কিছু কইতে আইছেন?'

'দেখুন ভাই, এ গ্রামে তো অনেকদিন হলো বাড়ি করেছি। আজ পর্যন্ত কারও কোনো বিন্দুমাত্র ক্ষতি করি নি। খারাপ ব্যবহারও করি নি কারও সঙ্গে। আমার মেয়ে দুটাও আমার মতো। এদের নিয়ে যাতে ভালোভাবে থাকতে পারি, সেজন্যে তো আপনার মতো মুরব্বিদের সমর্থন মানে দোয়া খুব দরকার।'

বাঘ মজিবরের কণ্ঠ এবারে আবেগে প্রবল হয়ে ওঠে, বক্তৃতার ঢঙে কথা বলে সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পাইবেন না, আপনারে দোয়া-সাপোর্ট দিয়া আমার কী লাভ? আপনার পোলা-মাইয়া ভালোমতো পাস দিব, চাকরি করব, কিন্তু আমার পোলাপান মানুষ হইব না, ফেন্সিডিল খাইব, সরকারি দলে ঢুইকা লুটপাটের ধান্ধায় থাকব, আমি আপনার উন্নতি আর ভালোটা কেমনে সহ্য করুম? এই যে ভদ্রলোক, পাইলে বাঘের মতো থাবা দিয়া আপনারেই আগে ধরুম, গোখরুর মতো বিষ দাঁত দিয়া আপনার শরীরে ঠোক্কর দিমু। এই যে সাহেব, কোন দ্যাশে আর কার জামানায় আছেন, টের পান নাই অহনও?'

কালাম বিব্রতবোধ করে। লোকটা সেদিন বাড়িতে গিয়ে নম্র শান্ত কণ্ঠে ভয় দেখিয়েছিল, আজ নিজ বাড়িতে বাগে পেয়ে সত্যই কি এক্ষুনি তার বাঘ টাইটেলের সার্থকতা প্রমাণ করতে চায়? হঠাৎ এমন উত্তেজিত হয়ে ওঠে কেন লোকটা? তবে কি কালামের আসাটাই ভুল হয়েছে? ভুল সংশোধনের জন্য উঠে দাঁড়ায় সে।

'ঠিক আছে ভাই, আজ আমি উঠি। পরে আসব একদিন।'

লোকটা এবার নিজেই উঠে কালামের হাত চেপে ধরে, কণ্ঠ যেমন সহসা উত্তেজনায় চড়ে গিয়েছিল, তেমনি খাদেও নেমে আসে সহসা, 'বহেন ভাই। আপনি আইছেন, আমি খুশি হইছি। কিছু মাইন্ড কইরেন না। নাতিরে ডাইকা চা দিতে কইলাম, পোলার বউ কানেই তোলে নি কথা। আর নিজের এক গুণধর পোলা বাপরে কীরকম সম্মান দেহায় গেল, দেখলেন না নিজের চক্ষে। আপনাগো কেসটা ডিল করতে এত ছোটাছুটি করলাম, কিন্তু রহমান দারোগাই খাইল সব, আমি যে মাত্র হাজারখানেক পাইছিলাম তাও পকেট মাইরা নিছে আমার গুণধর পোলারা। আপনার মতো ভালা মানুষরে আমি কী খাতির করুম কন?'

কথা বলতে বলতে বাঘ মজিবরের কণ্ঠ শুধু ভারী হয়ে ওঠে নি, চশমার আড়ালে তার কুতকুতে চোখ দুটি থেকেও অশ্রু গড়াতে দেখে অবাক চোখে কালাম মানুষটার দিকে তাকায়। বিদায় নেয়ার আগে লোকটার গায়ে হাত রেখে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশের জন্যে নিজে দীর্ঘশ্বাসও ফেলে একটা।

আজ সন্ধ্যাবেলা বাঘ মজিবর বাড়ি ছেড়ে মোড়ের চায়ের দোকানে পুরো বাংলাদেশের ডুবে যাওয়া দেখার আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ নাকি আনন্দ নিয়ে বসে ছিল? এতো রাতে পানি ভেঙে কালাম যদি স্ত্রী-কন্যা নিয়ে তার বাড়ি কিংবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য কোনো বাড়িতে যায়– রাতটা কাটানোর মতো আশ্রয় দেবে সবাই। কিন্তু ডিএনডির নিম্নাঞ্চলের প্লাবিত বাড়িঘরের হাজার হাজার মানুষকে আশ্রয় দেবে কে?

দুর্যোগের রাত কেটে গেলে

বিপদের রাত যে এত দীর্ঘ হয়, সেটা এর আগে এমন করে কখনও বোঝে নি কালাম। ঘরের পনিতে ডুবে যাওয়ার আতঙ্ক নিয়ে ভেজা বিছানায় রাতভর অসহায় বসে থাকার কথাই-বা কবে ভেবেছিল? একা সে নয়, এলাকার পানি বন্দি সব মানুষেরা হয়তো এভাবে রাত কাটাচ্ছে আজ। কারণ বৃষ্টি থামে নি। ঘরেবাইরে থই থই পানির শরীর স্ফীত হচ্ছে ক্রমশ।

পাশের ঘরের খাট ডুবে যাওয়ার পর নার্গিস ও টুম্পা পানি থেকে উদ্ধার করে কালামকে নিজেদের খাটে তুলেছে। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হতেই বিছানায় উঠে বসেছে কালাম। ঘন ঘন ঘড়ি দেখা আর জানালা বরাবর পানির ফুলে ওঠা মাপাই তার একমাত্র কাজ। রাত দুটায় এ বিছানার জাজিমকে পানি ছুঁয়ে দিয়েছে। আর ছয় ইঞ্চি পানি উঠলেই পানির চাদরে শুয়েবসে থাকতে হবে তাদের। অথবা ছাঁদে উঠে বৃষ্টিতে ভিজতে হবে। সম্ভাব্য এরকম পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য চোখকান খোলা রেখে বসে থাকাই এখন তাদের কাজ।

বাবা-মা দু-জনকেই নিজের বিছানায় পেয়ে টুম্পা ছোট শিশু হয়ে গেছে। মায়ের কোলে মাথা রেখে থাকার সময় ঘুমও পাচ্ছিল তার। মেয়েকে ঘুমানোর জায়গা করে দেয়ার জন্য নার্গিস স্বামীর পাশে সরে গিয়ে বসেছে। হাঁটু ভেঙে শুয়ে পড়েছে টুম্পা। ঘুমিয়েছে কি না কে জানে, চুপচাপ তিন জনই।

ডাইনিং টেবিলে রাখা লণ্ঠনের আলো ফিকে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিমনিতে কালো-ধোঁয়ার দাগ দেখে কালামই আবার কথা বলে, 'হায় হায়, তেল তো মনে হয় শেষ হয়ে যাচ্ছে গো!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নার্গিসও বোঝে, তেল শেষ হওয়ায় ফিতাটা নিজেই পুড়ে পুড়ে আলো দেয়ার চেষ্টা করছে। সে জন্যেই কালো ধোঁয়া। কেরোসিন থাকার কথা, ইলেকট্রিসিটি প্রায় থাকে না বলে মোম ও লণ্ঠন দুটাই মজুদ রাখে সে। দুদিন আগেও বড় পেপসির বোতলে আধা লিটার কেরোসিন আনিয়ে নিয়েছিল নার্গিস। তেলের বোতল রান্নাঘরেই থাকে। সরিয়েছে কি না এবং সরিয়ে কোথায় রেখেছে কিছুতেই মনে করতে পারে না নার্গিস।

'কেরোসিন মোম নাই?'

'থাকলেও পানিতে কে খুঁজতে যাবে?'

'হারিকেন নিভে যাচ্ছে যে।'

'নিভুক। পানির চেয়ে অন্ধকার কী এমন খারাপ।'

ঘর অন্ধকার হয়ে ওঠার পরেও মেঝেতে পানির অস্তিত্ব ভুলতে পারে না কালাম। পানির সঙ্গে ঘরে সাপ ঢোকা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। এর আগেও বর্ষার সময় শুকনো মেঝেতে ঢুকেছিল। চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলেছিল টুম্পা। সালু ছাড়াও দু-চার জন ছুটে এসেছিল। আজ ঘর ডুবে যাক, এলাকার সব বিষধর সর্প ঘরে ঢুকে কালামের বিছানায় আশ্রয় নিক, চেঁচিয়ে গলা ভাঙলেও কেউ ছুটে আসবে না। কালাম তাই বিষধর প্রাণীর নাম মুখে না নিয়ে স্ত্রীকে সতর্ক করে, 'টুম্পার কাঁথাটা দিয়ে ভালো করে ঢেকে দাও। ঠাণ্ডা লাগতে পারে।'

'এ রাত মনে হয় পোহাবে না।'

'তুমিও একটু বিছানায় গড়িয়ে নাও না।'

'তুমি বরং আমার কাঁধে মাথা রেখে একটু আরাম করো।'

নার্গিস নিজে আর একটু সরে, কালামের মাথাটা নিজের কাঁধে টেনে নেয়। স্ত্রীর শরীরে মাথা রেখে তার চুলের পরিচিত ঘ্রাণ পেয়েই বোধহয় নোংরা পানির অস্তিত্ব মুহূর্তের জন্য ভুলে যায় কালাম। বিপদে-আপদে নার্গিস এভাবে পাশে থাকে এবং ভালোবাসার আশ্রয় দেয় বলেই হয়তো এখনও টিকে আছে কালাম। শিশুর মতো আকুলতা নিয়ে নিষ্কাম প্রেমে নার্গিসকে আঁকড়ে রেখে সব ভীতি টেনশন ভুলে থাকতে চেষ্টা করে সে। কিন্তু শিশু নয় বলেই হয়তো, অন্ধকারে নার্গিসের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য চকিতে পরনারীর বিভ্রম জাগায় কালামের। এমন দুর্যোগের রাতেও হঠাৎ পদ্যের কথা মনে পড়ে তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অচেনা এ জায়গার জমি কিনে বাড়ি করার সময় স্থানীয় জামাল বিশ্বস্ত বন্ধুর ভান করে কালামকে ঠকাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নি। এখন তো জামালের দালাল পরিচয় পুরো গ্রামেই প্রতিষ্ঠিত। কালাম তার দালালি ব্যবসায় সহযোগিতা না করায় সম্পর্কটা ক্রমে উঠে গেছে। তার পরেও জামালের বউ পদ্য সেদিন ঘটকালি করতে ফাঁকা বাসায় এসেছিল শুনে নার্গিস ওদের ওপর আরও ক্ষিপ্ত হয়েছে। এত কিছুর পরেও কালামের গোপন পদ্যানুরাগ ঘোচে না কেন? দুর্যোগের এ রাতে পদ্য জামালের দোতলা বাড়িতে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। ধরা যাক কথার কথা, পদ্য যদি এখন এই বিপদের সময় এ ঘরে আসত, কালামকে এভাবে কাছে টেনে নিত! নাকি ধাক্কা মেরে পানিতে ফেলে দিত?

ফালতু কল্পনায় বিরক্ত হয়ে কালাম স্ত্রীকে শতভাগ নির্ভর করার জন্যে বলে, 'সকাল হলে আমরা কী করব?'

'তুমি টুম্পাকে নিয়ে ঢাকায় ভাইয়ের বাসায় যেও। আমি ডুবে যাওয়া ঘর-সংসার নিয়ে পড়ে থাকব।'

'মাথা খরাপ তোমার। একটা রাতই কাটাতে পারছি না, আর এই পানিতে...

'সবাই বাড়িঘর ছেড়ে পালালে, তালা দিয়ে গেলেও জিনিসপত্র ঠিক থাকবে? সুযোগ পেলে বাড়ির ইট পর্যন্ত খুলে নিয়ে যাবে।'

'খালি তো আমাদের ঘরে পানি নয়, পুরো ডিএনডিতে জলাবদ্ধতা এখন চরমে উঠেছে। নিচু এলাকায় যারা বাড়িঘর করেছে, সবার ঘরেই এখন পানি।'

'সরকার পানি সরানোর ব্যবস্থা করবে না?'

'এত পানি, মেশিন দিয়ে সরালেও তো দু-তিন মাস লাগবে।'

'এত বছর ধরে নিজের বাড়িতে কতরকম কষ্ট করছি, দু-তিন মাস পানির সঙ্গে লড়াই করে থাকতে হবে'।

'ডিএনডির এই প্লাবন দেখে আমার একটা কথা বার বার মনে হচ্ছে নার্গিস। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে আগামী ৫০ বছরে সমুদ্রের পানি বাড়বে, বাংলাদেশের তিন ভাগের এক ভাগ জায়গা ডুবে যাবে। তখন কোটি কোটি মানুষের কী দশা হবে ভাবো।'

'কাল ভোরে নিজের কী অবস্থা হবে সেটা আগে বলো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নার্গিস দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। মুক্তির পথের সন্ধান দেয়ার বদলে কালামের মনে হয়, পেশাব-পায়খানা চাপলে নার্গিস করবে কী? সন্ধ্যার পর থেকে মা-মেয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া না দিয়ে কীভাবে স্বাভাবিক আছে? এমন প্রশ্ন সরাসরি করতে রুচিতে বাধে কালামের। ময়লা পানিতে ভাসমান সংসারে স্ত্রীর অবস্থানের তীব্র বিরোধিতা করে সে, 'পেশাব করার জায়গা পর্যন্ত নেই। আর তুমি এই সংসার নিয়ে পড়ে থাকার কথা চিন্তা করছ এখনও?'

'এ বাড়ি থেকে বের করে কোন স্বর্গে নিয়ে যাবে আমাকে?'

কালামের ভাইয়ের বাসায় একা চম্পাই থাকতে চায় না, সবাই মিলে সেখানে একদিন থাকাও অসম্ভব। অফিস কলিগ ও কিছু বন্ধুদের ভাড়া বাসায় যাওয়া যায়, বিপদের কথা শুনে তারা দু-এক দিন আশ্রয় দিতে পারে; কিন্তু দু-এক মাস অসম্ভব ব্যাপার। বিপন্ন পরিবারকে নিজে আশ্রয় দেয়া ছাড়া কোনো উপায় দেখতে পায় না কালাম। আর এ দায়িত্ব পালনের জন্য যতটুকু সাহস দরকার, তার সবটুকু নিয়ে সিদ্ধান্ত শোনায় সে, 'আমি ঠিক করেছি, আজ ভোরে এ বাড়ি থেকে একেবারে বেরিয়ে যাব নার্গিস। অনেক বছর ধরেই তো মেয়েদের লেখাপড়া ও বিয়েশাদির কথা ভেবে বাড়ি ছাড়ার কথা ভাবছিলাম, সাহস পাই নি। কিন্তু এবার আল্লা বলো প্রকৃতি বলো, সেই সাহস আমাকে দিয়েছে।'

'তোমার সাহস বহু দেখেছি, বাস্তব কথা বলো। নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় যাব?'

'ভাঙা মাসের দিন কয়টা বন্ধুবান্ধবের বাসায় আশ্রয় নিয়ে থাকব। আগামী মাস থেকে ঢাকায় বাসা ভাড়া নেব।'

'তারপর?'

'বাড়ির জিনিসপত্র যতটা পারি উদ্ধার করে নিয়ে যাব। তারপর পানি কমলে বাড়ি বেচে দিয়ে যে কয় লাখ টাকা পাই, তা দিয়ে মেয়েদের হায়ার এডুকেশন ও বিয়ে দেব।'

'অফিসে বেতন যা পাও তা বাড়িঅলাকে দিলে পুরোটা না হোক, বেশি অর্ধেক তো শেষ হয়ে যাবে। তারপর সংসার চালাবে কী দিয়ে?'

সংসার চালানোর হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে বরাবর স্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল কালাম। বেতনের পুরো টাকাটা স্ত্রীর হাতে তুলে দেয়া ছাড়া তার কিছু করার থাকে না। হিসাব দেয়ার বদলে সে জোর দিয়ে বলে, 'চলে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকায় আমার মতো সীমিত আয়ের মানুষ বাস করছে না? বাড়ি করার আগে আমরাও এককালে ভাড়া বাসায় ছিলাম না?'

'ছিলাম বলেই তো জানতে চাইছি। অফিসে ঘুষদুর্নীতি দিয়ে তো আয় বাড়াতে পারবে না। মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ আর সংসারের এত বাড়তি খরচ মেটাতে পারবে?'

'তুমি আসলে কষ্টকে ভয় পাচ্ছ নার্গিস। দেখো আমার চেয়ে কম আয়ের কোটি কোটি লোক এদেশে যেভাবে টিকে আছে, সুদিন আসার নিশ্চয়তা ছাড়াই প্রতিদিন যেরকম কষ্ট সংগ্রাম করে টিকে আছে, আমরাও সেভাবে টিকে থাকব। দুবেলা পেট পুরে খেতে না পাই, একবেলা খাব।'

'তোমার এসব বড় কথা বাস্তবে কতটা কাজে আসে জানি আমি।'

নার্গিস স্বামীকে নিজের কাঁধে টেনে নেয়ায় তার প্রতি যে নিখাঁদ আস্থা-ভালোবাসা জেগেছিল, সঙ্কট মুহূর্তে স্বামীর ওপর অনাস্থা ও অবজ্ঞার প্রকাশ অভিমান জাগায় কালামের।

'বেতনের বাইরে আমি বাড়তি রোজগার করতে পারি না, এ কথা বলে আমাকে বারবার খোঁচাও কেন? আসল কথা হলো, তুমি আমাকে আগের মতো আর ভালোবাস না, তাই নির্ভর করতেও পার না।'

এত পানির মধ্যেও বাবা-মায়ের দাম্পত্য কলহ দেখে ঘুম ভেঙে যায় টুম্পার। হয়তো জেগেই ছিল সে, বিরক্তি নিয়ে উঠে বসে।

'উহ্! এই বিপদের মধ্যেও তোমরা কি ঝগড়া শুরু করেছ? হায় আল্লাহ, এ রাত কবে পোহাবে? আব্বু, ঘড়িটা দেখো তো।'

'ঘড়ি দেখব কী করে, ম্যাচটাও তো বোধহয় ভিজে গেছে।'

নার্গিস তবু আগের ঝগড়ায় ফিরে যায়। তবে ঝগড়ার মেজাজে নয়, কান্নার কণ্ঠে কথা বলে।

'অল্প রোজগার নিয়ে তোমাকে খোঁচাব কেন? ঢাকায় সংসার ফেঁদে তোমাকে সাহায্য করার মতো কোনো যোগ্যতা আমার নেই। সেজন্যে এই গ্রামে বাড়ি করতে বললাম। সৎভাবে শান্তিতে এখানে থাকার জন্যে পনেরো-ষোলো বছর কত লড়াই করলাম। উঠানে তরিতরকারি আবাদ করে, হাঁস-মুরগি পুষে তোমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আল্লা আমার এটুকু সুখও তো সহ্য করল না! নিজের সংসার পানিতে ফেলে এখন ফকিরের মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর-ওর বাসায় উঠতে হবে। নিজের বাড়িতে থাকি বলে যারা হিংসা করত তারা এবার হাসবে।'

অভিমান গলে যায়, সহানুভূতিতে মন ভিজতে থাকে কালামের। টুম্পা মাকে সান্ত্বনা দেয়।

'চিন্তা করো না মা, এ বাড়ি যদি যায়ও, আমরা দু বোন চাকরি করে তোমাদের ঢাকায় ফ্ল্যাট কিনে দেব।'

কালাম বলে, 'এলাকার হাজার হাজার বাড়িতে এত পানি দেখে সরকার যদি এবার জায়গাটার উন্নতি নিয়ে প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে!'

নার্গিস এতক্ষণে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শোনায়, 'ঠিক আছে, তোমার মেয়েদের ফ্ল্যাট আর সরকারি প্ল্যান ফাইনাল না হলে এ বাড়িতে আর ফিরছি না আমি। ভোর মনে হয় হয়ে গেছে, পানিতে নেমে এবার যে যার দরকারি জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। তোর বইগুলো আলাদা একটা ব্যাগে গুছিয়ে নে, টুম্পা।'

কালাম জানালা খুলে দেখে। আকাশে এখনও মেঘ, পানিতে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। মেঘের কারণে ভোরের আলো তেমন ফুটতে পারে নি। তবে দুর্যোগের রাত কেটে যাওয়ায় অনেকেই ঘর ছেড়ে বাইরের পানিতে বেরিয়ে দুনিয়ার চেহারা দেখতে শুরু করেছে।

নার্গিসই ময়লা পানিতে নামে আবার। জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করে। ভেজা কাপড়ে ব্যাগ-বোঁচকা হাতে নিয়ে ঘরের পানি ভেঙে বাইরে বেরোয় তারা। ঘরে ও গেটে তালা পরিয়ে, গলি-রাস্তার পানি ভেঙে যখন ওরা বড় কাঁচা রাস্তাটায় ওঠে, তখন ভোরের স্তব্ধতা চিরে রাস্তার অনেক মানুষের পানি ভাঙার আওয়াজে মুখর হয়ে উঠেছে জায়গাটা।

মুক্তির পথ খুঁজতে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছে শত শত মানুষ। প্রত্যেকের হাতে জিনিস-পত্র, কারো মাথায় বিছানা-বালিশ, ঘাড়ে স্যুটকেস-বাকস, চালের বস্তা, কারো বুকে আগলানো শিশু, মুরগির খাঁচা, এমনকি ছাগল বুকে নিয়েও এক মহিলা– খলবল করে পানি ভাঙছে সবাই। রাস্তার পাশের জমিগুলি সীমাহীন বিলে পরিণত হয়েছে। নৌকাও নেমেছে একটি। স্ত্রী কন্যাকে নিয়ে পানি ভেঙে আবুল কালামের স্বপ্ন-সাধের আবাসভূমি ত্যাগের দৃশ্য আজ ফিরেও দেখে না; পায়ের নিচে শক্ত মাটি ও নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে পানি ভেঙে ছুটে চলে সবাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~